ড্রেসডেন ফাইলস ৪

জিম বুচার

সামার নাইট

বাংলাবুক.অর্গ

আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো একের পর এক ঝরে পড়ছে ব্যাঙ। পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে জাদুকর আর ভ্যাম্পায়ারদের মধ্যে। হ্যারিকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে ভ্যাম্পায়াররা। শহরে এসেছে জাদুকরদের সবচেয়ে বড় সংগঠন দ্য হোয়াইট কাউন্সিল। শুধু তারাই নয়, নেভারনেভার ছেড়ে শহরে চলে এসেছে ফেইরিদের রাণীরাও। খুন হয়েছে ফেইরিদের **সামার নাইট**। এই খুনকে ঘিরে যুদ্ধে জড়াতে যাচ্ছে সামার কোর্ট আর উইন্টার **কোর্ট**। স্বয়ং **উইন্টার** কোর্টের রাণী এসেছে হ্যারির কাছে এই খুনের তদন্ত ভার অর্পণ করতে। যদি এ যুদ্ধ থামানো না যায় তাহলে হয়তো পৃথিবীতে আবারও নেমে **আসবে তুষার যুগ**।

হোয়াইট কাউন্সিল, সামার কোর্ট, উইন্টার কোর্ট, রেড কোর্ট সবার দৃষ্টি এখন একজন মানুষের ওপর–জাদুকর হ্যারি ব্ল্যাকস্টোন কপারফিল্ড ড্রেসডেন। প্রতিটি ক্ষণে কেবল বিপদ বেড়ে চলেছে, ঘনিয়ে আসছে সময়।

হ্যারি কি পারবে এই বিপদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে?

জিম বুচারের জনপ্রিয় সিরিজ *ড্রেসডেন ফাইল্স*-এর চতুর্থ আখ্যান *সামার নাইট* পাঠককে আবারো নিয়ে যাবে হ্যারি ড্রেসডেনের জাদুময় অদ্ভুত এক জগতে।

বাংলাবুক.অর্গ

ড্রেসডেন ফাইল্সের স্রষ্টা হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত জিম বুচার ১৯৭১ সালে আমেরিকার মিসৌরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে অসুখের সময় তার বোন তাকে দ্য লর্ড অব দি রিং এবং দ্য হান সোলো অ্যাডভেঞ্চার্স উপন্যাস দু'টো পড়তে দেয় সময় কাটানোর জন্য। সেই থেকে ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আগ্রহ জন্মে তার। টিনএজ বয়সেই নিজের প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, ঠিক করেছিলেন লেখক হবেন। দীর্ঘদিন প্রচলিত ধারার ফ্যান্টাসি লেখা লিখে প্রকাশকদের মনযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে লিখে ফেলেন হ্যারি ড্রেসডেন নামক এক জাদুকরের কাহিনী নিয়ে ড্রেসডেন ফাইল্স সিরিজের প্রথম বইটি। আধুনিককালের শিকাগো শহরের পটভূমিতে লেখা বইটি দারুণ জনপ্রিয়তাই শুধু পায়নি, সেই সঙ্গে জিম বুচারকে দিয়েছে প্রবল জনপ্রিয়তা।

নিয়মিতভাবেই তিনি লিখে যাচ্ছেন ড্রেসডেন ফাইল্সের একের পর এক সিকুয়েল। বর্তমানে তিনি নিজ শহর মিসৌরিতে স্ত্রী আর এক ছেলেকে নিয়ে বসবাস করছেন।

জিম বুচার

ড্রেসডেন ফাইল্‌স

সামার নাইট

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ : মোহতাসিম হাদী রাফী

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

ড্রেসডেন ফাইল্‌স : সামার নাইট
মূল : জিম বুচার
অনুবাদ : মোহতাসিম হাদী রাফী
স্বত্ব © জিম বুচার
অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী
Dresden Files : Summer Knight
Copyright © 2020 by Jim Butcher

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদ : শুদ্ধ

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ: লেখক

মূল্য : তিনশত ষাট টাকা মাত্র

উ ৎ স র্গ :

নিশাত তাসনিম

তোকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হয়। তোকে নিয়ে যে আমি গর্ব করি এই ব্যাপারটা আমাকে কোন আনন্দ দেয় না। তবে আমি খুব কম মানুষকে নিয়ে গর্ব করি, এদের মধ্যে তুই একজন–এই ব্যাপারটা আমাকে বেশ আনন্দ দেয়।

অনুবাদকের কথা

২০১৭ বইমেলায় ড্রেসডেন ফাইলস সিরিজের তৃতীয় বই *গ্রেভ পেরিল*-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর আমার আর কোন বই অনুবাদ করা হয়নি এখন পর্যন্ত। এর মাঝে পার হয়ে গিয়েছে দুটো বছরেরও বেশি সময়। ব্যক্তিগত কিছু টানাপোড়েনের কারণে এ সময়টায় লেখালেখি এগিয়ে নিতে পারিনি বলে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

দীর্ঘ এ বিরতি ভেঙে অবশেষে আবার অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম গত বছরের ডিসেম্বর মাসে। বেশি ধীরে হলেও এগিয়ে নিচ্ছিলাম লেখাটা। যার ফলে প্রকাশিত হলো ড্রেসডেন ফাইলস সিরিজের চতুর্থ বই 'সামার নাইট।'

প্রিয় পাঠক, আশা করি আমার এ দীর্ঘ বিরতি আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সিরিজের পরবর্তী বইগুলো অতি শীঘ্রই আপনাদের হাতে তুলে দেবার আশা রাখি।

মোহতাসিম হাদী রাফী

রৌদ্রছায়া, জামালপুর।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অধ্যায় ১

হোয়াইট কাউন্সিলের যেদিন শহরে আসার কথা সেদিন সকালে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো করে একের পর এক ব্যাঙ পড়তে লাগল।

এই মুহূর্তে আমি আছি লেক মিডো পার্কে। আর আমার সাথে আছে আমার পুরনো নীল রঙা ভোক্সওয়াগন বিটল গাড়িটা। গাড়ি থেকে বের হলাম। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। মুহূর্তের মধ্যে যেন ঝলসে গেলাম। জায়গাটা লেক মিশিগানের পাড় থেকে বেশ দূরে। এমনিতে এসময়ে পার্কটায় এতো ভিড় থাকে যে ঠিকমতো হাঁটাচলা করা যায় না। কিন্তু আজ শপিং কার্ট হাতে লম্বা কোট পরিহিতা এক বৃদ্ধা বাদে আর কাউকে চোখে পড়ছে না। ঘড়িতে এখনো বারটা বাজেনি, এরমধ্যে আমার টিশার্ট ঘামে ভিজে একদম জবজব করছে গরমে।

পার্কের ভেতর এদিকে সেদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম কিন্তু কিছু চোখে পড়ল না। হঠাৎ মাথায় থপ করে কিছু একটা পড়ল বলে মনে হলো।

চমকে উঠে মাথায় হাত দিলাম, সাথে সাথে একটা ব্যাঙ মাথা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল। এটার খোঁজেই এসেছিলাম। আকারে বেশি বড় হবে না, মাটিতে পড়ে একবার ডিগবাজি দিয়ে মাতালের মতো উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডেকে লাফিয়ে চলতে শুরু করে দিল।

চারপাশে একটু ভালোভাবে খেয়াল করায় এবারে এরকম অসংখ্য ব্যাঙ দেখতে পেলাম ঘাসের ওপর। ক্ষণে ক্ষণে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডাক বাড়ছে। আর বাড়বে না-ই বা কেন? আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো একের পর এক ব্যাঙ পড়ছে তো পড়ছেই।

"অদ্ভুত, তাই না?" একটা কৌতুহলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। মুখ তুলে তাকাতে খাটো গড়নের শক্তসামর্থ্য এক তরুণকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। তরুণটির নাম বিলি, একজন মায়া নেকড়ে। পরনে গোলাপি রঙা টিশার্ট। এক বা দু'বছর আগেও এই টিশার্টটা বেশ ঢোলা হতো ওর। কিন্তু একদিনে বেশ মাংস লেগেছে ওর গায়ে। "কী বলেছিলাম, হ্যারি?" মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বিলি বলল।

BanglaBook.org

"বিলি," ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললাম আমি। "মায়া নেকড়ের দল কেমন আছে হু?"

"বেশ কৌতুহলি হয়ে আছে মায়া নেকড়ের দল," বিলি জবাব দিল। "এই ব্যাঙের বৃষ্টির মতো এরকম আরও অনেক অদ্ভুত সব জিনিস নজরে পড়ছে আজকাল।" পুরো পার্কে একবার নজর বুলাল বিলি। কয়েক হাত দূরে আরও একটা ব্যাঙ এসে পড়ল আকাশ থেকে। "তো শেষমেশ জাদুকরের স্মরণাপন্ন হতে হলো।"

"কোন স্বাভাবিক মানুষের নজরে পড়েছে এই কাণ্ড?"

"উহু! তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল আবহাওয়াবিদ এসেছিল। ওরা বলল লুসিয়ানার ওদিকে নাকি টর্নেডো হচ্ছে। ওই ঝড়ের কারণে বোধহয় এসব ব্যাঙ ওখান থেকে উড়ে এসে পড়ছে এখানে।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "কিন্তু তোমার ধারণা এসব ঝড়টর নয়, এই ব্যাঙবৃষ্টির কারণ হলো কালজাদু?"

"হ্যাঁ, কিন্তু চিন্তা করো না," বিলি বিরক্ত হয়ে বলল। "কয়েক দিনের মধ্যে এই ব্যাঙবৃষ্টির ঘটনা একদম গুজবে পরিণত হয়ে যাবে লোকেমুখে।"

"তা তো বটেই," বিড়বিড় করে বলতে বলতে আমার গাড়ির পেছনের ট্রাংক খুলে দুটো নাইলনের ব্যাগ বের করে একটা বিলির দিকে ছুঁড়ে দিলাম। "দু'একজোড়া ব্যাঙ ধরে দাও তো আমায়।"

ব্যাগটা লুফে নিয়ে ভ্রুঁ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল বিলি। "কেন?"

"ব্যাঙগুলো পরীক্ষা করে দেখব একটু। আসল নাকি নকল জানা দরকার।"

"তোমার ধারণা এসব নকল ব্যাঙ?"

আমি বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। "দেখো বিলি, যা বলেছি তা-ই করো। এতো প্রশ্ন করবে না তো। রাতে ঘুমাইনি আমি, শেষ কবে ভালমতো একবেলা খেয়েছিলাম সেটাও মনে নাই। রাত হওয়ার আগে আরও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে আমার।"

"কিন্তু এই ব্যাঙগুলো নকল হবে কেন? দেখে তো আসলই মনে হচ্ছে।"

বড় করে দু'বার শ্বাস নিয়ে নিজের মেজাজ শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম। "আসল নাকি নকল সেটা ওভাবে বুঝবে না। নেভারনেভারে যেকোন জিনিসের একদম হুবহু কপি বানানো যেতে পারে। দোয়া করো যেন এই ব্যাঙগুলো নকল হয়।"

BanglaBook.org

"কেন?"

"কারণ যদি ব্যাঙগুলো নকল হয়ে থাকে তো ধরে নেয়া যাবে যে কোন ফেইরির হয়তো বসে বসে আর সময় কাটছে না। এখন একঘেয়েমী দূর করার জন্য এই কাণ্ড করেছে। ওরা প্রায়ই এসব আজগুবি কাজ কারবার করে।"

"আর যদি নকল না হয়? যদি আসল ব্যাঙ হয়?"

"তো ধরে নিতে পারো খারাপ কিছু একটা হতে যাচ্ছে।"

"কেমন খারাপ?"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙালাম। "খুব খারাপ।"

"কিন্তু যদি–"

আমি আর মেজাজ ধরে রাখতে পারলাম না। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, "এতো ক্লাস নিতে পারব না আমি আজ। এতো সময় নেই আমার। চুপ করো।"

"ঠিক আছে! ঠিক আছে!" একটা হাত তুলে বলল ও। "কী আর করা যাবে!" তারপর ব্যাগটা নিয়ে আমার সাথে হাঁটতে শুরু করল। "ইয়ে মানে, হ্যারি! তোমাকে দেখে বেশ ভাল লাগছে। অনেকদিন পর দেখা। কী বলো? আমি, মানে আমরা ভাবছিলাম তুমি যদি এই রোববার রাতে আমাদের মায়া নেকড়ের ডেরায় একবার ঘুরে যেতে তো বেশ হতো।"

আমি ঘাস থেকে একটা ব্যাঙ ধরে নাইলনের ব্যাগটায় ঢোকালাম। তারপর বিলির দিকে তাকালাম, "তোমাদের ডেরায় গিয়ে আমি কী করব?"

বিলি কাঁধ ঝাঁকাল। "এই ধরো একটু আড্ডা দিলাম, আর্কানোস খেললাম। খেলাটা কিন্তু দারুণ মজার।"

রোল প্লে টাইপের খেলা। মাথা নাড়লাম আমি। শপিং কার্টওয়ালা বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পেছন দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। শপিং কার্টটার চাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

"আসলেই বেশ মজার খেলা," বিলি উৎসাহ নিয়ে বলল। "লর্ড মালোচিও'র দূর্গে হানা দেব আজ। মৃত সেজে হানা দেব যেন কাউন্সিল অব ট্রুথ কিছু জানতে না পারে। স্পেল থাকবে, ডিমন থাকবে, ড্রাগন থাকবে। আগ্রহ জাগছে?"

"খেলার চেয়ে কাজ বেশি করতে হবে মনে হচ্ছে।"

বিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "হ্যারি, দেখো, আমি জানি এই

BanglaBook.org

ভ্যাম্পায়ারদের সাথে যুদ্ধের কারণে তোমার কী হাল হয়েছে, কী কী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তুমি যাচ্ছো। কিন্তু তাই বলে সারাদিন সারারাত ওই বদ্ধ বেজমেন্টে নিজেকে আটকে রাখার মানে কী?"

"ভ্যাম্পায়ারদের সাথে আবার কীসের যুদ্ধ?"

বিলি ভ্রু কুঁচকালো। "বাতাসে সবকিছুর খবর ভেসে আসে, হ্যারি। তুমি গতবছর বিয়াঙ্কার বাড়িটা জ্বালিয়ে দেয়ার পর ভ্যাম্পায়ারদের রেড কোর্ট যে জাদুকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সে খবর আমি বেশ ভালোমতো জানি। এটাও জানি যে ওই ঘটনার পর ওরা তোমাকে দু'বার খুন করার চেষ্টা করেছে। জাদুকরদের হোয়াইট কাউন্সিল যে শহরে আসছে সে খবরও আমার অজানা নয়।"

আমি বিলির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। "এই হোয়াইট কাউন্সিলটা আবার কী?"

বিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "এখন তোমার আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকার সময় নয়, হ্যারি। মানে, একবার আয়নায় দেখেছো নিজের দিকে? শেষ কবে দাঁড়ি কামিয়েছিলে? গোসল করেছো? চুলও তো কাটাও না। শেষ কবে কাপড়চোপড় ধুতে দিয়েছিলে?"

আমি বাম হাতে গালে গজানো বড় দাঁড়িগুলোয় হাতা বুলালাম একবার। "কে বলেছে বের হই না আমি? অনেকবার বাসা থেকে বের হয়েছি আমি।"

বিলি একটা ব্যাঙ ধরে নাইলনের ব্যাগে তুলল। "কবে?"

"তুমি আর অন্য আলফাদের সাথে না ফুটবল দেখতে গেলাম সেদিন?"

"সেটা সেই জানুয়ারি মাসে গিয়েছো, ড্রেসডেন। এখন জুন মাস চলছে," বিলি বিরক্তি নিয়ে বলল। "তোমাকে নিয়ে চিন্তা হয় আমাদের, হ্যারি। হ্যাঁ, আমি জানি তুমি একটা প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করছো এখন। কিন্তু তাই বলে নিজের এই হাল করে রাখলে চলবে? আয়নার সামনে গিয়ে একবার তাকিয়ে দেখো কেমন জংলী সেজে আছো।"

আমি হাঁটা থামিয়ে আরেকটা ব্যাঙ তুলে নিলাম ঘাস থেকে। "তুমি কী বলছো না বলছো সেটা তুমি নিজেও জানো না।"

"তুমি যা ভাবছো তারচেয়ে অনেক বেশি জানি আমি," বিলি জবাব দিল। "এইসবকিছু সুজানকে নিয়ে, তাই নাং গতবছর কিছু একটা হয়েছে ওর। তুমি সেটা সারাবার চেষ্টা করছো। খুব সম্ভবত ভ্যাম্পায়াররা কিছু করেছে ওকে। সেজন্যই এখন আর শহরে থাকে না ও।"

BanglaBook.org

আমি চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালালাম আরেকবার। "এই প্রসঙ্গটা বাদ দাও।"

বিলি আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবার। "না, হ্যারি। এভাবে আর কত? অফিসে যাও না তুমি, ফোন দিলে ফোন ধরো না, বাসায় গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দরজায় ঠক ঠক করলেও দরজা খোলো না। আমরা তোমার বন্ধু, হ্যারি। তোমাকে নিয়ে চিন্তা হয় আমাদের।"

"আমি ঠিক আছি," আমি বললাম।

"অযথা কেন মিথ্যা বলছো? রেড কোর্ট নাকি আরও লোক জড়ো করছে তোমাকে মারার জন্য। তোমাকে মারতে পারলে ভ্যাম্পায়ারহুড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।"

"সর্বনাশ!" বিড়বিড় করে বললাম আমি। এই খবরটা জানা ছিল না। মাথা ঘুরতে শুরু করল আমার।

"এখন দিনের বেলায়ও তোমার জন্য বাইরে ঘোরাঘুরি করা নিরাপদ না।"

"আমি কচি খুকি নই, বিলি।"

"হ্যারি, তোমাকে আমি অন্য যে কারও চেয়ে অনেক ভালোভাবে চিনি। আমি জানি তুমি এমন সব জিনিস করতে পারো যেসব অন্য কেউ কখনো পারবে না–কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি একজন সুপারম্যান। সবারই কখনো না কখনো সাহায্য দরকার হয়।"

"আমার হয় না। অন্তত এখন না," আমি প্রায় খেঁকিয়ে উঠলাম। "এসব বাজে কথা বলার সময় নেই আমার।"

"ওহ্! ভালো কথা," বিলি পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করতে করতে বলল। "একজন মক্কেলের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তোমার।"

"কীহ্?" আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম।

"তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। তোমার ম্যাসেজবক্সটা চেক করেছি তখন। মিস সামারসেট নামে একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে চাচ্ছিল তোমার সাথে। তো আমি ওনাকে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করেছি।"

"কী করেছো?" আমি আবার মেজাজ হারাতে শুরু করলাম।

বিলির মুখেও এবার স্পষ্ট বিরক্তি ফুটে উঠল। "তোমার চিঠির বাক্সও

BanglaBook.org

চেক করেছি আমি। বাড়িওয়ালা নোটিশ পাঠিয়েছি। যদি এ সপ্তাহের মধ্যে ভাড়া দিতে না পারো তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে

"আমার অফিসে ঘুরঘুর করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে, বিলি? আমার মক্কেলকেই বা কোন অধিকারে ফোন করেছো?"

বিলি আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবারে। আমি ওর কপালের দিকে তাকালাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছে চোখে চোখ রেখে একটা কড়া ধমক দেই কিন্তু চোখের দিকে তাকানো যাবে না। "ঠান্ডা হও, হ্যারি। আমি তোমার বন্ধু। তুমি সারাদিন সারারাত তোমার বাসায় পড়ে থাকো। এভাবে চলবে? আমি তো তোমার ব্যবসা বাঁচানোর চেষ্টাই করছি।"

"ঠিক বলেছো, ওটা আমার ব্যবসা," আমি কড়া গলায় বললাম। পেছন দিয়ে আবার কার্টের চাকা গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। ওই বৃদ্ধা মহিলা হেঁটে যাচ্ছে হয়তো। "আমার ব্যবসা আমাকেই দেখতে দাও।"

বিলির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "ঠিক আছে। যাও, তোমার ওই বেজমেন্টের ল্যাবে পড়ে থাকো গিয়ে। ওখান থেকেও যখন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে তখন বুঝবে।" আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। "তোমার সত্যি সাহায্য দরকার, হ্যারি। তোমার এখনকার অবস্থা বোঝার জন্য কারও জাদুকর হওয়া লাগবে না।"

আমি বিলির বুকে একটা আঙুল রেখে সামান্য ধাক্কা দিলাম। "আমার কোন সাহায্য লাগবে না, বিলি। আমার কোন বেবি সিটার দরকার নাই। ওই ভ্যাম্পায়ারদের নিয়েও কোন চিন্তা করতে হবে না। ওরা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।" নিচু হয়ে আরেকটা ব্যাঙ ধরলাম আমি। "তোমাদের কিছুই করতে হবে না আমার জন্য।"

ঠিক তখন আক্রমণটা শুরু হলো।

আমাদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে কোথা থেকে একটা কালো রঙের পিকআপ ট্রাক এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে থামল। সঙ্গে সঙ্গে পিকআপের পেছন থেকে দু'জন কালো পোশাক পরা লোক লাফিয়ে নেমে আসল। চোখে কালো সানগ্লাস, মুখে স্কিইং করার মাস্ক আর হাতে উজি সাব-মেশিনগান।

"সাবধান!" আমি চেঁচিয়ে উঠে বিলিকে ডানহাতে কোনমতে আমার পেছনে ঠেলে দিয়ে আড়াল করলাম। একইসাথে বামহাতের তর্জনীতে পরা বন্ধনীটা তুলে ধরলাম লোক দুটোর দিকে। বন্ধনীটার মাঝে কিছুটা মনযোগ কেন্দ্রীভূত করাতে স্বচ্ছ একটা শিল্ড তৈরি হয়ে গেল আমাদের সামনে।

BanglaBook.org

ঠিক তখন লোক দুটো গুলি করতে শুরু করে দিল। একদম ফিল্মি কায়দায়। গুলিগুলো আমার শিল্ডে ধাক্কা খেয়ে এদিক সেদিক ছিটকে যেতে লাগল। মনে মনে প্রার্থনা করলাম যেন আমার গাড়িতে বা আশেপাশে দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোন পথচারীর গায়ে গুলি না লাগে ছিটকে যাওয়া গুলিগুলো।

একটু পর খালি চেম্বারে হ্যামারের ঠকাস আওয়াজের সাথে সাব-মেশিনগান দুটো থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে গেল। গানম্যান দু'জন একসাথে রিলোড করতে শুরু করে দিল সাথে সাথে।

"হ্যারি!" বিলি চেঁচাল।

"এখন না!"

"কিন্তু–"

আমি শিল্ডটা নামিয়ে নিয়ে ডানহাত তুলে ধরলাম এবার ওদের দিকে। এই হাতে একটা রূপোর আঙটি পরা আছে। এই আংটিটায় সময়ের সাথে সাথে শক্তি জমা হয়। কয়েকমাস ধরে রিংটা ব্যবহার করা হয়নি। প্রচুর শক্তি জমা হয়ে আছে সেখানে। একজন মানুষকে মারার জন্য এতোটুকু শক্তি যথেষ্টের চেয়েও অনেক বেশি। কিন্তু আর যা-ই করি খুন করা যাবে না। হোয়াইট কাউন্সিলের প্রথম নিয়ম হলো যা-ই ঘটে যাক না কেন, কাউকে জাদু ব্যবহার করে হত্যা করা যাবে না। একবার এই নিয়ম ভঙ্গ করেও কোনভাবে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি, দ্বিতীয়বার আর কেউ আমাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে একজন গানম্যানের দিকে শক্তিটুকু ছুঁড়ে দিলাম আমি। বিজলির হল্কার মতো এক রাশ শক্তি ছুটে গেল ওর দিকে। আঘাতটা বুলেটের চেয়ে অনেক শক্ত, তবে আমি কেবল লোকটার একপাশ বরাবর আঘাত করেছি। চাইনি পুরো আঘাতটা ওর শরীর বয়ে নিক। হলোও তাই। জাদুর আঘাতে সোজা ছিটকে গেল লোকটা। সাবমেশিনগানটা একদিকে, সানগ্লাস আর ছেঁড়া কাপড়চোপর আরেকদিকে। পিকআপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে উড়ে গিয়ে মাটির ওপর পড়ল ও।

দ্বিতীয় গানম্যানও সামান্য ধাক্কা খেয়েছে। সাবমেশিনগানটা ধরে রাখতে পারলেও সানগ্লাসটা উড়ে গিয়েছে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে নিয়ে আবার সাবমেশিনগানটা রিলোড করাতে লেগে গেল লোকটা।

"বাচ্চা!" আমি শিল্ডটা আবার তুলে ধরতে ধরতে বিড়বিড় করলাম। "আমাকে খুন করার জন্য বাচ্চাদের পাঠাচ্ছে এখন ওরা!"

BanglaBook.org

ঠিক তখন আমার ঘাড়ের কাছের লোমগুলো শিরশির করে উঠল। দ্বিতীয় গানম্যান আবার গুলি করতে শুরু করে দিয়েছে এরমাঝে। আমি বামহাতে শিল্ডটা ধরে রেখেই পেছনে ঘাড় ঘোরালাম।

শপিং কার্টওয়ালা সেই বৃদ্ধা মহিলা আমার থেকে প্রায় পনের ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখে যতোটা বয়স্ক মনে করেছিলাম ততোটা বয়স্ক নন এই মহিলা, মেকাপ করে বয়স বাড়ানো হয়েছে। মেকাপের আড়ালে শান্ত, ঠান্ডা, কালো খুনে চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। শপিং কার্টটা থেকে একটা শটগান বের করে আমার দিকে তাক করল মহিলাটি।

ভালো বিপদে পড়া গেল দেখা যায়! শিল্ডটা ধরে রাখতেই বেশ কষ্ট হচ্ছে এখন যদি এই মহিলাকে সামলানোর জন্য অন্য কোন জাদু করতে যা-ই তো শিল্ডটার দিকে মনযোগ ধরে রাখতে পারব না। বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে তখন শিল্ডটা। আর এই লোক যেভাবে গুলি চালাচ্ছে তাতে শিল্ডটা না থাকলে একদম ঝাঝড়া হয়ে যাব।

আবার এই মহিলার কোন ব্যবস্থা যদি না করি তো পাঁচগজ দূর থেকে শটগানের গুলি খাওয়ার পর যখন অ্যাম্বুলেন্স আসবে তখন আর হাসপাতালে নিতে হবে না আমাকে, সোজা মর্গে নিতে হবে।

শিল্ডটায় একের পর এক বুলেটের ধাক্কা লেগে যাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে দেখা বাদে আমি কিছুই করতে পারছি না মহিলাটাকে। চোখ বন্ধ করে জীবনের শেষ সময়টুকু অনুভব করব কি না এমন যখনটা ভাবছি ঠিক তখন চোখের কোণা দিয়ে বিলিকে নড়ে উঠতে দেখলাম।

কাপড়চোপড় খুলে একদম ন্যাংটো হয়ে গিয়েছে ছেলেটা। খাটো হলেও ওর শরীরটা বেশ পেটানো। পেশীগুলো কিলবিল করে উঠছে। মহিলার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

শূন্যে ভেসে থাকা অবস্থায় একদম আবছা একটা আলোর ঝলকানি দিয়ে মানব শরীরটাকে একটা নেকড়েতে পরিণত করল বিলি। পরমুহূর্তে মহিলার শটগান ধরা এক হাতে কামড়ে ধরল সে।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল মহিলাটি। হাত ঝাঁকিয়ে বিলিকে সরাতে চাইছে কিন্তু পারছে না। রক্তে পুরো হাত লাল হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য হাতের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল এবার বিলি। শটগানটা আরও আগে ফেলে দিয়েছে হাত থেকে।

মহিলা আবার চিৎকার করে সুস্থ হাতটা সরিয়ে নিল।

BanglaBook.org

উহু! এ তো কোন মানুষ নয়!

হাতটার নখগুলো বড় হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একইসাথে আঙুলগুলো কালো আর রোমশ হয়ে উঠেছে। এবার আর কোন চিৎকার নয়, গর্জন করে উঠল মহিলাটি। অবশ্য এখন আর ঠিক মহিলা বলা চলে না ওটাকে।

দ্বিতীয় গানম্যানের সাবমেশিনগানের হ্যামার আবার খালি চেম্বারে ঠকাস করে বারি মেরে উঠল। আমি শিল্ডটা নামিয়ে নিয়ে মহিলার ফেলে দেয়া শটগানটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শটগানটা হাতে আসার সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলাম, "বিলি, সরে যাও!"

নেকড়েটা সাথে সাথে একদিকে লাফিয়ে সরে গেল। আমিও আর দেরি না করে মহিলা সদৃশ জীবটার পেট বরাবর শটগান তাক করে ট্রিগার চেপে ধরলাম।

কাঁধে লাগানো শটগানের বাটটা জোরে ধাক্কা দিয়ে উঠল। দশ-গজ শটগান সম্ভবত, কিংবা স্লাগ রাউন্ডও হতে পারে। মহিলাটি শটগানের ছড়রার ধাক্কায় চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। বেশিক্ষণ অবশ্য পড়ে রইল না। একটু পরে আবার উঠে দাঁড়াল। এবার আর ওটাকে দেখে কোনমতে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। জান্তব একটা রূপ ধারণ করেছে। উঠে দাঁড়ানোর পর এক মুহূর্তে দেরি না করে আমাকে পাশ কাটিয়ে পিক-আপটার দিকে দৌঁড়ে গেল জীবটা। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় গানম্যানও তার আহত সঙ্গীকে পিকআপে তুলে নিয়েছে। জান্তব জীবটা পিকআপে ওঠার সাথে সাথে ইঞ্জিনে গর্জন তুলে হাইওয়ের দিকে ছুটতে লাগল গাড়িটা।

আমি কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। শটগানটা এখনো হাতে ধরা। বামহাতে একটা ব্যাঙ ধরা ছিল আমার, একদম থেঁতলে গেছে ওটা। হাত থেকে মৃত ব্যাঙটা ফেলে দিয়ে ঘাসে হাত মুছে নিলাম।

বিলির দিকে ফিরলাম এবার। বিলি আবার নেকড়ে থেকে মানুষে পরিণত হয়েছে। গালে দুটো বড় লম্বা কাটাদাগ দেখা যাচ্ছে। ঘাসের ওপর পরে থাকা কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে পরতে শুরু করে দিল ছেলেটা। চেহারা দেখে কিছু বোঝা না গেলেও ব্যথা পেয়েছে যে এটুকু নিশ্চিত।

"ঠিক আছো তুমি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

প্যান্ট পরতে পরতে মাথা ঝাঁকাল সে। "হ্যাঁ, ওটা কী ছিল?"

"ঘুল," আমি জবাব দিলাম। "খুব সম্ভবত লা-চেইসি দলের ঘুল ওটা।

BanglaBook.org

ওরা এখন রেডকোর্টের সাথে কাজ করছে শুনেছি। আমাকে একদম দেখতে পারে না ওরা।"

"কেন কেন?"

"কারণ আমি ওদের মাথাব্যথার কারণ হয়েছি কয়েকবার।"

বিলি ওর শার্টের এক কোনা দিয়ে গালের কাটা দুটো মুছে নিল। "এতো বড় বড় নখ থাকবে ভাবিনি।"

"ওই নখই ওদের আসল অস্ত্র।"

"ঘুল, না? মরবে ওটা? এতো কাছ থেকে শটগানের গুলি খেল।"

আমি মাথা নাড়লাম। "এরা হলো তেলাপোকার মতো। যতো আঘাতই করো না কেন, কোন না কোনভাবে বেঁচে যাবেই। হাঁটতে পারবে?"

"বেশ। চলো তাহলে বের হওয়া যাক এখান থেকে।" আমার পুরনো বিটল গাড়িটার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সামনে ঘাসের ওপর আমার ব্যাঙভর্তি ব্যাগটা পড়ে আছে। ওটা তুলে নিয়ে ব্যাঙগুলো ঘাসের মধ্যে ছেড়ে দিলাম।

"ছেড়ে দিচ্ছো কেন?" বিলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কারণ এগুলো আসল ব্যাঙ।"

"কীভাবে জানলে?"

"তখন যে ব্যাঙটা ধরে ছিলাম ওটা থেঁতলে গিয়েছে একদম।"

বিলিকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে অপর পাশের ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলাম আমি। সিটের নিচ থেকে ফার্স্ট এইড কিট রাখা আছে একটা, ওটা বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। বিলি একটা সাদা ব্যান্ডেজ করার কাপড় বের করে গালে চেপে ধরল। "তার মানে খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে?"

"কিংবা ইতিমধ্যে ঘটছে, বললাম। কিছুক্ষণ নীরব কাটল এরপর একটু পর নীরবতা ভেঙে বললাম, "আমার জীবন বাঁচিয়েছো আজ তুমি।"

আমার দিকে তাকাল না ছেলেটা, কেবল কাঁধ ঝাঁকাল।

"তো তিনটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করেছিলে, তাই না? নামটা জানি কি ওনার? সামারসেট?"

বিলি আমার দিকে তাকাল এবারে। মুখে একটা হাসি ফুঁটে ওঠেছে। "হ্যাঁ।"

আমি আমার খোঁচা খোঁচ দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মাথা ঝাঁকালাম। "দেখা করার আগে একটু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়া উচিত, কী বলো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, মানুষ হওয়া দরকার তোমার। পুরো বনমানুষের মতো লাগছে এখন।" বিলি একমত হলো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "মাঝে মাঝে আমি এমন ফালতুমি শুরু করি!"

বিলি হেসে উঠল। "মাঝে মাঝে, কিন্তু বাকি সময় আমাদের মতো তুমিও একজন মানুষ।"

গাড়ি স্টার্ট দিলাম। ইঞ্জিন প্রথমে খুক খুক করে কেশে উঠলেও ভালোভাবেই স্টার্ট হলো।

ঠিক তখন থপ করে কিছু একটা বনেটের ওপর পরল। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। আমি চমকে উঠেলাম। পুরো আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে। আগের মতো আর একটা দুটো করে ব্যাঙ পরছে না, মুষল ধারায় বৃষ্টির মতো মুহূর্মুহু একের পর এক ব্যাঙ পড়তে লাগল আমার গাড়ির ওপর। উইন্ডশিল্ড আর বনেটের ওপর যে পরিমাণ ব্যাঙ পড়েছে সামনে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

খুব খারাপ কিছু ঘটে চলেছে। নয়তো এভাবে একের পর এক ব্যাঙের বৃষ্টি হতো না। তার ওপর হোয়াইট কাউন্সিল আবার শহরে আসছে আজ। রেডকোর্টের সাথে যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা হবে। তিনটা সময় মক্কেলের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করা আছে। এখান থেকে বের হতে হবে আগে।

উইন্ডশিল্ডের ওয়াইপার চালু করে দিলাম। ব্যাঙের রক্তে লাল হয়ে গেল গ্লাসটা।

"ঈশ্বর!" বিলি বিড়বিড় করে উঠল।

আমি কোন কথা না বলে গাড়ি সামনে বাড়ালাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২

বিলির বাসা ওর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশে। সেখানে ওকে নামিয়ে দিলাম। ওই ঘুলটা পুলিশে রিপোর্ট করতে যাবে বলে মনে হয় না তবে সাবধানের মার নেই ভেবে শটগানটা থেকে আঙুলের ছাপ মুছে দিয়েছি। বিলি গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় একটা তোয়ালে দিয়ে শটগানটা মুড়ে নিয়ে গিয়েছে। নষ্ট করে ফেলা হবে বন্দুকটা। বিলির প্রেমিকা জর্জিয়া অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, পরনে লাল রঙের বিকিনি টপ আর কালো রঙের শর্ট প্যান্ট। মেয়েটা বিলির চেয়ে অন্তত একফুট লম্বা হবে উচ্চতায়।

বিলি গাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে মেয়েটা কীভাবে যেন সব বুঝে গেল। এক দৌঁড়ে ভেতরে ঢুকে একটা ফার্স্ট এইড কিট হাতে নিয়ে আবার বের হয়ে আসল। বিলির কাঁধে হাত রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার বিধ্বস্ত গাড়িটার দিকে তাকাল। আমি মৃদু হেসে হাত নাড়লাম।

জর্জিয়া বিলিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবার পর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না সেখানে। আর কেউ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হওয়ার আগেই গাড়ি নিয়ে ভাগলাম। মিনিটখানেক চলার পর গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে রিয়ারভিউ মিররে নিজের চেহারার দিকে তাকালাম। শুনতে অবাক লাগলেও, আমার বাসায় কোন আয়না নেই। স্বাভাবিক পৃথিবীর বাইরের অনেক কিছু আয়নাকে দরজা হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এজন্য আমি বাসায় কোন আয়না রাখি না। শেষ কয়েক সপ্তাহ বাসা ছেড়ে বের হইনি বলে আয়নায় নিজেকে দেখার সুযোগ তাই আর হয়ে ওঠেনি।

এখন রিয়ারভিউ মিররে নিজেকে দেখে চমকে উঠলাম প্রায়। পুরো বনমানুষের মতো লাগছে আমাকে। এমনিতেও আমার চেহারা বনমানুষের মতোই বলা চলে। কিন্তু এখন আরও বেশি বনমানুষের মতো লাগছে। আমার কালো রঙা চুলের মতো চোখজোড়াও জ্বলজ্বলে কালো। সেই কালো চোখের সাথে এখন যোগ হয়েছে চোখের নিচের কালো দাগ। পুরো নেশাখোরদের মতো লাগছে দেখতে। চুলগুলো বেশ বড় আর কোঁকড়ানো হয়েছে। আবার

BanglaBook.org

ভেবো না যে রকস্টারদের মতো বড় কোকড়ানো চুল হয়েছে. আমার চুলের অবস্থা এখন ডাস্টবিনের পাশে থাকা ছন্নছাড়া আধপাগল লোকের বড় কোকড়ানো চুলের মতো। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে একদম বিধ্বস্ত লাগছে আমাকে।

ধপ করে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে শরীর এলিয়ে দিলাম একদম। আমার কোন ধারণা কোন কারণে ভুল প্রমাণ হলে প্রচণ্ড খারাপ লাগে আমার। কিন্তু এখন যা মনে হচ্ছে, বিলি আর মায়া নেকড়েরা হয়তো ঠিক বলছে। শেষ কবে চুল কাটিয়েছি, শেভ করেছি এসব ভাবতেও তো এখন বিরক্ত লাগে। গত সপ্তাহের পর আর বোধহয় গোসল করা হয়নি!

কাঁপা কাঁপা হাতে মুখ মুছলাম আমি। গত কয়েক মাস যাবত প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত আমি আমার বেজমেন্টের ল্যাবে গবেষণা করে কাটাচ্ছি। বাইরের জগত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন ধারণা ছিল না আমার এই কয়েক দিনে। প্রায় নয় মাস আগে আমার কারণে আমার প্রেমিকা প্রায় মরতে বসেছিল। ভুল বললাম হয়তো! ওর সাথে যা হয়েছে তারচেয়ে ওর মৃত্যু হওয়াই বোধহয় ভালো ছিল।

মেয়েটার নাম সুজান রড্রিগেজ। মিডওয়েস্টার্ন আর্কেইন নামে একটা জার্নালে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতো। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী অল্প কিছু মানুষের মধ্যে একজন ছিল এই সুজান। কোন একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সামান্যতম সূত্র পেলে একদম শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়তো মেয়েটা। এভাবে একদিন একটা ভ্যাম্পায়ারদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আভাস পায় সে। সেটা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে কাল হলো ওর। ভ্যাম্পায়ারদের হাতে ধরা খেল মেয়েটা।

বিলি ওর সম্পর্কে ঠিকই বলেছে। ওই ভ্যাম্পায়াররা, রেডকোর্টের ওরা ওকে বদলে দিয়েছে। আরও ভালোভাবে বললে ওকে আক্রান্ত করেছে। এখনো ও মানুষই আছে কিন্তু তারপরও ওর মাঝে এক রক্তক্ষুধা জাগ্রত করে দিয়েছে এই ভ্যাম্পায়াররা। আর যখন এই ক্ষুধা জাগ্রত হয় তখন ওর মনুষত্ব একদম মরে যায়, জাগ্রত হয় ওর ভ্যাম্পায়ার সত্তা।

ওর এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করার জন্যই আমার এই গবেষণা। এমন একটা ভ্যাকসিন বানাতে চাইছি আমি যেটা ওকে আবার সুস্থ করে তুলবে।

আমি সুজানকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু মেয়েটা মানা করে দেয় আমাকে। শুধু মানা করে ক্ষান্ত হয়নি, শহর ছেড়েও চলে যায়।

BanglaBook.org

তবে আর্কেইনের জন্য এখনো কলাম লেখে মেয়েটা। খুব সম্ভবত সম্পাদকের কাছে চিঠি দিয়ে লেখা পাঠায়। ওই কলামগুলো এখনো ছাপা হচ্ছে বলেই আমি জানি ও এখনো বেঁচে আছে। মেয়েটা আমাকে বলেছিল আমি যেন ওকে খুঁজে বের না করি। আমি করিনি, করবও না। যতোদিন পর্যন্ত না একটা সমাধান বের করতে পারছি, আমি আর ওকে খুঁজে বের করব না।

আমার মাথা ঘুরে উঠল। আমি চাইলে হয়তো ওকে বাঁচাতে পারতাম। এসব কিছুই হতো না ওর। আমি একজন জাদুকর। আমি যদি আরেকটু সিরিয়াসলি তদন্ত করতাম ওই কেসটা, যদি সামান্য দ্রুত কাজ করতাম তাহলেই হয়তো এসব কিছুই হতো না ওর। কিংবা দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই যদি ওকে বলে দিতাম, "সুজান, আমি তোমাকে ভালোবাসি।" কিন্তু আমি বলিনি। আর যখন বলেছি তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে আমার। অনেক কষ্টে চেপে রাখছি। কান্না করে কোন লাভ নেই। বরং সুজানের জন্য কিছু একটা করতে হবে। আমার এতোদিনের শিক্ষা, চর্চা এসব কোনমতেই বিফলে যেতে দেওয়া যাবে না।

নিজেকে শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হলো। কয়টা বাজে জানি না তবে মাঝদুপুর পেরিয়ে গিয়েছে নিশ্চিত। ছায়াগুলো হেলে পড়েছে পূর্বে, সূর্য এখন পশ্চিমের পথে।

প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। ক্ষুধাও পেয়েছে প্রচণ্ড। কিন্তু কিছু কিনে যে খাব সে টাকা আমার কাছে নেই। বাড়ি ফিরে স্যুপ খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেরি হয়ে যাবে। মিস সামারসেটের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সময়মতো পৌঁছাতে পারব না।

আর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা বেশ জরুরি আমার জন্য। বিলি ঠিক বলেছে, আমি যদি আবার উপার্জন শুরু না করি তো অফিস আর বাসা দুটো জায়গাই ভাড়া না দিতে পেরে হারাতে হবে। আর একবার বাস্তুহারা হয়ে গেলে রাস্তার পাশের বস্তিতে বসে সুজানকে নিয়েও কোন রিসার্চ করতে পারব না।

এতো ভাবার সময় নেই। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অফিসের দিকে আগাতে শুরু করলাম। অফিসে যখন পৌঁছেছি তখন ইতিমধ্যে দু'মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমার অফিস মিডটাউনের পুরনো একটা বিল্ডিংয়ে। বিল্ডিংয়ে ঢুকে লিফটকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। লিফটটার সামনে একটা সাইন ঝুলছে, "মেরামত চলছে।"

BanglaBook.org

অনেকদিন আগে একবার বিশালাকার একটা বিছে আক্রমণ করেছিল আমাকে। তখন এই হাল হয় লিফটটার। তারপর আর মেরামত করা হয়নি। এখনও এই 'মেরামত চলছে' সাইন নিয়েই চলছে ওটা।

কেউ অবশ্য নিশ্চিত করে বলতে পারবে না ওই বিছেটা আমাকেই খুন করতে এসেছিল। ওটা তো চারতলার অর্থোডেন্টিস্ট কিংবা ছয় তলার ওই সাইকিয়াট্রিস্টকেও আক্রমণ করে থাকতে পারে। অথবা সাত তলার ইনস্যুরেন্স অফিস বা নয় তলার একাউন্ট্যান্টকেও আক্রমণ করার জন্য এসে থাকতে পারে।

কেউ তো কিছু প্রমাণ করতে পারবে না এ ব্যাপারে।

আমার অফিস পাঁচতলায়। অফিসের দরজায় একটা সাইন ঝুলছে, 'হ্যারি ড্রেসডেন–জাদুকর।' দরজাটা খোলার জন্য নবে হাত দিতে যাব এমন সময় হাতে একটা ঠান্ডা শিরশিরে অনুভূতি হলো। হাত সরিয়ে নিলাম আমি। কিছু একটা ঠিক নেই এখানে। বাম হাতের বন্ধনীটা দিয়ে একটা শিল্ড তৈরি করলাম আবার। অন্য হাত দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

আমার অফিস সাধারণত প্রচণ্ড অগোছালো থাকে। শেষ কবে অফিসটা ভালোমতো গুছিয়েছিলাম মনে নেই। টেবিলের এক কোণায় কয়েকটা পেপারব্যাক বই পড়ে থাকবে তো আরেক কোণায় 'শিশুদের জন্য জাদুশিক্ষা' কিংবা 'এখানে জাদু শেখানো হয়' টাইপের কয়েকটা পোস্টার বা লিফলেট পড়ে থাকবে।

ঘরের ভেতর থেকে পোড়া কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত শেষবার যখন অফিস থেকে বের হয়েছিলাম তখন পানি গরম করতে দিয়ে কফি মিশিয়েছিলাম কিন্তু আর খাওয়া হয়নি, সেখান থেকেই গন্ধটা আসছে। কেউ একজন আমার পুরো অফিসটা বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে রেখেছে। চিঠিপত্রগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে টেবিলের ওপর রাখা। খালি ক্যান আর বোতলগুলো নেই, ময়লার ঝুড়িটাও পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত বিলি আর ওর বন্ধুদের কাজ এসব।

অফিসের এক কোণায় এক প্রচণ্ড সুন্দরি রমণী দাঁড়িয়ে। যতোটা সুন্দর হলে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে খুন করতে পারে, এক দেশ আরেক দেশের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারে–তারচেয়ে অনেক বেশি সুন্দরি।

সাদা চুল। সোনালীচুলো মেয়েদেরও অনেক সময় সাদা চুলের অধিকারী মনে হয়। ইনি তেমন নন। ওনার চুলগুলো একদম ধবধবে সাদা, তুষার

BanglaBook.org

স্নিগ্ধ সাদা। প্রচণ্ড ফর্সা মুখ, সুউচ্চ গলা আর আর অদ্ভুত সুন্দর ঠোঁট। চোখজোড়া পান্নার মতো সবুজ। বয়স্ক নন, তরুণীও নন, কিন্তু প্রচণ্ড সুন্দরি।

আমার হা হয়ে যাওয়া মুখটা অনেক কষ্টে বন্ধ করলাম। ওনার পরনে ধূসর কালো স্যুট আর স্কার্ট। পা জোড়া থেকে নজর ফেরানো বেশ কষ্টকর। কানে সুন্দর একজোড়া রূপালী দুল আর গলায় নেক্‌লেস।

পারফিউমের মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে। বেশ দামি কোন পারফিউম হবে, কেমন নেশা ধরানো একটা গন্ধ। চুল কাটাতে পারিনি, দাঁড়ি শেভ করতে পারিনি এমনকি গোসলটা পর্যন্ত করিনি আমি। নিজেকে গাল দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো প্রচণ্ড। এমন সুন্দরির সামনে এভাবে বনমানুষ হয়ে আসা উচিত হয়নি একদম। একসেট পরিস্কার পোশাক পর্যন্ত পরিনি।

মেয়েটার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। স্রেফ একটা হাসি, কোন কথা বলল না সে। আমার মাথা ঘুরে উঠল সাথে সাথে।

একটা ব্যাপার তো নিশ্চিত, ওনার টাকার অভাব নেই একদম। টাকা-যা দিয়ে বাসা ভাড়া দিতে পারব, অফিস ভাড়া দিতে পারব। কিছু টুকটাক জিনিসপত্রও কিনতে পারব হয়তো।

"আহ্, মিস সামারসেট?" কোনমতে ঢোক গিলে কথা শুরু করলাম আমি। "আমি হ্যারি ড্রেসডেন।"

"আমার বিশ্বাস আপনি দেরি করে এসেছেন," একদম ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন উনি। উচ্চারণে একটা আঞ্চলিকতার টান আছে কিন্তু সেটা কোন জায়গার ধরতে পারলাম না। খুব সম্ভবত ইউরোপের কোন জায়গার হবে। "আপনার সহকারী যখন আসতে বলেছিল আমি ঠিক তখন এসে হাজির হয়েছি। আর আমি অপেক্ষা করতে পছন্দ করি না একদম। তাই নিজে থেকে ভেতরে চলে এসেছি।" আমার ডেস্ক আর রুমটার দিকে একবার তাকালেন উনি। "তবে ভেতরে না আসলেই হয়তো ভালো করতাম।"

"আসলে আমি যখন জানতে পেরেছি আপনি আসবেন তখন অনেক দেরি..." অফিসটার দিকে আমি নিজেও একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। "অপেশারদের মতো কাজ করে ফেলেছি আসলে।"

"ঠিক তাই।"

দ্রুত ক্লায়েন্টদের জন্য যে চেয়ারটা রাখা আছে সেটা পরিস্কার করে ওনার জন্য বাড়িয়ে দিলাম। "বসুন, প্লিজ। চা বা কফি চলবে?"

"চা বা কফি কোনটাই পরিস্কার হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ঝুঁকি

BanglaBook.org

নিতে যাব কেন?" চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দিলেন উনি। আমিও ডেস্কের অপর পাশে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলাম।

"আপনি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন না?"

"ঝুঁকি নেবার আগে কীসের জন্য ঝুঁকি নিচ্ছি সেটা ভালোভাবে জানতে পছন্দ করি আমি," উনি ঠান্ডা গলায় বললেন। "যেমন ধরুন আপনি, মি. ড্রেসডেন। আমি এখানে এসেছি আপনার ওপর ভরসা করা যায় কি না সেটা দেখতে।" এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আরেকটা কথা যোগ করলেন উনি, "কিন্তু প্রথম দেখায় আপনার অবস্থা তো সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

আমি একটু সামনে ঝুঁকে এলাম। "হ্যাঁ, আমি জানি আমার অফিস দেখে আমাকে আপনার–"

"মরিয়া মনে হতে পারে?" আমার মুখের কথা কেড়ে নিলেন উনি। "এমন একজন যে অন্য সব বিষয়পত্র নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। এমন একজন যে কিছুদিন পর ভাড়া না দেয়ার কারণে তার অফিস হারাতে যাচ্ছে। আর এসব ছোটখাট ব্যাপার যদি সামলে নিতে পারেনও আমার তারপরও মনে হয় না আপনি আমার কোন কাজে আসবেন আদতে।"

"দাঁড়ান!" আমি গলা উঁচিয়ে বললাম। "অন্তত আমাকে একবার বলে দেখুন আপনার সমস্যাটা। যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি–"

আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন উনি। "প্রশ্ন তো সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় কি না।" অদ্ভুত একটা হাসি ফুঁটে উঠল ওনার ঠোঁটে। "আপনি আমাকে এমন কিছুই দেখাতে পারেননি। তাছাড়া..."

আমি আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। "তাছাড়া?"

"আপনার সম্পর্কে আমি শুনেছি, মি. ড্রেসডেন। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা দেখে নেয়ার ওই ক্ষমতা সম্পর্কে।"

আমি মাথা নাড়লাম। "ওটা কোন ক্ষমতা নয় আমার মতে। এমনিতেই হয়ে যায় ওটা।"

"আপনি তো এটাকে সোলগেজ বলে ডাকেন?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ।"

"আর যার দিকে তাকান তার ভেতরের সবকিছু দেখতে পান? লোকটা কেমন, ভালো নাকি খারাপ, সবকিছু?"

"হ্যাঁ। আর যার দিকে তাকাই সে-ও আমার ভেতরটা দেখতে পায়।"

BanglaBook.org

মিষ্টি একটা হাসি ফুঁটে উঠল এবার ওনার মুখে। "তাহলে আমরা একে অপরকে দেখে নেই, মি. ড্রেসডেন। আমিও সেক্ষেত্রে জেনে নিতে পারব আপনি আমার কাজটা করে দিতে পারবেন কি না।"

"এখানে একটা সমস্যা আছে," আমি বললাম। "আপনি আমার ভেতরটা দেখে নিচ্ছেন মানে আমার আত্মাকে দেখে নিচ্ছেন। ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। এই স্মৃতিটুকু আপনি কখনো ভুলতে পারবেন না। একটা ক্ষতের মতো আপনার মনে থেকে যাবে ব্যাপারটা। আমার মনে হয় না সোলগেজ করাটা কোন ভালো বুদ্ধি।"

"কেন নয়? খুব বেশি সময় তো লাগার কথা না।"

"সময় কোন বিষয় না।"

"ঠিক আছে, আমি বিদায় নেই তাহলে–" ওনার মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল।

এবারে আমি ওনার কথার মাঝে কথা বলে উঠলাম। "মিস সামারসেট, আমার ধারণা আপনি আপনার হিসেবে কিছুটা ভুল করে ফেলেছেন।"

ওনার চোখজোড়া রাগে প্রায় ঝলসে উঠল। কিন্তু চেহারায় তার কিছুই ফুটে উঠল না। "তাই নাকি?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা প্যাডের কাগজ বের করে আনলাম। "আমার বেশ বাজে সময় যাচ্ছে।"

"আপনার ধারণাও নেই আপনার এই ব্যাপারগুলো আমার কাছে কতটা তুচ্ছ।"

একটা কলম বের করে প্যাডটার পাশে রাখলাম। "এরপর আপনি আসলেন। ধনী, সুন্দরি–আর অপার্থিব।"

"এরপর?"

"আর অপার্থিব." আমি আবার বললাম কথাটা। এরমাঝে ড্রয়ার থেকে পয়েন্ট ৪৪ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে এনেছি। ওটা সোজা ওনার দিকে তাক করলাম। "আমার কথা শুনে মনে হতে পারে আমি পাগল কিন্তু আমার হাতে আর কোন উপায় নেই। আপনার হাত দুটো ডেস্কের ওপর রাখুন প্লিজ।"

ওনার ভ্রু কুঁচকে গেল। হাতদুটো আস্তে করে ডেস্কের ওপর রাখলেন তিনি। "আপনার ধারণা আছে আপনি কী করছেন?"

"আমি শুধু একটা থিওরি পরীক্ষা করে দেখছি," আমি বললাম। "প্রায়ই

BanglaBook.org

আমার কাছে অবাঞ্ছিত কিছু ক্লায়েন্ট আসে ঝামেলা পাকাবার জন্য। এজন্য সবসময় তৈরি থাকতে হয় আমাকে। এই দেখুন না, আপনাকে পেয়ে গেলাম আজ।"

"আপনি কী বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মি. ড্রেসডেন। তবে আমি নিশ্চিত–"

"আরে রাখুন ওসব কথা," ড্রয়ার হাতড়াতে হাতড়াতে বললাম আমি। আরেকহাতে রিভলভারটা তাক করে রেখেছি। অবশেষে পেয়ে গেলাম যেটা খুঁজছিলাম। ছোট্ট একটা ধাতব পেরেক। ওটা বের করে ডেস্কের ওপর রাখলাম।

"ওটা কী?" মিস সামারসেট বিড়বিড় করে বলল।

"লিটমাস টেস্ট," আমি জবাব দিলাম।

আস্তে করে পেরেকটা ডেস্ক বরাবর এগিয়ে নিয়ে ওনার আঙুলে আলতো করে স্পর্শ করালাম। সাথে সাথে যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়েছে এমন ভঙ্গিতে উনি হাত সরিয়ে নিলেন। পুরো শরীরটা ঝটকা খেয়ে যে চেয়ারটায় বসে ছিল সেটায় এলিয়ে দিলেন উনি। ধাতব পেরেকটাও একদিকে ছিটকে গিয়েছে।

"লোহা," আমি বললাম। "ঠান্ডা লোহা। ফেইরিরা ঠান্ডা লোহা পছন্দ করতে পারে না।"

ওর মুখ থেকে অহংকারী, রাগত আরও যতো অনুভূতি ছিল সব মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অনুভূতিহীন একটা সাদাটে মুখে পরিনত হয়েছে এখন চেহারাটা। কোন মানুষের মুখ এমন অনুভূতিহীন হয় না।

"গডমাদারের সাথে আমার চুক্তির আরও কয়েক মাস বাকি আছে," আমি বললাম। "আরও এক মাস একদিন আমাকে একা থাকতে দেয়ার কথা তার। এরমাঝে কোন ঝামেলা পাকালে ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হবে না।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরব কাটল এরপর। ওর মুখটা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। একটা হাসি ফুঁটে উঠল সেখানে কিছুক্ষণ পর। আমি রিভলভারটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলাম। "দারুণ!" আগের মতো মিষ্টি কণ্ঠে বলে উঠল সে। "এমনটাই চেয়েছিলাম। কোনকিছুই যাকে সবকিছু আলাদা করে ভাবা থেকে সরিয়ে নিতে পারে না। ঠিক এমন একজনকে দরকার ছিল আমার।"

আমার শিরদাড়া বেয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। "আমি কোন ঝামেলা

BanglaBook.org

পাকাতে চাই না," আমি বললাম। "সোজা বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আমি মনে করব কিছুই হয়নি।"

"কিন্তু আসলে তো হয়েছে," সে ফিসফিস করে বলল। "তুমি তোমার ক্ষমতা প্রমাণ করেছো আমার কাছে। কীভাবে টের পেলে?" আপনি থেকে সম্বোধন তুমিতে নেমে এসেছে।

"দরজার ছিটকিনি," আমি বললাম। "ওটা তালা মারা ছিল। তার মানে যখন ভেতরে ঢুকেছো তখন দরজা ভেদ করে ঢুকেছো। আর তাছাড়া আমার প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে বারবার ঘোরাচ্ছিলে।"

মুখে হাসিটা এখনো ধরে রেখেছে সে। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ও। "বলে যাও।"

"তোমার কাছে কোন পার্স নেই। যে মহিলা তিন হাজার ডলার দামের স্যুট পরে তার কাছে কোন পার্স থাকবে না ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?"

"হুমম," সে বলল। "তুমি একদম পারফেক্টলি করতে পারবে কাজটা, মি. ড্রেসডেন।"

"আমি এসবের মধ্যে নেই," আমি বললাম। "ফেইরিদের সাথে আর কোন কিছুতে জড়াচ্ছি না আমি।"

"আমাকে ওভাবে ডাকা আমি পছন্দ করি না, মি. ড্রেসডেন।"

"চলে যাও আমার অফিস থেকে, তাহলে আর ডাকব না।"

"মি. ড্রেসডেন, তোমার তো জানা উচিত আমরা কখনো মিথ্যা বলতে পারি না। যা বলি সবসময় সত্য বলি।"

"কিন্তু তাতে করে তোমাদের ধান্দাবাজিতে কোন ফারাক পড়ছে না।"

ওর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল। "আমি তো বলেছি আমি ঝুঁকি নেবার আগে কীসের ওপর ঝুঁকি নেব তা ভালোভাবে জেনে নিতে চেষ্টা করি। আমি তোমার উপর ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।"

"কীহ্?"

"তোমার সাহায্য দরকার আমার। অনেক দামি একটা জিনিস খোয়া গিয়েছে। ওটাকে উদ্ধার করতে হবে।"

"তোমার চুরি হওয়া জিনিস ফেরত আনতে হবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার না," সে বিড়বিড় করে উত্তর দিল। "আমি চাই ওটা উদ্ধার করে যার মালিকানা তার কাছে ফিরিয়ে দাও জিনিসটা। সেইসাথে চোরটাকেও ধরে আমার সামনে হাজির করতে হবে।"

BanglaBook.org

"নিজে নিজে করো গিয়ে," আমি বললাম।

"আমি এটা একা করতে পারব না," সে জবাব দিল। "সেজন্যই তোমাকে আমার হয়ে তদন্ত করার জন্য বেছে নিয়েছি আমি।"

আমি হেসে উঠলাম। রাগ, দুঃখ, ব্যঙ্গ সবকিছু মিশে আছে এই হাসিতে। "আমি তোমাদের কারও সাথে আর কোন চুক্তি করতে যাচ্ছি না।"

"জাদুকর," মৃদু হেসে বলল সে। "চুক্তি তো অনেক আগেই হয়ে আছে। তুমি তোমার জীবন, ভাগ্য, ভবিষ্যত সবকিছু ক্ষমতার সাথে বিনিময় করেছো।"

"করেছি। কিন্তু সেটা আমার গডমাদারের সাথে। তাছাড়া সেখানেও ঘাপলা আছে।"

"এতোদিন পর্যন্ত ছিল কিন্তু আর নয়," সে বলল। "তোমাদের, মানুষদের মাঝেও তো বিনিময় প্রথা আছে মনে হয়। মর্টগেজ বিক্রি করা বলো না ওটাকে?"

আমার তলপেটে একটা শূন্য অনুভূতি হলো। "কী বলতে চাও?"

ওর দাঁতগুলো ঝলক দিয়ে উঠল। উঁহু! এটা কোন হাসি ছিল না। কোন হাসি এমন হতে পারে না। "তোমার মর্টগেজ আমার কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তুমি এখন আমার, আর তুমি আমাকে এই সমস্যাটার ব্যাপারে সাহায্য করবে।"

আমি পিস্তলটা নামিয়ে রাখলাম ডেস্কের ওপর, তারপর ড্রয়ার থেকে চিঠি খোলার এন্টিকাটার বের করে আনলাম একটা। "ভুল বলছো তুমি," আমি বললাম। নিজের কাছেই হাস্যকর লাগল কথাটা। "আমার গডমাদার কোনমতেই এই কাজ করবে না। আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছো তুমি।"

ওর দাঁতগুলো আবার ঝলক দিয়ে উঠল হাসিতে। "তাহলে তোমাকে সত্যটা বুঝিয়ে দেয়া যাক।"

আমার বামহাত প্রচণ্ড শক্তিতে টেবিলে আঘাত করল। আমি কেবল চেয়ে চেয়ে দেখলাম, কিছুই করতে পারলাম না। এরপর ডানহাতটা এন্টিকাটার সহ আস্তে আস্তে আমার বামহাতটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আমি প্রচণ্ড চেষ্টা করলাম থামানোর জন্য কিন্তু পারলাম না।

"দাঁড়াও!" আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

ফেইরিটা পাত্তাই দিলো না যেন।

BanglaBook.org

এন্টিকাটারের ব্লেডটা আমার হাত ভেদ করে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকে অপরপাশে টেবিলে একটা আঁচড় কেটে তবেই থামল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পুরো জায়গাটা। এতোটা ব্যথা পাচ্ছি যে চিৎকার দেবার জন্য দমটুকুও অবশিষ্ট নেই আর আমার মাঝে। প্রচণ্ড চেষ্টা করলাম ব্লেডটা বের করে আনতে কিন্তু পারলাম না।

ফেইরিটা এবার সামনে এগিয়ে এসে ব্লেডটা হাত থেকে টেনে বের করে একপাশে ফেলে দিল। "জাদুকর, আমি যেমন জানি তেমন তুমিও খুব ভালো করেই জানো, যদি তুমি আমার কাছে বাঁধা পরে না থাকতে তাহলে আমি তোমার ওপর আমার কোন ক্ষমতাই খাটাতে পারতাম না।"

ব্যথায় কিছু ভাবতে পারছি না আমি। তবে এরমাঝেও এতোটুকু বেশ বুঝতে পারলাম ও মিথ্যা বলছে না। ফেইরিরা চাইলেই কারও ওপর ক্ষমতা দেখাতে পারে না। সেজন্য আগে তাদের অধীনস্ত হয়ে নিতে হবে। আমি আমার গডমাদার লিয়ার অধীনস্ত হয়েছিলাম অনেক বছর আগে। গতবছর তার থেকে এটুকুও চুক্তি করেছিলাম যে পরবর্তী একবছর একদিন আমার সাথে কোন ঝামেলা করতে পারবে না সে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে গডমাদার আমার অধীনস্ততা আরেকজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এমন একজনের কাছে যার সাথে আমি দ্বিতীয় চুক্তিটি করিনি।

দেখতে না পেলেও এটুকু বেশ জানি প্রচণ্ড রাগে চোখ লাল হয়ে গিয়েছে আমার। ফেইরিটার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে প্রায় গর্জে উঠলাম, "কে তুমি?"

ফেইরিটা একটা আঙুল দিয়ে ডেস্কে লেগে থাকা তরল রক্ত সামান্য তুলে নিয়ে জিহ্বায় ছোঁয়াল। "আমার অনেক নাম আছে," বিড়বিড় করে জবাব দিল সে। "তবে তুমি আমাকে ম্যাব বলে ডাকতে পারো। বাতাস ও অন্ধকারের রাণী, সিধের উইন্টার কোর্টের অধিপতি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

চমকে উঠলাম আমি।

একজন ফেইরিদের রাণী! একজন ফেইরিদের রাণী আমার অফিসে! আমি একজন ফেইরিদের রাণীর দিকে তাকিয়ে আছি! আমি একজন ফেইরিদের রাণীর সাথে কথা বলছি!

আর ওর কাছে আমাকে অধীনস্ততা বিক্রি করে দেয়া হয়েছে!

আমি ভেবেছিলাম আমি যে বিপদে আছি এরচেয়ে বেশি বিপদে পড়া আর সম্ভবই না। কিন্তু এখন তো দেখছি তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে এসে পড়লাম।

ভয় ব্যাপারটা অনেকটা ঠান্ডা পানির মতো। শরীরের কোন এক জায়গায় একবার কেবল ছোঁয়া পেলে হলো, পুরো শরীর শিরশির করে উঠে। আয়নায় যদিও নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না তবুও এটুকু তো নিশ্চিত আমার চেহারা ভয়ে একদম সাদা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপারটায় ম্যাব বোধহয় বেশ মজা পাচ্ছে। ওর মুখে হাসি ফুঁটে উঠেছে।

"হ্যাঁ," ম্যাব বিড়বিড় করে বলল। "ভয় পাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কেমন লাগছে এখন?"

আমি কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে জবাব দিলাম, "গডজিলা যখন টোকিও-তে আক্রমণ করে তখন টোকিওবাসীর যে অবস্থা হয় আমার অবস্থা ঠিক সেরকম।"

ম্যাবের মুখের অনুভূতিতে কোন পরিবর্তন আসল না। হয়তো গডজিলার গল্পটা ধরতে পারেনি। কিংবা হয়তো তুলনাটা পছন্দ হয়েছে ওর। আবার এমন হতে পারে এতো ছোটখাটা কিছুর সাথে তুলনা করাটা একদম পছন্দ হয়নি। সে পছন্দ হোক বা না হোক তা আমি কী করে জানব? মনুষ্য মেয়েদেরই বুঝতে পারি না আর এ তো এক ফেইরি।

BanglaBook.org

ম্যাবের চোখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছি না আমি। এমন না যে সোলগেজ হয়ে যাবে এমন ভয় পাচ্ছি। সোলগেজ হওয়ার জন্য দু'জনেরই সোল বা আত্মা থাকতে হয়। আমি ভয় পাচ্ছি অন্য কারণে। চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষের অনুভূতি, চিন্তাধারা অনেক কিছুই বলে দেয়া যায়, সেজন্য সোলগেজ হওয়া লাগে না। হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছি অথচ আমি কিছুই বলতে পারছি না ওকে, কারণ আমি ভীত।

পৃথিবীতে যে ক'টা অনুভূতিকে আমি একদম পছন্দ করি না তারমধ্যে এই ভয় একটা। আর এখন আমি ভয়ে জর্জরিত।

ফেইরিদের রাণী মানে খারাপ খবর। খুবই খারাপ খবর। একজন ফেইরিদের রাণীর মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই। তার উপর ওর কাছে আমার অধীনস্ততা বিক্রি করা হয়েছে।

"ভুলে যাও ওসব," আমি রাগত স্বরে বললাম। "আমি কোন চুক্তি করতে যাচ্ছি না। আমাকে মেরে ফেলো এখনি। লাশটা রেখে যাওয়ার সময় দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে যেও।"

আমার কথা যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিল ম্যাব। "তোমার গডমাদার লিয়ানাসিধের সাথে গত বসন্তে কী কী করেছে দেখেছো আমি। এমন রাগ, এমন ক্রোধ! ঠিক এমন একজনকেই দরকার আমার।"

আমি ডেস্কে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে এক টুকরো ব্যান্ডেজের কাপড় বের করে এনে ক্ষতটায় পেঁচাতে লাগলাম। "তোমার কী দরকার তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই," আমি বললাম। "আমাকে বাধ্য না করলে তোমার কোন কাজ করে দিতে আমি রাজি না। আর আমাকে যদি বাধ্য করো তো সেক্ষেত্রে আমার যা অবস্থা হবে তা দিয়ে তোমার কোন সাহায্য করতে পারব বলে আমার মনে হয় না। তো তোমার যা ইচ্ছা করো আর নয়তো আমার অফিস থেকে বের হয়ে যাও।"

"মাথাব্যথা হওয়া উচিত, মি. ড্রেসডেন," ম্যাব বলল। "তোমার অধীনস্ততা কিনে নেয়ার কারণ হলো তোমাকে একটা প্রস্তাব দেয়া। তোমাকে এই অধীনস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ দেয়া।"

"হ্যাঁ, তাই তো!" আমি ব্যঙ্গ করে বললাম। "আমার কোন আগ্রহ নেই এসবে।"

BanglaBook.org

"তো তোমার স্বাধীন হয়ে থাকার কোন ইচ্ছে নেই?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। মাথায় হাজারটা চিন্তা খেলা করে যাচ্ছে। "স্বাধীন হয়ে থাকা বলতে কী বোঝাতে চাও?"

"স্বাধীন হয়ে থাকা বলতে স্বাধীন হয়ে থাকাকেই বোঝাতে চাই," ম্যাব উত্তর দিল। "সিধের যে কোন বাঁধা থেকে স্বাধীন, লিয়ানাসিধে বা আমার সাথে হওয়া তোমার ওই চুক্তি থেকে স্বাধীন।"

"মানে কাজটা করে দেবার পর আমরা দু'জন দু'দিকে চলে যাব। কেউ আর একে অপরের পথ মাড়াব না?"

"ঠিক তাই।"

আমি আমার ক্ষতওয়ালা হাতটার দিকে একবার তাকালাম। "স্বাধীনতা বলতে এতোটা বোঝাচ্ছো ভাবিনি।"

"না ভাবাটাই ভালো, জাদুকর। আমি স্বাধীনতার মূল্যায়ন করতে জানি। যারা স্বাধীন নয় কেবল তারাই জানে স্বাধীনতার মূল্য কতখানি।"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালালাম। চাই না আমার হয়ে আমার রাগ বা ভয় কোন সিদ্ধান্ত নিক এখন। যে সিদ্ধান্ত নেই না কেন খুব ঠান্ডা মাথায় নিতে হবে। ম্যাব আমার দিকে তাকিয়ে আছে। "ঠিক আছে, শুনছি আমি।"

"তিনটা কাজ," ম্যাব তিনটা আঙুল তুলে বিড়বিড় করে বলল। "যখন সময় হবে আমি এক এক করে তোমাকে তিনটা কাজ করে দেবার অনুরোধ করব। কাজ তিনটা হয়ে গেলে তোমাকে মুক্ত করে দেব আমি।"

এক মুহূর্ত নীরব কাটল। আমি ভ্রু কুঁচকে ম্যাবের দিকে তাকালাম, "এটুকুই?"

ম্যাব মাথা ঝাঁকাল।

"যে কোন তিনটা কাজ? যে কোন তিনটা অনুরোধ করতে পারবে?"

ম্যাব মাথা ঝাঁকাল আবার।

"এতো সহজ? মানে আমি তিনটা কাজ করে দেয়ার সাথে সাথে মুক্ত করে দেবে আমায়?"

ম্যাবের মুখে কোন অভিব্যক্তি ফুটে উঠল না। "রাজি আছো?"

ব্যাপারটা যতোটা সহজ মনে হচ্ছে ততোটা সহজ নাও হতে পারে।

BanglaBook.org

আমাকে আরও নিশ্চিত হয়ে তবেই চুক্তি করার জন্য রাজি হতে হবে। "কোন অনুরোধ রাখব আর কোনটা রাখব না সেটা আমি ঠিক করব?"

"ঠিক আছে।"

"আর আমি যদি কোন অনুরোধ না রাখি তো সেটার জন্য কোন শাস্তি বা অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না।"

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ম্যাব। "ঠিক আছে। আমি রাজি, তুমি ঠিক করবে কোন কোন কাজ করবে তুমি।"

আরেকটা ব্যাপার যোগ করে নিতে হবে চুক্তিটায়। "আর ব্যাপারটা শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে থাকবে। আর কারও কাছে আমার অধীনস্ততা ভাড়া দেয়া, বিক্রি বা অন্য কোন কিছু করতে পারবে না। শুধু আমরা দু'জন।"

সে হেসে উঠল। "তোমার গডমাদারের মতো? ঠিক আছে করব না তেমন। আমি রাজি, জাদুকর।"

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম আর কোন ফাঁকফোকর থেকে গেল কি না চুক্তিতে।

"তো, জাদুকর?" ম্যাব জিজ্ঞেস করল। "আমরা তাহলে একটা চুক্তিতে আসছি?"

আরও একবার পুরো ব্যাপারটা ভেবে নিলাম আমি। এবার যদি কোনমতে চুক্তির কোন ফাঁকফোকর দিয়ে ম্যাবের কাছে বাঁধা পড়ে যাই তো তার ফলাফল নির্ঘাত মৃত্যু। কিংবা মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ কোন কিছু হয়তো।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "আমরা একটা চুক্তিতে আসলাম।"

ম্যাব চোখ বন্ধ করল। মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুঁটে উঠেছে। "বেশ, দারুণ!"

আমি ম্যাবের ওপর থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে হাতের ক্ষতটার দিকে মনযোগ দিলাম। ম্যাব একটা ম্যানিলা রঙের খাম আমার ডেস্কের ওপর রাখল এসময়।

"কী এটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অনুরোধ," সে উত্তর দিল। "এখানে একজন মৃত লোক সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে। আমি চাই তুমি ওর খুনির পরিচয় খুঁজে বের করো। আর তার সাথে ওর থেকে যা চুরি হয়েছে সেটা ফেরত নিয়ে আসো।"

BanglaBook.org

আমি খামটা খুললাম। ভেতরে আট বাই দশ সাইজের একটা গ্লসি কাগজে সাদাকালো একটা লাশের ছবি। বয়স্ক একজন মানুষ সিঁড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মুখটা একদম ঘাড় থেকে মটকে গিয়েছে। পরনে টুইড জ্যাকেট। ছবিটার সাথে ট্রিবিউন পত্রিকার একটা কাটিং। শিরোনাম দেয়া, "মাঝরাতে দুর্ঘটনায় স্থানীয় আর্টিস্টের মৃত্যু।"

"রোনাল্ড রুউয়েল," আমি বললাম। "লোকটার নাম শুনেছি আমি। বাকটাউনে একটা স্টুডিও আছে ওনার খুব সম্ভবত।"

ম্যাব মাথা ঝাঁকাল। "আমেরিকান শিল্প আর সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করার জন্য বেশ সুনাম আছে ওর।"

"কল্পনার জগতের স্থপতি বলে ডাকছে না খবরের কাগজগুলো? মরে গিয়েছে, এখন তো অনেক ভাল ভাল কথা বলবেই," আমি বললাম। পুরো আর্টিকেলটা একবার পড়ে নিলাম এরমাঝে। "পুলিশ তো বলছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু।"

"ওটা দুর্ঘটনা ছিল না," ম্যাব বলল।

আমি ওর দিকে তাকালাম। "তুমি কীভাবে জানলে?"

জবাবে ম্যাব হাসল।

"আর ওর মৃত্যুতে তোমার কী আসে যায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "পুলিশ তো আর তোমাকে খুনি ভেবে তাড়া করছে না।"

"আমি চাই সবকিছুর ন্যায়বিচার হোক। তোমার জন্য এটুকু জানা যথেষ্ট," ম্যাব বলল।

"তুমি বললে কিছু একটা চুরি হয়েছে ওর থেকে," আমি বললাম। "কী সেটা?"

"তুমি নিজেই জানতে পারবে সেটা।"

আমি ছবি আর পেপারকাটিংটা খামে তুলে ডেস্কে রেখে দিলাম। "আমি ভেবে দেখব।"

"তুমি এই অনুরোধটা রাখবে, জাদুকর ড্রেসডেন," ম্যাব আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল।

আমি ওর দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলাম। "আমি বলেছি আমি ভেবে দেখব।"

BanglaBook.org

ম্যাবের সবুজ চোখচোড়া জ্বলজ্বল করে উঠল। একটা মৃদু হাসি, সামান্য দাঁতের ঝলকও দেখা যাচ্ছে। "মক্কেলকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে না?"

আমার মেজাজ খারাপ হলো আরও। কিন্তু তারপরও চেয়ার থেকে উঠি দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরলাম।

"হাতে ব্যথা আছে এখনো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"তোমার কী মনে হয়?"

ম্যাব আমার ক্ষতটা আলতো করে ধরল প্রথমে তারপর প্রচণ্ড চোরে চাপ দিল। মনে হলো ব্যথায় মরেই যাব। ঝটকানি দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিলাম আমি। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল, আবার রক্ত বের হতে শুরু করেছে।

"আমাদের একটা চুক্তি ছিল," চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম আমি।

"চুক্তি অনুযায়ী আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেব না বা কোন ঝামেলায় ফেলব না," ম্যাব হেসে বলল। "কিন্তু এখন তো আমি নিতান্ত শখের বশে তোমাকে ব্যথা দিলাম। এটা তো চুক্তির মাঝে পড়ে না।"

আমি গর্জে উঠলাম, "ভেবো না এভাবে আমাকে এই কেস নিতে রাজি করাতে পারবে।"

"তুমি এই কেস নেবে জাদুকর," ম্যাব বলল। "সন্ধ্যায় বিরোধী দলের সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। চমকে যেয়ো না আবার।"

"কীসের বিরোধী দল?"

"তোমাকে যেমন উইন্টার কোর্টের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গেলাম ঠিক তেমন করে সামার কোর্টেরও একজন প্রতিনিধি আছে। ওরাও এই কেসটার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী।"

"রাতে অন্য কাজ আছে আমার," আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম। "তাছাড়া আমি কেসটা নেইনি।"

ম্যাব আমার চোখে চোখ রাখল। "জাদুকর, খেঁকশিয়াল আর বিছের গল্পটা শুনেছো?"

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

"একবার এক খেঁকশেয়াল আর এক বিছে নদীর পাড়ে এসে হাজির হলো," ম্যাব বলতে শুরু করল। "নদীতে প্রচণ্ড পানি। দু'জনেরই পার হতে

BanglaBook.org

হবে সেটা। বিছে তখন খেঁকশিয়ালকে বলল, 'আমাকে কাঁধে করে পার করে দেবে?' তখন খেঁকশিয়াল বলল, 'দেব, যদি কথা দাও আমার পিঠে হুল ফুটিয়ে মারবে না আমাকে।' বিছে রাজি হলো। শেয়াল বিছেকে কাঁধে নিয়ে নদীতে সাঁতরাতে শুরু করল। মাঝ নদীতে আসার পর বিছে ওর হুল ফুটিয়ে দিল খেঁকশিয়ালের কাঁধে। মরার আগে শেয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কেন করলে এটা? আমি মরে গেলে তো তুমিও ডুবে মরবে।' তখন বিছে জবাব দিল, 'আমি হলাম বিছে, আমার কাজই হলো হুল ফোটানো।' "

"এই সেই গল্প?" আমি ভ্রু কুঁচকে বললাম।

ম্যাব হেসে উঠল। "তুমি এই কেসটা নেবে, জাদুকর। তোমার কাজই এটা। এই কেস না নিয়ে পারবে না তুমি।" আমার দিকে তাকিয়ে আরেকটা হাসি দিয়ে বের হয়ে গেল সে। আমি জোরে শব্দ করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম ওর পেছনে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। আমি ভয় পেয়েছি, প্রচণ্ড ভীত আমি। মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগের মুহূর্তে মানুষের মনের মাঝে যেমন অজানা শঙ্কা ভর করে আমার মনে এখন ঠিক সেরকম ভয় ঢুকে গেছে।

যতোদূর জানি, সিধে বা ফেইরিদের দুটো পক্ষ। সামার আর উইন্টার। দু'পক্ষের আলাদা আলাদা রাণী থাকে। এদের মধ্যে উইন্টারের রাণীর হয়ে কাজ করছি আমি। শোনা কথা, উইন্টার বেশ হিংস্র প্রকৃতির। যার কিছুটা আমি নিজে দেখেছিও। সামার আবার তুলনামূলক ভদ্র, দয়ালু। তবে যাই হোক, যেকোন পক্ষের হয়ে কাজ করা বিপজ্জনক। পাগল না হলে এ কাজ কেউ করতে যাবে না।

ম্যাব অবশ্য আমার হাতে আর কোন রাস্তা খোলা রাখেনি।

ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি। যে পেশায় আছি তাতে অবসরের পর কী করব সেটা কখনো ভেবে দেখিনি। জাদুকররা অনেক অনেক বছর বাঁচতে পারে। অবশ্য যারা অনেক বছর বাঁচে তাদের বেশিরভাগ আমার মতো এমন এডভেঞ্চার আর অভিযান করে বেড়ায় না। বরং নিজেদের বাড়িতে গবেষণা আর পড়াশোনা করে জীবন পার করে দেয়। এখন হয়তো চুক্তিটা নিজের পক্ষে নিয়েছি বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আজ হোক কাল হোক ম্যাব সেখানে একটা না একটা ঘাপলা করবেই। ফেইরিদের কাজ হলো চুক্তিতে ফাঁকফোকর বের করা।

ভয়।

হয়তো ভয়ের কারণে ম্যাবের সাথে চুক্তিটা করতে রাজি হয়েছি আমি। সুজানের করুণ পরিণতির জন্য আমি দায়ি। ওর জন্য কিছু একটা করতে হবে আমাকে। আর সেটা আমার কিছু হয়ে যাওয়ার আগে। সেজন্য হয়তো চুক্তিটা করেছি, যেন অন্তত একটা ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

মনের গহীন থেকে একটা কণ্ঠ হঠাৎ ফিসফিস করে বলে দিল আমি শুধু অজুহাত বের করছি এখন। ম্যাবকে না করে দিলে আর খুব বেশিদিন বেঁচে

BanglaBook.org

থাকতে হতো না আমায় সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝে গিয়েছিলাম। সেজন্যই হ্যাঁ বলেছি আমি ওকে।

সে যাই হোক, এখন আর এসব ভেবে কোন লাভ নেই। চুক্তি যা করার করে ফেলেছি, সেটা ভালো হোক বা মন্দ। বরং আমার উচিত যতো দ্রুত সম্ভব শর্ত পূরণ করে এই ফেইরিদের হাত থেকে বেঁচে ফেরা। তবে সেজন্য এই রোনাল্ড রুউয়েলের কেসটা যে আমি নিতে যাচ্ছি না সেটাও নিশ্চিত। এই কেসে জড়িয়ে গেলে আরও গভীরভাবে ফেঁসে যাব আমি। সেজন্যই ম্যাব কেসটা যে করেই হোক আমার ঘাড়ে বর্তাতে চাইছে। ম্যাব ব্যাঙ বলে চেঁচালেই যে আমার লাফাতে হবে ব্যাপারটা এমন নয়। অন্য কোন রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। তাছাড়া এখন এই কেসে মন দেয়ার মতো সময় নেই আমার। আরও অনেক ঝামেলা ইতিমধ্যে ঘাড়ে ভর করে আছে।

সন্ধ্যায় কাউন্সিলের মিটিং আছে। মিটিংয়ে যে করে হোক হাজিরা দিয়ে আসতে হবে। খুব বেশি সময় নেই হাতে। দ্রুত কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিয়ে বের হয়ে গেলাম। দরজা লাগিয়ে দেবার সময় ডেস্কের দিকে নজর গেল একবার। একগাদা বিল জমা হয়ে আছে ওখানে।

অনেক টাকা দরকার। ভেবেছিলাম এখানে এসে একটা কেস পেলে কিছু টাকাপয়সা রোজগার হবে। হলো তো খুব বেশি করে!

নিজেকে নিজেই গালি দিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম।

ম্যাবের সাথে চুক্তি করার সময় আমার ফি-এর কথাও যোগ করে নেয়া উচিত ছিল। প্রতি ঘন্টায় পঞ্চাশ ডলার আর সাথে অন্যান্য খরচ যা লাগে।

শিকাগো শহরের জ্যাম যে কোন মানুষের জন্য রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। আর বিকেল হলে তো কথাই নেই। প্রচণ্ড রোদে আমার পুরনো বিটল গাড়িটার ভেতরে বসে গরমে সেদ্ধ হতে লাগলাম কিছুক্ষণের মধ্যে। এমন না যে গাড়িতে এয়ার কন্ডিশনার লাগানোর মতো টাকা আমার কাছে কখনো ছিল না। ঝামেলা হলো আমি একজন জাদুকর। আর জাদুর সাথে বিজ্ঞানের যেন আজন্ম এক শত্রুতা। আমি কোন বৈদ্যুতিক জিনিসপত্রের কাছে গেলেই সেটা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের দুয়েকটা পুরনো প্রযুক্তি বাদে সবকিছুর সাথে এই ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ আমি ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়ালে ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব রীতিমতো বিস্ফোরিত হয়ে যায়। এই বিটল গাড়িটা যে এখনো চলছে সেটা আমার কাছে এক অত্যাশ্চর্যের ব্যাপার।

BanglaBook.org

দ্রুত আমার বাড়িতে ফিরে মিটিংয়ের জন্য কয়েকটা জিনিস গুছিয়ে নিলাম। অবশ্য যা যা দরকার তার সব পাওয়া গেল না। ফ্রিজ খুলে দেখি পুরো ফ্রিজ খালি হয়ে আছে, খাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই। বেডরুমে হাতড়ে একটা আধখাওয়া ক্যান্ডিবার পেলাম। সেটাই পকেটে পুরে আবার বের হয়ে গেলাম। হোয়াইট কাউন্সিলের মিটিংয়ে যোগ দিতে হবে যে।

ম্যাক-কর্মিক কমপ্লেক্সের পার্কিং লটে যখন গাড়ি ঢোকাচ্ছি তখন সূর্য একদম হেলে পড়েছে। ম্যাক-কর্মিক কমপ্লেক্স পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কনভেনশন সেন্টারগুলোর একটা। আজকের মিটিংয়ের জন্য হোয়াইট কাউন্সিল এখানকার সবচেয়ে ছোট বিল্ডিংগুলোর একটা ভাড়া নিয়েছে।

গাড়ি পার্ক করে নামতেই আরেকটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম। ফিরে তাকাতে দেখতে পেলাম একটা কালো রঙা '৩৭ মডেলের ফোর্ড পিকআপ এগিয়ে আসছে। আমার গাড়িটার ঠিক পাশে এসে থামল গাড়িটা। পুরনো ইঞ্জিনের যেমন খুক খুক আওয়াজ শোনা যায় এটার আওয়াজ মোটেও তেমন নয়, একদম মসৃণ আওয়াজ। পেছনের কম্পার্টমেন্টে তাকাতে একটা কাঠের খোদাই করা শটগানের বাট আর একটা পুরনো উইজার্ড স্টাফ দেখতে পেলাম। সামনের সিটের দিকে নজর দিলাম এবার।

ড্রাইভারের পরনে সাদা টিশার্ট আর নীল রঙা ডেনিম ওভারওল। টাক মাথা তবে বেশ ঘন দাঁড়ি। গাড়ি থেকে নেমে আসল লোকটা। "হোস! কতদিন পর দেখা!"

"এবেনেজার," আমি বিড়বিড় করে বলে উঠলাম। "শটগানটা সামলে রাখবেন। শিকাগো পুলিশ এসব অস্ত্রের ব্যাপারে ইদানিং খুব কড়াকড়ি করে।"

এবেনেজার অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল, "এই বুড়ো বয়সে এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।"

"মিসৌরি ছেড়ে এখানে কী করছেন, স্যার? শুধু কাউন্সিল মিটিংয়ের জন্য এখানে এসেছেন বলে তো মনে হয় না।"

এবেনেজার জোরে হেসে উঠল। "শেষ যেবার ওদের মিটিংয়ে অনুপস্থিত থেকেছিলাম সেবার আমার ঘাড়ে এক ছোকড়া শিকানবিশ গছিয়ে দিয়েছিল এরা। এরপর থেকে আর এসব মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকার সাহস পাই না।"

আমিও হেসে উঠলাম। "আমি এতোটাও খারাপ ছিলাম না।"

"তুমি আমার বার্ন পুড়িয়ে দিয়েছিলে, হোস," এবেনেজার মুখ বেজার

BanglaBook.org

করে বলল। "আর ওই লন্ড্রির সাথে যা করেছিলে এরপর থেকে ওই বেড়ালটার সন্ধানও আর কখনো পাইনি।"

আমি মাথা নিচু করে ফেললাম লজ্জায়। অনেক বছর আগের কথা এসব, আমার বয়স তখন সবে ষোল। কিছুদিন আগে আমার আগের শিক্ষাগুরু জাস্টিনকে এক ডুয়েলে কীভাবে কীভাবে যেন হারিয়ে দিয়ে মেরে ফেলেছিলাম। আসলে ভাগ্য সেদিন আমার সঙ্গে ছিল নয়তো ওই বুড়ো জাস্টিনের জায়গায় আমাকে মরতে হতো। হোয়াইট কাউন্সিল থেকে জাদুর সাতটা আইন করা আছে। এর প্রথম আইনটা হলো কোনক্রমেই জাদু ব্যবহার করে কাউকে হত্যা করা যাবে না। আর এই আইন অমান্য করলে শাস্তি একটাই, মৃত্যুদন্ড। কোন দ্বিতীয় সুযোগ নেই, কোন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই।

কিন্তু সেবার কয়েকজন জাদুকর মিলে আমার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ভাষ্য ছিল কালোজাদু কিংবা অন্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য আইন অমান্য করা যেতে পারে। তাছাড়া আমার বয়স তখন সবে মাত্র ষোল, প্রাপ্তবয়স্ক হইনি। আমাকে একটা দ্বিতীয় সুযোগ দেয়া হোক। সেইসাথে আমার ওপর নজর রাখার জন্য এবং আমি যেন আমার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি সেটা শেখাবার জন্য আমাকে একজনের অধীনে শিক্ষানবিশ করে দেয়া হোক।

সেবারের মতো বেঁচে গেলাম আমি। আমাকে এবেনেজার ম্যাককয়ের হাতে তুলে দেয়া হলো। এবেনেজার প্রায় দু'শো বছর ধরে হগ হলোতে থাকেন। জায়গাটা মিসৌরিতে। এই লোকটার অধীনে থেকে অনেককিছু শিখেছি আমি। আমার এখনকার এই হ্যারি ড্রেসডেন হয়ে ওঠার পেছনের পুরো অবদান এই মানুষটার।

এমন নয় যে তার থেকে অনেক জাদু শিখেছি আমি। তার থেকে ক'টা জাদু শিখেছি সেটা হাতে গোণা যাবে। তবে যেটা শিখেছি সেটা জাদুর চেয়ে অনেক বেশি দরকারী। আমি শিখেছি কীভাবে ধৈর্য ধরতে হয়, কীভাবে শ্রম দিয়ে কিছু একটা বানাতে হয়। আমি তখন নিতান্ত কিশোর হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আমার প্রয়োজনীয় স্পেসটুকু দিয়েছিলেন এই লোকটা। ওনার এই ঋণ আমার পক্ষে শোধ করা কোনদিন সম্ভব নয়।

এবেনেজার আমাকে পাশ কাটিয়ে আমার নীল রঙা গাড়িটার দিকে তাকাল। ওনার দেখাদেখি আমিও আমার গাড়িটার দিকে তাকালাম। পুরো

BanglaBook.org

গাড়িটায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে। এবেনেজার এবার আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল।

"ব্যাঙ বৃষ্টি," আমি ব্যাখ্যা দেবার ভঙ্গিতে বললাম।

"আচ্ছা!" ওনার চোয়াল শক্ত হয়ে আসল। আমার হাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবারে। "আর এটা?"

"অফিসে দুর্ঘটনা ঘটেছে একটা। আজকের দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে।"

"আচ্ছা! তোমাকে দেখে তোমার অবস্থা তো খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না, হোস," উনি আমার দিকে তাকালেন। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম অন্যদিকে। না, সোলগেজ হওয়ার ভয় করছি না। আমাদের মাঝে সোলগেজ হয়েছে একবার অনেকবছর আগে। আমি ওনার চোখের দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না আসলে, ওনার চোখে আমার প্রতি বিরক্তি বা রাগ দেখার মতো সাহস আমার নেই। "শুনলাম কী সব ঝামেলায় জড়িয়েছো এখানে।"

"ছোটখাট ঝামেলা," আমি বলে উঠলাম সাথে সাথে।

"ঠিক আছো তো তুমি?"

"ঠিক হয়ে যাবে সব।"

"সিনিয়র কাউন্সিল কিন্তু বেশ রেগে আছে তোমার ওপর, হোস," এবেনেজার বলল।

"আমারও তাই মনে হয়।"

আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কৈশরের সেই ড্রেসডেন আর এখনকার ড্রেসডেনকে আমার কাছে এক মনে হচ্ছে না। কিশোর ড্রেসডেনকে দেখে একটা উজ্জ্বল প্রতিভা মনে হতো, এখন তেমন লাগছে না। আর এমন পোশাক পরে থাকলে এমনিতেও কোন ভালো ধারণা আসবে না কারও তোমাকে দেখে।"

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম সাথে সাথে। "কিন্তু ড্রেসকোড তো বলে দেয়া আছে, রোব পরে আসতে হবে।"

এবেনেজার আমার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পিকআপের ভেতর থেকে একটা কালো রঙের রোব বের করে আনল। "কিন্তু তার মানে এই না যে তুমি বাথরুমের গোসল করার রোব পরে এখানে আসবে।"

আমি আমার বাথরোবটা কোমরের সাথে আরেকটু শক্ত করে বেঁধে নিলাম। "আমার বেড়াল আমার ভালো রোবটার ওপর হাগু করে রেখেছে,

BanglaBook.org

স্যার। ওটা পরিস্কার করার সময় পাইনি। আজকের দিনটা একদম ভালো যাচ্ছে না আমার!"

রোবটা পরতে গিয়েও আর পরলেন না উনি, ভাঁজ করে হাতে রেখে দিলেন। "এই ফালতু রোব ড্রেসকোড দেয়ার কোন মানে হয়? গরমে বাঁচি না এমনিতেই। ভেতরে গিয়ে পরব। উফফ!"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার। আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত এখন।"

"এক মিনিট। ভেতরে যাওয়ার আগে কয়েকজন কথা বলবে," ফিসফিস করে বললেন উনি। "সিনিয়র কাউন্সিলের কয়েকজন।"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। "আমাদের সাথে কেন কথা বলবে?"

"আমাদের সাথে না, শুধু তোমার সাথে। কথা বলবে কারণ আমি কথা বলতে বলেছি, হোস। ভেতরে সিনিয়র কাউন্সিল যদি বিষয়টা নিয়ে পুরো কাউন্সিলে ভোটাভোটি করে আমাদের পক্ষে থাকবে এমন কয়েকজন মানুষ থাকার দরকার আছে। তোমার সব কথা খুলে বলো তাদের, তারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা। এমনিতে কিন্তু কাউন্সিলের বেশিরভাগ সদস্য তোমাকে একদম পছন্দ করে না।"

"আমার জন্য এইসব করছেন আপনি?" আমি প্রায় নিঃশব্দে বললাম।

উনি কাঁধ ঝাঁকালেন। "হয়তো।"

রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে এলো আমার। কণ্ঠস্বরে রাগ চেপে রাখতে বেশ কষ্ট হলো। এবেনেজার আমার কাছে শিক্ষকের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। অনেক করেছেন উনি আমার জন্য, এমন একটা সময়ে যখন আমার কিছুই ছিল না, যখন আমি মা-বাবা হারা এতিম একটি ছেলে, এমন একটা সময়ে যখন কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা পারলে খুন করে আমাকে। ওনার কাছে আমার যে ঋণ সেটা এক জীবনে পরিশোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি চাই না এই ঋণ আরও বাড়ুক।

"আপনি এসব কী করছেন, স্যার? আমি এখন আর আপনার সেই ছোট্ট ছাত্রটি নেই। আমি এখন নিজের দেখাশোনা নিজে করতে পারি।"

রাগ চেপে রাখতে বেশ কষ্ট হলেও কিছুটা বোধহয় কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েই গেল। ব্যাপারটা ওনার চোখ এড়াল না। "আমি তো শুধু তোমাকে সাহায্য করছি, হোস।"

BanglaBook.org

"আমার যতোটুকু সাহায্য দরকার আমি ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি," আমি বললাম। "ভ্যাম্পায়াররা আমাকে মারার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, আকাশ থেকে একের পর এক ব্যাঙ পড়ছে বৃষ্টির মতো করে, ভাড়া দিতে না পেরে বাড়ি আর অফিস থেকে লাথি মেরে বের করে দেবে ক'দিন পর এমন অবস্থা এখন আমার। আর এখন কাউন্সিল মিটিংয়ের জন্য আমি দেরি করছি। এই অবস্থায় সিনিয়র কাউন্সিলের সাথে লবিং করতে পারব না আমি।"

এবেনেজার আমার কাঁধে হাত রাখল। "এটা কোন ছেলেখেলা না, হ্যারি। মারলিন আর ওয়ার্ডেনরা একদম তোমার বিরুদ্ধে গিয়ে বসে আছে। ওরা তোমার কথা কানেও তুলবে না। সিনিয়র কাউন্সিলের সাহায্য না পেলে তুমি একদম শেষ।"

আমি মাথা নাড়লাম। "ইতিমধ্যে যতোটুকু বিপদে আছি, স্যার, এরচেয়ে বেশি বিপদে আর কেউই ফেলতে পারবে না।"

"বাজে কথা! ওরা তোমাকে সোজা বলির পাঠা বানাবে।"

"হয়তো, হয়তো না। কিন্তু আমি সিনিয়র কাউন্সিলের সাথে কোন লবিং করতে রাজি না, স্যার।"

"হ্যারি, আমি তোমাকে ওদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে অনুরোধ করতে বলছি না। তুমি শুধু–"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "আমি কিছুই করতে পারব না। আমি ভেবেছিলাম অন্তত আপনি বুঝবেন, আমি কোনমতেই কাউন্সিলের নোংরা রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চাই না।"

"আচ্ছা!"

"হ্যাঁ। তাছাড়া শেষবার যখন আমাদের দেখা হলো তখন তো আপনি বলেছিলেন কাউন্সিলের অলস বসে থাকা বুড়োগুলো এখনো জাদু করতে পারে কি না এটা জানা বাদে আপনার নিজেরও আর কোন মাথাব্যথা নেই।"

"আমি ওটা বলিনি।"

"বলেছেন।"

এবেনেজারের মুখ লাল হয়ে গেল। "আমি তো–"

"বাদ দিন," আমি বললাম। "যা খুশি করেন কিন্তু আমার এখন কিছুই যায় আসে না। যায় আসার মতো অবস্থা আমার নেই।"

এবেনেজার ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষন আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু পর হাসিতে ফেঁটে পড়লেন একদম।

BanglaBook.org

"হাসছেন কেন?" আমি বিরক্ত কণ্ঠে বললাম।

এবেনেজার পার্কিং স্পেসের একটা খালি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "ওখানে দেখো। এবার খুশি তো?"

এবেনেজারের কথা শেষ হওয়া মাত্র অদ্ভুত একটা শিহরণ খেলে গেল আমার শরীরে। মনে হলো যেন শক্তির একটা প্রবাহ বয়ে চলেছে আমার চারপাশ জুড়ে। মনে হলো কেউ যেন আমাদের শুনছে। অদৃশ্য কোন একটা শক্তি। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কারা।

এক মুহূর্ত পর অবশ্য অদৃশ্য মানব দু'জন দৃশ্যমান হলো।

প্রথমজন ছয় ফুট লম্বা এক মহিলা। পরনে ধূসর রঙা পোশাকের ওপর অফিসের কালো রোব। মহিলার চেহারাও রোবটার মতো কুচকুচে কালো। তবে সেখানে একটা জৌলুসের ছোঁয়া আছে। "অলস বসে থাকা বুড়ো?" নীচু কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

"ম্যাটি–" এবেনেজার বলতে শুরু করল, হাসিটা থামেনি এখনো। "তুমি তো জানো কাউন্সিলের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কথা বলার সময় আমার কী অবস্থা হয়।"

"আমাকে 'ম্যাটি' ডাকবে না, এবেনেজার ম্যাককয়," মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলেন মহিলা। তারপর আমার দিকে ফিরলেন তিনি। "হোয়াইট কাউন্সিলের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা দেখে আমি হতবাক।"

আমি ওনার দিকে তাকালাম, চোখে চোখ রাখিনি অবশ্যই। "নেহায়েত কাকতালীয়ই হবে," বলতে শুরু করলাম আমি। "তবে আমার ওপর সারাক্ষণ গুপ্তচরগিরি করায় আমি মোটেও হতবাক নই।"

মহিলার চোখজোড়া জ্বলে উঠল আমার কথা শুনে। তবে আমি বা ওই মহিলা আর কোন তর্কে জড়াবার আগেই এবেনেজার বলে উঠলেন. "হ্যারি ড্রেসডেন, উনি হচ্ছেন মার্থা লিবার্টি।"

মহিলা এবেনেজারের দিকে তাকাল। "এই ছেলেটা প্রচণ্ড অহংকারী, এবেনেজার। ভয়ঙ্কর।"

আমি কোন কথা বললাম না। মার্থা আবার বলে যেতে লাগল, "সেইসাথে অত্যাধিক বদরাগি।"

এবেনেজার ভ্রু কুঁচকাল। "ওর সেরকম হওয়ার মতো যথেষ্ট কারণও আছে। তুমি আর কাউন্সিলের অন্যান্যরা সেটা জানো।"

BanglaBook.org

মার্থা মাথা নাড়ল। "আমি কী বলেছি তুমি সেটা ভালোভাবেই বুঝেছো। এই ছেলেটা বিপজ্জনক।"

আমি এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, "এই ছেলেটা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে জনাবা।"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল মহিলা। "এর দিকে একবার দেখো, এবেনেজার। পুরো একটা বনমানুষ।"

এবেনেজার রাগত ভঙ্গিতে মহিলার দিকে দু'কদম আগে বাড়ল। "রেড কোর্টকে এই ছেলেটা কেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সেটা বুঝি তুমি জানো না? ওরা একটা নিরপরাধ তরুণীকে খুন করতে যাচ্ছিল। না, ম্যাটি। হোস এসব কিছুর জন্য দায়ি না, ওরা দায়ি। আমি ওর রিপোর্টটা পড়েছি। ও ঠিক তখনই ওদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে যখন দাঁড়ানো দরকার ছিল।"

মার্থা ওর হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল। "মারলিন বলেছে–"

"আমি জানি ও ব্যাটা কী বলেছে," এবেনেজার বিড়বিড় করে বলল। "ও কী বলেছে আরেকবার শোনার দরকার নাই আমার। আর বরাবরের মতো এবারও ও ব্যাটা অর্ধেক ঠিক বলেছে, অর্ধেক ভুল।"

মার্থা এক মুহূর্ত নীরব থেকে মাথা ঝাঁকাল, তারপর আমার দিকে ফিরল। "আমার কথা মনে আছে, মি. ড্রেসডেন?"

আমি মাথা নাড়লাম। "আমার বিচার চলার সময় চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। আর দু'বছর আগে ওয়ার্ডেন মরগান যখন মিটিং ডেকেছিলেন তখন উপস্থিত থাকতে পারিনি। গুলি খেয়ে হাসপাতালে পড়ে ছিলাম।"

"আমি জানি। আজকের আগে তোমার চেহারা দেখার সৌভাগ্যও আমার কখনো হয়নি।" আমার দিকে আরও একটু এগিয়ে আসল মহিলা। আমি ওনার দিকে তাকালাম। উনিও আমার দিকে তাকালেন, চোখের দিকে নয় অবশ্যই। "তোমার চোখজোড়া ঠিক তোমার মায়ের মতো।"

পুরনো একটা কষ্ট নাড়া দিয়ে গেল আমাকে। "আমি কখনো তাকে দেখিনি," ফিসফিস করে বললাম আমি।

"হ্যাঁ, দেখোনি।" এবারে আমার হাতের দিকে ইঙ্গিত করলেন উনি। "তুমি তো রীতিমতো আহত দেখা যায়।"

"এতোটাও না। ঠিক হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে।"

BanglaBook.org

"আমি তোমার হাতের কথা বলছি না, ছেলে।" কিছুক্ষণ নীরব থেকে চোখ বন্ধ করলেন উনি। তারপর মাথা ঝাঁকালেন। "ঠিক আছে এবেনেজার। আমি তোমাদের পক্ষে আছি।"

মার্থার সাথে আরেকজন লোক এসেছিল। এতোক্ষণ কোন অদ্ভুত কারণে তার দিকে নজর দেয়া হয়নি। এমনকি তিনি কোন কথাও বলেননি। মার্থা আমার থেকে সরে ওই লোকটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটার চেহারায় প্রচণ্ড কাঠিন্য দেখা যাচ্ছে।

উচ্চতা পাঁচ ফুট আট কিংবা পাঁচ ফুট নয় হবে। কালো চুল, বড় জুলফি, জ্বলজ্বলে কালো চোখ। গলায় ঈগল পাখির হাড় দিয়ে বানানো নেকলেস। হাতে একটা উইজার্ড স্টাফ।

"হোস," এবেনেজার বলল। "ইনাকে দেখো, বাতাসের কথা শুনতে পান উনি। সেজন্য তার নাম লিসেনস টু উইন্ড। কিন্তু এভাবে ডাকা তো আমার পক্ষে সম্ভব না তাই আমি ওকে ইনজুন জো নামে ডাকি।"

"কেমন–" আমি বলতে শুরু করলাম। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই আমার পা ধরে কিছু একটা হেঁচকা টান দিল। তাল সামলাতে পারলাম না আমি। ঠাস করে আছাড় খেলাম।

মাটিতে পড়ার পর তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা রেকুন দাঁড়িয়ে আছে আমার মুখের সামনে। এটাই পা ধরে টানাটানি করছিল। আমার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওটা। আমি তাকানো মাত্র আমার থেকে নজর ফিরিয়ে ইনজুন জো'র উইজার্ড স্টাফ বেয়ে ওর কাঁধে উঠে গেল রেকুনটা।

"আহ্!" উঠে দাঁড়িয়ে কোনমতে বললাম আমি। "কেমন আছেন?"

রেকুনটা ডেকে উঠল। ইনজুন জো রেকুনটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরল। "ভাল। কিন্তু এই লিটল ব্রাদার বোধহয় তোমার ওপর নারাজ। ওর মতে যে কোন খাবার ওর সাথে ভাগাভাগি করে খেতে হবে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। তারপর মনে পড়ল আমার পকেটে একটা আধখাওয়া ক্যান্ডি বার আছে। "ওহ্, হ্যাঁ!" পকেট থেকে ক্যান্ডি বারটা বের করে আর্ধেকটা ভেঙে রেকুনটার দিকে এগিয়ে দিলাম। "শান্তি এবার?"

লিটল ব্রাদার ছোট করে একটা খুশির ডাক ডেকে ইনজুনের কাছ থেকে আমার কাছে এগিয়ে এসে ক্যান্ডি বারটা নিল তারপর লাফিয়ে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে খেতে শুরু করল।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে ইনজুন জো এগিয়ে এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। "লিটল ব্রাদার তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। তোমাকে বেশ পছন্দ হয়েছে ওর। কেমন আছো, জাদুকর ড্রেসডেন?"

আমি হাতটা ধরে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম। "ধন্যবাদ, উহ্, লিসেন্স টু উইন্ড"

"ইনজুন জো," পেছন থেকে এবেনেজার বলে দিল।

ইনজুন জো আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল। "এই বুড়োটা কোন খবর রাখে না। নয়তো আমাকে এখন আর ও নামে ডাকত না। এখন আমি আমেরিকার স্থানীয়, নেটিভ আমেরিকান জো।"

আমি হাসব না কী করব বুঝতে পারলাম না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। জবাবে ইনজুন জো ফিসফিস করে বলল, "তিরা ওয়েস্ট নামে একজন তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম।

ইনজুন জো এবেনেজারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল তারপর মার্থার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এবেনেজার একটা সন্তুষ্টির হাসি হাসল। তারপর বলল, "বেশ। রাশিয়ানরা কোথায়? আমাদের হাতে এতো সময় তো নেই।"

মার্থার মুখ সাদা হয়ে গেল। ইনজুন জো'র চেহারায় কোন পরিবর্তন আসল না তবে সে এগিয়ে গিয়ে এবেনেজারের কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

এবেনেজারের চেহারাও মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাতে ধরা উইজার্ড স্টাফটা আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন উনি। "সাইমন!" শূন্য দৃষ্টিতে বিড়বিড় করলেন উনি।

আমি এবেনেজারের দিকে এগিয়ে গেলাম। "কী হয়েছে?"

মার্থা মাথা নাড়ল। "সাইমন পেট্রোভিচ। সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য। আমাদের ভ্যাম্পায়ার বিশেষজ্ঞ। খুন হয়েছেন তিনি। দু'দিনও হয়নি। আর্কএঙ্গেলে থাকতেন উনি। ওনার বাসায় যারা ছিল তাদের সবাইকে খুন করা হয়েছে, এবেনেজার।"

এবেনেজার আস্তে করে মাথা নাড়ল। "ওর বাড়িতে গিয়েছি আমি। রীতিমতো একটা দুর্গ ওই জায়গা। ওখানে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল?"

"ওয়ার্ডেনরা বলেছে ওরা এ ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত না। তবে খুনিদের

BanglaBook.org

কেউ ভেতরে ঢোকার রাস্তা করে দিয়েছে। অবশ্য একদম নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সারতে পারেনি ; রেড কোর্টেরও ছয় জনের লাশ পড়ে ছিল ওখানে ;"

"ভেতরে ঢোকার রাস্তা করে দিয়েছে?" এবেনেজার ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "তার মানে এটা তো এমন কেউ যে ওর পুরো প্রতিরক্ষা সম্পর্কে খুব ভাল করে জানে।"

মার্থা প্রথমে আমার দিকে তাকাল তারপর এবেনেজারের দিকে। এবেনেজার আর মার্থার দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে কিছু একটা ছিল, আমি ধরতে পারলাম না ব্যাপারটা।

"না!" এবেনেজার মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "এটা তো পুর পাগলামো।"

"এবেন," মার্থা আস্তে করে বলল। "জোসেফ আর আমি মিলে দুটো ভোট পাচ্ছো তুমি। সাইমন আর নেই।"

এবেনেজার পকেট থেকে একটা নীল ব্যান্ডেনা বের করে ওর মাথায় বাঁধল। "অভিশাপ," বিড়বিড় করে বলল সে। "অভিশাপ।"

আমি প্রথমে এবেনেজার তারপর মার্থার দিকে তাকালাম। "কীহ্? মানে কী এর?"

মার্থা উত্তর দিল। "এর মানে হলো মারলিন আর কাউন্সিলের অন্যান্যরা তোমাকে রেড কোর্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সহ অনেকগুলো খুনের দায়ে ফাঁসাবে। যেহেতু জোসেফ আর আমি সাইমনের থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছি না সিনিয়র কাউন্সিলে সেহেতু এখন চাইলেও মারলিনকে একটা ভোটাভোটি করা থেকে বিরত রাখতে পারব না।"

ইনজুন জো মাথা ঝাঁকাল, এক হাতে লিটল ব্রাদারের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। "কাউন্সিলের অনেকেই ভয়ে সিটিয়ে আছে, হোস ড্রেসডেন। তোমার শত্রুরা এ সুযোগে ফায়দা লুটবে। ওরা ভয়েই তোমার বিরুদ্ধে ভোট দেবে।"

আমি এবেনেজারের দিকে তাকালাম। এবেনেজারও আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এবেনেজারের চোখে কেবল অনিশ্চয়তা, আর কিছু সেখানে নেই।

"ফেঁসে যাচ্ছি তাহলে," বিড়বিড় করে বললাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

বেশ কিছুক্ষণ নীরব কাটার পর অবশেষে এবেনেজার নীরবতা ভাঙল। "সাইমনের দায়িত্ব এখন কাকে দেয়া হবে?"

মার্থা মাথা নাড়ল। "আমার ধারণা মারলিন জার্মান কাউকে দেবে ওই কাজ।"

এবেনেজার গর্জে উঠল। "ওদের যে কারও চেয়ে আমি অন্তত পঞ্চাশ বছরের বড়।"

"তাতে কিছু আসে যায় না," মার্থা বলল। "মারলিনের মতে সিনিয়র কাউন্সিলে আমেরিকান এমনিতেই অনেক বেশি।"

ইনজুন জো লিটল ব্রাদারের পিঠ চুলকে দিতে দিতে বলল, "স্বাভাবিক। তবে সিনিয়র কাউন্সিলে একমাত্র আমিই সত্যিকারের আমেরিকান। তোমরা অনেক পরে আমেরিকায় এসেছো।"

এবেনেজার ওর দিকে তাকিয়ে একটা ক্লান্ত হাসি হাসল।

"তুমি এখন দায়িত্ব নিতে চাইলে মারলিন ব্যাপারটা ভালোভাবে নেবে না," মার্থা বলল।

"জানি সেটা," এবেনেজার ক্লান্ত সুরে বলল।

"আমাদের ভেতরে যাওয়াই ভালো এখন," মার্থা বলল। "তোমাদের জন্য সামান্য অপেক্ষা করতে বলব ওদের।"

"আচ্ছা," এবেনেজার উত্তর দিল। "যাও।"

আর কোন কথা না বারিয়ে মার্থা আর ইনজুন জো ভেতরে চলে গেল। এবেনজারও এই ফাঁকে তার রোব আর লাল রঙা স্টোল পরে নিল।

"তোমার ল্যাটিন কেমন, হোস? ভালভাবে বলতে পারো?" এবেনেজার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। "নাকি আমি অনুবাদ করে দেব তোমার হয়ে?"

আমি খুক করে কেশে উঠলাম। "লাগবে না। পারব আশা করি।"

"ঠিক আছে তাহলে। ভেতরে ঢোকার পর মেজাজের ওপর একটু লাগাম ধরে রেখ। সবাই কিন্তু তোমাকে বদমেজাজী হিসেবে জানে।"

BanglaBook.org

"আমি বদমেজাজী না," আমি তীক্ষ্ণ সুরে বললাম।

"একগুঁয়েও বলে তোমাকে।"

"আমি একগুঁয়েও না।"

এবেনেজারের সাথে ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছি ইতিমধ্যে। ওর মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। আমার দেখাদেখি এবেনেজারও থেমে আমার দিকে তাকাল।

"আমার আপনার সাথে ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না," আমি বললাম। "ভেতরে খারাপ কিছু হয়ে গেলে আপনারও...আচ্ছা, আপনি আগে যান, আমি একটু পরে ঢুকছি।"

এবেনেজার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো তর্ক করবে আমার সাথে। কিন্তু করল না। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। আমি দু'মিনিট দাঁড়ালাম দরজার বাইরে তারপর নিজেও ঢুকে পড়লাম।

বিল্ডিংয়ের ভেতরটা অনেকটা পুরনো দিনের থিয়েটারের মতো। উঁচু ছাদ, পালিশ করা মেঝেতে কার্পেট বিছানো। এয়ার কন্ডিশনগুলো হয়তো প্রথমে চালু ছিল কিন্তু এখন আর চালু নেই। বৈদ্যুতিক বাল্বগুলো থেকেও কোন আলো আসছে না। এমনিতে দু'একজন জাদুকরের সামনে হয়তো এসব জিনিসপত্র কাজ করতে পারে কিন্তু ঘরভর্তি জাদুকর যেখানে সেখানে এসব ঠিকমতো চলবে এমনটা আশা করাও বোকামি।

দরজার দু'পাশে দু'জন ওয়ার্ডেন দাঁড়ানো, পরনে কাউন্সিলের কালো রোব আর লাল রঙা স্টোল। দু'জনের একজনকে না চিনলেও আরেকজনকে চিনি আমি, মরগান।

মরগান প্রায় আমার সমান লম্বা। তবে আমার মতো হাংলা নয়, পেটানো পেশীবহুল শরীর। ছোট ছোট দাঁড়ি আর পনিটেইল করা ধূসর চুল। "অবশেষে," আমাকে দেখে মরগান বলে উঠল। "অবশেষে তোমার বিচার হতে যাচ্ছে, ড্রেসডেন। কত বছর ধরে এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে আসছি আমি সেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"দেখা যাচ্ছে এই সন্ধ্যাবেলাতেই কেউ একজন মদ খেয়ে দিবাস্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছে," আমি বললাম। "অবশ্য গতবার আমাকে হাত থেকে

BanglaBook.org

ফস্কে বেরিয়ে যেতে দেখার পর এমন দিবাস্বপ্ন দেখতেই পারো। তবে সেবার বাঁচিয়ে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে।"

মরাগানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "আমি যা দেখেছি কেবল তাই কাউন্সিলে রিপোর্ট করেছি।"

উইজার্ড স্টাফটা বের করে সামনে বাড়িয়ে ধরলাম আমি। মরগানের সঙ্গী অপর ওয়ার্ডেন তার গলা থেকে একটা ক্রিস্টাল পেনডেন্ট নেকলেস বের করে পূজো করার মতো করে আমার স্টাফ আর মাথার ওপর ওটা ঘোরাল তারপর মরগানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। আমি আগাতে শুরু করলাম।

কিন্তু এক কদম যাবার আগেই মরগান আমার কাঁধে হাত রেখে থামাল। "উহু," মরগান বলল। "এতো তারা কীসের? কুকুরগুলো নিয়ে আসো।"

দ্বিতীয় ওয়ার্ডেন কিছুটা বিরক্ত হলেও মরগানের কথার কোন প্রতিবাদ করল না। থিয়েটারের ভেতর থেকে দুটো ওয়ার্ডহাউন্ড নিয়ে আসল।

কুকুরগুলো দেখলেই ভয় লাগে। আমি দ্রুত মরগানের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি সাথে করে বোম নিয়ে আসিনি, মরগান। আত্মঘাতী হামলা চালাব না এখানে।"

"তাহলে তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমার," বিদ্রুপের একটা হাসি হেসে মরগান জবাব দিল।

ওয়ার্ডহাউন্ডগুলো নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে। দেখতে কুকুরের মতো হলেও এরা আসলে কুকুর না। এমনিতে আমি কুকুর বেশ পছন্দ করি, কিন্তু এরা সবুজাভ ধূসর পাথর দিয়ে বানানো মূর্তির মতো। চেহারা অনেকটা চীনা মন্দিরের ফটকে থাকা কুকুরের মূর্তিগুলোর মতো।

ওয়ার্ডহাউন্ড একসময় বেশ কাজের জিনিস ছিল। মোটামুটি যে কোন ধরণের বিপদ আঁচ করতে পারে এরা। কিন্তু বড় একটা সমস্যাও আছে এদের। দেখা গেল অহেতুক একটা কিছু নিয়ে সন্দেহ করে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছে। আমি আগে যদি জানতাম যে এই ওয়ার্ডহাউন্ড দিয়ে আমার তল্লাশী চালানো হবে তো ম্যাবের সাথে চুক্তি করার সময় এই কুকুরগুলো থেকে বাঁচার জন্যও একটা উপায় করে নিতাম।

কুকুরগুলো আমার কাছে এসে গজরাতে শুরু করে দিল। আমি দম আটকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

"কুকুরগুলো তোমার কিছু একটা ঠিক পছন্দ করছে না, ড্রেসডেন," মরগান বলল। "তোমাকে ঢুকতে দেয়ার আগে আরেকটু ভাবা দরকার আমার।"

দ্বিতীয় ওয়ার্ডেন সামনে এগিয়ে আসল এবার। "খুব সম্ভবত ওর হাতের ক্ষতটার জন্য। এই কুকুরগুলো রক্তের গন্ধ পেলে এমন করে।"

"হয়তো," মরগান বলল। "কিন্তু এমনও তো হতে পারে ওর মাঝে কিছু একটা ঘাপলা আছে। ব্যান্ডেজটা খোল, ড্রেসডেন।"

"ব্যান্ডেজ খুললে আবার রক্ত পড়া শুরু হবে," আমি বললাম।

"বেশ। আমি তাহলে তোমাকে ঢুকতে দিচ্ছি না। উইজার্ড কাউন্সিলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি..."

"মরগান," আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম। একইসাথে হাত এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। মরগান বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে আমার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল। রক্তের গন্ধ পেয়ে কুকুরগুলো আরও জোরে গর্জন করতে শুরু করে দিল। "খুশি এবার?"

"তুমি অশুভ, ড্রেসডেন," মরগান বিড়বিড় করে বলল। "নিজের দিকে দেখো একবার। পুরো একটা বনমানুষ। তোমার জন্য কত মানুষ মারা গিয়েছে কোন ধারণা আছে? আজ ন্যায় বিচার হবে তোমার।"

আমি কোন কথা না বলে নীরবে ব্যান্ডেজটা আবার হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে হলরুমে ঢুকে পড়লাম।

মরগান আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দ্বিতীয় ওয়ার্ডেনকে বলল, "চক্রটা বন্ধ করে ফেলো এবার।" তারপর দরজা বন্ধ করে ওরা দু'জনও হলরুমে প্রবেশ করল। হলরুমের চারপাশ ঘিরে একটা চক্রের মতো আঁকল ওরা। তারপর জাদু করে চক্রটা বন্ধ করে দিল। কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি এখন আর এই চক্রের ভেতর ঢুকতে পারবে না।

সত্যি বলতে এর আগে আমি কখনো কোন কাউন্সিলের মিটিং দেখিনি। অন্তত এরকম কোন মিটিং তো নয়ই। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে পুরো হলঘরটা একবার দেখে নিলাম আমি।

জায়গাটা বেশি বড় হবে না আবার তেমন ছোটও না। বেশ কয়েকটা টেবিল আর প্রত্যেকটা টেবিলের ওপর কয়েকটা করে মোমবাতি রাখা। ঘর ভর্তি জাদুকর। সবার পরনে কালো রোব। তবে সবার স্টোলের রং এক নয়।

BanglaBook.org

কারও নীল, কারও সোনালি আবার কারও লাল। শিক্ষানবিশদের রোবের রঙ অবশ্য গাঢ় বাদামি, ওটাও প্রায় কালোই মনে হয় শিক্ষানবিশরা ওদের শিক্ষাগুরুর পাশের চেয়ারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষের মাঝে যে কত বৈচিত্র সেটা এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কারও গায়ের রঙ কালো, কারও বাদামি আবার কারও বা ফর্সা। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া কোথা থেকে মানুষ আসেনি এখানে। সবার মাঝে কেমন একটা উৎসবমুখর পরিবেশ। পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে কখনো কখনো। আবার কখনো অদ্ভুত সব ঝাঁঝালো গন্ধ অশুভকে দূরে রাখার জন্য।

তবে সবার মাঝে একটা ব্যাপারে মিল আছে। এখানে আর কাউকে আমার মতো বনমানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

আমি একটা খালি চেয়ারের জন্য এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলাম। এবেনেজারকে দেখতে পেলাম এক পাশে। আমাকে দেখে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ডাক দিয়ে ওনার পাশের খালি সিটটার দিকে ইঙ্গিত করল। এই একটা খালি সিটই বোধহয় আছে এখন। আমি আস্তে করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

সামনে থিয়েটারের স্টেজের মতো একটা স্টেজ। এক পাশে একটা ডায়াস, সেখানে বক্তব্য রাখার সাতটা উঁচু পোডিয়াম টেবিল। আর পেছনে ছয়টা চেয়ার। ছয়টা চেয়ারে ছয়জন সিনিয়র কাউন্সিল বসে আছে। পরনে কালো রোব আর পার্পল রঙের স্টোল। ইনজুন জো আর মার্থা লিবার্টিকে দুটো পোডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

একদম মধ্যের পোডিয়ামটায় হোয়াইট কাউন্সিলের মারলিন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বেশ লম্বা। চওড়া কাঁধ, সাদা লম্বা চুল আর ধূসর দাঁড়ি। রোমান সিনেটরদের মতো ল্যাটিন ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে সে।

"...কুয়ে কাম ইতা সিন্ত, সেনসেও ইয়াম নুন দিমিত্রি রিইস কটিডিয়ানাস এণ দি ম্যাগনা রে গ্রাভি দেলিবেরারে ইদ এসত, ইলুদ বেল্লাম কন্ট্রা কমিটিয়াম রুব্রাম।" বাংলা করলে অনেকটা এ রকম দাঁড়ায়, আজকের এ সমাবেশে আমরা এসেছি রেড কোর্টের সাথে শুরু হওয়া যুদ্ধ নিয়ে কথা বলার জন্য। আমি আপনাদের স্বাগত জানাই।

পুরো ঘরে একটা গুঞ্জন খেলে গেল। সবাই একে অপরের সাথে

BanglaBook.org

ফিসফিস করে কথা বলা শুরু করেছে। আমি নিজের চেয়ারে বসে নিজেকে যতোটা সম্ভব সবার থেকে আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। লাভ হলো না অবশ্য। এক মুহূর্ত পরই মারলিনের নীল চোখজোড়া আমার ওপর নিবদ্ধ হলো।

মারলিন যে ভাল ইংরেজি বলতে পারে সেটা আমি খুব ভালোমতোই জানি। কিন্তু আমাকে যখন ডাকল তখন ইচ্ছে করেই আবার ল্যাটিনে বলা শুরু করল লোকটা। "আহ্! *ম্যাজুস ড্রেসডেনাস। প্রাডেন্টার এ্যাডেস ডাম দ্য বেল্লো কুয়োড ইনসেপেরিস ডিসেমুস। এক্স ওমনি পারটে রেশিও প্রো হক কমিটাটু নবিস প্ল্যাসেট।*" আহ্, জাদুকর ড্রেসডেন। জেনে খুবই ভালো লাগল যে আপনি রেড কোর্টের সাথে যে যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন সে যুদ্ধ আলোচনা নিয়ে আয়োজন করা এই সভায় আপনি উপস্থিত হয়েছেন। কাউন্সিলের প্রতি আপনার থেকে এমন সম্মানের ইতিহাস বিরল।

এরপর আমার বাথরোব নিয়ে ব্যঙ্গ করল লোকটা। যারা যারা এতোক্ষণ খেয়াল করেনি তারাও এবার আমার দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আমার। ইচ্ছে করছে পাল্টা জবাব দিই কিন্তু দিলাম না।

হাজার হোক একজন পূর্ণাঙ্গ জাদুকর হিসেবে এটা আমার প্রথম কাউন্সিল মিটিং আর এই লোকটা সেখানে মারলিন। আমাকে এমনিতেই বনমানুষের মতো লাগছে এখন। তার উপর এবেনেজার আমার দিকে একটা কড়া নজর ছুড়ে দিয়ে চুপ করে থাকার ইশারা করেছে।

"আহ্," আমি বলতে শুরু করলাম। "*এগো সাম মিসের, ম্যাজুস মারলিনাস। ডোলোর ডিয়েই লনজি মে টেনেট। অপাস এস মিসি আলটেরা, আহ, ভেসটিপ্লিসিয়া।*" ক্ষমা করবেন, মারলিন। আজকের দিনটা আমার জন্য খুব খারাপ যাচ্ছে। আমাকে বাধ্য হয়ে এই রোব পড়ে এখানে আসতে হয়েছে।

সম্ভবত আমার ল্যাটিনে কোথাও একটা ভুল হয়েছে। মারলিন আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "*কুয়োদ এস্ত?*"

এবেনেজার আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "হোস, আমি তোমার হয়ে ল্যাটিনে অনুবাদ করে দেব?"

আমি হাত নেড়ে নিষেধ করলাম। "আমি নিজেই করতে পারব," আত্মবিশ্বাসের সাথে বললাম। "*এক্সকুসটিওনেম ভবিওস প্রো ভেসটিটু মেও*

BanglaBook.org

আটকুই এটিয়াম টারিডটাটে ফ্যাসিও।" দয়া করে আমার পোশাক ও দেরি করে আসার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।

মারলিন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল আবার। এবেনেজার হাত দিয়ে ওর মুখ ঢেকে ফেলল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

এবেনেজার আমার দিকে তাকাল। "তুমি প্রথমে বলেছো, 'আমি একজন ক্ষমাপ্রার্থী অজুহাত, মারলিন। আমি একটা খারাপ দিনের ওপর ভেসে আছি। আমাকে আমার আলাদা পোশাক লাগবে।'"

আমি চোখ কচলালাম। "কীহ্?"

"ঠিক এই কথাটাই মারলিন বলেছে। আর তখন তুমি উত্তর দিয়েছো, 'আমি দেরি করে পোশাক পড়ে, দয়া করে এখানে এসেছি। এজন্য আপনাকে ক্ষমা করা হোক।'"

টের পেলাম আমার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। পুরো ঘরের সব মানুষের দৃষ্টি এখন আমার ওপর নিবদ্ধ। এখানকার বেশিরভাগ জাদুকরই খুব সম্ভবত ইংরেজি বোঝে না। কাজেই ইংরেজি বলার চেষ্টা করে লাভ নেই।

আমি এবেনেজারের দিকে ফিরলাম। "আমি ল্যাটিন কোর্সে ডাব্বা মেরেছিলাম, স্যার। আপনি অনুবাদ করে দিলেই বোধহয় ভালো হবে।"

এবেনেজারের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। "খুশি মনেই করব।"

এবেনেজার আমার হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্য উঠে দাঁড়াল। আমি ধপ করে আমার সিটে বসে পড়লাম। এবেনেজারের কথা শেষ হলে মারলিন মাথা ঝাঁকাল। তারপর ল্যাটিন ভাষায় বলতে শুরু করল, "আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, জাদুকর ম্যাককয়। আমাদের প্রথম কাজ সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ করা। আপনারা হয়তো জানেন কিছুদিন আগে সিনিয়র কাউন্সিলের সম্মানিত সদস্য পেট্রোভিচ, রেড কোর্টের আক্রমণে খুন হয়েছেন।"

পুরো থিয়েটার জুড়ে একটা ফিসফিসানির রোল বয়ে গেল।

মারলিন এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করল। "রেড কোর্টের সাথে এর আগে কখনো এভাবে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি আমাদের। কিন্তু এবারে রেড কোর্ট পুরো প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে নেমেছে। এ অবস্থায় লড়াই করতে হলে নেতৃত্ব দেবার মতো মানুষের প্রচণ্ড

BanglaBook.org

প্রয়োজন আমাদের। আর সেজন্য দরকার সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা পূর্ণ করা।"

মার্রালিন বলে যেতে লাগল। আমি এবেনেজারের দিকে একটু ঝুঁকে আসলাম। "আমার ধারণা ঠিক হলে মারলিন ওর নিজের লোক দিয়ে এখন সিনিয়র কাউন্সিল পূর্ণ করবে যেন ভোটাভোটি সম্পূর্ণ ওর দিকে যায়।"

এবেনেজার মাথা ঝাঁকাল। "তিনটা ভোট তো ওর পক্ষে নিশ্চিত যাবে, চারটাও যেতে পারে।"

"এখন উপায়?"

"তোমার কিছুই করতে হবে না এখন," আমার দিকে তাকিয়ে বলল এবেনেজার। "মেজাজটা সামলে রাখো, হোস। এটা বারবার বলছি আমি, মেজাজটা সামলে রাখো। মারলিন তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য তিনটা পরিকল্পনা করে রেখেছে।"

আমি মাথা নাড়লাম। "কীহ্? আপনি কীভাবে জানলেন সেটা?"

"ওর কাজ করার ধরণ আমি খুব ভালো করে জানি," এবেনেজার উত্তর দিল। "একটা পরিকল্পনা করবে, সেটার একটা ব্যাকআপ থাকবে। সবশেষে একটা তুরুপের তাস হাতে রেখে দেবে। প্রথম পরিকল্পনা আমি ভেস্তে দেব। দ্বিতীয়টা ভেস্তে দিতেও তোমাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু তৃতীয়টার ক্ষেত্রে তোমাকে একাই লড়তে হবে।"

"মানে? পরিকল্পনাটা কী ওর?"

"হুশশ, হোস! কী বলছে সেটা শোন এখন।"

আমাদের থেকে একটু দূরে বসা টাক মাথাওয়ালা এক জাদুকর বিরক্তি নিয়ে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে এসে বলল, "শসসস্!"

এবেনেজার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারপর আমরা দু'জনই আবার স্টেজের দিকে নজর ফিরিয়ে নিলাম।

"আর এই কারণে," মারলিন এখনো বলে যাচ্ছে, "আমি ক্ল্যাওস স্কেনিইডার'কে সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হবার জন্য অনুরোধ করছি। সবাই রাজি?"

মার্থা এবেনেজারের দিকে একবার তাকাল তারপর বলে উঠল, "এক মিনিট, সম্মানিত মারলিন। আমার বিশ্বাস সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হওয়াটাই নিয়ম।"

BanglaBook.org

মারলিন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেরকমটাই হতো, জাদুকর লিবার্টি। কিন্তু এখন আমাদের হাতে সময় কম–"

ইনজুন জো এবার বাঁধা দিয়ে উঠল। "জাদুকর স্কেনিইডার বেশ দক্ষ ও বিখ্যাত একজন জাদুকর। তার ক্ষমতার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্য তার বয়স অনেক কম। তার চেয়ে অনেক সিনিয়র জাদুকর এখানে আছেন যাদের কথা সিনিয়র কাউন্সিলের একবার হলেও ভেবে দেখা উচিত।"

মারলিন বিরক্তি নিয়ে ইনজুন জো এর দিকে তাকাল এবার। "আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ, জাদুকর লিসেনস টু উইন্ড। কিন্তু আপনার মতামত জানতে চাওয়া হয়নি। আর তাছাড়া এখানে এমন একজন সিনিয়র সদস্যও নেই যিনি অন্তত একবার সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার অনুরোধ ফিরিয়ে দেননি। আমি এসব অর্থহীন–"

এবারে এবেনেজার বাঁধা দিল মারলিনকে। ল্যাটিনে নয়, স্পষ্ট ইংরেজিতে এবেনেজার বলল, "দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার প্রিয় ব্যক্তিকে সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য করার জন্য বদ্ধ পরিকর।"

মারলিনের চোখ রাগে প্রায় ঝলসে উঠল। এবারে তার থেকেও জবাব আসল ইংরেজিতে। খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণ। "তোমার ওই পাহাড়ে ফিরে যাও, এবেনেজার। ওখানে গিয়ে চাষবাস করো গিয়ে। এখানে তোমাকে কোন দরকার নেই।"

এবেনেজারের মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। "তাই নাকি আলফ্রেড? হ্যাঁ, আমি জানি এখানে আমার কোন দরকার নেই।" পরের কথাটা ল্যাটিনে বলল সে। "কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের পূর্ণ অধিকার আছে তাদের মতামত জানানোর। সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এ বিষয়ে সবার মতামতকেই প্রাধান্য দিতে হবে।"

"ঠিক বলেছেন," একটা সহমু ধ্বনি ভেসে বেড়াল পুরো ঘরময় কিছুক্ষণ। মোটামুটি সবাই এবেনেজারের সাথে একমত। এবেনেজার মারলিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিল।

স্টেজ থেকে বেশ দূরে বসে আছি আমি। তবুও স্পষ্ট দেখতে পেলাম মারলিনের মুখে চরম বিরক্তি দেখা যাচ্ছে। "ঠিক আছে তাহলে। প্রসিডিউর

BanglaBook.org

অনুযায়ী যেসকল প্রবীণ সদস্য আছেন এখানে তাদের মাঝ থেকেই নির্বাচন করা যাক," বিড়বিড় করে বলল সে। "জাদুকর পিডবডি, আপনি রেজিস্ট্রি নিয়ে আসবেন দয়া করে?"

পিডবডি একটা বড় বই নিয়ে সামনে এগিয়ে আসল। বইটা খোলার আগে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে নিল। তারপর ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে এনে নাম ডাকতে শুরু করল। "জাদুকর মন্টজয়।"

"উনি য়ুকাটানে গবেষণা করতে গিয়েছেন," মার্থা লিবার্টি বলল।

পিডবয় মাথা ঝাঁকাল। "জাদুকর গোমেজ।"

"এখনো একটা পোশন খেয়ে ঘুমোচ্ছে," ধূসর আলখেল্লা পরা এক ওয়ার্ডেন জানাল।

পিডবয় মাথা ঝাঁকিয়ে পরের নাম পড়ল। "জাদুকর লুসিওজ্জি।"

"বিশ্রামে আছেন," সেই টাক মাথাওয়ালা জাদুকর বলল।

আরও প্রায় মিনিট পনের ধরে এমন নাম ডাকা চলল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কারণ অনুপস্থিতির পেছনে। যেমন সত্যি সত্যি বিয়ে করেছে, পিরামিড দেখতে গিয়ে মমি হয়ে গিয়েছে আরও কী কী জানি।

অবশেষে পিডবডি মারলিনের দিকে তাকিয়ে একটা নাম পড়ল। "জাদুকর ম্যাককয়।" ম্যাককয় মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। জাদুকর স্কেনিইডারের নাম বলার আগে আরও কয়েকজনের নাম ডাকা হলো।

ছোটখাট গড়নের একজন লোক উঠে দাঁড়াল এবারে। এবেনেজারের দিকে তাকিয়ে একবার মাথা ঝাঁকাল তারপর মারলিনের দিকে ফিরল লোকটা। "আমাকে সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার অনুরোধ জানানোর জন্য আমি কৃতজ্ঞ সম্মানিত মারলিন। কিন্তু আমি মনে করি জাদুকর ম্যাককয় আমার চেয়ে এই পদের জন্য আরও অধিক পরিমাণে যোগ্য।"

মারলিন এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যেন স্কেনিইডার ওর থেকে ওর দুটো কিডনি চেয়ে বসেছে। "ঠিক আছে," একটু পর বলল সে। "এখানে উপস্থিত অন্য কোন জাদুকর কি সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার জন্য ইচ্ছে পোষণ করেন?"

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব কাটল। কেউ হাত তুলল না। পুরোটা সময় এবেনেজার মারলিনের দিকে নজর নিবদ্ধ রাখল। অবশেষে মারলিন সামান্য মাথা ঝাঁকাল। "সবাই রাজি তাহলে?"

BanglaBook.org

"রাজি," প্রায় সবাই একসাথে বলে উঠল।

"বেশ তবে," মারলিন বলল। রাগে থর থর করে কাঁপছে লোকটা। "জাদুকর ম্যাককয়, সিনিয়র কাউন্সিলে আসন গ্রহণ করুন।"

এবেনেজার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিল। "প্রথম পরিকল্পনা ভেস্তে দিলাম। আর দুটো বাকি আছে। সাবধান থেকো।" তারপর আমার পাশ থেকে সরে স্টেজে গিয়ে দাঁড়াল সে। "কথা কম, কাজ বেশি," স্টেজে উঠে বিড়বিড় করে বলল এবেনেজার। "একটা যুদ্ধ চলছে এখন।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম," মারলিন বলল। "যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা শুরু করা উচিত। ওয়ার্ডেন মরগান, আপনি কি দয়া করে রেড কোর্টের যুদ্ধ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা সবাইকে শোনাবেন?"

পুরো ঘরে শুনশান নীরবতা ছেয়ে গেল। মরগানের বুটের শব্দ পেলাম এর মাঝে। স্টেজে উঠে আসল সে। মারলিন একপাশে সরে মরগানের কথা বলার জন্য পোডিয়ামটা ছেড়ে দিল। মরগান একটা জ্বলজ্বলে পাথর পোডিয়ামটার ওপর রাখল তারপর পাথরটার পেছনে একটা মোমবাতি। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে মোমবাতিটায় আলো জ্বালল সে।

মোমবাতির আলোটা পাথরটার ওপর পড়তেই একটা দ্যুতি বের হতে লাগল ওটা থেকে। দ্যুতিটা ধীরে ধীরে বড় হতে হতে পৃথিবীর রূপ ধারণ করল। অনেকটা ম্যাপের মতো।

একটা ফিসফিসানি খেলে গেল আবার পুরো ঘরময়।

"বাহ্!" আমি ইংরেজিতে বললাম। "রিটার্ন অব জেডি থেকে চুরি করে এনেছে দেখা যায়।"

নীল দাঁড়িওয়ালা এক লোক আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। আমি আমার ভাঙা ল্যাটিন দিয়ে যতোটুকু সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি স্টার ওয়ার্স সিরিজের সিনেমার কথা বলছিলাম। এখন ও ব্যাটা বুঝতে না পারলে আমার কী?

মরগান ল্যাটিনে বলতে শুরু করল। ওর ল্যাটিন খটমটে হলেও আমার চেয়ে বেশ ভাল। অন্তত বোঝা যায়। "লাল রঙা জায়গাগুলোতে রেড কোর্ট কিংবা তাদের মিত্ররা আক্রমণ চালিয়েছে। প্রত্যেকটা আক্রমণেই প্রাণহানি হয়েছে কোন না কোন পক্ষের। একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন বেশিরভাগ আক্রমণই চালানো হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে।"

BanglaBook.org

আগের যুগের জাদুকরেরা বেশ লুকোছাপা করে সবকিছুতে। কারও নজরে পড়তে চায় না সহজে। আমি অবশ্য আদি যুগের জাদুকর নই। লুকাছুপির তো দূরের কথা বরং আমি তো জাদুকর হ্যারি ড্রেসডেন নামে লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করে বেড়াই। সম্ভবত নতুন যুগের জাদুকরদের মধ্যে এক আমিই আছি এখানে, আর কেউ নেই।

"আমরা বেশ আগে থেকেই জানি রেড কোর্টের মূল শক্তি হলো দক্ষিণ আমেরিকাতে," মরগান আবার বলতে শুরু করল। "আমাদের সোর্সরা প্রচণ্ড চাপে আছে এবং ওই অঞ্চলগুলো সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দিতে পারেনি। কিছু ক্ষেত্রে আমরা আগে থেকে আক্রমণের পূর্বাভাস পেয়েছিলাম এবং ওয়ার্ডেনরা সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি যতোটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু আর্কএঙ্গেলে এমনটা ঘটেনি।" ম্যাপটার একদিকে ইঙ্গিত করল এবার মরগান। জায়গাটা উত্তর-পশ্চিম রাশিয়ায়, সাগরপাড়ের দিকে। "জাদুকর পিত্রোভিচকে আক্রমণ করার জন্য আক্রমণকারীদের ভালো মূল্য চুকাতে হলেও সেখানে আমাদের পক্ষের কাউকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আমরা জানি না ওরা কীভাবে তার প্রতিরক্ষা ভেঙে সেখানে ঢুকেছিল। তবে এটুকু অনুমান করতে পারি রেড কোর্ট তথ্য সংগ্রহের এমন কিছু পথ পেয়েছে যে পথগুলো তাদের হাতে আগে কখনো ছিল না।"

মরগান ওর ক্রিস্টালের পাথরটা নিয়ে পোডিয়াম থেকে সরে গেল। মারলিন আবার পোডিয়ামে ফেরত আসল। "ধন্যবাদ, ওয়ার্ডেন," মারলিন বলল। "কাউন্সিলের নথিগুলো থেকে আমরা যেমনটা ধারণা করেছিলাম, নেভারনেভার হয়ে আমাদের যে পথগুলো ছিল সেসব এখন আর নিরাপদ নয় মোটেও। সম্মানিত জাদুকরগণ, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, এই পার্থিব পৃথিবীতে এখন রেড কোর্ট আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে শক্তির বিচারে। আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে এখানেও এখন আমাদের চলাচল করা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠছে দিনকে দিন। নেভারনেভারে যে পথগুলো তৈরি করা আছে আমাদের জন্য সেসবের নিরাপত্তা এখন অত্যন্ত জরুরি নয়তো শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। আর এই কাজের দায়িত্ব নেবার অনুরোধ জানিয়ে আমরা সিধে'র দুই রাণীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। এনসিয়েন্ট মাই?"

BanglaBook.org

মারলিনের বাম পাশের পোডিয়ামটার দিকে চোখ গেল এবার আমার। ওখানে আরেকজন সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য বসে আছে। উনিই এনসিয়েন্ট মাই। মহিলা এমনিতে বেশ ছোটখাট গড়নের। ফর্সা ত্বক, লম্বা কোকড়ানো চুল। "সামারের থেকে আমরা এই জবাব পেয়েছি," বলতে শুরু করল মহিলা। "রাণী টাইটানিয়া পার্থিব জগতের এসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তিনি চান কাউন্সিল এবং রেড কোর্ট উভয়পক্ষই তার রাজত্ব থেকে তাদের নিজেদের ঝামেলা দূরে সরিয়ে রাখবে। এই যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ থাকবেন।"

এবেনেজার ভ্রু কুঁচকে সামনে এগিয়ে আসল সামান্য। "আর উইন্টারের থেকে কী জবাব পেয়েছি?"

আমার তলপেটে শিরশির অনুভূতি হতে লাগল।

এনসিয়েন্ট মাথা নাড়ল এবেনেজারের দিকে তাকিয়ে। "এখনো চিঠির কোন জবাব আসেনি। তবে বিগত যুদ্ধগুলোর ইতিহাস থেকে এটুকু বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলা যায় ম্যাব নিজেকে যুদ্ধে জড়াবেই। তবে সেটা কোন পক্ষে তা বলা শক্ত।"

তলপেটে আবারও শূন্য অনুভূতি হতে লাগল আমার। সামনের টেবিলে একটা জগ রাখা আছে। জগটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে নিলাম কিছুটা।

"এখন আমাদের করণীয়?" এবেনেজার জিজ্ঞেস করল।

মারলিন উত্তর দিল এবেনেজারকে। "আমাদের করণীয় হলো কুটনৈতিকভাবে বিষয়টাকে সামলানোর চেষ্টা করা। সিধের একজন রাণীকে নিজেদের পক্ষে টানতেই হবে। সেটা সম্ভব না হলে অন্তত এমনকিছু করতে হবে যেন অন্তত শান্তি চুক্তি হয়ে যাওয়ার আগে রেড কোর্টও ওদের থেকে কোন সাহায্য না পায়।"

মার্থা লিবার্টি ভ্রু কুঁচকে তাকাল। "শান্তি চুক্তি?" কড়া গলায় বলল সে। "আমার তো মনে হয় শব্দটা হওয়া উচিত ছিল যুদ্ধ শেষ করা।"

মারলিন মাথা নাড়ল। "জাদুকর লিবার্টি, এই যুদ্ধে আরও গভীরে জড়িয়ে পড়ার কোন মানে হয় না। যদি ছোটখাট কোন উপায়ও পাওয়া যায় ওদের সাথে একটা চুক্তিতে আসার–"

মার্থার গলা এবার আরও শীতল ও কড়া শোনাল। "সাইমন

BanglaBook.org

পেত্রোভিচের ঘটনা জানার পরও আপনার মনে হয় ভ্যাম্পায়াররা শান্তিচুক্তিতে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে?"

"আবেগ সামলে রেখে কথা বলুন, জাদুকর," মারলিন শান্ত সুরে বলল। "পেত্রোভিচের মৃত্যু আমাদের সবাইকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু তাই বলে রাগে অন্ধ হয়ে যাওয়া চলবে না।"

"সাইমন ওই ভ্যাম্পায়ারদেরকে আমাদের যে কারও চেয়ে অনেক ভালো করে জানতো, মারলিন," মার্থা একই সুরে বলল। "আর ভ্যাম্পায়াররাও খুব ভালো করে জানতো যে শান্তিচুক্তি যদি কেউ করতে পারে তো সেটা সাইমন। সেজন্যই ওকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরাই বা কেন শান্তিচুক্তি করতে যাবে, মারলিন? যুদ্ধে তো ওরা জয়ী হচ্ছে।"

মারলিন হাত তুলে মার্থাকে থামিয়ে দিল। "আপনার ক্রোধ আপনাকে অন্ধ করে দিয়েছে। ওরা শান্তি চুক্তি করবে কারণ সম্পূর্ণভাবে জয়ী হওয়ার জন্য ওদেরও অনেক বড় মূল্য চুকাতে হবে।"

"বোকার মতো কথা বলবেন না," মার্থা বলল। "ওরা কখনোই শান্তিচুক্তি চাইবে না।"

"ওরা ইতিমধ্যে চেয়েছে," মারলিনের মুখে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। "জাদুকর লা'ফোর্টিয়ার?"

লা'ফোর্টিয়ার মাঝারি উচ্চতার একদম শুকনো একজন মানুষ। চোখজোড়া বেশ বড়, মাথায় কোন চুল নেই। এমনকি চোখের ভ্রু পর্যন্ত নেই। "ধন্যবাদ, মারলিন," লা'ফোর্টিয়ার বলতে শুরু করল। "আজ সকালে রেড কোর্টের সেনাপতি ডিউক ওরতেগা'র থেকে একটা পত্র পেয়েছি। পত্রের সারমর্ম এই যে রেড কোর্ট শান্তিচুক্তিতে আসতে চায়। এমনকি ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য তারা হোয়াইট কাউন্সিলকে সময় দিতেও রাজি আছে। আজ সকাল থেকে তারা আর কোন আক্রমণ চালাচ্ছে না।"

"ঘোড়ার ডিম চালাচ্ছে না," নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না আমি, রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলাম। পুরো ঘরের সবক'টা চোখ একসাথে আমার দিকে ঘুরে গেল। আমি খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর এবেনেজারের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললাম আমার বক্তব্য। এবেনেজার আমার হয়ে ল্যাটিনে অনুবাদ করে দিল। "কয়েক ঘণ্টা আগেও আমি রেড কোর্টের আক্রমণের শিকার হয়েছি।"

BanglaBook.org

লা'ফোর্টিয়ার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমার মনে হলো হাজার বছরের পুরনো কোন মমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে! "জাদুকর ড্রেসডেন, আপনি যদি সত্য কথাও বলে থাকেন সেক্ষেত্রেও একটা ব্যাপার থেকেই যায়। আপনি রেড কোর্টের সাথে যা করেছেন এরপর আপনাকে খুন না করার জন্য রেড কোর্টের খুব কম সদস্যই রেড কোর্টের আদেশ মানতে চাইবে।"

"আমি করেছি?" প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি। "আপনি জানেন ওরা কী করেছে?"

লা'ফোর্টিয়ার কাঁধ ঝাঁকাল। "ওরা আপনার থেকে নিজেদের দুর্গ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, জাদুকর। আপনি এই কাউন্সিলের সদস্য হয়ে রেড কোর্টের অতি সম্মানিত একজনের বাড়িতে গিয়ে ধ্বংসলীলা চালিয়েছেন। সেখানকার অধিবাসীদের খুন করেছেন। এবং খবরের কাগজে এটাও এসেছে সেখানে আগুনের কারণে বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা মারা গিয়েছে।"

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে আসল। এর আগেও একবার কাউন্সিলের প্রথম আইন অমান্য করার জন্য এখানে বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল আমাকে। বুড়ো জাস্টিনকে খুন করার দায়ে। এখন আবার সেই বিচারের মুখোমুখি হচ্ছি। এবারে বিয়াঙ্কার বাড়িতে ঘটানো সেই ঘটনার জন্য। পুরো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম আমি। আগুন নেভানোর পর অনেকগুলো লাশ পাওয়া গিয়েছিল। ওর মাঝে ক'জন ভ্যাম্পায়ারদের হাতে আগেই মারা গিয়েছিল সেটা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এখনো ওই রাতটা নিয়ে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। তবে এটুকু আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারব, আমি কোন খুনি নই।

হঠাৎ টের পেলাম আমি মনের অজান্তেই লা'ফোর্টিয়ারের দিকে ছুঁড়ে দেবার জন্য একটা শক্তি বলয় তৈরি করে বসে আছি। এবেনেজারের দিকে নজর পড়ল এবার। এবেনেজার আস্তে করে মাথা নাড়ল। বলয়টা থেকে ধীরে ধীরে শক্তিটুকু ছেড়ে দিলাম আমি। তারপর ধীর কণ্ঠে বললাম, "ওখানে কী কী হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে জমা দিয়েছি। ওই রিপোর্টের বাইরে কেউ কিছু বলে থাকলে সেটা নেহায়েত মিথ্যা বাদে আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

লা'ফোর্টিয়ার মৃদু হাসল। "তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছো, জাদুকর ড্রেসডেন। তোমার ওই রিপোর্টের চেয়ে মৃত জাদুকরদের রক্তের দাম অনেক বেশি আমাদের কাছে।" এক মুহূর্ত থেমে সিনিয়র কাউন্সিলের বাকি সবার দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল সে। "আমার মতে রেড কোর্টের শর্ত মেনে নিয়ে শান্তি চুক্তি করে ফেলাটাই ভালো।"

"কী চায় ওরা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। এবানেজার আমার হয়ে ল্যাটিনে অনুবাদ করে দিল। "মাসিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত দিতে হবে আমাদের থেকে? নাকি এমন কোন প্রতিরক্ষা বন্ধনী বানিয়ে দিতে হবে যেটা দিয়ে ওরা দিনের বেলা সূর্যের আলোতেও বাইরে বের হতে পারবে?"

লা'ফোর্টিয়ারের হাসিটা আরও বিস্তৃতহলো। "ওরা ন্যায়বিচার চায়, ড্রেসডেন।" আমার দিকে তাকাল এবার সে। "ওরা তোমাকে চায়।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

ঢোক গিললাম আমি।

"আমাকে?" কাঁপা কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, ডিউক ওরতেগা তোমার কথাই লিখেছে, জাদুকর ড্রেসডেন। রেড কোর্ট তোমাকে ওই ঘটনার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করে বিচারের জন্য তোমাকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিতে অনুরোধ জানিয়েছে।"

পুরো ঘরময় একটা অস্বস্তিকর গুঞ্জন খেলে গেল। একজন আরেকজনের সাথে ফিসফাস করছে। এমন কিছু ঘটতে পারি আমি কল্পনাও করিনি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। রাগ, ক্ষোভ, হতাশা।

"অর্ডার!" মারলিন গুঞ্জন থামানোর জন্য জোরে বলে উঠল। কেউ পাত্তা দিল না সেদিকে। আরও একবার গুঞ্জন থামানোর চেষ্টা করল মারলিন। কিন্তু এবারেও ব্যর্থ।

তৃতীয়বারে একটা আলোর ঝলকানি খেলে গেল মারলিনের হাতে সেইসাথে একটা মৃদু কম্পন। সবার নজর এবার মারলিনের দিকে ফিরল। "অর্ডার," আবার বলল সে। এবারে সব গুঞ্জন থেমে গিয়েছে। "পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমাদের সবার উচিত নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তা করা। আমাদের হাতে থাকা সব ধরণের রাস্তার কথা আমাদের ভেবে দেখা উচিত।"

"কীসের রাস্তা?" এবেনেজার বলে উঠল। "আমরা জাদুকর, নেকড়ের ভয়ে সিটিয়ে থাকা ভেড়ার পাল নই। আমরা আমাদের একজনকে ভ্যাম্পায়ারের হাতে তুলে দেব আর তারপর ভান করব যেন কিছুই হয়নি?"

লা'ফোর্টিয়ার আবার মুখ খুলল। "আপনি ড্রেসডেনের রিপোর্ট পড়েছেন তো। সেই রিপোর্ট থেকে তো এমনিতেই বোঝা যায় রেড কোর্টের দাবি অনায্য নয়।"

"পুরো পরিস্থিতি ছিল এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। ড্রেসডেনকে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে যেন পরবর্তীতে তাকে খুন করা যায়।"

BanglaBook.org

"তাহলে তো ওর আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল," লা'ফোর্টিয়ার বলল। "রাজনীতি কোন বাচ্চাদের খেলা নয়। ড্রেসডেন খেলতে গিয়েছিল, এখন পরাজিত হয়ে বসে আছে। ওকে অবশ্যই এর মূল্য চুকাতে হবে।"

এবেনেজার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ইনজুন জো ওর হাতে হাত রেখে থামিয়ে দিল। তারপর বলল, "আমাদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। আমি নিয়েছি, আপনারও নেয়া উচিত।"

লা'ফোর্টিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইনজুন জো'র দিকে তাকাল। "আপনি কোন ইতিহাসের কথা বলছেন আমি জানি না তবে এটুকু বেশ বলতে পারি–"

আমি বসে পড়েছিলাম আবার উঠে দাঁড়ালাম। "উনি আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে ইউরোপিয়ান সেটেলারদের আচরণের ইতিহাস বলছেন, মূর্খ কোথাকার।" ইংরেজিতে অপমান করে কথাটা বললেও এবেনেজার ল্যাটিনে বলার সময় সেটুকু অনুবাদ করবে না এই বিশ্বাস আমার আছে। "আমেরিকার স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে এরকম শান্তি চুক্তি করেছিল সেটেলাররা। আজ রেড ইন্ডিয়ান বলে কোন জাতির অস্তিত্ব নেই আমেরিকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে হিটলারও ঠিক একইরকম কাজ করেছিল।"

মারলিন আমার দিকে তাকাল। "আপনি এভাবে কথা বলতে পারেন না, জাদুকর ড্রেসডেন। দ্বিতীয়বার আপনার থেকে এরকম কোন আচরণ পেলে আপনাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে।"

আমি আবার বসে পড়লাম। "ক্ষমা করবেন তবে ওই ঘটনার সময় আমি কেবল কিছু নিরপরাধ মানুষকে ভ্যাম্পায়ারদের বলি হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাইছিলাম।"

"ওদের সাথে যুদ্ধে মারা পড়লে আমরা কাউকেই রক্ষা করতে পারব না, জাদুকর ড্রেসডেন," মারলিন বলল। "আপনি দয়া করে চুপ করুন নয়তো আপনাকে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে।"

মার্থা লিবার্টি মাথা নাড়ল। "মারলিন, আমরা আমাদের নিজেদের একজনকে কোনভাবেই রেড কোর্টের হাতে তুলে দিতে পারি না। কাউন্সিলের নীতি অনুযায়ী সে একজন পূর্ণাঙ্গ জাদুকর। ওর বিগত কয়েকবছরের জাদু চর্চাও সেটাই প্রমাণ করে।"

BanglaBook.org

"জাদুবিদ্যায় তার দক্ষতা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই," লা'ফোর্টিয়ার বলল। "কিন্তু তার চিন্তাধারা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জাদুকর জাস্টিনের মৃত্যুর সময় থেকে একের পর এক বেপরোয়া কাজ করে যাচ্ছে এই হ্যারি ড্রেসডেন।" এক মুহূর্ত থেমে পুরো হলরুমে একবার নজর বুলিয়ে নিল সে। "জাদুকর হ্যারি ড্রেসডেন ছিল জাদুকর জাস্টিন ডুমর্নের শিক্ষানবিশ। আর জাদুকর জাস্টিন ডুমর্ন ছিল জাদুকর সাইমন পেত্রোভিচের ছাত্র। রেড কোর্টের ওরা কীভাবে সাইমনের সকল প্রতিরক্ষা এড়িয়ে আক্রমণ করল সেটা আমার কাছে নেহায়েত কাকতালীয় মনে হয় না, জাদুকর ড্রেসডেন।"

আমি লা'ফোর্টিয়ারের দিকে স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। এই লোকটা কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে নাকি যে আমি পেত্রোভিচের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বুড়ো জাস্টিনের থেকে জানতে পেরেছিলাম? তারপর রেড কোর্টের কাছে সে তথ্য পৌঁছে দিয়েছি? জাস্টিনের সাথে খুব বেশিদিন থাকার সুযোগ হয়নি আমার। তেমন আহামরি কিছু শিখিওনি আমি ওই বুড়োর কাছ থেকে। এমনকি ওকে খুন করার দায়ে আমার বিচার শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এটাও জানতাম না যে হোয়াইট কাউন্সিল বলে একটা জিনিস আছে। আমি লা'ফোর্টিয়ারের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। এই মুহূর্তে ওর কথার এরচেয়ে ভালো কোন জবাব আমার কাছে নেই।

"একবার ভেবে দেখুন," লা'ফোর্টিয়ার বলল। "কাউন্সিলের প্রতি ওর আনুগত্য কতটুকু সেটা একবার ভেবে দেখুন। ড্রেসডেন কি আসলেই একজন জাদুকর? যদি ড্রেসডেন না হয়ে অন্য কেউ পেত্রোভিচের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তারপরও ওর সাথে রেড কোর্টের সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ থেকেই যায়।"

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম আবার। তবে এবারে কথা বলার আগে মারলিনের দিকে তাকালাম। মারলিন আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "অসম্ভব," আমি জোর গলায় বললাম। "যদি আমি আপনার কথা অনুযায়ী এসব করেও থাকি তারপরও আমি কাউন্সিলের কোন আইন অমান্য করিনি। কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী আমি একজন পূর্ণাঙ্গ জাদুকর। আমার বিরুদ্ধে কোনরূপ তদন্ত ছাড়া এসব অভিযোগ আনার অধিকার আপনার নেই।"

এবেনেজার আমার হয়ে ল্যাটিনে অনুবাদ করে দেবার পর পুরো ঘরময়

BanglaBook.org

একটা ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। লা'ফোর্টিয়ারের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। "যদি ধরেও নেই তুমি একজন জাদুকর তারপরও আমার সন্দেহ থেকে যায় তোমার এই জাদুকরের পদবী কতটা বৈধ। আমি কাউন্সিলে তোমার জাদুকর পদবীর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। তুমি এমন কোন পরীক্ষা দাওনি কাউন্সিলের হয়ে যেটা তোমার জাদুকর পদবীকে বৈধতা দিতে পারে।"

"তাই নাকি?" আমি বললাম। "জাস্টিন ডুমর্নকে যে ডুয়েলে হারিয়েছি সেটা আপনার কাছে কোন পরীক্ষা মনে হয় না?"

"হ্যাঁ, জাদুকর ডুমর্ন মারা গিয়েছিলেন," লা'ফোর্টিয়ার বলল। "কিন্তু তাকে তুমি ডুয়েলে হারিয়েছো নাকি তার ঘুমের মধ্যে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছো সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি কাউন্সিলের কাছে অনুরোধ করব যেন ওর জাদুকর পদবীর বৈধতা নিয়ে ভোটের আয়োজন করা হয়।"

এভাবে কখনো ভেবে দেখিনি আমি। জাস্টিনকে কীভাবে মেরেছিলাম সেটা প্রমাণ করার সত্যি কোন উপায় নেই। এমনিতে হয়তো লোকে বিশ্বাস করে ওকে আমি ডুয়েল লড়ে খুন করেছিলাম কিন্তু রাজনীতি বড় অদ্ভুত খেলা। এখানে যে কোন সত্য বদলে দেয়া যায়।

মারলিন আস্তে করা মাথা ঝাঁকাল। "তবে তাই হোক। হ্যারি ড্রেসডেনের জাদুকর পদবীর বৈধতা নিয়ে ভোট হয়ে যাক। যারা ওর জাদুকর পদবীর পক্ষে–"

"দাঁড়ান," এবেনেজার থামিয়ে দিল ওকে। "একজন সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আমি আমার চাই এই ভোট শুধুমাত্র সিনিয়র কাউন্সিলের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকুক।"

মারলিন এবেনেজারের দিকে তাকাল। "সেটা ঠিক কী কারণে?"

"কারণ কাউন্সিলের বেশিরভাগ সদস্য জাস্টিনের ওই ঘটনার সম্পর্কে জানে না। তাদের নিয়ে ভোটের আয়োজন করলে সেটা অন্যায় হয়ে যায়।"

"সহমত," ইনজুন জো বিড়বিড় করে বলল।

"আমিও," মার্থা লিবার্টিও একমত হলো। "তিনটি ভোট হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র সিনিয়র কাউন্সিলে ভোট করার পক্ষে। বাকিটা এখন আপনার ওপর সম্মানিত, মারলিন।"

আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে লাগল। এবেনেজার ভাল একটা কাজ

BanglaBook.org

করেছে। এখানে উপস্থিত বেশিরভাগ মানুষই আমাকে চেনে না। এদের মাঝে ভোটের আয়োজন করা হলে নির্ঘাত আমি আমার জাদুকর পদবী খোয়াতাম। শুধু সিনিয়র কাউন্সিলের মাঝে ভোট করা হলে তবুও কিছুটা আশা থাকবে আমার।

মারলিন কিছুক্ষণ ভাবল। কোন ফাঁকফোকর বের করা যায় কি না ভাবছে। তারপর আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "তবে তাই হোক। শুধু সিনিয়র কাউন্সিলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকুক এই ভোট। আমি হ্যারি ড্রেসডেনের জাদুকর পদবীর বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছি। একজন জাদুকর ড্রেসডেনের চাইতে কাউন্সিলের অন্যান্য সবার জীবন আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

লা'ফোর্টিয়ার সাথে সাথে বলে উঠল, "আমিও একই কারণে বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছি।"

এবারে এবেনেজার মুখ খুলল। "আমি এই তরুণের সাথে অনেকদিন একসাথে থেকেছি। আমি ওকে খুব ভালো করেই জানি। ও একজন সত্যিকারের জাদুকর। আমি ওর জাদুকর পদবী বহাল রাখার পক্ষে ভোট দিচ্ছি।"

এবেনেজারের পর ইনজুন জো ভোট দিল। "আমার সত্তা ও ষষ্ঠেন্দ্রীয় বলছে ড্রেসডেনের মাঝে একজন জাদুকরের সকল গুণাগুণ বিদ্যমান। আমি ওর জাদুকর পদবী বহাল রাখার পক্ষে ভোট দিচ্ছি।"

"আমিও চাই ওর জাদুকর পদবী বহাল রাখা হোক," মার্থা লিবার্টি বলল। "ওর থেকে জাদুকর পদবী ছিনিয়ে নেয়া কোন সমাধান হতে পারে না বরং সেটা হবে ড্রেসডেনের প্রতি অবিচার।"

পক্ষে তিন, বিপক্ষে দুই। এনসিয়েন্ট মাইয়ের দিকে তাকালাম এবারে।

মহিলা চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত ভাবল। "কোন জাদুকর হ্যারি ড্রেসডেনের মতো বেপরোয়া আচরণ করতে পারে না। আমি ওর জাদুকর পদবী বহাল রাখার বিপক্ষে ভোট দিচ্ছি।"

তিন বনাম তিন। আমার হার্টবিট আরও বেড়ে গেল। আর মাত্র একটা ভোট বাকি। এই ভোটের ওপর আমার ভাগ্য খেলা করছে। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি। এখনই ভোট দেবে সপ্তম ব্যক্তি।

কতক্ষন পার হয়ে গেল জানি না কিন্তু কেউ কোন ভোট দিল না।

মারলিন শূন্য গলায় বলে উঠল, "গেটকিপার, আপনার মতামত কী?"

BanglaBook.org

আমি চোখ খুললাম। এই লোকটা আমার বিরুদ্ধে ভোট দিলে আমার নিয়তি একদম নিশ্চিত হয়ে যাবে, মৃত্যু। কিংবা তারচেয়েও ভয়াবহ কোন কিছু।

আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর গেটকিপার মুখ খুলল। "আজ সকালে ব্যাঙের বৃষ্টি হয়েছে।"

পুরো ঘর একটা অস্বস্তিকর নীরবতায় ছেয়ে গেল। তারপর শুরু হলো ফিসফিসানি।

"গেটকিপার," মারলিন আবার বলল। "আপনার ভোট কী?"

"আমি ধীরে সুস্থে চিন্তা করতে ভালোবাসি," গেটকিপার বলল। "আজ সকালে ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারটা আমার আমলে নেয়া উচিত। আমি ভোট দেয়ার আগে আমাদের দূত কী জবাব নিয়ে ফেরত এসেছে সেটা অবশ্যই শোনা উচিত।"

লা'ফোর্টিয়ার গেটকিপারের দিকে তাকাল। তারপর উদগ্রীব কণ্ঠে বলল, "কীসের দূত? কোন ব্যাপারে কথা বলছেন আপনি?"

হলঘরের পেছনের দরজাটা খুলে গেল। দু'জন ধূসর আলখেল্লা পরা ওয়ার্ডেন প্রবেশ করল ঘরে। দু'জনে মিলে বাদামি রোব পরা এক ছেলেকে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। চেহারা লাল হয়ে আছে ছেলেটার। হাত দুটো পঁচে যাওয়া সসেজের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনি যেন ফেঁটে যাবে। ঠোঁটজোড়া গাঢ় নীল হয়ে আছে। সব মিলিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থা। ওয়ার্ডেন দু'জন ছেলেটাকে স্টেজে সিনিয়র কাউন্সিলের সামনে নিয়ে আসল।

"উইন্টারের রাণীর কাছে এই ছেলেটাকে পাঠিয়েছিলাম আমি," এনসিয়েন্ট মাই বলল।

"সে তার কাজ সম্পন্ন করেছে," একজন ওয়ার্ডেন বলল। "আমি ওকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে এখানে আসার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। তাই এখানে নিয়ে এসেছি, এনসিয়েন্ট।"

"ওকে কোথায় খুঁজে পেয়েছো?" মারলিন জিজ্ঞেস করল।

"গেটের বাইরে কেউ একজন ওকে গাড়িতে করে নিয়ে এসে ফেলে রেখে যায়। কে নিয়ে এসেছে খেয়াল করার সুযোগ পাইনি।"

"লাইসেন্স নাম্বারটা নিতে পেরেছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। দু'জন ওয়ার্ডেন একসাথে আমার দিকে তাকাল তারপর আবার মারলিনের দিকে

BanglaBook.org

ফিরল। খুব সম্ভবত লাইসেন্স নাম্বার নেয়নি। হয়তো লাইসেন্স নাম্বার সম্পর্কে ধারণাই নেই। বেশিরভাগ জাদুকর এ যুগের নিয়ম রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ।

এনসিয়েন্ট মাই আস্তে করে স্টেজ থেকে নেমে ছেলেটার কাছে গিয়ে ভিনদেশী কোন ভাষায় কিছু একটা জিজ্ঞেস করল। খুব সম্ভবত চাইনিজ ভাষা সেটা। ছেলেটা চোখ খুলল তারপর বিড়বিড় করে কী সব বলল।

এনসিয়েন্ট মাইয়ের ভ্রু কুঁচকে গেল। কিছু একটা জিজ্ঞেস করল সে আবার। জবাব দিতে বেশ বেগ পেতে হলো ছেলেটার। কোনমতে জবাব দিয়েই জ্ঞান হারাল ছেলেটা।

এনসিয়েন্ট ওর মাথায় আলতো করে হাত রাখল। তারপর বলল, "নিয়ে যাও ওকে। খুব সাবধানে।"

চারজন ওয়ার্ডেন মিলে ওকে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

"কী বলল সে?" এবেনেজার জিজ্ঞেস করল।

"রাণী ম্যাব তার রাজত্ব দিয়ে আমাদের যাতায়াত করার অনুমতি দেবে যদি আমরা তার একটা কাজ করে দেই," এনসিয়েন্ট জবাব দিল।

মারলিন ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

এনসিয়েন্ট মাই বিড়বিড় করে জবাব দিল। "কী কাজ সেটা এই ছেলেটাকে বলা হয়নি। ওকে শুধু বলা হয়েছে কাউন্সিলের একজনকে ইতিমধ্যে কাজটার ব্যাপারে জানানো হয়েছে।" সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্যরা এবার স্টেজে এক জায়গায় এক হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল।

আমি সেদিকে তেমন পাত্তা দিলাম না। ওই ছেলেটা যা বলেছে তাতে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার অবস্থা এখন। পুরো শরীর অসাড় হয়ে আসছে। "আমি শেষ," বিড়বিড় করে নিজেকেই বললাম যেন।

আমার কাঁধে হাত রাখল কেউ একজন। পেছন ফিরে গোটকিপারকে দেখতে পেলাম। হাতে কালো হাতমোজা পরা, মুখে মাস্ক। পুরো শরীরে কোথাও লোকটার ত্বক বের হওয়া দেখতে পেলাম না।

"ওই ব্যাঙ বৃষ্টি দিয়ে কী বোঝায় সেটা তো তুমি জানো?" ইংরেজি উচ্চারণটা ব্রিটিশ আর অন্য একটা উচ্চারণের মাঝামাঝি কিছু একটা। খুব সম্ভবত ভারতীয় আর নয়তো মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ হবে।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "বিপদ।"

BanglaBook.org

"বিপদ।" যদিও লোকটার মুখ দেখতে পারছি না তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারলাম ওর মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠেছে। "খুব বেশি সময় নেই হাতে। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে তুমি?"

আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম আমি। তার আগে অবশ্য একবার দেখে নিলাম ওই নীল দাঁড়িওয়ালা লোকটা আমাদের লক্ষ্য করছে কি না।

লোকটা ওর হাত নাড়ল। কোন শব্দ উচ্চারণ করল না। অদ্ভুত একটা বলয় ঘিরে ফেলল আমাদের। "আশা করি তুমি জানো কীভাবে শুনতে হয়। আমি চাই না আর কেউ আমাদের কথা শুনে ফেলুক।"

আমি আবার মাথা ঝাঁকালাম। "প্রশ্নটা কী?"

ঝুঁকে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে প্রশ্নটা করল সে। "ম্যাব কি তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে?"

খুব চেষ্টা করলাম অবাক না হওয়ার জন্য কিন্তু পারলাম না। এতোক্ষনে বুঝতে পারছি ম্যাব কেন এতো নিশ্চিত ছিল যে আমি কেসটা নেবোই। আমাদের চুক্তির কোন শর্ত না ভেঙেই ম্যাব এই কেসটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো নিজের পশ্চাৎদেশে নিজেই কষে একটা লাথি মারার জন্য। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সে ক্ষমতা আমাকে দেননি। সে যাই হোক। এই লোকটার কাছে মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। হাজার হোক আমার ভাগ্য নির্ভর করছে ওর ওপর। "হ্যাঁ," আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম।

মাথা নাড়ল লোকটা। "অনিশ্চিত একটা সমতা। কাউন্সিল না পারবে তোমাকে এখান থেকে তাড়াতে না পারবে এখানে রাখতে।"

"বুঝলাম না আমি।"

"বুঝে যাবে," বিড়বিড় করে বলল সে। "আমি তোমার ভাগ্য বদলাতে পারব না, জাদুকর। তবে তোমার ভাগ্য যেন তুমি নিজে বদলাতে পারো সে সুযোগটা দিতে পারি।"

"মানে?"

"আশেপাশে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছো না?"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "শক্তির এক অসমতা দেখা যাচ্ছে। হোয়াইট কাউন্সিল শহরে এসেছে, ম্যাব আমাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।"

BanglaBook.org

"কিংবা আমরা তার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। সে কেন পার্থিব পৃথিবীর একজনকে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করবে, জাদুকর?"

"কারণ কেউ একজন আমাকে বেকায়দা দেখে মজা নিতে চায়।"

"সমতা," গেটকিপার প্রতিবাদ করে বলল। "এসব কিছু সমতা বিধানের জন্য। অসমতা দূর করতে হবে, জাদুকর। তুমি এখনো তরুণ। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে তোমার মূল্য কতখানি।"

"আপনি কি আমাকে ম্যাবের হয়ে কাজ করতে বলছেন?" আমি গলা একদম খাঁদে নামিয়ে বললাম।

"আজকের তারিখ কী?" গেটকিপার জিজ্ঞেস করল।

"আঠার জুন," আমি বললাম।

"আহ্, হ্যাঁ," গেটকিপার বলল। তারপর আমার থেকে সরে আবার স্টেজে গিয়ে অন্যান্য সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্যদের সাথে এক হলো।

"অর্ডার," মারলিন বলল। হলরুমের গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে। "গেটকিপার, আপনার ভোট কী?"

"আমরা এখন এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখান থেকে যে পথেই যাওয়া হোক না কেন কেবল বিপদ বেড়েই যাবে," গেটকিপার ফিসফিস করে বলল। "আমাদের প্রথম পদক্ষেপগুলো নিতে হবে অতি ভেবেচিন্তে, খুব সাবধানে।"

এবেনেজারের দিকে ফিরল গেটকিপার। "আপনি ছেলেটাকে পছন্দ করেন, জাদুকর ম্যাককয়। ওকে রক্ষা করার জন্য আপনি লড়বেন সেটাই স্বাভাবিক। আপনার সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই।"

লা'ফোর্টিয়ারের দিকে ফিরল এবার সে। "আপনি ড্রেসডেনের ক্ষমতা ও আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদি আপনার ধারণা সত্য হয়ে থাকে তবে ড্রেসডেন কাউন্সিলের জন্য অনেক বড় হুমকি।"

এনসিয়েন্ট মাইয়ের মুখোমুখি হলো এবার গেটকিপার। "আপনি ওর বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। আপনার ভয় ডুমনের শিক্ষা হয়তো ওকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে। আপনার সিদ্ধান্তও অত্যন্ত যৌক্তিক।"

মারলিনের দিকে ফিরল এবার সে। "সম্মানিত মারলিন। আপনি বিশ্বাস করেন ড্রেসডেনকে সরিয়ে দিলে আমাদের জীবনে নিরাপত্তা আসবে। আপনার সিদ্ধান্ত আবেগ দিয়ে বিচার করলে হয়তো ঠিক আছে কিন্তু যুক্তির

BanglaBook.org

বিচারে কখনোই নয়। ওকে সরিয়ে দিলে যে নীরবতাটুকু আসবে সেটা ঝড়ের আগের থমথমে পরিবেশ বলা চলে।"

"যথেষ্ট হয়েছে," এবেনজার বলল। "পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দিন।"

"আমি আমার ভোট দেয়ার আগে ওর পরীক্ষা নিতে চাই। এমন একটা পরীক্ষা যেটা সব সত্যকে তুলে ধরবে। সবার আশঙ্কাকে হয় ভুল অথবা সঠিক প্রমাণ করবে।"

"কী পরীক্ষা?" মারলিন জিজ্ঞেস করল।

"ম্যাব," গেটকিপার বলল। "রাণী ম্যাবের কাজটা ড্রেসডেনকে করতে দেয়া হোক। উইন্টারের সাথে মিত্রতা করার দায়িত্ব ওকে দেয়া হোক। যদি সে কাজটা করতে পারে তবে লা'ফোর্টিয়ারের আশঙ্কা অমূলক হয়ে যাবে।"

লা'ফোর্টিয়ার ভ্রু কুঁচকে তাকালেও গেটকিপারের কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

আবার এনসিয়েন্ট মাইয়ের দিকে ফিরল সে। "যদি সে কাজটা করতে পারে তো এটাও প্রমাণ হয়ে যাবে ড্রেসডেন তার করা ভুলের জন্য মূল্য চুকাতে রাজি আছে। কাউন্সিলে বৃহৎ স্বার্থের জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। অল্পবয়সে ভুল হতেই পারে কারও তবে সেটা কোন অপরাধ নয়। তবে সেই ভুল থেকে শিক্ষা না নেয়া অবশ্যই অপরাধের মধ্যে পড়ে।"

এনসিয়েন্ট মাই-ও গেটকিপারের কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

"এবং আপনি, সম্মানিত মারলিন। উইন্টারের সাথে মিত্রতা হয়ে গেলে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিও কমিয়ে আনা যাবে। নেভারনেভারে রেডকোর্ট নিশ্চয়ই আমাদের মতো সুবিধা পাবে না। সেক্ষেত্রে কাউন্সিলের প্রতি ড্রেসডেনের আনুগত্যও প্রমাণ হয়ে যাবে।"

"বেশ ভালো," এবেনেজার বলল। "কিন্তু যদি সে ব্যর্থ হয়?"

গেটকিপার কাঁধ ঝাঁকাল। "তাহলে হয়তো আপনার চেয়ে কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের মতামতই বেশি প্রাধান্য পাবে। তখন ওর জাদুকর পদবী ছিনিয়ে নেয়াই সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি হবে।"

"এটা কেমন কথা?" এবেনেজার বলে উঠল। "আপনি কাউন্সিলের সবচেয়ে কমবয়সী জাদুকরকে রাণী ম্যাবের হয়ে কাজ করতে পাঠাচ্ছেন? ম্যাবের হয়ে? এটা তো কোন পরীক্ষা হতে পারে এটা তো ওকে সোজা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া। আর তাছাড়া সে কীভাবে জানবে ম্যাব কী চায়?"

BanglaBook.org

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পা কাঁপছে সামান্য। "এবেনেজার।"

"এই ছেলেটা ম্যাব কী চায় সেটা কীভাবে জানবে?"

"এবেনেজার–" আবার ডাকলাম আমি।

এবেনেজার আমার দিকে তাকাল। সাথে অন্য সবার চোখও আমার দিকে ঘুরে গিয়েছে।

"আমি জানি ম্যাব কী চায়," আমি বললাম। "আজ আমার সাথে দেখা করেছে সে, স্যার। আমাকে একটা তদন্ত করতে বলা হয়েছিল, আমি মানা করে দিয়েছি।"

"হোস," এবেনেজার বলল। "এটা তোমার সাধ্যের বাইরে।"

"হয় সাঁতরে সাগর পাড়ি দেব আর নয়তো ডুবে যাব," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "আর কোন পথ তো খোলা নেই।"

গেটকিপার ইংরেজিতে বলল এবারে, "তুমি রাজি আছো, জাদুকর ড্রেসডেন?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। গলা শুকিয়ে গিয়েছে আমার। আমার হাতে আর কোন উপায় নেই এখন। যদি ফেইরিদের হয়ে কাজ না করি তো কাউন্সিল সোজা রেড কোর্টের হাতে তুলে দেবে আমাকে। আর যদি একবার রেড কোর্ট আমাকে পায় তো আমার পরিণতি হবে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

"হ্যাঁ, আমি রাজি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

কাউন্সিল মিটিংয়ে এরপর আর তেমন আহামরি কিছু ঘটল না, অন্তত আমার জন্য না।

মারলিন জাদুকরদের আগে থেকে পরিকল্পনা করে রাখা নিরাপদ পথগুলো দিয়ে যাতায়াত করার আদেশ দিল। সবার কাছে আশেপাশের ওয়ার্ডেনদের সাথে যে কোন দরকার বা বিপদে যোগাযোগ করার উপায় বাতলে দেয়া হলো। এছাড়া প্রত্যেক ওয়ার্ডেনকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে আশেপাশের সব জাদুকরদের খোঁজ নিতে বলা হলো নিরাপত্তার জন্য।

একজন প্রবীণ ওয়ার্ডেন ভ্যাম্পায়ারদের বিরুদ্ধে কী করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে বিশাল একটা বক্তব্য দিল। মিটিংয়ের একদম শেষ দিকে ওয়ার্ডেনদের পুরো বাহিনী এসে হাজির হলো জাদুকরদের এসকোর্ট করে বাড়ি ফিরিয়ে নেয়ার জন্য।

মারলিন মিটিং শেষ করার ঘোষণা দেবার পর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। এবেনেজার বোধহয় আমার সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেছিল একবার কিন্তু আমার আর কোন কথা বলার মুড ছিল না। সোজা বের হয়ে আসলাম। গ্যারেজ থেকে নীল রঙের বিটলটায় উঠে ইঞ্জিনের পুরো শক্তি খরচ করে যতো দ্রুত সম্ভব বের হয়ে গেলাম ওখান থেকে।

নিজেকে নিজে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই যুদ্ধটা বলতে গেলে একরকম শুধু আমার জন্যই হচ্ছে। যে দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে সেটা আমার প্রাপ্য। কিন্তু মন কী আর তা মানে? তারপরও একটু পর বিক্ষিপ্ত মন কিছুটা শান্ত হলো।

প্যাসেঞ্জার সিটে ম্যাবের দেয়া খামটা দেখা যাচ্ছে। খুনির পরিচয় খুঁজে বের করতে হবে যে করে হোক। তথ্য দরকার এখন এ ব্যাপারে। আর এই মুহূর্তে এই খুনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তথ্য কেবল শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে থাকতে পারে।

BanglaBook.org

মার্ফির বাসার দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেলাম।

লেফটেন্যান্ট ক্যারিন মার্ফি শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্স টিমের প্রধাণ। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্স ব্রাঞ্চটা গড়া হয়েছিল যে কোন রকমের অস্বাভাবিক কোন ঘটনার তদন্ত করার জন্য। ট্রল, ভ্যাম্পায়ার, ডিমন সবকিছু নিয়ে তদন্ত করেছে এরা। কিন্তু কখনো আসল ঘটনা রিপোর্ট করা হয় না ওপরমহলে। মার্ফির আগে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্স ব্রাঞ্চের কোন চিফ এর আগে এক মাসের বেশি টিকতে পারেনি। এতো সব অতিপ্রাকৃত ঘটনা দেখার পর সবার অবস্থা করুণ হয়ে যায়। কিন্তু মার্ফি কীভাবে যেন টিকে গিয়েছে।

একসাথে অনেক কাজ করেছি আমরা। মার্ফির কল্যাণে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্সের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছি আমি। বেশ ভাল বন্ধুত্ব আমার ওর সাথে। মার্ফি অবশ্যই সাহায্য করবে।

মার্ফির বাসা বাকটাউনে। শিকাগোর বেশিরভাগ পুলিশের বাসাই ওদিকে। ছোট্ট একটা বাসা। মার্ফির দাদী মারা যাবার আগে ওর নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিল। বাসার চারপাশে ছোট্ট একটা লন।

মাঝরাত প্রায় পার হয়ে গিয়েছে। দিনের প্রচণ্ড গরমকে সরিয়ে দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বইছে। মার্ফি বাসায় আছে এতোটুকু আমি একদম নিশ্চিত কিন্তু জেগে আছে কি না এটা একটা প্রশ্ন। মার্ফি যেন না ভাবে ওর বাসার আশেপাশে ছোকছোক করছি তাই গাড়ি থেকে নেমে যতো জোরে সম্ভব শব্দ করে দরজা লাগালাম। তারপর আস্তে করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলাম।

মার্ফি দরজা সামান্য খুলে তাকাল। ওর দরজাটা আমার বাসার দরজার মতোই শক্ত স্টিলের তৈরি। এতোটুকু নিরাপত্তার দরকার আছে একজন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্সের অফিসারের।

মার্ফিকে দেখে মোটেই মনে হয় না সে শিকাগো পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হয়ে দৈত্য দানবদের তাড়া করে বেরায়। নীল চোখে, চোখের নিচে সামান্য কালসিটে পড়ে আছে। উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে। সোনালী লম্বা চুল। পরনে বাথরোব।

ডানহাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল ধরা।

BanglaBook.org

"কী খবর মার্ফ?" আমি পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম। "এতো রাতে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমার সাহায্য দরকার প্রচণ্ড।"

মার্ফি এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর বলল, "দাঁড়াও এখানে।" তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। মিনিটখানেক পর আবার দরজা খুলল, হাতে এখনো পিস্তলটা ধরা।

"মার্ফ," আমি বললাম। "ঠিক আছো তুমি?"

সে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

"আচ্ছা," আমি বললাম। "ভেতরে আসতে পারি?"

"এখনই বোঝা যাবে আসতে পারবে কি না," মার্ফি বলল।

এবারে বুঝতে পারলাম বিষয়টা। মার্ফি আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলবে না। অনেক অতিপ্রাকৃতিক জীব আছে যাদের ভেতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ না দিলে ভেতরে ঢুকতে পারে না। মার্ফিকে গতবছর অমন একটা আক্রমণ করেছিল, সেটাও আবার আমার রূপ ধরে। আরেকটু হলে মারা যেতো মেয়েটা। এইটুকু সাবধানতার দরকার আছে ওর।

"মার্ফ," আমি বললাম। "ভয় পেয়ো না, এটা আসলেই আমি।" তারপর আস্তে করে ভেতরে ঢুকলাম। অদ্ভুত একটা প্রশান্তি এলো আমার মনে সাথে সাথে। বাড়ির এই একটা শক্তি। বাসার এই শক্তিটা থাকে না। বাসার প্রতি কারও কোন মায়া থাকে না সেভাবে, একটা ফ্ল্যাটের প্রতি তো নয়ই। কিন্তু বাড়ির এদিক থেকে অনন্য এক ক্ষমতা আছে। প্রতিটা বাড়ির কিছু ইতিহাস থাকে, পরিবারের সাথে কাটানো সময়ের স্মৃতি থাকে, একটা ভালোবাসা থাকে। আর এই ভালোবাসার চেয়ে বড় শক্তি আর কিছুই নেই। এই শক্তিকে এড়িয়ে কোন অতিপ্রাকৃতের ক্ষমতা নেই অনুমতি ছাড়া কারও বাড়িতে ঢোকে। ভেতরে ঢোকার পর আবার মুখ খুললাম, "হয়েছে তো এবার?"

মার্ফি কোন কথা বলল না। আমাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

মার্ফির বাড়িটা বেশ সুন্দর। দেয়ালে হালকা হলুদ আর সবুজ রঙ করা। সুন্দর পরিস্কার পর্দা ঝোলানো জানালাগুলোতে। একটা কফি টেবিল, আর সোফা ঘরের মাঝে। বড় একটা ভাসে ফুল রাখা। ঘরটা মার্ফির দাদী বেশ যত্ন নিয়ে সাজিয়েছিলেন, মার্ফি সেটাই ধরে রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস।

কেবল এক পাশের দেয়ালে একটা অস্ত্র রাখার তাক বাদে। এই তাকটা

BanglaBook.org

মার্ফি এনেছে। এক জোড়া জাপানিজ কাতানা তরবারি দেখা যাচ্ছে তাকটায়, কয়েকটা পিস্তলও রাখা ওখানে। মার্ফিকে এজন্য বেশ ভাল লাগে আমার। দেখতে যতো কিউটই হোক ও, কাজের বেলায় অধ্যবসায় প্রচণ্ডরকম। অস্ত্র রাখার তাকটার ওপরে কয়েকটা ছবির ফ্রেম রাখা। বেশিরভাগই পারিবারিক ছবি।

কফি টেবিলে একটা আধখালি মদের বোতল দেখা যাচ্ছে। জিন খুব সম্ভবত। পাশে একটা গ্লাস রাখা। গ্লাসটা একদম খালি।

মার্ফি সোফার একপাশে বসে পড়ল। আমার দিকে তাকাল না মেয়েটা। অন্য কিছু নিয়ে চিন্তায় ডুবে আছে। ওর আচরণ ঠিক ওর মতো লাগছে না। এমনিতে বেশ খুনসুঁটি হয় আমাদের মাঝে। কিন্তু আজ এসব কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ধ্যাৎ! আমার যখন কিছু দরকার হয় তখনি ওর এমন মুড হয়ে থাকে। এদিকে আমার হাতে খুব বেশি সময়ও নেই যে ওর সাথে কথা বলে কী হয়েছে বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু কথা বলাও তো দরকার, নাহলে সাহায্য পাব কীভাবে?

"তোমার বাড়িটা তো বেশ সুন্দর, মার্ফ," আমি বললাম। "আগে কখনো আসা হয়নি।"

মার্ফি কোন কথা না বলে কেবল কাঁধ ঝাঁকাল।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কথা বলছো না কেন?" ওর দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। "কী হয়েছে?"

মাথা নেড়ে ছবির কফি টেবিলের ওপর রাখা একটা ছবির অ্যালবামের দিকে নজর ফেরাল ও। আমি ঝুঁকে অ্যালবামটা তুলে নিলাম। বিয়ের ছবিতে ভরা অ্যালবামটা। কনে মার্ফি। তখন ওর বয়েস একদম কম, সোনালী চুলগুলো আরও উজ্জ্বল। প্রচণ্ড হাসিখুশি দেখা যাচ্ছে ওকে। মার্ফির পাশে দাঁড়ানো লোকটা ওর চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়। একজন আরেকজনকে কেক খাইয়ে দিচ্ছে, হাসাহাসি করছে।

"প্রথম হাজব্যান্ড?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল মার্ফি।

"একদম কম বয়স ছিল তোমার। কত হবে? আঠার?"

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

BanglaBook.org

"সতের?"

এবারে মাথা ঝাঁকাল। যাক কিছু তো অন্তত বের করা গেছে ওর থেকে।

"কতদিন সংসার করেছিলে?"

নীরবতা।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "মার্ফ, এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। কিন্তু তুমি যদি কোন ব্যাপারে নিজেকে দোষ দিয়ে থাকো তো সেটা একদম ঠিক না।"

মার্ফি কোন কথা না বলে কফি টেবিলের নিচের তাক থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে আনল। ট্রিবিউন। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও কাগজটা। পৃষ্ঠাটা ওল্টানোই ছিল।

প্রথম খবরটা শব্দ করে পড়লাম, "গ্রেগরি ট্যাগার্ট, দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার পর গতরাতে তেতাল্লিশ বছর বয়সে মারা গিয়েছেন..." পড়া থামিয়ে অ্যালবামের লোকটার ছবির সাথে খবরের কাগজের লোকটার ছবিটা মিলিয়ে দেখলাম। "ঈশ্বর!" খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিড়বিড় করলাম। "আমি দুঃখিত, মার্ফ।"

মার্ফি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবশেষে মুখ খুলল, "ও আমাকে একটাবার বললও না ওর ক্যান্সার হয়েছে।"

এমন একটা ধাক্কা খাব ভাবিনি। "মার্ফ, আসলে কী বলব আমি জানি না। তবে তোমার কষ্টটা আমি বুঝি। আমি–"

"আসলেই বোঝ?" আস্তে করে বলল ও। "আসলেই বোঝ আমার কেমন লাগছে? প্রথম ভালোবাসা কখনো হারিয়েছো তুমি?"

দীর্ঘ একটা মিনিট কোন কথা বললাম না আমি, তারপর মুখ খুললাম। "হ্যাঁ, আমি জানি।"

"কী নাম ছিল ওর?"

নামটা ভাবলেও তো কষ্ট লাগে, বলা তো আরও কঠিন। কিন্তু মার্ফির কষ্ট যদি একটু কমে তাতে তাহলে আমার একটু কষ্ট নাহয় হোক। ক্ষতি কী তাতে? "এলাইন। আমরা...আমরা দু'জন এতিম ছিলাম। একই লোক আমাদের দু'জনকে দত্তক নিয়েছিল।"

মার্ফি ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। "তোমার বোন ছিল ও?"

"আমার কোন আত্মীয়স্বজন নাই। আমাদের দু'জনকে একই লোক

BanglaBook.org

দত্তক নিয়েছিল, এই যা। একসাথে থাকতাম আমরা। একসাথে বড় হয়েছি। বাকিটা অনুমান করে নাও।"

মার্ফি আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "কতদিন একসাথে ছিলে তোমরা?"

"ষোল বছর বয়স পর্যন্ত।"

"কী হয়েছিল? ও কীভাবে..."

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "আমার দত্তকপিতা আমাকে কাল জাদু করে বশ করার চেষ্টা করছিল। বলি দেবার জন্য।"

মার্ফি ভ্রু কুঁচকাল। "তিনি জাদুকর ছিলেন?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "বেশ শক্তিশালী জাদুকর ছিলেন। এলাইনও জাদুকর ছিল।"

"এলাইনকে বশ করেনি?"

"এলাইনকে বশ করে ফেলেছিল," আমি বললাম। "এলাইন ওকে সাহায্য করছিল।"

"এরপর কী হলো?" মার্ফি দ্রুত জিজ্ঞেস করল।

আমি নিজের কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করে গেলাম কথা বলার সময়। কতটুকু পারলাম জানি না। "পালিয়ে গেলাম আমি। তখন আমার পিছু পিছু একটা ডিমন পাঠানো হলো। ডিমনটাকে মেরে ফেলেছিলাম আমি। ডিমনটাকে মারার পর এলাইনকে বাঁচানোর জন্য আবার ফেরত আসলাম। কিন্তু এলাইন আমাকে পেছন থেকে একটা স্পেল করে আটকে ফেলল। এরপর জাস্টিন আমাকে বশ করার চেষ্টায় লেগে গেল। আমি এলাইনের স্পেলটা ভেঙে জাস্টিনের মুখোমুখি হলাম। বেশ ভাল লড়াই হয়েছিল আমাদের মাঝে। জাস্টিন হেরে যায় শেষটায়। সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম একদম।"

মার্ফি আমার দিকে তাকাল। "এলাইনের কী হলো?"

"পুড়ে গিয়েছিল," আমার গলা ধরে এলো কথাটা বলার সময়। "মারা গিয়েছে ওখানেই।"

"ঈশ্বর, হ্যারি!" মার্ফি এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। "গ্রেগ আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল। কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছি এরপর কিন্তু প্রতিবারই শেষ হয়েছে ঝগড়া দিয়ে।" ওর চোখে পানি চলে আসল। "একবার যদি ওকে বিদায় জানাতে পারতাম অন্তত..."

BanglaBook.org

আমি খবরের কাগজটা টেবিলে রেখে অ্যালবামটা বন্ধ করলাম। মার্ফির দিকে তাকাচ্ছি না। আমি ওকে কাঁদতে দেখছি এই ব্যাপারটা ওর পছন্দ হবে না। "আমি দুঃখিত, হ্যারি," মার্ফি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল। "আমার সব দুঃখ তোমার ওপর ঝেড়ে দিচ্ছি। ঠিক হচ্ছে না এমন করা। কিন্তু থাকতেও পারছি না।"

টেবিলে রাখা মদের বোতল আর ওষুধগুলোর দিকে তাকালাম। "ব্যাপার না। সবারই একটা ব্রেক দরকার পড়ে কখনো কখনো।"

"তখন পিস্তল ধরার জন্য দুঃখিত, হ্যারি," নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল ও। শব্দগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে যদিও। "ওটা তুমিই কি না নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল আমার।"

"বুঝতে পেরেছি সেটা," আমি বললাম।

আমার দিকে তাকাল মার্ফি। চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠেছে। একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে লিভিং রুমের দিকে পা বাড়াল। "বাথরোবটা বদলে আসছি।"

"আচ্ছা," আমি বললাম। টেবিলে রাখা ওষুধগুলোর দিকে নজর দিলাম এবার। ঘুমের ওষুধ। তার উপর আবার আধবোতল মদ খেয়েছে, সেটাও আবার জিন। এখনো যে কথা বলতে পারছে এটাই অনেক।

মার্ফি যখন ফেরত আসল তখন ওষুধের ট্যাবলেটগুলো আমার হাতে ধরা। মার্ফির পরনে টিশার্ট আর শর্টস। মুখে পানির ঝাপটা দিয়েছে আর চুলে চিরুণী চালিয়েছে। একটু আগে যে কান্না করছিল সেটা এখন আর বোঝা যাচ্ছিল না। আমার হাতে ওষুধ দেখে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল।

"মার্ফ," অবশেষে বললাম আমি। "ঠিক আছো তুমি? আমি কোন–"

"ভয় পেয়ো না, ড্রেসডেন," মার্ফি ওর বুকে হাত ভাঁজ করে রেখে বলল। "আমি আত্মহত্যা করছি না এতো সহজে।"

"খুব মজা তাই না?" আমি বিরক্ত সুরে বললাম। "মদের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে–"

এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে ওষুধের কৌটাটা নিল ও, তারপর টেবিল থেকে মদের বোতলটা তুলে নিল। মদের বোতলটা ফ্রিজে রেখে ওষুধটা রান্না ঘরে রেখে এলো। "তোমার ওসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে। ঠিক আছি আমি।"

BanglaBook.org

"মার্ফ, আমি সারা জীবনে তোমাকে কখনো এমন মাতাল দেখিনি। তার উপর ঘুমের ওষুধ? আমার চিন্তা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে।"

"ড্রেসডেন, এইসব লেকচার দেয়ার জন্য বাসায় এসে থাকলে এখন বিদেয় হতে পারো।"

আমি আমার মাথার চুলে হাত বুলালাম একবার। "ক্যারিন, খোদার কছম আমি লেকচার দিচ্ছি না। আমি স্রেফ তোমাকে বোঝার চেষ্টা করছি।"

আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ। তারপর যখন আমার দিকে তাকাল তখন খেয়াল করলাম ব্যাপারটা। ওর চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে নেই, সেখানে ভয় মিশে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। "কী হয়েছে বলো আমাকে, মার্ফ।"

কাঁধ থেকে আমার হাতটা সরিয়ে দিল ও। "তেমন আহামরি কোন ব্যাপার না। আমি এসব ছাড়া ঘুমোতে পারি না এখন।"

"মানে?"

বড় করে একটা শ্বাস নিল মার্ফি। "মানে আমি এখন ঘুমোতে পারি না। মদ খেয়ে যতোই মাতাল হই বা ঘুমের ওষুধ খাই, আমার ঘুম আসে না। দুটো একসাথে খেলে তখন হয়তো একটু চোখটা বন্ধ করতে পারি।"

"আমি এখনো বুঝিনি। কেন ঘুমাতে পারো না? গ্রেগের জন্য?"

মার্ফি মাথা নেড়ে সোফার এক প্রান্তে বসে পড়ল। "দুঃস্বপ্ন দেখি আমি। ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তার বলেছে এটা ঠিক স্বাভাবিক দুঃস্বপ্ন না।"

আমার চোয়াল চিন্তায় শক্ত হয়ে গেল। "আর এ কারণে ঘুম ভেঙে যায় তোমার? টানা ঘুমাতে পারো না?"

মাথা নাড়ল ক্যারিন। "আমি চিৎকার করতে করতে জেগে উঠি।" ওর মুখটা শুকিয়ে গেল। "কী হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ড্রেসডেন। এই সামান্য দুঃস্বপ্ন দেখে এমন ভয় পাওয়ার মানুষ আমি না। একজন মানুষ, যার সাথে আমি বছরের পর বছর কোন কথা বলিনি তার মৃত্যুর খবর পেয়ে এভাবে ভেঙে পড়ার মানুষ আমি না। আমি জানি না কী হচ্ছে আমার সাথে।"

আমি চোখ বন্ধ করলাম। "তুমি গতবছরের স্বপ্নগুলো দেখছো, তাই না? ক্র্যাভোস তোমার সাথে যা যা করেছিল সেসব নিয়ে?"

ক্র্যাভোসের নাম শুনে মার্ফ ভয়ে শিউরে উঠে মাথা ঝাঁকাল। "আমি

BanglaBook.org

কোনভাবেই ব্যাপারটা মন থেকে তাড়াতে পারি না। ও কীভাবে আমার নাগাল পেল, কীভাবে এসব করল–কিচ্ছু না।"

ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। "মার্ফ, তোমার কিছুই করার ছিল না।"

"তাই মনে হয় তোমার?" বিড়বিড় করে বলল ও। "ওটা যে তুমি ছিলে না আমি একদম বুঝতে পারিনি। আর যদি বুঝতে পারতামও তাও কিছুই করতে পারতাম না। আর এই কারণেই আমি ভয় পাই, ড্রেসডেন। সব জানলেও কিছু করতে পারতাম না আমি। কিচ্ছু না।" ওর চোখ ছলছল করে উঠল আবার। তবে কান্না না করে নিজেকে সামলে নিল।

"মার্ফ, ও মরে গিয়েছে। ওকে কবর দেয়ার সময় তুমি ছিলে ওখানে।"

"আমি জানি সেটা, হ্যারি। আমি জানি ও মরে গিয়েছে। আমি জানি ও আর কিছু করতে পারবে না এখন।" ছলছল চোখে আমার দিকে তাকাল ও। "কিন্তু তারপরও আমি ওকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখি।"

ঈশ্বর! মার্ফির এই করুণ অবস্থা! গতবছর একটা অশরীরি ভর করেছিল ওর ওপর। ওর মনের ভেতর ঢুকে ওর সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। অথচ শরীরে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। বলতে গেলে ওকে একরকম ধর্ষণ করে গিয়েছিল ওই অশরীরিটা। আর এ কারণেই ও এখনো দুঃস্বপ্ন দেখছে।

"হ্যারি," মার্ফি কোমল গলায় বলতে লাগল। "তুমি আমাকে চেনো। আমি ছিচকাদুনে মেয়ে নই। কিন্তু এই অশরীরিটা দেখো আমার কী হাল করে ফেলেছে।" মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল ও। "আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু পারিনি।"

উল্টো ঘুরে টিস্যু বক্সে হাত দিল ও। আমি ফায়ারপ্লেসের পাশে অস্ত্র রাখার তাকটার কাছে গিয়ে তরবারি দুটো দেখতে লাগলাম যেন ওর চোখের পানি দেখতে না হয়।

একটু পর আমার দিকে ফিরল ও। মোটামুটি সামলে নিয়েছে নিজেকে। "এতো রাতে কী মনে করে আসলে?"

আমি ওর দিকে ঘুরলাম। "আমার সাহায্য দরকার একটু। কয়েকটা তথ্য লাগবে।" ম্যাবের দেয়া খামটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। মার্ফি খামটা খুলে ভেতরের ছবি দুটো দেখে ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

"এগুলো তো রোনাল্ড রুউয়েলের মৃত্যুর পুলিশ রিপোর্টের ছবি। তুমি কোথা থেকে জোগাড় করলে?"

BanglaBook.org

"আমি জোগাড় করিনি," আমি বললাম। "একজন ক্লায়েন্ট দিয়েছে আমাকে। সে কোথা থেকে পেয়েছে আমি জানি না।"

"তোমার কাছে কী চায় সে?"

"কে খুন করেছে সেটা তদন্ত করতে দিয়েছে আমাকে।"

মার্ফি মাথা নাড়ল। "আমি তো জানি এটা দুর্ঘটনা ছিল।"

"আমি শুনেছি দুর্ঘটনা ছিল না।"

"কার কাছে শুনলে?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "একজন ফেইরি বলেছে।"

মার্ফি আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। "আসলেই?"

"হ্যাঁ।"

মার্ফি মাথা নাড়ল, ঠোঁটের কোণায় একটা হাসি ফুঁটে ওঠেছে। "আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"রোনাল্ড রুউয়েলের ফাইলটা দেখতে চাই আমি। হয়তো এমন কিছু দেখতে পাব যেটা তোমাদের নজরে পড়েনি।"

মার্ফি আমার দিকে না তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে, এক শর্তে।"

"আচ্ছা। কী শর্ত?"

"যদি সত্যি খুন হয়ে থাকে, আমাকে জানাবে তুমি। ব্যাপারটা আমিও দেখব।"

"মার্ফ," আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম। "আমি তোমাকে এমন কিছুতে জড়াতে চাই না যেটা–"

"আরে রাখো, হ্যারি," মার্ফি থামিয়ে দিল আমাকে। "কেউ যদি শিকাগোতে খুন খারাবি করে থাকে তো তার সাথে বোঝাপড়া করাই আমার কাজ। এজন্য বেতন নেই আমি সরকারের কাছ থেকে।"

"তোমার কাজ খারাপ মানুষদের রুখে দেয়া," আমি বললাম। "কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটা মানুষ না-ও হতে পারে। আমার ধারণা তুমি এ ব্যাপারে না জড়ালেই নিরাপদ–"

"রাখো নিরাপত্তা," মার্ফি বিড়বিড় করে বলল। "এটা আমার কাজ,

BanglaBook.org

হ্যারি। আমার চাকরি এটা। যদি তোমার মনে হয় সত্যি খুন হয়েছে তো আমাকে জানাবে তুমি।"

আমি দ্বিধা করলাম কিছুক্ষণ। বিরক্ত লাগছে। মার্ফি বা ওর সাথের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাউকে এ ব্যাপারে জড়াতে চাই না আমি। এই ঘটনার সাথে ফেইরিদের যোগসাজশ আছে মানে ঘটনাটা বিপজ্জনক হতে পারে। ওদের জীবন নিয়ে টানাটানি করতে চাই না আমি। আর মার্ফির এখন যা অবস্থা তাতে নতুন করে আর কিছু বলতে চাই না আমি ওকে।

আবার ওকে আমি মিথ্যাও বলতে পারব না। ওর কাছে মিথ্যা বলার সাধ্য আমার নেই।

"ঠিক আছে, বলব," অবশেষে মুখ খুললাম আমি।

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। "এখানে দাঁড়াও একটু। আমার কম্পিউটারের কাছে যেতে হবে, দেখি কী বের করা যায়।"

"তোমার বেশি সমস্যা হলে একটু বিশ্রাম নাও...আমি অপেক্ষা করি।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "ইতিমধ্যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছি। এখন বেশি দেরি করতে গেলে মাথা ভারি হয়ে আসবে, আর কিছু চিন্তা করতে পারব না। তারচেয়ে এখানে দাঁড়াও একটু, দেখি আমি এখনি কী বের করতে পারি।"

আমি একটা আর্মচেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ক্লান্তিতে শরীর প্রায় ভেঙে পড়তে চাইছে। সারাদিনে বেশ ধকল গিয়েছে আজ। অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে ধকল আরও বাড়তে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজলাম। ঘুম বলা যায় না ঠিক, ঝিমুনি। মার্ফি যখন ফিরে এলো আবার তখন চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালাম। ওর হাতে একটা গোলাপি রঙের ফোল্ডার। "এটুকুই প্রিন্ট করতে পেরেছি," মার্ফি বলল। ওর চোখজোড়া ভারি হয়ে এসেছে একদম। "ছবিগুলো যতোটা স্পষ্ট হওয়ার কথা ততোটা স্পষ্ট না তবে কাজ চালাতে পারবে।"

আমি ফোল্ডারটা নিয়ে নজর বুলাতে শুরু করলাম। মার্ফি আর্মচেয়ারটায় আমার মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ল। "হাতে কী হয়েছে তোমার?" একটু পর জিজ্ঞেস করল ও।

"ফেইরির কাজ," আমি জবাব দিলাম। "এক ফেইরি চিঠি কাটার ছুরি গালিয়ে দিয়েছে ওখানে।"

BanglaBook.org

"দেখে তো বড় ক্ষত মনে হচ্ছে। ব্যান্ডেজটাও ঠিকমতো করা হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছিলে?"

আমি মাথা নাড়লাম। "সময় নেই।"

"হ্যারি, গাধা কোথাকার!" উঠে দাঁড়িয়ে আবার রান্নাঘরে গেল মার্ফি। একটু পর একটা ফার্স্ট এইড কিট নিয়ে ফেরত এলো। আমি তর্ক করতে গিয়েও করলাম না। একটা চেয়ার নিয়ে আমার সামনে বসে আহত হাতটা ধরল সে।

"আমি একটা জিনিস পড়ছি, মার্ফ।"

"এখনো রক্ত পড়ছে তোমার হাত থেকে। ব্যান্ডেজ আগে খোলা হয়েছিল নাকি? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, খুলতে চাইনি। কিন্তু ওরা তো শুনল না। জোর করে খোলাল।"

"কারা?"

"বিশাল কাহিনী। তো ওই বিল্ডিংয়ের সিকিউরিটি গার্ড কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেখেনি?"

ব্যান্ডেজটা খুলে ক্ষতটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করল মার্ফি। "সিসি ক্যামেরাতেও কেউ ধরা পড়েনি। আর জাদুর কারণে ক্যামেরাগুলো বিস্ফোরিতও হয়নি। আমি চেক করেছি।"

আমি শিস বাজিয়ে উঠলাম। "খারাপ না, মার্ফ।"

"হু, মাঝে মাঝে আমি বন্দুকের বদলে মাথাটাও ব্যবহার করি। একটু ব্যথা পাবে এখন।"

একটা অ্যান্টিসেপটিক স্প্রে করতে শুরু করল ও আমার হাতের ওপর। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলাম আমি। "বিল্ডিংয়ে ঢোকা বা বের হওয়ার আর কোন রাস্তা আছে?"

"নাই। তবে উড়তে জানলে বা দেয়াল ভেদ করে যেতে পারলে অন্য ব্যাপার সেটা। ফায়ার এক্সিট আছে কিন্তু ফায়ার এক্সিট খুলতে গেলে এলার্ম বেজে উঠবে।"

আমি ফাইলটার পাতা ওলটাতে লাগলাম। "ওপর থেকে পড়ার কারণে ঘাড় ভেঙে গিয়েছে। সিঁড়ির একদম নিচে লাশটা পাওয়া গেছে।"

"হ্যাঁ," মার্ফি আমার হাতটা পরিষ্কার করতে শুরু করল এবার। মাঝে মাঝে আবার এন্টিসেপটিক স্প্রে করে যাচ্ছে। তবে এখন আগের মতো ব্যথা

BanglaBook.org

করছে না। "লোকটা বয়স্ক ছিল। তাছাড়া অমন হাই সিকিউরিটিওয়ালা একটা বিল্ডিংয়ে যখন কেউ কাউকে ঢুকতে দেখেনি–"

"–তখন কেউ খুন ভেবে খুনি খুঁজতে যায়ওনি," আমি শেষ করলাম ওর কথাটা। "তাই রিপোর্টে কেউ এমন কিছু লিখেনি যেটা থেকে মনে হতে পারে খুনি থাকলেও থাকতে পারে। না, দাঁড়াও। একজন লিখেছে মনে হচ্ছে। এই যে লেখা, প্রথম তদন্তকারি অফিসার রুউয়েল যেখান থেকে পড়ে গিয়েছে সেখানে পিচ্ছিল একটা পদার্থ দেখেছে যেটাতে পা হড়তে যেয়ে থাকতে পারে।"

"কিন্তু পরে আর কোন গোয়েন্দা সেখানে গিয়ে অমন কিছু দেখেনি," মার্ফি বলল। হাতটা পরিস্কার করা শেষ করে এবারে নতুন করে ব্যান্ডেজ করা শুরু করল ও। "প্রথম যে অফিসার তদন্ত করতে গিয়েছে সে একদম নতুন জয়েন করেছে। তাই বাকি গোয়েন্দারা ভেবেছে ও হয়তো একটা মার্ডার কেস পাবে এই আশায় পিচ্ছিল পদার্থের কথা লিখেছে রিপোর্টে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে ছবিগুলো বের করে আনলাম এবার। "এটা দেখেছো? রুউয়েলের কোটের হাতাগুলো ভেজা। রঙ গাঢ় হয়ে আছে।"

ছবিটাতে মার্ফি নজর বুলাল একবার। "হতে পারে। কিন্তু রিপোর্টে তো লেখা নেই।"

"পিচ্ছিল পদার্থ। এক্টোপ্লাজম হতে পারে।"

"ব্যান্ডেজ ঠিক আছে নাকি বেশি টাইট হয়ে গেছে? এক্টো-কী?"

আমি আঙুল নাড়াচাড়া করে দেখলাম একটু। "ঠিক আছে, টাইট হয়নি। এক্টোপ্লাজম। নেভরনেভারের জিনিস।"

"অতিপ্রাকৃত দুনিয়া ওটা, তাই না? ফেইরিল্যান্ড?"

"আরও অনেক কিছু।"

"ওখানকার জিনিসপত্র পিচ্ছিল হয়?"

"যতোক্ষণ পর্যন্ত জাদু মিশে থাকবে জিনিসটার সাথে, জিনিসটা একদম বাস্তবের মতো হবে। যেমন ধরো ক্র্যাভোস একদম আমার রূপ নিয়ে এসেছিল তোমার কাছে। কিন্তু যখন জাদু চলে যাবে জিনিসটা থেকে, তখন পিচ্ছিল হয়ে যাবে ওটা।"

মার্ফি শিউরে ওঠে ফার্স্ট-এইডের বাক্সে জিনিসপত্র তুলে গোছাতে শুরু করল। "আর পরে যে পিচ্ছিল কিছু দেখা গেল না তার কী হবে?"

BanglaBook.org

"কর্পূরের মতো," আমি বললাম। "নেভারনেভার থেকে কিছু পৃথিবীতে এনে ওটা থেকে জাদু সরিয়ে দিলে প্রথমে পিচ্ছিল হয়ে গেলেও পরে কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিশে যায়।"

"তার মানে নেভারনেভারের কেউ একজন রুউয়েলকে খুন করে থাকতে পারে," মার্ফি বলল।

"হ্যা," আমি জবাব দিলাম। "কিংবা কেউ একজন ওর অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটা পোর্টাল খুলেছিল। এরকম পোর্টাল খুললে মাঝে মাঝে নেভারনেভারের কিছু ধূলাময়লা পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। পোর্টাল বন্ধ করার পর ওসব থেকে জাদু সরে যায় তখন পিচ্ছিল হয়ে তারপর কর্পূরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে।"

"তার মানে! আমি ভেবেছিলাম ফেইরিল্যান্ডে শুধু দৈত্যদানোর বাস। মানুষও যেতে পারে ওখানে, নেভারনেভারে?"

"যদি ওখানে যাওয়ার জাদুমন্ত্র জানা থাকে তো যাওয়া যায়। তবে খুব সাবধান আর কৌশলি থাকতে হয়। নেভারনেভারে যাওয়া কোন ছেলেখেলা না।"

"হায় ঈশ্বর!" মার্ফি বিড়বিড় করে উঠল। "তো কেউ একজন–"

"কিংবা কিছু একটা," আমি শুধরে দিলাম।

"অথবা কিছু একটা সিসি ক্যামেরা আর সিকিউরিটি গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে অনায়াসে বিল্ডিংয়ে ঢুকে আবার বের হতে পারে। ভয়ংকর। বেচারা বুড়ো রুউয়েল আর কী-ই বা করতে পারতো এমন একজন বা কিছু একটার সাথে?"

"আমার মনে হয় না রুউয়েল অসহায় অবস্থায় ছিল, মার্ফ। ফেইরিদের সাথে ওর ভাল দহরম মহরম ছিল।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "আচ্ছা। তার মানে ওর অতিপ্রাকৃত কোন শত্রু ছিল?"

আমি মৃতদেহটার ছবি আবার দেখলাম। "সেরকমই তো মনে হচ্ছে।"

মার্ফি মাথা নেড়ে সোফায় বসে পড়ল। "তো এখন কী করবে?"

"আরেকটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখব আমি। তদন্ত চালিয়ে যাব।"

"তোমার অবস্থা তো ভাল মনে হচ্ছে না। একটু বিশ্রাম নাও গিয়ে আগে। গোসল করো, খাও। চুল কাটানোও তো দরকার মনে হচ্ছে।"

BanglaBook.org

আমি একহাতে চোখ কচলাম। "হু।"

"আর কিছু জানতে পারলে আমাকে জানাবে।"

"মার্ফ, এটা যদি নেভারনেভারের কিছু হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে সেটা তোমার–" 'এখতিয়ারের বাইরে' না বলে 'নাগালের বাইরে' বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম প্রায়।

মার্ফি কাঁধ ঝাঁকাল। "ও যদি আমার শহরে এসে যা খুশি করে বেড়াতে পারে তো আমারও পুরো অধিকার আছে আমার শহরকে রক্ষা করার। ওকে ওর কৃতকর্মের জন্য ফল ভোগ করতে হবে।" এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল মার্ফি। "আর তাছাড়া তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছো।"

আর কী করা যাবে? "ঠিক আছে," বিরস বদনে বললাম আমি। "কিছু পেলে জানাব তোমাকে।"

"ঠিক আছে।" সোফায় শুয়ে চোখ বন্ধ করল ও। এক মুহূর্ত পর চোখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "সুজানের কোন খবর আছে? যোগাযোগ হয়েছে এর মাঝে?"

আমি মাথা নাড়লাম। পরে মনে হলো ওর চোখ বন্ধ–দেখতে পাবে না। "না।"

"কিন্তু আর্কেইনে এখনো ওর লেখা আর্টিকেল ছাপাচ্ছে। তার মানে বেঁচে আছে এখনো।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

"ওকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু খুঁজে পেয়েছো?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "না, এখনো পাইনি। দেয়ালে মাথা ঠোকা বাদ রেখেছি শুধু আমি।"

ওর মুখে একটা হাসি ফুঁটে উঠল। "দেয়ালে মাথা ঠুকলে তোমার মাথা না, দেয়ালটাই আগে ভাঙবে। তোমার মতো জেদি মানুষ আমি আর একজনও দেখিনি।"

"তোমার কথাগুলো সুন্দর।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "তুমি একজন ভালো মানুষ, হ্যারি। কেউ যদি ওকে সাহায্য করতে পারে তো তুমিই পারবে।"

আমার চোখে পানি চলে এলো। অন্যদিকে ফিরে চোখ মুছলাম। তারপর বললাম, "ধন্যবাদ, মার্ফ। ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

মার্ফি জবাব দিল না। তাকিয়ে দেখতে পেলাম মুখ হা করে সোফায় শরীর একদম এলিয়ে দিয়েছে মেয়েটা।

"মার্ফ?" আমি আস্তে করে ডাকলাম। মার্ফি জবাব দিল না, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা টেবিলে রেখে একটা কম্বল খুঁজে বের করলাম ওর গায়ে চড়িয়ে দেবার জন্য। কম্বল দিয়ে ওর শরীরটা ঢেকে দিয়ে বিড়বিড় করে বললাম, "ঘুমাও, মার্ফ।" তারপর মার্ফির বাসা থেকে বের হয়ে আমার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। পরমুহূর্তে আমার বাসার দিকে চলতে শুরু করলো পুরনো বিটলটা।

ক্লান্তিতে শরীর একদম ভেঙে পড়ছে আমার। এক্সেলেটরে আরও জোরে চাপ দিয়ে ধরলাম। শারীরিকভাবে এখন যতোটা না ক্লান্ত আমি তারচেয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত মানসিকভাবে।

মার্ফির অবস্থাও প্রচণ্ড খারাপ। ওর চোখমুখে তখন যে ভয় ফুটে উঠতে দেখেছি সেটা সহজে দূর হওয়ার নয়। আমার ওকে সাহায্য করতে হবে যে করে হোক। মার্ফি আমার বন্ধু। একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি আমরা এর আগে। আমরা জীবন বাঁচিয়েছে ও। ওর সাহায্য দরকার হলে ওর জন্য যে কোন কিছু করতে রাজি আছি আমি। আর এখন ওর যা অবস্থা তাতে করে ওকে আর কোন অতিপ্রাকৃত ঝামেলায় জড়ানো যাবে না এখন কোনভাবে। তাহলে ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে।

তখন সারা জীবন অপরাধবোধে ভুগব আমি।

তারচেয়ে ভাল হবে যদি এই কেসটা আমি দ্রুত সমাধান করে ফেলতে পারি। তখন সোজা মার্ফিকে জানানো যাবে কী কী হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমার একটু বিশ্রাম দরকার। গোসল করা দরকার, খাওয়া দরকার।

আমার অ্যাপার্টমেন্টটা একটা পুরনো বিল্ডিংয়ের মাটির নিচের আধা বেজমেন্ট বলা চলে। বাইরে গাড়ি পার্ক করে ব্লাস্টিং রড আর উইজার্ড স্টাফ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। ভ্যাম্পায়ারদের সাথে ঝামেলা শুরু করার পর এখন সবসময় সাবধান থাকতে হয়।

সিঁড়ি ধরে অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় এসে তালা খুললাম। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যে জাদু দিয়ে অ্যাপার্টমেন্টটা বন্ধ করে রেখেছিলাম সেটা খুললাম। নিরাপত্তার খাতিরে জাদু দিয়ে বাড়ি বন্ধ করে তারপর বের হই আমি।

BanglaBook.org

কিন্তু এবারে মনে হলো বাড়ির ভেতরে আমি একা নই। বাড়িটা আর বন্ধ করা নেই। কিছু একটা গড়বড় হয়েছে কোথাও। ব্লাস্টিং রডটা আগে বাড়িয়ে পা টিপে টিপে অতি সতর্ক অবস্থায় ভেতরে ঢুকলাম।

এদিক ওদিক বেশি নজর দিতে হলো না। আমার ফায়ারপ্লেসের কাছে মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পরনে নীল জিন্স আর লাল রঙের সূতির শার্ট। শার্টের ওপর একটা পেন্টাকল লকেট দেখা যাচ্ছে। সুডৌল স্তনযুগল শার্টের ওপর বেশ ভালভাবে ফুঁটে আছে, ফর্সা চেহারা। আমাকে দেখে হাসল মেয়েটা।

"নিজেই ভেতরে ঢুকে পড়েছি," নিচু কণ্ঠে বলল মেয়েটা। "আশা করি রাগ করোনি। তবে তোমার বাড়ি বন্ধ করার মন্ত্রটা বোধহয় এবার বদলানো দরকার।"

আমি ব্লাস্টিং রডটা নামিয়ে নিলাম। টের পেলাম বুকের ভেতরে হৃৎপিন্ডটা পাগলা ঘোড়ার মতো ধক ধক করে চলেছে। এগিয়ে এসে আমার গালে চুমু খেল মেয়েটা। "হ্যালো, হ্যারি।" ওর চোখজোড়া চকচক করছে।

শকটা সামলে নেয়ার চেষ্টা করলাম আমি। কতটা পারলাম জানি না। তারপর মুখ খুললাম, "হ্যালো, এলাইন।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

এলাইন আমাকে পাশ কাটিয়ে পুরো অ্যাপার্টমেন্টটা একবার ঘুরে দেখল। খুব বেশি বড় না আমার অ্যাপার্টমেন্টটা। একটা লিভিং রুম আর একটা ছোট্ট বেডরুম। রান্নাঘরটায় ফ্রিজ রাখার পর এখন আর ভালভাবে দাঁড়াবার মতো জায়গাটুকুও নেই। বেশিরভাগ আসবাবপত্র সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলাম। কোনকিছুর সাথে কোনকিছু ঠিক ম্যাচ করে না। বুকসেল্ফ বোঝাই বই। বইয়ের কারণে দেয়াল দেখা যায় না বলতে গেলে। পুরো বাসায় এমন কোন জায়গা নেই যেখানে অন্তত একটা বই পাওয়া যাবে না। কেবল এক জায়গায় একটা স্টার ওয়ার্স মুভির পোস্টার লাগানো। ক্রিসমাসে বিলি গিফট করেছিল ওটা।

যাই হোক, অন্য সব দিনে আমার অ্যাপার্টমেন্টের চেহারা মোটামুটি এরকম হলেও এখন মোটেও এরকম নয়। অনেকদিন হলো পরিস্কার করা হয়নি বাসাটা। এখানে সেখানে পিজ্জার খালি বাক্স আর কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান পড়ে আছে। এসব এড়িয়ে হাঁটা বেশ মুশকিল বলা চলে। মোটামুটি সব আসবাবপত্রের ওপর কাগজ, পেন্সিল নয়তো কলম একটা না একটা কিছু আছেই।

এলাইন আমার মুখোমুখি হলো এবার। "আমি তোমার বাসায় আসব সেটা নাহয় তুমি জানতে না, কিছুটা অগোছালো থাকতেই পারে সেজন্য। কিন্তু তাই বলে এই অবস্থা, হ্যারি? এখানে থাকো কীভাবে তুমি?"

"এলাইন," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "তুমি বেঁচে আছো এখনো।"

"এতো পানসে অভিব্যক্তি?" এলাইন ভ্রু কুঁচকে বলল। "আমি তো তোমার থেকে আরও বেশি কিছু আশা করছিলাম আমাকে দেখার পর।" একটা হাসি ফুঁটে উঠল ওর মুখে। "হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি, হ্যারি। কেমন লাগছে আমাকে দেখে?"

কাউচে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ব্লাস্টিং রডে যে শক্তিটা জমা করেছিলাম আক্রমণের জন্য সেটা আস্তে করে মুক্ত করে দিলাম। "প্রচণ্ড

BanglaBook.org

অবাক লাগছে। কিছুটা স্তম্ভিতও," অবশেষে বিড়বিড় করে বললাম। "এসব আসলে সত্যি না! কোন ভেল্কি দেখানো হচ্ছে আমাকে।"

"উহু! আমি সত্যি সত্যি এসেছি। আমি যদি নেভারনেভার থেকে আসা কোন কিছু হতাম তো তোমার অনুমতি না নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকতাম কীভাবে? তুমি বাদে আর কেউ জানে নাকি তুমি কীভাবে তোমার বাসা অতিপ্রাকৃতদের থেকে বন্ধ করে রেখেছো?"

"ওসব জানা কোন কঠিন ব্যাপার না," আমি বললাম।

"ঠিক আছে। তুমি বাদে আর কেউ কি জানে তুমি এক সপ্তাহে পাঁচবার ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা দিতে গিয়ে ডাব্বা মেরে এসেছো? কিংবা হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমাকে পটানোর জন্য ফুটবল খেলতে গিয়ে পাঁজরের হাড় ভেঙেছিলে? কিংবা আমরা প্রথম যে রাতে একসাথে ছিলাম সে রাতে তুমি আমার সাথে সোলগেজ করেছিলে? একটু চেষ্টা করলে তোমার লকারের কম্বিনেশন নাম্বারও মনে করতে পারব বোধহয়।"

"এলাইন!" এই প্রথম আমার বিশ্বাস হলো এটা সত্যি এলাইন। "এতোদিন কেন যোগাযোগ করোনি আমার সাথে?"

এলাইন কিছুক্ষণ ভেবে নিল আমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য। "প্রথমতো আমি জানতাম না তুমি বেঁচে আছো কি না। আর তারপর..." মাথা নাড়ল মেয়েটা। "আমি আসলে নিশ্চিত ছিলাম না তুমি সত্যি আমার সাথে আবার দেখা করতে চাও কি না। অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল তখন।"

আমি মাথা নাড়লাম। পুরনো একটা শঙ্কা, একটা রাগ বিজলির চমকের মতো আমার শরীরে খেলে যাচ্ছে। "তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলে।"

"না! ঈশ্বর!" সে প্রতিবাদ করে উঠল। "হ্যারি, আমি কখনোই ওটা চাইনি।"

"এজন্যই আমাকে ওভাবে বেঁধে আটকে রাখতে চেয়েছিলে," আমি বললাম। "কেন এলাইন? জাস্টিন আমাকে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসছিল তখন। তুমি বেঁধে না রাখলে..."

"ও তোমাকে কখনোই মারতে চায়নি–"

"একদমই না, ওই বুড়ো শুধু আমার মাথাটা গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। আমাকে ওর হাতের পুতুল বানাতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল। আমাকে...” আর কিছু বলতে পারলাম না আমি। পুরনো এই স্মৃতিটা প্রচণ্ড পীড়া দেয় আমাকে।

“থ্রাল,” এলাইন বলল। “জাস্টিন তোমাকে ওর থ্রাল বানাতে চেয়েছিল। যেন তুমি সবসময় ওর কথামতো কাজ করো।”

“থ্রাল হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। আর তুমি ওকে সাহায্য করছিলে।”

এবার এলাইনের কণ্ঠেও রাগ ফুটে উঠল। “হ্যাঁ, হ্যারি। আমি ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। থ্রালদের কাজই সেটা।”

“কী...কী বললে?”

ওর চিবুক শক্ত হয়ে এলো। “তোমাকে ধরার জন্য একটা ডিমন পাঠিয়েছিল না? তার প্রায় দু'সপ্তাহ আগে আমাকে ধরে জাস্টিন। আমি সেদিন অসুস্থ হওয়ার কারণে স্কুলে যেতে পারিনি। তুমি তখন স্কুলে। অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাঁধা দেয়ার জন্য। কিন্তু পারিনি। নেহায়েত একটা বাচ্চা ছিলাম তখন। তারপরও চেষ্টার কমতি করিনি। এরপর যখন আমাকে থ্রাল বানিয়ে ফেলল তখন তো সব শেষ হয়ে গিয়েছে।”

আমি পুরো এক মিনিট ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। “তো তুমি বলতে চাইছো তোমার হাতে আর কোন উপায় ছিল না? জাস্টিন তোমাকে বাধ্য করেছিল ওকে সাহায্য করার জন্য?”

“হ্যাঁ।”

“আর আমি কেন তোমার কথা বিশ্বাস করব?”

“তুমি বিশ্বাস করবে এমন আশাও আমার নেই।”

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম এবার। “আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি আমাকে এমন হাস্যকর একটা অজুহাত দেখাচ্ছো।”

এলাইন আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, “ওটা অজুহাত ছিল না, হ্যারি। তোমার সাথে যা যা হয়েছে তা কোন অজুহাত দিয়ে ঢাকা সম্ভব না।”

ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। “তাহলে এসব কেন বলছো আমায়?”

“কারণ এসব বলা প্রয়োজন ছিল,” মেয়েটা ফিসফিস করে বলল। “কারণ এসব ঘটেছিল তখন। কারণ তোমার এসব জানার পুরো অধিকার আছে।”

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত নীরব কাটল। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জাস্টিন তোমাকে আসলেই থ্রাল বানিয়েছিল?"

এলাইন এক মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল মনে হলো। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

"কেমন লাগে থ্রাল হয়ে থাকতে?"

"কিছু যে হচ্ছিল তখন সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারতাম না। কোন কিছু সত্যিকার অর্থে চিন্তা করতে পারতাম না। জাস্টিন যতোটুকু বলতো ততোটুকুই কেবল মাথার মধ্যে ঘুরতো। ওর কথা সব মনে হতো। নিজের যে আলাদা একটা সত্তা আছে সেটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।" মাথা নিচু করল মেয়েটা এবারে। "আমি তোমাকে কখনো কষ্ট দিতে চাইনি, হ্যারি। কখনো না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

রাগ আর ব্যথার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরনো যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে আমার মাঝে। আমি ভেবেছিলাম এতোদিনে হয়তো এসব কিছু ভুলে গিয়েছি। কিন্তু না। সেই বিশ্বাসঘাতকতার দগদগে ক্ষত এখনো নিজের অজান্তে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি।

আমি মেয়েটাকে ভালোবাসতাম। প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওর কথাগুলো বিশ্বাস করি।

"আমি...আমি তোমাকে খুঁজেছি," আস্তে করে বললাম আমি। "এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তোমাকে খুঁজিনি আমি। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সব জায়গায়।"

এলাইন আস্তে করে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা কাঠ ফেলে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে আগুন জ্বালালো ওটায়। নীলরঙা একটা শিখা দেখা গেল ফায়ারপ্লেসটায়। "তুমি আর জাস্টিন যখন একজন আরেকজনের সাথে লড়ছো তখন আমার ওপর থেকে প্রভাব কেটে যাওয়া শুরু হয়েছে। জাস্টিন মারা যাবার পর একদম প্রভাব কেটে গেল," মেয়েটা বলতে লাগল। "কিন্তু তখন আর আমার কোন হুশ নেই। দিক বেদিক না দেখে ছুটতে শুরু করে দিয়েছি। এরপর আর কিছু মনে নেই।"

"কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "বছরের পর বছর আমি তোমাকে খুঁজেছি, এলাইন।"

"এমন কোথাও যেখানে তুমি আমাকে কখনো খুঁজে পেতে না, হ্যারি,"

BanglaBook.org

এলাইন বলল। "এমন কোথাও যেখানে আমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। তবে এর জন্য আমাকে অনেক মূল্য চুকাতে হচ্ছে।" আমার দিকে তাকাল এবারে মেয়েটা। ওর চোখজোড়া ছলছল করছে, ভয়ের আভা দেখা যাচ্ছে সেখানে। "আমি বিপদে পড়েছি হ্যারি।"

উত্তর দিতে সময় লাগল না আমার। মেয়েদের কোন অনুরোধ ফেলা এমনিতেই আমার জন্য কষ্টকর আর এ তো কেবল কোন মেয়ে নয়। এ হলো এলাইন। ওর জন্য পুরো জীবন দিয়ে দিতে রাজি ছিলাম আমি একটা সময়। "আমি সাহায্য করব।"

এলাইন মাথা নিচু করল। "আমি আসলে তোমার কাছে আসতে চাইনি। এতো বছর পর কোন মুখে তোমার কাছে আসতাম, বলো? কিন্তু তুমি বাদে যাওয়ার মতো আর কেউ নেই আমার এখন।"

"ব্যাপার না," পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম আমি। "কী হয়েছে? খুলে বলো তো সব। কীসের মূল্য চুকাতে হচ্ছে তোমাকে?"

"ব্যাপারটা আসলে বেশ জটিল," এলাইন উত্তর দিল। "সংক্ষেপে বলতে গেলে সিধে'র সামার কোর্টের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি।"

আমার তলপেটে প্রচণ্ড শূন্য একটা অনুভূতি হলো।

"সামার কোর্টের রাণী টাইটানিয়ার সাথে একটা চুক্তি করেছিলাম আমি। আশ্রয় নিয়েছিলাম ওর কাছে। বিনিময়ে এখন ওর হয়ে কাজ করতে হবে।" বড় করে একটা শ্বাস নিল মেয়েটা। "সিধে'র ভেতরে একটা খুন হয়েছে।"

আমি চোখ কচলালাম। "আর এখন টাইটানিয়া তোমাকে ওর প্রতিনিধি করতে চায়। সে চায় তুমি যেন খুনিকে খুঁজে বের করতে পারো, সেইসাথে উইন্টার কোর্টের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারো। তোমাকে নিশ্চই এটাও বলে দিয়েছে আজ রাতে উইন্টার কোর্টের প্রতিনিধির সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে ভেতরে ভেতরে আসলে কী হচ্ছে এসব কিছুই বলেনি তোমাকে।"

এলাইনের চোখে বিস্ময় দেখা গেল। অনেকক্ষণ নীরবতা ভর করে রইল ঘরময়। তারপর মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "ঈশ্বর! হ্যারি, আমি যদি ওর কাজটা করে দিতে না পারি তো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাব।"

"বলে দিতে হবে না সেটা," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "উইন্টার কোর্টের রাণী ম্যাবও আমার ঘাড়ে একই বন্দুকের নল ধরে আছে।"

BanglaBook.org

"আমরা কী করব এখন, হ্যারি?"

"আহ্..."

আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা।

"ভাবতে দাও আমাকে," বিড়বিড় করে বললাম আমি।

"কোন না কোন উপায় তো আছেই এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার," আনমনেই বলল সে। "এখন হয়তো ম্যাব আর টাইটানিয়া আমাদের অবস্থা ভেবে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।"

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম। আমি যদি ম্যাবের এই কাজটা না করে দিই তো ম্যাব কাউন্সিলে আমাকে কোন রকম সাহায্য করবে না। সেক্ষেত্রে হোয়াইট কাউন্সিল ধরে নেবে আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ। সোজা রেড কোর্টের হাতে তুলে দেবে তখন আমাকে। এলাইনের সাথে টাইটানিয়ার কী চুক্তি হয়েছে আমি জানি না। তবে সেটা যে আমার চেয়ে কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর না এটুকু নিশ্চিত।

"কী ভাবছো?" এলাইন জিজ্ঞেস করল।

"ভাবছি সিধের রাণীদের খুন করে ফেলব নাকি!"

"তোমার মাথায় হয়তো এই কথাটা কখনোই ঢুকবে না তাও বলছি, এটা মজা করার সময় না, হ্যারি। আমাদের কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবেই।"

"ঠিক আছে। পেয়ে গেছি উপায়," আমি বললাম। "তোমার স্টাফটা তুলে নিয়ে আসো আমার সাথে।"

এলাইন ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে ওর উইজার্ডিং স্টাফ তুলে নিল। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"কাউন্সিলের সাথে কথা বলতে। ওদের সাহায্য লাগবে আমাদের।"

এলাইন ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল এবার। "হ্যারি, তুমি পাগল হয়ে গেছো নাকি?"

"আগে পুরোটা শোন তো আমার কথা।"

এলাইন ঠোঁট চেপে ধরে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

"সহজভাবে চিন্তা করো। আমাদের সাহায্য দরকার। এখন হোক বা পরে হোক কাউন্সিলের কাছে যেতে হবেই।"

"কে বলেছে?"

BanglaBook.org

"আরে বোঝার চেষ্টা করো না। তুমি একজন মানুষ, এলাইন। সেইসাথে একজন জাদুকরও। ওরা আমাদের ওই ফেইরিদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সাহায্য করতে বাধ্য।"

এলাইনের মুখে বিদ্রুপের একটা হাসি ফুটে উঠল। "কাউন্সিল সম্পর্কে এতো ভালো কথা তো কখনো শুনিনি এর আগে।"

"কারণ কাউন্সিলের কথা তুমি সবসময় ভুল মানুষের থেকে শুনে এসেছো," আমি বললাম।

এলাইন মাথা ঝাঁকাল। "হতে পারে। আমি যে কাউন্সিল সম্পর্কে শুনেছি সে কাউন্সিল তো জাস্টিনের থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার অপরাধে তোমাকে প্রায় মেরেই ফেলতে চেয়েছিল।"

"আহ্ হ্যাঁ, কিন্তু-"

এলাইন মাথা নাড়ল। "হ্যারি, তুমি কি একদম বুঝতে পারছো না ব্যাপারটা? কাউন্সিল তোমার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। ওরা তোমাকে কোন সাহায্য করবে না।"

"কাউন্সিলে খারাপ লোক যেমন আছে তেমন কিছু ভালো লোকও আছে।"

এলাইন ওর কোমরে হাত রেখে আমার দিকে তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি দিল এবারে। "আর ওই ভালো লোকদের ক'জন কাউন্সিলের সাথে কাজ করতে চায়?"

"এলাইন–"

"না, হ্যারি। আমি ওদের সাথে কোন কাজ করতে রাজি না। এতোদিন আমি কাউন্সিলের ওই লোক দেখানো নিরাপত্তা ছাড়া অনেক ভালোভাবে থাকতে পেরেছি। এখনও পারব আশা করি।"

"এলাইন, তুমি যে বেঁচে আছো এটা তোমারই উচিত ওদের জানানো," আমি বললাম। "অন্য কারও থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলে ব্যাপারটা মোটেও ভালোভাবে নেবে না ওরা।"

"ভালভাবে নেবে না? কেন?" এলাইন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। "আমি কোন অপরাধ করিনি, হ্যারি।"

"তুমি ইচ্ছে করে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা তুলে নিচ্ছো, এলাইন।"

"আর ওরা আমার ব্যাপারে কীভাবে জানতে পারবে? তুমি বলে দেবে?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই না," আমি বললাম। "কিন্তু ওরা যদি কোনভাবে জানতে পারে তোমার সাথে আমার আবার যোগাযোগ হয়েছে তো আমার খবর আছে। জাস্টিনের ওই ঘটনার পর তোমার সাথে আমাকে আবার দেখতে পেলে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে বাধ্য। আর এখন আমার যা অবস্থা তাতে সামান্যতম সন্দেহ জাগ্রত হলেই আমাকে সরিয়ে দেবে। তবে তুমি যখন চাইছো তখন আমি যাব না ওদের কাছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, কাউন্সিলে আমার কিছু বন্ধুও আছে। ওরা সাহায্য করবে আমাদের।"

এলাইনের চেহারা এবারে কিছুটা শান্ত মনে হলো। "তুমি নিশ্চিত?"

"একদম নিশ্চিত," আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে বললাম।

এলাইন কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই দরজায় জোরে ধাক্কা দেয়ার শব্দ এলো। "ড্রেসডেন," দরজার ওপাশ থেকে মরগানের ক্ষিপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "দরজা খোল বিশ্বাসঘাতক কোথাকার। অনেক প্রশ্ন জমা হয়ে আছে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

এলাইন আমার দিকে ভীত চোখে তাকাল। "কাউন্সিল?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে আমার উইজার্ড স্টাফের দিকে ইশারা করলাম। এলাইন সাথে সাথে ওটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর আস্তে করে আমার বেডরুমে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

দরজা থেকে আবার ধাক্কার শব্দ আসল। "ড্রেসডেন," মরগান গর্জন করে বলল। "আমি জানি তুমি ভেতরে। দরজা খোল।"

আমি দরজা খুললাম। "না খুললে কী করতে?"

মরগান ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। আগের মতো এখন রোব পরা না, ধূসর রঙের সিল্কের শার্ট আর জ্যাকেট পরা। কাঁধে একটা গল্ফ ব্যাগ। একগাদা গল্ফ খেলার ব্যাটের সাথে একটা তরবারি লুকানো সেখানে। সামনে এগিয়ে এসে পুরো অ্যাপার্টমেন্টে একবার নজর বুলালো মরগান। "কোন কাজে বাঁধা দিলাম না তো?"

"হ্যাঁ, বাঁধা পড়ল তো। আমি তো মাত্রই সর্ষে তেল নিয়ে পর্নভিডিও দেখতে বসতে যাচ্ছিলাম।"

মরগানের চোখ থেকে তীব্র রাগ ঝড়ে পরছে। "তোমার ওপর কী পরিমাণ রাগ জমে আছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ড্রেসডেন।"

"হ্যাঁ, আমি খুব খুব খুব খারাপ মানুষ। এখন আসতে পারো। গুড-বাই, মরগান।"

আমি ওর মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মরগান হাত দিয়ে বাঁধা দিল। জোর খাটিয়ে লাভ নেই। মরগান আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

"আমার কথা শেষ হয়নি, ড্রেসডেন।"

"আমার কথা শেষ হয়েছে। আজকে সারাদিনে এমনিতেই অনেক ঝামেলা গেছে আমার। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।"

মরগানের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। "এমনিতে এই সোজাসুজি

BanglaBook.org

কোন কথা বলে দেয়ার গুণটা আমি বেশ কদর করি কিন্তু তোমার বেলায় তেমনটা করতে পারছি না।"

"হায় হায়! মরগান আমার গুণের কদর করে না। আমি কেঁদেই মরে যাবো।"

"ম্যাব তোমার কাছে কেন এসেছিল? কী কাজ করে দিতে বলেছে তোমাকে?"

"আমার যা বলার আমি কাউন্সিলে বলেছি।"

মরগান মাথা ঝাঁকাল। "আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। ওই ভ্যাম্পায়ারগুলো আর উইন্টার কোর্টের সাথে এক হয়ে এসব ষড়যন্ত্র করেছো তুমি।"

হাসি আটকে রাখার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা চালালাম আমি। কিন্তু কোনমতেই পারলাম না। হা হা করে জোরে হেসে উঠলাম। মরগানের বোধহয় আঁতে ঘা লেগেছে। আমার হাসিটা সহ্য হলো না ওর, ধিম করে আমার পেটে একটা বিরাশি শিক্কার ঘুষি বসিয়ে দিল সে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত শ্বাস নিতে পারলাম না আমি। বেমক্কা ঘুষি খেয়ে মেঝেতে বসে পড়েছি।

"উহু," মরগান বলল। "কোন হাসি নয়, বিশ্বাসঘাতক।" আমার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকল সে। আমি কিছু একটা বলার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে একবার নজর বুলাল মরগান। তারপর মাথা নাড়ল। "ড্রেসডেন, হয়তো তুমি আসলে তেমন খারাপ মানুষ নও যেমনটা আমি ভাবছি। হয়তো রেড কোর্ট তোমাকে শুধু দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু সে যাই হোক তুমি কাউন্সিলের জন্য এখন বিষফোঁড়া। তোমাকে সরিয়ে ফেলাই সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি।"

"কী বলতে চাও?" অবশেষে কোনমতে বলতে পারলাম আমি।

"সুজান রড্রিগেজ," মরগান বলল। "তোমার প্রেমিকা...ওই ভ্যাম্পায়ার।"

"সুজান ভ্যাম্পায়ার না," আমি গর্জে উঠলাম।

"ওরা ওকে ভ্যাম্পায়ার বানিয়েছে, ড্রেসডেন। এখন আর কোন ফিরে আসার পথ নেই ওই অবস্থা থেকে।"

"ওরা পারেনি, সুজান ভ্যাম্পায়ার হয়নি এখনো।"

BanglaBook.org

মরগান কাঁধ ঝাঁকাল। "তোমাকে তো বশ করে ফেলেছো। এসব বোঝার ক্ষমতা এখন তোমার নেই। এখন তুমি শুধু ওদের কথামতো কাজ করবে।"

আমি মরগানের দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললাম, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

মরগান ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল। ফায়ারপ্লেসের ওপরে একটা গিফট কার্ড রাখা, সুজান গিফট করেছিল। পাশে সুজানের একটা ছবি। গিফট কার্ডের লেখাটা পড়ল সে প্রথমে তারপর ছবিটা দেখল। "সুন্দর," বিড়বিড় করে বলল সে। "আর সুন্দর বলেই ওর পাতা ফাঁদে পা দিয়েছো।"

আমি অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে তাকালাম ওর দিকে।

"তুমি একটা গাধা, ড্রেসডেন। আস্ত একটা গাধা। তোমার কী মনে হয়? কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তোমার প্রেমে পড়বে? ওরা সুজানকে শুরু থেকে তোমার পেছনে ইচ্ছে করে লেলিয়ে দিয়েছে।"

আমি আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে আমার তরবারিটা তুলে নিলাম। মরগান আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ তারপর গল্ফ ব্যাগ থেকে নিজের তরবারিটাও বের করে আনল।

মরগান আমার চেয়ে শক্তিশালী এ কথা মানতে কোন আপত্তি নেই আমার কিন্তু আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। আর তরবারির লড়াইয়ে শক্তির চেয়ে ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি জরুরি।

এক মুহূর্তে জন্য আমার মনে হলো ওকে খুন করে ফেলব আমি। কিন্তু ঠিক তখন একটা চিন্তা উঁকি দিয়ে গেল আমার মাথায়। আস্তে করে তরবারিটা নামিয়ে নিলাম। তারপর শান্ত স্বরে বললাম, "এটাই তাহলে তিন নাম্বার।"

মরগান ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তবে তরবারি নামাল না। "কীসের তিন নাম্বার?"

"তিন নাম্বার পরিকল্পনা। মারলিনের তুরুপের তাস। মারলিন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে আমার সাথে ঝামেলা পাকানোর জন্য। বাইরে আরেকজন ওয়ার্ডেন আড়ি পেতে আছে, ঠিক তো? একজন সাক্ষী যেন আমাকে মারার পর তোমাকে কোন ঝামেলায় পড়তে না হয়। আর তারপর লাশটা ভ্যাম্পায়ারদের হাতে তুলে দিবে। তাই তো?"

BanglaBook.org

মরগানের চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেল। "কী বলছো এসব? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমি আমার তরবারিটা আবার খাপে ভরে রেখে দিলাম। "তাই তো!" ব্যঙ্গ করার সুরে বললাম আমি। "চলে যাও, মরগান। যদি একজন নিরস্ত্র মানুষকে মারতে না চাও তো চলে যাও এখান থেকে।"

মরগান দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর তরবারিটা গন্ধ ব্যাগে ভরে দরজার দিকে আগাতে শুরু করল।

মরগানের বের হয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বেডরুম থেকে খুট করে একটা শব্দ ভেসে আসল, সাথে সাথে থমকে দাঁড়াল মরগান। "বেডরুমে কে, ড্রেসডেন? ওই ভ্যাম্পায়ার মেয়েটা?"

"কেউ না," আমি বললাম। "বের হয়ে যাও।"

"এই 'কেউ না' কে সেটা তো আগে বের করি," আমার বেডরুমের দিকে আগাতে আগাতে বলল ও। "হাতেনাতে ধরেছি এবার তোমাকে। দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করব এখন।"

আমার হার্টবিট বেড়ে যেতে লাগল। মরগান এলাইনকে দেখতে পেলে তুলকালাম শুরু করে দেবে। এরপর যা যা হতে পারে তা কল্পনা করতেও ভয় লাগছে আমার। "যাও," ব্যঙ্গ করার সুরে বললাম। "আমার বেড়ালটাকে ধরে আনো, তারপর আমাদের দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করো।"

মরগান থমকে দাঁড়াল। ওর মুখ লাল হয়ে গেছে। খুক করে কাশল বেচারা। "সিনিয়র কাউন্সিলের সদস্যরা বলতে বলেছে ওরা আশেপাশেই থাকবে। তবে তোমার কাজে নাক গলাবে না আর কোন সাহায্যও করবে না।" পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমার দিকে ছুড়ে দিল মরগান। "ওটায় সিনিয়র কাউন্সিলের নাম্বার দেয়া আছে, সফলভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর ফোন করো ওই নাম্বারে।" তারপর বাসা থেকে বের হয়ে পেছন থেকে ধাড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল।

আমি কতক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি নিজেও জানি না। হার্টবিট এখনো কমেনি। অনেক্ষণ পর এলাইনের সাবধানি ফিসফিসানি কণ্ঠ ভেসে আসল, "চলে গেছে ওরা?"

"হু," আমি বললাম।

BanglaBook.org

"তুমি আরেকটু হলে তো খুন করে ফেলতে মনে হয়," এলাইন বলল। "প্রথম যখন তরবারি হাতে নিলে–"

"হু।"

"ও কি আসলেই তোমাকে ফাঁসাতে এসেছিল? যেমনটা বললে তখন?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। মেয়েটার মুখ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। "হু," আস্তে করে বললাম।

"ঈশ্বর!" মাথা ঝাঁকাল এলাইন। "তুমি আমাকে এদের হাতে তুলে দিতে চাইছো, হ্যারি?"

আমি এলাইনের হাত ধরলাম। "ওদের কাছে না। কাউন্সিলের সবাই ওর মতো না।"

আমার চোখে চোখ রাখল এলাইন তারপর আস্তে করে ওর হাতটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। "উহু! আমি এদের কাছে যাব না।"

"এলাইন," আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

মেয়েটা মাথা নাড়ল। "আমি চলে যাচ্ছি, হ্যারি।" মুখের সামনে চলে আসা কয়েকটা চুল সরিয়ে কানের পেছনে গুঁজে দিল ও। "তুমি কি ওদের বলে দিবে আমার কথা?"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। ওয়ার্ডেনরা যদি একবার জানে এলাইন বেঁচে আছে কিন্তু কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ রাখছে না তো রীতিমতো ওকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াবে ওরা। "না," আমি বললাম। "অবশ্যই না।"

এলাইনের মুখে হাসি ফুটল এবারে। "ধন্যবাদ, হ্যারি। আমি যাই তাহলে?"

"ওরা বাইরে থেকে নজর রাখতে পারে।"

"আমি আড়াল করে রাখব নিজেকে। দেখতে পাবে না।"

"ওদের নজর অনেক তীক্ষ্ণ।"

"আমিও অনেক ভাল জাদুকর এখন," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সে। "পারবে না দেখতে।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আর ওই ফেইরিদের ব্যাপারে কী করব?"

"জানি না," মেয়েটা উত্তর দিল। "পরে যোগাযোগ করব আবার।"

"আমি তোমার সাথে কীভাবে যোগাযোগ করব?"

BanglaBook.org

এলাইন আস্তে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি আস্তে করে দরজা খুলে ধরলাম। "তোমার অফিস আছে, আমার অফিস নাই। যোগাযোগ করতে হলে আমি করব।" বের হয়ে যাওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য থামল সে। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে চিবুকে একটা চুমু খেল।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। সেই উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ।

যখন চোখ খুললাম তখন এলাইন চলে গিয়েছে। আমি দরজাটা এক মুহূর্ত খুলে রাখলাম। মিস্টার কোথা থেকে এসে হাজির হলো এই সময়ে। আস্তে করে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে। মিস্টার আমার পোষা বেড়াল। বেড়াল হলেও সাইজে একটা কুকুরের চেয়ে কোন অংশে কম না। তিরিশ পাউন্ড ওজন। "ভাল সময়ে এসেছিস," আমি বিড়বিড় করে বললাম। তারপর দরজা লাগালাম।

আরেক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানেই। চিবুকে হাত বুলালাম একবার, এলাইন যে জায়গাটায় চুমু খেয়েছে সেখানে। ওর মিষ্টি পারফিউমের সুগন্ধ এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে জায়গাটা।

ফায়ারপ্লেসের কাছে হেঁটে গেলাম। গত ক্রিসমাসে সুজানের পাঠানো কার্ডটা আরেকবার পড়লাম। তারপর ওর ছবিটা হাতে তুলে নিলাম। নীল টপ আর কালো শর্টস পরা। হাসছে মেয়েটা, চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে।

মাথা নাড়লাম আস্তে করে। "আমি খুব ক্লান্ত, মিস্টার," বিড়বিড় করে বললাম। "আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত।"

"মিঁয়্যাও!"

আস্তে করে কাউচে শরীর এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিলেই নয়। চোখ বন্ধ করলাম। সবকিছু অন্ধকার হয়ে এলো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

স্বপ্নটা শুরু হলো একটা চুমু দিয়ে।

সুজানের মুখটা খুব সুন্দর। চাপাও না আবার ভরাটও নয়। নরম, উষ্ণ। আমাকে যখন চুমু খেল তখন মনে হলো যেন পুরো পৃথিবীটা একদিকে সরে গিয়েছে। শুধু ওর উষ্ণ অধরের স্পর্শ, আর কিচ্ছু নেই এই জগতে। আমার বুকে আলতো করে হাত রেখে আছে মেয়েটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেটে গেল এভাবে, তারপর আস্তে করে ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চোখ খুললাম। আমার দিকে তাকাল মেয়েটা। কালো চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে। স্বপ্নের মাঝেই দেখতে পেলাম ওর চুলগুলো আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছে, কোমর পর্যন্ত নেমে গিয়েছে একদম।

"তুমি ঠিক আছো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে আমার দিকে তাকিয়ে একটা বিষন্ন হাসি হাসল সে। আমি আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। "আমি এখনো হাল ছেড়ে দেইনি, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।"

ও আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে আমার থেকে সরে গেল। সুজানের পেছনের কালো রঙা দেয়ালটা হঠাৎ রঙে ভরে উঠল। রক মিউজিকের সুর ভেসে আসতে লাগল সেখান থেকে। একটা ড্যান্স-ক্লাবের অবয়ব ফুটে উঠেছে সেখানে। সুজান আমার দিকে তাকাল আরেকবার, তারপর ক্লাবটার প্রবেশপথের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"দাঁড়াও," আমি বললাম।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে সে ততোক্ষণে। শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমাকে ওর সাথে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। ওর চোখজোড়া আগের চেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। হাসিটাও বদলে গিয়েছে। ওকে একটা ভ্যাম্পায়ারের মতো লাগছে এখন।

"আমি যেতে পারব না," আমি বললাম। "আমাদের ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না সুজান।"

জবাবে ওর মুখে রাগের আভা ফুটে উঠল। আবার আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ভেতরে যাবার আমন্ত্রণ জানাল সে। এবার বেশ রাগের সাথে।

BanglaBook.org

দরজাটা থেকে অসংখ্য হাত বের হয়ে আসল সে সময়। সুজানকে আকড়ে ধরল হাতগুলো। দূর থেকে দেখতে পেলাম সুজানের শরীর শক্ত হয়ে আসছে। বাঁধা দিচ্ছে না মেয়েটা। ধীরে ধীরে হাতগুলো ওকে ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

কোনকিছু ভাবতে পারছি না। তলপেটে শূন্য একটা অনুভূতি হলো। "না!" আমি চিৎকার করে ছুটে গেলাম ওর দিকে।

টের পেলাম ওর একটা হাত আমার হাত আকড়ে ধরল। টেনে আমাকে ওর আরও কাছে নিয়ে গেল সে। তারপর জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার জন্য ঠোঁটজোড়া আমার ঠোঁটের দিকে এগিয়ে আনতে লাগল। ওর চুমু এখন আর আগের মতো উষ্ণ হবে না সেটা আমি জানি, বরং ওর চুমু এখন বিষাক্ত। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না আমার। আমিও আমার ঠোঁটজোড়া এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম একে অপরকে। নিজের হাতজোড়া দিয়ে ওর পোশাক ছিড়ে ওকে নগ্ন করে ফেললাম আমি, সেও আমাকে ঠিক একইভাবে নগ্ন করে ফেলল।

না, এখন আর কোন রোমান্স নেই এখানে। বরং হিংস্র পশুর মতো হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। নগ্ন আকাঙ্খা কিংবা চাহিদা। দেয়ালের সাথে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে হিংস্র চুমু খেতে লাগলাম।

মেয়েটা সাড়া দিতে দেরি করল না। আমার ঠোঁট থেকে ওর ঠোঁটজোড়া সরিয়ে নিয়ে আমার গলায় ছোঁয়াল। টের পেলাম গলার ওখানটা গরম হয়ে উঠেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কিচ্ছু আসে যায় না এখন আর। আগেরবার আমি যেমন ওকে ধাক্কা দিয়ে চেপে ধরে রেখেছিলাম দেয়ালের সাথে এবারে ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে আমার ওপর চড়ে বসল।

পর মুহূর্তে আমরা এক অদ্ভূত তালে দুলতে শুরু করলাম।

ওর চেহারা ক্ষণে ক্ষণে আরও হিংস্র হচ্ছে। এখন আর ওকে দেখে সুজান মনে হচ্ছে না, বরং আরও বেশি ভ্যাম্পায়ারে বদলে যাচ্ছে মেয়েটা। আর আমি? আমি আর নিজে কোন অনুভূতি পাচ্ছি না।

রক্তক্ষরণ হয়তো আরও বেড়ে গিয়েছে। মারা যাচ্ছি আমি ধীরে ধীরে।

চমকে জেগে উঠলাম একটু পর। অন্ধকার অ্যাপার্টমেন্টটায় চোখ বুলালাম একবার। শরীর কাঁপছে থর থর করে।

কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে গেলাম। গোসল করা দরকার। আমার বাসায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। পানি গরম করার গিজারও নাই

BanglaBook.org

সেকারণে। শীতের সময় মাঝে মাঝে ভালো বিপদে পড়তে হয়। কিন্তু এখন যে গরম পড়েছে তাতে ঠান্ডা পানিরও তো বিকল্প নাই।

প্রথমে বাথরুম হাতড়ে রেজর খুঁজে বের করে শেভ করলাম। তারপর শাওয়ারের পানি ছাড়লাম। গোসল করার সময় হাজারো চিন্তায় ছেয়ে গেল মন। স্বপ্নের কথাটা মনে হলো। সুজানের কথা মনে হলো।

আমি যদি আরেকটু সাবধান হতাম তাহলে হয়তো সুজানের আজ এই হাল হতো না। একটা হাহাকার বের হয়ে আসল বুক চিড়ে।

গোসল শেষ করে ক্লোজেট থেকে পরিষ্কার এক সেট পোশাক বের করে পরলাম। তারপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ল্যাবের দিকে রওনা হলাম।

আমার ল্যাবটা মাটির নিচে। ঘরটার ঠিক মাঝখানে বিশাল বড় একটা লম্বাটে টেবিল। সেই টেবিলের দু'পাশে দেয়ালের সাথে ঠেকানো আরও দুটো টেবিল। অন্য দু'পাশে আলমারি আর তাক আমার গবেষণার জিনিসপত্র দিয়ে বোঝাই। সেরকম একটা তাকে একটা মাথার খুলি রাখা। এর নাম হলো বব, আমার গবেষণার সব দেখভাল করে ও। বলতে গেলে আমার সহকারী।

"বব, জেগে ওঠ," আমি খুলিটাকে বললাম। "কাজ আছে।"

খুলিটার চোখজোড়ায় ধপ করে কমলা শিখা জ্বলে উঠল। "ওই মায়া নেকড়েটা তাহলে সত্য কথাই বলছিল? কী হয়েছে ওখানে?"

"বৃষ্টির মতো ব্যাঙ পড়ছে আকাশ থেকে," আমি বললাম।

"সত্যিকারের ব্যাঙ?"

"হু।"

"তাহলে তো বিপদ," বব বিড়বিড় করে বলল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "বব, তোর কী মনে হয় এ ব্যাপারে? এমনিতেই বেশ চাপের মধ্যে আছি আমি এরমধ্যে আবার..." বুনসেন বার্নার আর বিকার বের করতে করতে বললাম আমি। যদিও কথাটা শেষ করতে পারলাম না। তার আগেই বব কথা বলে উঠল।

"হ্যারি, এটা পারবে না তুমি। ভ্যাম্পায়ারিজমের কোন প্রতিষেধক নেই। সুজানকে আমারও পছন্দ, কিন্তু কিছু করার নেই। তোমার কী মনে হয়? তোমার আগে আর কেউ চেষ্টা করেনি প্রতিষেধক বানানোর?"

"আমি এর আগে চেষ্টা করিনি কখনো," জোর গলায় বললাম আমি। "আর আমার মাথায় বেশ কয়েকটা ভালো আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি ওগুলো একটু বাজিয়ে দেখতে চাই।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে খুলিটা জবাব দিল। "তুমি যা বলবে তাই।"

"কিন্তু তার আগে আরও কিছু কাজ আছে।"

ববের চোখজোড়া চকচক করে উঠল এবারে। "মানে এই ফালতু ভ্যাম্পায়ার গবেষণা বাদে অন্য কিছু? যা খুশি করতে বলো, আমি রাজি। ব্যাঙের বৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত কিছু?"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "সম্ভবত। একটা খুনের তদন্ত করতে হবে।"

"কে খুন হয়েছে?"

"আর্টিস্ট। রোনাল্ড রুউয়েল।"

ববের চোখজোড়া যেন একটু মলিন হলো আগের চেয়ে। "আহ্! তোমাকে কে খুনি ধরার কাজ দিয়েছে?"

"পুলিশ কিন্তু খুন বলছে না এটাকে, ওরা বলছে দুর্ঘটনা।"

"কিন্তু তোমার ধারণা অন্যকিছু।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আমি কিছুই জানি না এ ব্যাপারে। ম্যাব বলল খুন হয়েছে। ম্যাবই চাইছে আমি যেন খুনিকে খুঁজে বের করে প্রমাণ করে দিই ম্যাবের কোন দোষ নেই এই ঘটনায়।"

বব চমকে উঠল। তারপর দীর্ঘ একটা মিনিট নীরব কাটল। যেন বিস্ময়ের আকস্মিকতায় কোন কথা বলতে পারছে না বেচারা। অবশেষে মুখ খুলল, "ম্যাব? ম্যাব, হ্যারি? বাতাস আর অন্ধকারের রাণী?"

"হু।"

"এই ম্যাব তোমার মক্কেল?"

"হ্যাঁ, বব।"

"এবার তাহলে আমাকে বলতেই হচ্ছে, ম্যাবের কথা ভুলে যাও। এরচেয়ে সহজ কোন কাজ করি না কেন আমরা? নিরাপদ কোন কিছু। এই ধরো কিছু সাপোজিটরি বানিয়ে গরিলাদের পশ্চাৎদেশে ঢোকালাম?"

"আমি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসি," আমি বললাম।

"কিংবা বাসো না। অন্তত এই কেসে বাসবে না," বব জোর গলায় বলল। "হ্যারি, আমি বোধহয় তোমাকে আগেও বলেছি, আবারও বলছি, সিধের কারও সাথে কখনো কোন কাজ করতে যেয়ো না। ব্যাপারটা যতোটা সোজা মনে হয় ততোটা সোজা হয় না কখনো।"

"উপদেশ শেষ? আর কিছু বলবে? এখন তাহলে কাজে লেগে পড়া

BanglaBook.org

যাক?" আমি বললাম। "আসলে আমার হাতে আর কোন উপায় নেই। লিয়া আমাকে ম্যাবের কাছে হস্তান্তর করেছে।" একটু থেমে যোগ করলাম।

"তাহলে তুমি অন্য কোন কিছুর বিনিময়ে তোমার মুক্তির সওদা করতে," বব বলল। "এই ধরো একটা বাচ্চা চুরি করে দিলে ওদের..."

"বাচ্চা চুরি করব? মাথা খারাপ নাকি তোর?"

"মাঝে মাঝে যদি তোমার এই ভালোমানুষিটা যদি ছাড়তে পারতে তো বেঁচে থাকা অনেক সহজ হতো।"

"কাজের কথায় আসা যাক," আমি বললাম। "হাতে সময় অনেক কম। রুউয়েল কেন খুন হলো সেটা সবার আগে জানতে হবে।"

"সম্ভবত সে সামার নাইট ছিল," বব বলল।

"তুই শিওর?" আমি পেন্সিল আর নোটপ্যাড বের করতে করতে বললাম।

"তোমার কী মনে হয়?" বব জবাব দিল।

"তাহলে তো বিপদ..." আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"শুধু বিপদ না, মহাবিপদ। তোমার মতো গাধা আমি আর একটাও দেখি নাই।"

"কতটুকু বিপদে আছি এই মুহূর্তে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অনেক বেশি," বব বলল। "সিধে কোর্টের ক্ষমতা সরাসরি ব্যবহারের সুযোগ থাকে এই নাইটদের।"

"আমি খুব বেশি জানি না আসলে এ ব্যাপারে," সত্য কথা স্বীকার করে নিলাম। "ওরা ফেইরিদের প্রতিনিধি টাইপের কিছু?"

"ওদের সামনে এ কথা বলতে যেয়ো না আবার। তোমাকে কেউ বানর বললে তোমার কেমন লাগবে? ওদের কেউ ফেইরিদের প্রতিনিধি বললে ওদেরও সেরকমই লাগবে। সিধে নাইটদের মানুষদের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হয়। এদের হাতে সিধে কোর্টের প্রায় সব ক্ষমতা দেয়া থাকে। সিধের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলোর দেখভাল করে ওরা। সোজা বাংলায়, সিধের এখতিয়ারের বাইরে কোনকিছুতে নাক গলাতে এদের ব্যবহার করে সিধে কোর্ট।"

"মানে?"

"মানে হলো, সিধের রাণী যদি সিধের বাইরে কাউকে খুন করতে চায় তো সেই কাজটা এই নাইট করে দেবে।"

BanglaBook.org

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "দাঁড়াও, দাঁড়াও! তার মানে সিধের কোন রাণী চাইলেই তাদের কোর্টের বাইরে কাউকে কিছু করতে পারে না?"

"না, অন্তত তোমার মতো কোন গাধা যতোক্ষণ পর্যন্ত না কোন চুক্তি করতে যাচ্ছে ওদের সাথে..."

"তাহলে এই কেসটায় আমার মারা পড়ার সম্ভাবনা কতটুকু? সম্ভাবনা নেই তো?"

"কেন থাকবে না?" বব পাল্টা প্রশ্ন করল। "রাণী হয়তো সরাসরি কিছু করতে পারবে না কিন্তু তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য আরও অনেক কিছুই তো সে করতে পারবে। তাই না? এই যেমন ধরো তোমাকে শ'খানেক বছরের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিল।"

"আচ্ছা, রুউয়েল যদি সামার নাইট হয়ে থাকে তাহলে তো ম্যাব তাকে মারতে পারবে না, তাই না? সেক্ষেত্রে ম্যাবকে কেন সন্দেহ করা হচ্ছে?"

"সরাসরি পারবে না কিন্তু অন্যভাবে তো পারবে। আর তাছাড়া হ্যারি, সিধে মনে হয় না রুউয়েলের খুন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে। এরকম নাইট ওদের আসছে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আসল ঘাপলা অন্য জায়গায়।"

"শক্তি?"

"এই তো! দেখেছো? তুমি চাইলেই কিন্তু তোমার মাথাটা একটু খাটাতে পারো।"

আমি মাথা নাড়লাম। "ম্যাব বলেছিল কিছু একটা চুরি হয়েছে। কী চুরি হয়েছে তখন বলেনি, আমি নাকি এমনিতেই জানতে পারব। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।" বিড়বিড় করে বললাম। "কতটুকু শক্তি হতে পারে?"

"একেক জনের একেকরকম, তবে প্রচুর শক্তি এটুকু নিশ্চিত," বব বলল।

"আচ্ছা," আমি বললাম। "আর এই শক্তি আসে কাদের থেকে?"

"রাণীদের কাছ থেকে।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "যদি রাণীদের কাছ থেকেই নাইটদের কাছে শক্তি গিয়ে থাকে তাহলে তো নাইট মারা যাবার পর সেই শক্তি আবার রাণীর কাছেই ফেরত যাওয়ার কথা না?"

"ঠিক তাই।"

"কিন্তু এবারে মনে হয় তেমনটি হয়নি। সামার কুইনের শক্তি কমে গিয়েছে সেকারণে।"

BanglaBook.org

"আমাকে যা যা বললে যদি সত্যি হয়ে থাকে তো তাই হয়েছে," বব বলল।

"তার মানে এখন সামার আর উইন্টারের মধ্যে কোন ভারসাম্য নাই। এই তো ধরতে পেরেছি, ব্যাঙের বৃষ্টি হওয়ার রহস্য। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে ব্যাঙের বৃষ্টি হয়েছে।" এক মুহূর্ত নীরব থেকে যোগ করলাম, "তার মানে তো ঋতুদের মাঝে ভালো সমস্যা দেখা দেবে এখন?"

ববের চোখজোড়া আরেকটু উজ্জ্বল হলো। "ঋতু বদল? হ্যারি, নেভারনেভারের যে অংশটা আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে সেটা হলো সিধে। তাই সিধেতে কিছু হলে সেটার প্রভাব পৃথিবীতেও পড়ে। এতোদিন ধরে সামারের হাতে একটু বেশি ক্ষমতা ছিল এখন সেটা হারাচ্ছে ধীরে ধীরে।"

"আমি আরও ভাবতাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে এই সিএফসি না কী জানি এক গ্যাসের জন্য," মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম আমি। "তার মানে দাঁড়াচ্ছে টাইটানিয়া তার ক্ষমতা হারিয়েছে আর স্বাভাবিকভাবেই সেটার সন্দেহ এসে পড়ছে ম্যাবের ওপর।"

"ঠিক তাই।"

"আচ্ছা বব, যদি এই সামার কোর্ট আর উইন্টার কোর্টের মাঝে ভারসাম্যহীনতা চলতে থাকে তাহলে কী হতে পারে?"

"খুব খারাপ হবে সেটা," বব বলল। "আবহাওয়া, জলবায়ু সব বদলে যাবে। গাছপালা, পশুপাখি সব কিছু অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করবে। আর আগে হোক বা পরে হোক দুই কোর্টের মধ্যে একটা যুদ্ধ তো হবেই।"

"কেন?"

"কারণ যখন কোন ভারসাম্য থাকবে না তখন দুই পক্ষই চাইবে সব ক্ষমতা নিজেদের কাছে রেখে দিতে।"

"তাতে আমাদের লাভ বা ক্ষতি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কে জিতবে তার ওপর নির্ভর করবে," বব বলল। "এক দল জিতলে হয়তো বরফযুগ নেমে আসবে আবার আরেক দল জিতলে সবকিছু বেড়ে উঠতে থাকবে প্রচণ্ডভাবে।"

"পরেরটা শুনে তো মন্দ মনে হচ্ছে না।"

"মোটেও মন্দ হবে না যদি না তুমি ইবোলা ভাইরাস হয়ে থাকো। অনেক বন্ধু পাবে।"

BanglaBook.org

"অহ্! তাহলে থাক।"

"হু," বব বলল। "একটা ব্যাপার বলি, আমি এর আগে কখনো এমনটা হতে দেখিনি। অন্তত আমার জন্মের পর এমন কিছু হয়নি। রাণীরাও চাইবে না এমন কিছু হোক। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য যে কোন কিছু করবে ওরা।"

"এখন বোঝা যাচ্ছে ম্যাব নিরপরাধী হয়েও আসলে কেন তদন্ত করতে চাইছে।"

"ম্যাব যদি নিরপরাধী হয়েও থাকে," বব বলল। "সে কি একবারও সেটা নিজে বলেছে যে সে নির্দোষ?"

আমি এক মুহূর্ত চুপ করে ভাবলাম। "না," অবশেষে উত্তর দিলাম। "সব কিছুর উত্তর অনেক ঘুরিয়ে দিয়েছে সে।"

"তো হতেও পারে সেই আসলে অপরাধী, বলা যায় না। হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে।"

"ঠিক বলেছিস," আমি বললাম। "আমাদের সেক্ষেত্রে আগে খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে। এমন একজন নাইটকে খুন করা কতটা শক্ত কাজ হতে পারে?"

"যে কেউ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে আস্ত বিল্ডিংসহ পুড়িয়ে দিতে হবে তাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কে আছে যে খুনটাকে পরে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে পারবে? আরেকজন নাইট সেটা করতে পারবে। আর যদি সিধের মধ্যে কেউ হয় তো উইন্টার নাইট অথবা রাণীদের যে কোন একজন।"

"একজন জাদুকর করতে পারবে?"

"তা তো পারবেই। কিন্তু অনেক দক্ষ জাদুকর হতে হবে আর অনেক ভালো প্রস্তুতি থাকতে হবে।"

"ধরে নেয়া যাক এটা ভেতরের কারও কাজ। সেক্ষেত্রে সন্দেহভাজন থাকে তিনজন।"

"তিনজন?"

"সামার কুইন, উইন্টার কুইন আর উইন্টার নাইট।"

"হ্যারি, আমি বলেছি রাণীদের মধ্যে একজন হতে পারে।"

আমি ভ্রু কুঁচকে খুলিটার দিকে তাকালাম। "রাণীর সংখ্যা দুইজনের বেশি?"

"হ্যাঁ, টেকনিক্যালি তিনজন রাণী আছে।"

"তিনজন?"

BanglaBook.org

"প্রত্যেক কোর্টে তিনজন।"

"প্রত্যেক কোর্টে তিনজন? মানে ছয়জন রাণী? কেমন হয়ে গেল না ব্যাপারটা?"

"প্রথমবার শুনে অমন মনে হতে পারে আসলে তেমন নয় ব্যাপারটা। একজন হলো বর্তমান রাণী, একজন প্রাক্তন রাণী আরেকজন হলো হবু রাণী।"

"দারুণ!" ভেঙচি কেটে বললাম। "তাহলে নাইট কার জন্য কাজ করে?"

"সবার জন্যই। দলগত ব্যাপার বলতে পারো এটাকে। একেক রাণীর জন্য একেকরকম দায়িত্ব পালন করে নাইট।"

"আচ্ছা, বব। তাহলে রাণীদের ব্যাপারে যা যা জানিস বল এবার।"

"কোন রাণীদের ব্যাপারে? বর্তমান, প্রাক্তন নাকি হবু?"

খুলিটার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম আমি। "ওরা ওদের রাণীদের এভাবে ডাকে না নিশ্চই?"

"নাহ্! রাণীকে তো সোজা রাণী বা কুইন ডাকে। কুইন টাইটানিয়া আর কুইন ম্যাব। আগে যারা রাণী ছিল তাদের ডাকা হয় দ্য মাদার। আর যারা রাণী হবে তাদের বলা হয় দ্য লেডি। উইন্টারের বর্তমান লেডি হলো মেইভ আর সামারের লেডি অরোরা।"

"লেডি, কুইন আর মাদার। ঠিক আছে," নোট করতে করতে বললাম। "তো এই ছয়জন খুনটা করার ক্ষমতা রাখে?"

"সাথে উইন্টার নাইটও," বব বলল।

"ঠিক," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "সাতজন। না, আটজন।"

"আটজন?" বব জিজ্ঞেস করল।

মুখ খোলার আগে আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। "এল্যাইন এখনো বেঁচে আছে। সামারের হয়ে সেই তদন্ত করছে।"

"দারুণ!" বব বলল। "দারুণ! আমি বলেছিলাম তোমাকে।"

"জানি, জানি।"

"তোমার ধারণা সেও রুউয়েলকে খুন করে থাকতে পারে?"

"না," আমি বললাম। "ওর খুন করার কারণ আছে কি না সেটা ভেবে দেখতে হবে। মানে, তুই তো বললি আমার মতো জাদুকরদের জন্যও বেশ কঠিন হবে ব্যাপারটা। আর আমি সবসময় ওরচেয়ে শক্তিশালী ছিলাম।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," বব বলল। "কিন্তু সে তোমার চেয়ে অনেকদিক থেকেই ভালো। স্টাইল, কামনীয়তা আর সুডৌল বুকজোড়া..."

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "ওকে বাদ দেয়ার মতো কোন কারণ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওকে লিস্টে রাখছি আমি।"

"কী দারুণ বুদ্ধি তোমার হ্যারি, আমার তো গর্বে বুক ফুলে উঠছে।"

ম্যাবের দেয়া ফোল্ডারটা হাতে নিলাম এবারে। ভেতরের খবরের কাগজের কাটিংগুলো উল্টে পাল্টে দেখছি। "উইন্টার নাইট কে এ ব্যাপারে কোন ধারণা আছে তোর?"

"নাহ্," বব বলল। "উইন্টারের দিকে আমার তেমন কোন চেনা পরিচিত কেউ নাই।"

"আচ্ছা," আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নোটবুকটা পকেটে ঢোকালাম। "রুউয়েলের সম্পর্কে আরও জানতে হবে। কেউ না কেউ কিছু না কিছু তো দেখেছেই। পুলিশ যেহেতু দুর্ঘটনা হিসেবে কেস ফাইল করেছে সেহেতু কোন তদন্ত হয়েছে বলে তো মনে হয় না।"

বব মাথা ঝাঁকাল। "তো কী করবে এখন? সাক্ষী আছে কি না জানতে চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে?"

আমি ল্যাব থেকে বের হতে শুরু করেছি ইতিমধ্যে। "শেষকৃত্যে যাব ভাবছি। কে কে লক্ষ করে একটু দেখব।"

"হ্যারি?" আমি দরজার কাছে চলে এসেছি এমন সময় ডাকল বব।

আমি থেমে ওর দিকে ফিরলাম।

"সাবধানে থেকো।" খুলিটার মধ্যে যেন ভয়ের একটা শিহরণ খেলে গেল। "মেয়েদের ব্যাপারে বরাবরই গর্দভের মতো আচরণ করো তুমি। আর ম্যাবের ক্ষমতা যে কতটুকু সে ব্যাপারে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই।"

আমি ওর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। ওর চোখের কমলা আলোটা আস্তে করে নিভে এলো। আমি আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাব থেকে বের হয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

দ্রুত দুটো ফোন করে নিলাম প্রথমে। তারপর একটা নাইলনের ব্যাকপ্যাকে কয়েকটা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রোনাল্ড রুউয়েলের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

রুউয়েল লুপের দক্ষিণ দিকের একটা বাসায় থাকত। বিল্ডিংটা দেখে মনে হচ্ছে আগে এটা কোন থিয়েটার ছিল। আমার মাথায় ক্যাপ আর হাতে এক তোড়া ফুল। দেখে মনে হবে শেষকৃত্যে অংশ নিতে এসেছি। সিকিউরিটি গার্ড তাই আর কোন ঝামেলা করল না। লোকটার দিকে তাকিয়ে আলতো করে মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।

রুউয়েলের অ্যাপার্টমেন্টটা তিন তলায়। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। আমার জাদুকর সত্তা সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে খেয়াল রাখছে। রুউয়েলের মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম কিন্তু কিছু চোখে পড়ল না। যদি রুউয়েলকে খুন করতে প্রচুর পরিমাণে জাদুশক্তির ব্যবহার করা হয়ে থাকেও সেটাকে খুব ভালোভাবে মুছে ফেলা হয়েছে যেন কেউ ধরতে না পারে।

বেশীক্ষণ দেরি করলাম না সেখান, সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত তিনতলায় চলে এলাম। তিনতলার হলওয়েতে উঠে আসার পর দেখতে পেলাম দরজাটা আধখোলা। আমার জাদুকর সত্তা বলছে আমি মোটেও এখানে একা নই।

বিপদের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা ভাল। কান পেতে শুনতে লাগলাম কিছু শোনা যায় কি না। আধো-ফিসফিসানির মতো করে একটা খসখসে আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর দেরি করা যাবে না। ফুলের তোড়ার ভেতর থেকে আমার ব্লাস্টিং রডটা বের করে আনলাম। প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা ঠিক আছে কি না সেটাও দেখে নিলাম।

এরকম ছোট একটা জায়গায় জাদুর চেয়ে পিস্তলের খেলা দেখানো বেশি সহজ। কিন্তু এখন পিস্তল বের করা যাবে না। সিকিউরিটি গার্ড বা পুলিশের কেউ কিছু দেখে ফেললে তখন ওদের ব্যাপারটা বোঝানো অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

আস্তে করে আধখোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতিটা পদক্ষেপ সাবধানে রাখছি। আমার মন বলছে আমি ঠিক জায়গাতে এসেছি। আর এসব ব্যাপারে আমার মন সাধারণত ভুল করে না। ভেতরে যেই থাকুক না কেন সে আমার দেখা পেয়ে খুব একটা খুশি হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আস্তে করে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরটা দেখে মনে হলো ২২১-বি বেকার স্ট্রিটকে কেউ তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। কালো রঙা কাঠের আসবাব, নকশা করা দেয়াল। তবে এখন পুরো জঞ্জাল মনে হচ্ছে জায়গাটাকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা সাইডবোর্ড উল্টো হয়ে পড়ে আছে, পাশে আবার একটা চেস্ট অব ড্রয়ার আধখোলা অবস্থায় পড়ে আছে। চারদিকে এলোমেলোভাবে কাপড়চোপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা।

রুউয়েলের অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের লোকটা আমার চেয়ে অন্তত এক হাত লম্বা। দেখে মনে হয় ঘাড়ের ওপর সোজা মাথা বসিয়ে দেয়া হয়েছে, গলা বলে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। পরনে সোয়েটার। একটার পর একটা ড্রয়ার হাতড়ে কাগজ উল্টে যাচ্ছে লোকটা।

আমি দরজা থেকে সরে এসে দেয়ালে পিঠ ঠেকালাম। সময় নষ্ট করার মতো অবস্থা এখন নেই। কিন্তু কী করব সেটাও বুঝতে পারছি না। কেউ একজন রুউয়েলের বাড়িতে এসে কাগজপত্র ওলটপালট করছে, তার মানে রুউয়েল কোন কিছুর প্রমাণ লুকিয়ে রেখেছিল। কীসের প্রমাণ সেটা জানাও জরুরি আমার জন্য।

এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে ভাবলাম। ব্যাগ থেকে একটা ক্লিপবোর্ড বের করে আনলাম। একটা বুদ্ধি পাওয়া গিয়েছে। ব্লাস্টিং রডটা আবার ফুলের তোড়ার ভেতর ঢুকিয়ে রাখলাম। মাথার ক্যাপটা ঠিক করে নিয়ে দরজায় আস্তে করে টোকা দিলাম। ভেতরের লোকটা রাগি চোখে এগিয়ে আসল আমার দিকে। হাত মুষ্ঠি পাকানো, পেশী কিলবিল করছে।

"কুরিয়ার সার্ভিস," আমি বললাম। "মি. রুউয়েলের জন্য একটা ডেলিভারি ছিল। আপনি সাইন করে দেবেন?"

লোকটা ভ্রু কুঁচকাল। "ফুল?" প্রায় এক মিনিট পর জিজ্ঞেস করল।

"জি," আমি বললাম। "ফুল।" অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকে পড়লাম কথা বলতে বলতেই। তারপর ক্লিপবোর্ডটা এগিয়ে দিলাম লোকটার দিকে। "নিচে সাইন করে দিন।"

BanglaBook.org

ক্লিপবোর্ডটা হাতে নেয়ার আগে এক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর ক্লিপবোর্ডটা হাতে নিয়ে বলল, "রুউয়েল তো নেই।"

"সমস্যা নেই," আমি বললাম সাথে সাথে। "আপনি নিচে সাইন করে দিন তাহলেই হবে।"

একটা কফি টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। "ঠিক আছে।"

আমি টেবিলটার কাছে গিয়ে ফুলের তোড়াটা নামিয়ে রেখে ফিরে আসলাম।

সাইন করে ক্লিপবোর্ডটা আমার দিকে এগিয়ে দিল সে। "এখন যান।"

আমি বের হওয়ার জন্য উল্টো ঘুরলাম কিন্তু তার আগেই সে আমার হাত ধরে আটকাল। এতো জোরে চাপ দিল মনে হলো হাতটা তখনই ভেঙে যাবে। আমি আস্তে করে ঘুরে তাকালাম। লোকটা প্রায় গর্জন করে বলল, "আমি ফুলের কোন গন্ধ পাচ্ছি না।"

ক্লিপবোর্ডটায় দ্রুত একবার নজর বুলিয়ে নামটা দেখে নিলাম লোকটার। তারপর ব্লাফটা চালিয়ে যেতে লাগলাম। "কী বলছেন এসব মি. গ্রাম?"

আমার দিকে একটু ঝুঁকে এলো সে। "আমি জাদুর গন্ধ পাচ্ছি, জাদুকরের গন্ধ পাচ্ছি।"

"আহ্–" কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। বোকার মতো একটা হাসি হাসলাম। হাসিটা বোধহয় মানাল না ঠিক আমার সাথে।

গ্রাম আমার গলা চেপে ধরল। এতো জোরে কোন মানুষের পক্ষে চেপে ধরা সম্ভব না। আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসল সাথে সাথে। হাত থেকে ক্লিপবোর্ডটা পড়ে গেল। নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। "নিজের চড়কায় তেল দেয়া উচিত ছিল তোর, তুই যেই হোস না কেন।" বিড়বিড় করে বলল সে। গলায় হাতের চাপ আরও বাড়ছে।

প্রতিরক্ষা বন্ধনী ব্যবহার করার মতো সময় এখন আর নেই। ব্লাস্টিং রডটাও আমার থেকে বেশ দূরে কফি টেবিলের ওপর পড়ে আছে। শেষ ভরসা হিসেবে পকেটে হাত ঢুকালাম। আর মাত্র একটাই অস্ত্র আছে আমার কাছে।

একটা লোহার পেরেক আছে পকেটে। ওটা বের করে এনে যতোটুকু শক্তি খাটাতে পারি তা দিয়ে গ্রামের বাহুতে আচড় বসালাম।

BanglaBook.org

চিৎকার করে আমাকে একটা দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা পিলারটায় ধাক্কা না খেয়ে পাশের বিছানাটায় গিয়ে পড়লাম আমি। একবার যদি ওই পিলারটায় ধাক্কা খেতাম তো আমার কোমর ভেঙে যেতো একদম।

গ্রামের দিকে তাকালাম। পুরোপুরি অন্যরকম লাগছে এখন ওকে।

হাত-পা গুলো যেন আরও ফুলে কিলবিল করতে লাগল। গরিলাদের মতো কালো লোম বেড়িয়ে এসেছে সেখানে। কানগুলো খাড়া চোখা হয়ে গিয়েছে। সবচে বড় কথা ওর উচ্চতা এখন বার ফুট ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আরেকটা গর্জন ছুড়ে হাত থেকে পেরেকটা খুলে একদিকে ছুঁড়ে দিল সে। পেরেকটা দেয়াল ফুটো করে ওপাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। এবারে আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল সে।

"রাক্ষস!" বিড়বিড় করে বললাম আমি। "সর্বনাশ!" ব্লাস্টিং রডটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি ইতিমধ্যে। "ভেন্টাস সার্ভিটাস!"

ফুলের তোড়াটা উড়ে এলো আমার দিকে। বেশ জোরেই বলতে হবে। আমি প্রস্তুত না থাকলে সোজা এসে বুকে আঘাত করতো ওটা। দ্রুত ফুলের তোড়ার ভেতর থেকে ব্লাস্টিং রডটা বের করে আনলাম। গ্রাম এর মাঝে আমার আরও কাছে চলে এসেছে। দ্রুত নিজের সমস্ত মনযোগ আর শক্তির একটা তরঙ্গ ব্লাস্টিং রডটায় কেন্দ্রীভূত করলাম।

"ফুয়েগো!" চিৎকার করে শক্তিটা ছুড়ে দিলাম গ্রামের দিকে। আগুনের একটা হলকার মতো ছুটে গিয়ে ওর বুকে আঘাত করল স্পেলটা।

কিন্তু কিচ্ছু হলো না রাক্ষসটার। এমনকি এক মুহূর্তের জন্য থেমেও দাঁড়াল না সে। বুকের চামড়া পুড়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কিছুই হয়নি সেখানে। যেন কোন স্পেলই করিনি আমি।

এগিয়ে এসে সোজা আমার নাক বরাবর একটা ঘুষি বসাল সে। ঘুষিটা লাগলে খবর হয়ে যেতো আমার। ভাগ্যিস সময় মতো সরে গিয়েছি। আমার দিকে দ্রুত ফিরে তাকাল সে। ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশি ক্ষিপ্র, ইতিমধ্যে উঠে দরজার দিকে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছি।

প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু ভারি কিছু একটার সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম গ্রাম একটা ভারি এন্টিক

BanglaBook.org

ভিক্টোরিয়ান চেয়ার তুলে নিয়েছে। পরমুহূর্তে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল সে চেয়ারটা।

এবার আর সরতে পারলাম না। ব্যথাটা টের পেলাম এক সেকেন্ড পর।

হল থেকে একটা নারীকণ্ঠের গর্জন ভেসে আসল এসময়। "হচ্ছে কী এসব? আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। আমাদের বিল্ডিং থেকে বের হও আর নয়তো সোজা পুলিশের হাজতে যাবে।"

গ্রাম আমাকে আছাড় মারার জন্য এগিয়ে আসছিল, মহিলার গলার স্বর শুনে থেমে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। বের হয়ে যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য ঘুরে দাঁড়াল। "এবারে ভাগ্য ভাল তাই বেঁচে গেলি," চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। "কিন্তু ভাবিস না এখানেই শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা।" তারপর বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে পুলিশের সাইরেন শুনতে পেলাম। কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে কাগজটার দিকে তাকালাম। গ্রামের সাথে হাতাহাতির একফাঁকে কাগজটা ওর পকেট থেকে মেরে দিয়েছিলাম।

আসলে ঠিক কাগজ না, এটা একটা ছবি। আহামরি কিছু না। রুউয়েলকে কোন একটা ডিজনি পার্কের ম্যাজিক ক্যাসলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

কয়েকজন হাস্যোজ্জ্বল তরুণ-তরুণী ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে একজন জিন্স আর টপ পরা। সবুজ চুল। চেহারা খুব সুন্দর নয় তবে মুখে হাসি। পাশে বিকিনি টপ পরা আরেকটা মেয়ে। এর চুলও সবুজ। রুউয়েলের আরেক পাশে দুজন তরুণ। একজন খাটো, চোখে সানগ্লাস। হাত দিয়ে ভি সাইন দেখাচ্ছে। পাশের জন সোনালী চুল। ফর্সা চেহারা রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে।

কারা এরা? রুউয়েল এদের সাথে কী করছিল? আর গ্রামই বা কেন ওর অ্যাপার্টমেন্টে এসে এসব ছবি নষ্ট করতে চাইবে?

সাইরেন আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। দ্রুত গলায় একবার মালিশ করে বের হয়ে আসলাম অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে। পিঠে এখনো প্রচণ্ড ব্যথা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

বিল্ডিংটা থেকে বের হয়ে আমার নীলরঙা বিটল গাড়িটা পর্যন্ত আসতে আসতে আর কেউ কোন আক্রমণ করল না। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কিছু দূর আগাতে একটা পুলিশের পেট্রোল কার দেখতে পেলাম। আমি যেদিক থেকে আসছি, সাইরেন বাজিয়ে সেদিকে ছুটে যাচ্ছে।

চিন্তা করার জন্য অনেকটা সময় পেলেও কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। পিঠের ব্যথা তো আছেই, সাথে মাথাব্যথা যোগ হয়েছে প্রচণ্ড। ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভাবতে লাগলাম তবুও। রুউয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে খুব বেশি কিছু পাব এই আশা নিয়ে যাইনি মোটেও। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। একদম ঠিক জায়গায় গিয়ে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছি। কেউ একজন সেখান থেকে কিছু একটা লুকোতে চাইছিল। এখন বের করতে হবে গ্রাম ওখান থেকে কী চুরি করতে চাইছিল অথবা ওখান থেকে কী প্রমাণ নষ্ট করতে চাইছিল। তারচেয়েও বড় কথা গ্রাম ওখানে কার হয়ে গিয়েছিল। রাক্ষসরা স্বাধীনভাবে নিজের জন্য কিছু কখনো করে বলে তো শুনিনি।

রাক্ষসরা একটু বুনো হয় সাধারণত। উইন্টার বা সামার দুই পক্ষের হয়েই কাজ করতে পারে ওরা। বদ মেজাজী আর হিংস্র বলে বেশ দুর্নাম আছে এদের। নমুনা তো একটু আগে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তার উপর আমার স্পেলটা তো ওর কাছে পাত্তাই পেল না বলতে গেলে। রাক্ষসরা শক্তিশালী হয় সেটা আগে থেকেই জানি তবে আজকে যেটার মুখোমুখি হলাম সেটা অনেক বেশি শক্তিশালী।

আরেকটা ব্যাপার হল, সব রাক্ষসদেরই অন্যদের জাদুক্ষমতা এক বা দুই ডিগ্রি কমিয়ে দেয়ার মতো সক্ষমতা থাকে। এ কারণে তখন আমার ওই স্পেলটা ছুড়ে দেয়ার পরেও গ্রামের কিছুই করতে পারিনি।

প্রশ্ন হলো, কার জন্য কাজ করছে সে?

ছবিটা বের করে ওটার দিকে তাকালাম আরেকবার। "কারা এরা?" বিড়বিড় করে বললাম। তারপর রুউয়েলের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের দিকে আগাতে শুরু করলাম।

BanglaBook.org

আমি পৌঁছানোর বেশ আগেই রোনাল্ড রুউয়েলের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষকৃত্যটা হচ্ছে রিভার নর্থের দিকে। আয়োজন করেছে ফ্ল্যানারি'জ ফিউনেরাল হোম নামে একটা শেষকৃত্যের আয়োজনকারী কোম্পানি। জায়গাটা বেশ পুরনো।

পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে বের হয়ে আসলাম। আমার উইজার্ডিং স্টাফ বা ব্লাস্টিং রডটা গাড়িতে রেখে আসতে হলো। জাদুর ব্যাপারে জ্ঞাত নয় এমন মানুষ একটা শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে এসব দেখলে ভড়কে যেতে পারে। এসব নিয়ে যাওয়া আর র‍্যাম্বো সিনেমার মতো দুই হাতে দুই মেশিনগান নিয়ে শেষকৃত্যে যাওয়া একই কথা। এরচেয়ে এসব জায়গায় আমার আংটি, প্রতিরক্ষা বন্ধনী আর মায়ের দেয়া পেন্টাকল অ্যামুলেট এসব দিয়ে কাজ চালাতে সুবিধাজনক। আমার পোশাক ঠিক শেষকৃত্যে যোগ দেবার উপযোগী নয়। কিন্তু এখন আর এ কথা ভেবে লাভ নেই। সোজা রোনাল্ড রুউয়েলকে যে ঘরটায় শুইয়ে রাখা হয়েছে সেখানে এসে হাজির হলাম।

মৃতদেহটাকে একটা ধূসর স্যুট পরানো হয়েছে। স্যুটটা অল্প বয়স্কদের ভাল মানাতো, ওর জন্য বেশি বড় হয়ে গিয়েছে। স্যুট না পরিয়ে যদি ট্যুইড জ্যাকেটে পরাতো তো ভাল করতো সম্ভবত। যে লোক ওর মৃতদেহ নিয়ে কাজ করেছে সে একদম দায়সারাভাবে কাজ করেছে মনে হচ্ছে। হা করা মুখটা বন্ধ করার জন্য ঠোঁটে সেলাই করে দেয়া হয়েছে। সেলাইয়ের দাগটা একদম স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

অর্ধেক ঘরভর্তি মানুষ। কাউকে তেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না।

অবশ্য ফেইরিরা ছদ্মবেশ নিয়ে এসে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ কারও শনাক্ত করা বেশ কঠিন হবে। আমার কথা অবশ্য ভিন্ন। ম্যাবকে সুন্দর লাগবে, সাধারণ লাগলেও ধরে ফেলতে পারব। গ্রাম মানুষের রূপ নিয়ে আসলেও ধরে ফেলতে পারব। ফেইরিরা সব করতে পারে কিন্তু ভিড়ের ভেতর মিশে থাকা ওদের জন্য বেশ কঠিন।

তবে এখানে দেখে মনে হচ্ছে না ওরা কেউ এসেছে। সব আত্মীয়স্বজন আর ব্যবসায়িক সম্পর্ক যাদের সাথে ছিল তারাই এসেছে বলে মনে হলো প্রথম দেখায়। এমনকি ছবিতে যাদের দেখেছিলাম তাদের কাউকে পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

BanglaBook.org

ঘরটা থেকে বের হয়ে হলওয়েতে আসলাম। হলওয়ের অন্য প্রান্তের একটা ঘর থেকে একটা ফিসফিসানি আসছে। সন্দেহজনক লাগল ব্যাপারটা। এগিয়ে গেলাম কিছুটা।

"আমি জানি না," একটা কণ্ঠ হিসিয়ে উঠল। আড়াল থেকে শুনতে পেলাম আমি। "সারাদিন ওর জন্য বসে আছি আমি। এতোক্ষণের জন্য কোথাও যায় না ও।"

"আমিও সেটাই বলছি," একটা মেয়ে কণ্ঠ গর্জে উঠল এবারে। "এতোক্ষণ ধরে কখনো বাইরে থাকে না সে।"

"ঈশ্বর," তৃতীয় একটা কণ্ঠ বলল এবারে। কোন তরুণের কণ্ঠ হবে এটা। "ও করেছে এটা। একদম সময় মতো করেছে।"

"আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না," প্রথম কণ্ঠটা বলল। "সম্ভবত মেয়েটা বুদ্ধি করে শহর ছেড়ে ভেগেছে অবশেষে।"

মেয়ে কণ্ঠটা এবার ক্লান্ত গলায় বলল, "না, এইস। ও এভাবে পালাবে না। নিজে থেকে তো নয়ই। আমাদের কিছু একটা করতে হবে।"

"আমরা কী করতে পারি?" দ্বিতীয় ছেলে কণ্ঠটা বলল।

"যে কোন কিছু," মেয়ে কণ্ঠটি জবাব দিল।

"যাই করো, দ্রুত করতে হবে। জাদুকরটা এসেছে এখানে," প্রথম কণ্ঠটা বলল। এর নাম এইস খুব সম্ভবত।

একটা ছোট্ট নীরবতা গ্রাস করল হলওয়েটাতে। অজানা কোন কারণে একবার কেঁপে উঠলাম আমি।

"এখানে?" দ্বিতীয় ছেলে কণ্ঠটা ভয়ার্ত গলায় বলল। "বলোনি কেন?"

"মাত্রই বললাম," এইস বলল।

"আমরা কী করব তাহলে এখন?" দ্বিতীয় ছেলে কণ্ঠটা জিজ্ঞেস করল। "কী করব আমরা?"

"চুপ কর, ফিক্স" মেয়ে কণ্ঠটা গর্জে উঠল।

"জাদুকরটাকে ম্যাব পকেটে পুরেছে," এইস বলল। "ম্যাব আজকে ফেইরি থেকে বেরিয়েছিল।"

"অসম্ভব," ফিক্স বলল। "জাদুকরটাকে তো খুব বেশি ঝামেলা করার লোক বলে মনে হয় না।"

"কে বলেছে ঝামেলা করার লোক না? আসলে ওর উদ্দেশ্য কী তার

BanglaBook.org

ওপর নির্ভর করবে ঝামেলা করবে কি না," এইস বলল। "এ পর্যন্ত ওর পথের কাঁটা হয়েছে যারা তাদের সবাইকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে ওই জাদুকর।"

"ঈশ্বর," ফিক্স কম্পিত কণ্ঠে বলল। "ঈশ্বর!"

"শোন," মেয়েটি বলল। "সে এখানে এসে থাকলে আমাদের এখানে না থাকাই ভালো। অন্তত যতোক্ষণ পর্যন্ত ওর উদ্দেশ্য না ধরতে পারি।" কাঠের চেয়ার সরানোর শব্দ হলো। "চলো।"

ওদের ঘর থেকে বের হওয়ার শব্দ শুনে আমি দ্রুত হলওয়ে থেকে লবিতে সরে গেলাম। আমার দিকে আসল না ওরা বরং উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। আমি ঠোঁটে কামড়ে ধরে এখন কী করব ভাবতে লাগলাম। এরা খুব সম্ভবত মানুষ, আবার মানুষ নাও হতে পারে।

খুব বেশি রাস্তা খোলা নেই আমার হাতে। মনে মনে পাঁচ পর্যন্ত গুণলাম তারপর পায়ের শব্দ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে আমিও আগাতে শুরু করলাম।

ওরা হলওয়ে থেকে বের হয়ে এক্সিট লেখা দরজাটার দিকে এগিয়েছে। আমি দরজাটার কাছে গিয়ে যতোটা নিঃশব্দে পারা যায় দরজাটা সামান্য খুলে মাথা বের করে উঁকি দিলাম।

দরজা থেকে পাঁচ ফুটেরও কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। রুউয়েলের সাথে ছবিতে যাদের দেখেছিলাম তারাই এরা। শুকনা গড়নের একটা ছেলে আমার দিকে মুখ ফিরে তাকিয়ে আছে। পরনে বাদামি স্যুট আর হলুদ টাই। আমাকে দেখে ভয়ে চমকে ওর মুখ হা হয়ে গেল। এই ছেলে তাহলে ফিক্স।

ওর পাশে আরেক যুবক দাঁড়ানো, এইস সম্ভবত। পরনে ধূসর স্পোর্টস কোট, সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট। আমার দিকে যখন ফিরে তাকাল সে তখন দেখতে পেলাম চোখে সানগ্লাসও আছে।

মেয়েটার বাদামি চামড়া। সবুজাভ চুল। টাইট জিন্স আর খাকি রঙের টপ পরা। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না সে তার আগেই দ্রুত হাত চালাল আমার মুখ লক্ষ করে। একদম শেষ মুহূর্তে সরতে পারলাম আমি। তবে সরে গেলেও তাল সামলাতে না পেরে দরজাটা থেকে কিছুটা দূরে লনে ছিটকে পড়লাম। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসল এক মুহূর্তের জন্য কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়ালাম।

BanglaBook.org

এইস একটা ছোট সেমি অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল ওর পকেট থেকে। "বোকার মতো কিছু করো না! ওরা আমাদের মেরে ফেলবে একদম।"

"হ্যাব্বিটি ব্যাড্ডা," আমি গর্জন করে উঠলাম। এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছি। একটা জাদু করা জরুরি হয়ে পড়েছে এখন। "জুসসা হ্যানগোনা সাইকি হি!"

ফিক্স লাফ দিয়ে আমার থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল। "জাদু করছে ও!"

মেয়েটা আমার হাতে জোরে লাথি মারল। ব্যথায় কুঁচকে গেল আমার মুখ। পরক্ষণেই আমাকে তুলে প্রায় দশ হাত দূরে ছুড়ে মারল। কিছুই করতে পারলাম না আমি, সোজা এসে এক ডাস্টবিনের ভেতর পড়লাম।

"ভাগো এখান থেকে," মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল। "পালাও,পালাও!"

আমি প্রায় এক মিনিটের মতো ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলাম। দম ফিরে পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিন জোড়া পা আমার থেকে দূরে ছুটে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ডাস্টবিনের ওপর একটা মুখকে উঁকি দিতে দেখতে পেলাম, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। হাতটা ধরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মুখটা বিলির, মায়া নেকড়ে বিলি।

"হ্যারি?" বিলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। "এখানে কী করছো?"

"সাসপেক্ট খুঁজছি," দুর্বল গলায় বললাম।

"পেয়েছো কাউকে?" বিলি আমার শরীর থেকে ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল।

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"সেটা কি তোমাকে এভাবে ময়লার ভাগাড়ে ছুড়ে দেবার পর মনে হলো?"

ব্যঙ্গটা গায়ে মাখলাম না আমি। "পিজ্জা এনেছো?"

"হ্যাঁ," বিলি বলল। "গাড়িতে রাখা আছে। কেন?"

মাথার চুল থেকে ময়লা ঝাড়লাম। তারপর লন থেকে বিল্ডিংটার সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। "ঘুম দেব," বিলির দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। "ফেইরিতে বিশ্বাস করো?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

পিজ্জা নিয়ে বিল্ডিংটার পেছনদিকে চলে আসলাম। পকেট থেকে চক বের করে চক্র আঁকলাম একটা। বিলি পিজ্জাটা ধরে রেখেছে। "হ্যারি," ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। "এটা ঠিক কীভাবে কাজ করে?" চক্রটাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে।

"দাঁড়াও একটু," আমি বললাম। চক্রটা আঁকা শেষ করে বিলির থেকে এক পিস পিজ্জা নিয়ে চক্রটার মাঝখানে একটা ন্যাপকিন বিছিয়ে সেটার ওপর রাখলাম। তখন ডাস্টবিনে পড়ে ঠোঁটের একপাশে ফেঁটে গিয়েছে। সেখান থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে চক্রটায় মিশিয়ে দিয়ে চক্রটা পূর্ণ করলাম।

"বেশ সহজ," এবারে মুখ খুললাম আমি। "আমি একটা ফেইরিকে পিজ্জাটার কাছে ডাকব। পিজ্জার গন্ধ পেয়ে এখানে এসে পিজ্জাটা খাবে সে। সাথে আমার রক্তও। তখন চক্রটায় বাঁধা পড়ে যাবে সে।"

"আচ্ছা," বিলি উৎসাহী গলায় বলল। "তারপর ওর থেকে তথ্য আদায় করবে?"

বিলি এক পিস পিজ্জা খাওয়ার জন্য হাতে নিয়েছিল আমি সেটা কেড়ে নিয়ে আবার বক্সে রাখলাম। "পিজ্জাটা রেখে দাও," আমি বললাম। "হ্যাঁ, তারপর ওর থেকে তথ্য আদায় করব।

বিলি করুণ মুখ করে একবার তাকাল আমার দিকে কিন্তু কিছু বলল না। "আর আমি কী করব?"

"চুপ করে বসে আমাকে পাহারা দেবে যখন আমি টুটটুটের সাথে কথা বলব। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করতে না পারে।"

"টুটটুট?" বিলি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

"আরে ভাই, নাম তো আর আমি রাখিনি। একটু চুপ করে থাকো। ও যদি টের পায় আশেপাশে কেউ আছে তো ধরা মুশকিল হয়ে যাবে।"

"আমি আরও ভাবলাম আমাকে পিজ্জা ডেলিভারির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন

BanglaBook.org

কাজে ডেকেছো তুমি," বিলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। "পিজ্জা ডেলিভারিটা শুধু একটা উছিলা।"

"আর কী করবে তুমি এখানে?"

"যে ছবিটা দেখালে ওদের পিছু নিতে পারতাম।"

আমা মাথা নাড়লাম। "আমার বিশ্বাস ওরা গাড়িতে করে পালিয়েছে।"

"হ্যাঁ," বিলির কণ্ঠ শান্ত রাখতে একটু কসরত করতে হলো মনে হচ্ছে। "কিন্তু ওদের গন্ধটা তো চিনে রাখতে পারতাম এখন। পরে খুঁজে দেখা যেতো তাহলে।"

"ওহ্!" আমি মাথা নিচু করে বললাম। নিজেকে বেশ বোকা মনে হচ্ছে এখন। গন্ধ নেয়ার ব্যাপারটা আগে ভেবে দেখিনি। বিলি যে মায়া নেকড়ে ভুলেই গিয়েছিলাম। "আচ্ছা, ঠিক আছে। যাও কিন্তু সাবধানে থেকো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। থাকব।" বিলি পিজ্জাটা নামিয়ে রেখে ছুট লাগাল।

বিলির পায়ের শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেইরিটার নাম ধরে ফিসফিস করে ডাকতে লাগলাম।

জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এমন প্রত্যেকটা জীবের একটা নাম থাকে। আর এই নামটা জুড়ে থাকে তার সত্তার সাথে। কেউ যদি সেই নামটা জানতে পারে আর সেই নাম ধরে একদম শুদ্ধ উচ্চারণে একাগ্র চিত্তে ডাকতে পারে তো সে ডাকে ওই সত্তাকে সাড়া দিতেই হবে।

হোয়াইট কাউন্সিলের সাতটা নিয়মের মধ্যে একটা নিয়ম হলো কাউকে তার নাম ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এই সাতটা নিয়মের ব্যাপারে হোয়াইট কাউন্সিল বেশ শক্ত। কোন মতে যদি কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করে তো তার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যু।

হোয়াইট কাউন্সিলের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধা না থাকলেও এই নিয়মগুলোর ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধা আছে যথেষ্ট। এই যেমন এখনকার কথাই ধরা যাক না, আমি একটা ছোট্ট ফেইরির নাম ধরে ডাকছি। তবে ওটাকে ওই নাম ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। শুধু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই চক্রটা পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারলেই আমার কাজ হয়ে যাবে।

প্রায় দশ মিনিট পর সাড়া দিল ফেইরিটা। চক্রটার ভেতর একটা নীলচে

BanglaBook.org

আভা দেখা দিল, তারপর ধীরে ধীরে ফেইরিটার অবয়ব স্পষ্ট হয়ে এলো। এই ফেইরিটাই টুটটুট।

টুট প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। কাঁধ থেকে একজোড়া পাখা যদি বের না হতো তো ওকে দেখে লিলিপুট মানুষ বলে ভুল করতো যে কেউ। মাথায় একটা কোকাকোলার বোতলের প্লাস্টিকের ছিপি পরা।

পিজ্জা দেখে পাগলের মতো ওটার দিকে ছুটে গেল টুট। তবে কাছে গিয়ে বোধহয় সন্দেহ হলো ওর। পিজ্জাটার চারপাশে একবার হেঁটে এসে বুঝতে চাইল কোথাও কোন ঘাপলা আছে কি না। আমি ছায়ার আড়ালে থাকায় আমাকে খেয়াল করেনি। সন্দেহমুক্ত হয়ে অদ্ভুত সুরে কাদের যেন ডাকল ছোট্ট ফেইরিটা।

মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে আরও ছয়টা ছোট ছোট ফেইরি এসে হাজির হলো। প্রত্যেকটার রঙ আলাদা। টুটটুট নীলচে আগেই বলেছি। বাকিদের কেউ হলুদ, কেউ লাল আবার কেউ অন্য কোন রঙের। প্রত্যেকের শরীর থেকে নিজেদের রঙের আভা ছড়াচ্ছে।

"ক্যাপশন!" টুট ডেকে উঠল। "রিপোর্ট করো।"

সবুজ রঙা একটা ফেইরি এক হাত কপালে তুলে স্যালুট করে চেঁচিয়ে উঠল, "লু টেন্ডার, রিপোর্ট করো।"

গোলাপি রঙা একটা ফেইরি এগিয়ে এসে আগেরজনের মতো স্যালুট করে চেঁচাল। "স্টার জাম্প, রিপোর্ট করো।"

এভাবে একে একে কর্পস ওরাল, ফার্স্ট ক্লাস প্রাইভি, সেকেন্ড ক্লাস প্রাইভি রিপোর্ট করে গেল। সবার রিপোর্ট করা হলে টুটটুট সবাইকে নিয়ে মার্চ করে পিজ্জাটার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর চেঁচাল, "শুরু করা যাক!"

সাথে সাথে সবগুলো ফেইরি একসাথে পিজ্জার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিজ্জা স্লাইসটার মোটামুটি অর্ধেক শেষ হওয়ার আগেই আমার চক্রটা বেঁধে ফেলল ওদের। সাথে সাথে খাওয়া বাদ দিয়ে চক্রটা থেকে ছুটে বের হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেল ছোট্ট ফেইরিগুলো। কিন্তু পারল না। চক্রের অদৃশ্য দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল ওরা। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে।

টুট উঠে দাঁড়িয়ে চক্রটার অদৃশ্য দেয়ালে হাত রেখে চেঁচাল, "হ্যারি ড্রেসডেন? তুমি ওখানে?"

BanglaBook.org

আমি ছায়ার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ, আমি। কী অবস্থা, টুট?"

চক্রে বন্দি করার পর টুট বরাবর আমাকে বেশ কিছুক্ষণ গালিগালাজ আর হুমকিধামকি দেয়। এবারও সেরকম কিছু হবে আশা করছিলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে একদম শান্ত গলায় কথা বলা শুরু করল টুট। "আমাদের থেকে কোন সাহায্য পাবে না," টুট বলল। "আমাদের ডাকা হয়নি এখন পর্যন্ত। নিরপেক্ষ থাকার পূর্ণ অধিকার আছে আমাদের।"

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। "ডাকা হয়নি মানে? কীসের ডাকের কথা বলছো, টুট?"

"আমরা গাধা নই, হে প্রতিনিধি," টুট বলল। "আমি জানি তুমি কে। তোমার পুরো শরীর থেকে উইন্টার কুইনের গন্ধ ভেসে আসছে।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আমার শরীরে কি ম্যাব কোন পারফিউম স্প্রে করে দিয়েছে নাকি? "টুট, আমি আপাতত ম্যাবের হয়ে কাজ করছি সত্যি। কিন্তু ও আমার আর দশজন ক্লায়েন্টের মতোই। ওর হয়ে আমি তোমাকে কোন কাজ করতে বলব না–এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।"

টুট চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। "সত্যি?"

"সত্যি," আমি বললাম।

"কথা দিচ্ছো?"

"কথা দিচ্ছি।"

"থুতু ফেলো," টুট বলল।

আমি মাটিতে থুতু ফেললাম।

"ঠিক আছে, তাহলে," টুট বলল। তারপর আবার পিজ্জার দিকে মনোনিবেশ করল। ওর দেখাদেখি বাকিরাও। পিরানহা মাছ যেমন মুহূর্তের মধ্যে নিজেদের শিকারকে ছেঁকে ধরে একদম সাবড়ে দেয় সেভাবে পিজ্জাটুকু সাবাড় করে দিল ছোট্ট ফেইরিগুলো। মুহূর্তের মধ্যে স্লাইসের অবশিষ্ট অংশটুকু শেষ হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। খাওয়া শেষ করে আমার দিকে ফিরল টুট। "তো, হ্যারি," টুট বলল, "যুদ্ধে কে জিতবে বলে মনে হচ্ছে?"

BanglaBook.org

"হোয়াইট কাউন্সিল। রেড কোর্টের এতো সামর্থ্য নেই।"

টিটু বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা থেকে প্লাস্টিকের ছিপিটা খুলে হাতে নিয়ে আরেক হাতে চুলে বিলি কাটল। "সামর্থ্য নেই মানে এই না যে জিততে পারবে না। আর আমি ওই যুদ্ধের কথা বলিনি।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কোর্টের যুদ্ধের কথা বলছো?"

টুট মাথা ঝাঁকাল। "হ্যাঁ।" হাত ভাঁজ করে বুকের রাখল ওপর রাখল ও। "বড় বিপর্যয় আসছে।"

"তাই তো শুনলাম। কোর্টের পরিস্থিতি নাকি থমথমে এখন।"

"থমথমের চেয়েও বেশি, হ্যারি ড্রেসডেন। ফেইরিদের সব জীবকে ডেকে পাঠাচ্ছে ওরা। যুদ্ধে করতে হবে সবাইকে। সেদিন দেখলাম একদল বনপরী যোগ দিয়েছে সামারের সাথে। উইন্টারের সাথে যোগ দিয়েছে আরেক দল।"

"ফেইরিদের সব জীব বলতে? মানে তোমাদের মতো যারা আছে?"

টুট মাথা ঝাঁকাল। "কোর্টের সাথে পাঙ্গা নেয় না কেউ। আমরা তো নিজেদের কাজেই ব্যস্ত থাকি, এসব নিয়ে মাথাই ঘামাই না। কিন্তু যখন যুদ্ধ হয় তখন ডাক পড়ে সবার। একটা না একটা পক্ষ নিতে হয় তখন।"

"কোন পক্ষ নিবে সেটা কে ঠিক করে?"

টুট কাঁধ ঝাঁকাল। "সাধারণত হিংস্র যারা ওরা উইন্টার কুইনের পক্ষে যোগ দেয়। আর বাকিরা সামার কুইনের পক্ষ নেয়।"

"তো তুমি কোন পক্ষে দিবে?"

টুট হেসে ফেলল। "কী জানি!" একটু চুপ করে আবার মুখ খুলল ছোট্ট ফেইরিটা। "ওটা কি পিজ্জা বক্স নাকি, হ্যারি?"

আমি বক্সটা খুলে অবশিষ্ট পিজ্জাটুকু দেখালাম। ফেইরিগুলোর মধ্যে মোটামুটি 'ওওওও'ও টাইপের একটা সাড়া পড়ে গেল। পিজ্জার প্রতি এদের ভালোবাসা পুরোপুরি অপার্থিব বলা চলে।

"গত দু'বছরে তোমার থেকে অনেক পিজ্জা পেয়েছি আমরা, হ্যারি," পিজ্জা বক্সটা থেকে নজর না সরিয়েই কথাটা বলল টুট।

"আরে এসব কোন ব্যাপার না! তোমরাও তো অনেক সাহায্য করেছো তাই না?"

BanglaBook.org

"পিজ্জার কাছে ওসব...ওসব কিছুই না, হ্যারি।"

"আমার কিছু তথ্য লাগবে," আমি বললাম।

"বিনিময়ে পিজ্জা পাব?" টুট আশাবাদী কণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ," আমি বললাম।

ফেইরিগুলোর মধ্যে আরেকটা সাড়া পড়ে গেল এবার। "পিজ্জাটা দাও তাহলে," টুট বলল।

"পিজ্জা! পিজ্জা! পিজ্জা!" অন্য ফেইরিগুলোও তাল মিলিয়ে চেঁচাতে লাগল।

"তার আগে," আমি বললাম। "কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।"

"ঠিক ঠিক," টুট চিৎকার করে বলল। "দ্রুত প্রশ্ন করো।"

"আমার উইন্টার লেডির সাথে কথা বলতে হবে," আমি বললাম। "ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

টুট মাথার চুলে হাত বোলাল একবার। "এটুকুই? শহরের নীচে পাবে। যেখানে ফুটপাথ, দোকান সব মাটির নিচে।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "মেট্রোরেলের টানেলে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। যেখাটায় কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, দেখতে পারে না। পাতালপুরী পর্যন্ত যেতে হবে তোমাকে। কোল্ড লেডি তার কোর্ট এখন আন্ডারটাউনে সরিয়ে এনেছেন।"

"কীহ্?" আমি বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম। "কবে?"

"গত শরৎ থেকে।"

গত শরৎ? এবারে বুঝলাম তাহলে ব্যাপারটা। তখন থেকেই রেড কোর্ট একের পর এক হানা দিয়ে নেভারনেভার আর পৃথিবীর মাঝের সীমানা ওলটপালট করে ফেলেছে। এর কিছুদিন পরই তো ভ্যাম্পায়ারদের সাথে জাদুকরদের যুদ্ধ শুরু হলো। আমি মাথা ঝাঁকালাম। "আর সামার লেডি? উনিও কি শহরে নাকি?"

"হ্যাঁ, উনি তো আসবেনই," টুট কোমরে হাত রেখে বলল। "শীত যেখানে এসেছে সেখানে গ্রীষ্মের তো আসতে হবেই, তাই না?"

"ঠিক তাই," আমি বললাম। "তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"সে ওই উঁচু বিল্ডিংগুলোর ওপরে।"

BanglaBook.org

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "টুট, এটা শিকাগো। এখানে উঁচু বিল্ডিংয়ের অভাব নাই।"

টুট আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাল। "ওই বিল্ডিংটার পাশে একটা পিজ্জার দোকান আছে।"

"এভাবে বলার চেয়ে আমাকে ওখানে নিয়ে চলো," আমি বিরক্তি চেপে রেখে বললাম।

"আর তারপর আমার ভাগের পিজ্জাটা ওরা খেয়ে ফেলুক? হাহ্!" টুট রাগন্বিত কণ্ঠে বলল। "কোনদিন না।"

আমি দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। "তো অন্য কাউকে আমার সাথে দাও যে আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।"

টুট এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, "ঠিক আছে, দেব একজন গাইড। কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করতে পারবে না তাহলে।" পিজ্জাবক্সটার দিকে আঙুল তাক করল ও। "এখন পিজ্জা দাও।"

"আগে গাইড," আমি বললাম। "তারপর পিজ্জা।"

টুট উড়ে যাবার ভঙ্গিতে ওর হাত পা নাড়তে লাগল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ!"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। তারপর পিজ্জার বাক্সটা নামিয়ে রেখে আস্তে করে চক্রটা মুছে ফেললাম।

ফেইরিদের মধ্যে একটা 'ইয়াহু' কোরাস শুনতে পেলাম। মুক্তির আনন্দে ভাসছে সবাই আর সাথে পিজ্জা তো আছেই। পিজ্জাটা বোধহয় মুক্তির চেয়ে বেশি জরুরি ছিল। পিজ্জার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই একসাথে। অবশ্য এর আগে টুট আমাকে একজন গাইড দিতে ভুলল না।

টুট ওর হাত প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে সামনে রেখে বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় একটা মন্ত্র পড়ল। তারপর আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "হ্যারি ড্রেসডেন," টুট বলল। "এ হলো এল্ডি। আমার একটা ঋণ পরিশোধ করার কথা ছিল ওর। সেটা ও পরিশোধ করবে আজ, তোমাকে সামার লেডির কাছে নিয়ে যাবে। চলবে?"

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর হাতের দিকে তাকালাম। ওখানে পিঁপড়ে সাইজের আরেকটা ফেইরি দেখা যাচ্ছে। "আমার কথা বুঝবে ও?"

দেখলাম, এল্ডি দু'বার সামান্য উজ্জ্বল হয়ে আবার নিস্তেজ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," টুটটুট বলল। "দু'বার জ্বলে উঠলে 'হ্যাঁ' আর একবার জ্বলে উঠলে 'না'।"

"দু'বার উজ্জ্বল হলে 'হ্যাঁ' আর একবার হলে 'না'," আমি বিড়বিড় করলাম।

টুট ভ্রু কুঁচকালো। "নাকি একবার জ্বললে 'হ্যাঁ', দু'বারে 'না'? ধ্যাত্তোরি! আমার ঠিক মনে থাকে না।" পরক্ষণে পিজ্জার উপর ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ফেইরিটা।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। নিজেকেই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এল্ডির দিকে তাকালাম, "এল্ডি, আমাকে দেখে কি তোমার কাছে দানব মনে হচ্ছে?"

জোনাকির মতো দু'বার মিটমিট করে জ্বলে উঠল ফেইরিটা।

আমি আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "আচ্ছা। যাওয়ার আগে একটু পিজ্জা খাবে নাকি?"

আবারও দু'বার জ্বলে উঠল ফেইরিটা। এবার আগের চেয়ে উজ্জ্বল। তারপর অন্য ফেইরিদের মতো সে-ও পিজ্জার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি সেদিকে তাকিয়ে তৃতীয়বারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এরমধ্যে বিলি চলে আসল ওর কাজ শেষ করে। পিজ্জার ওপর ফেইরিদের হুমড়ি খেয়ে পড়তে দেখে বিলি হাসল। "পার্টি চলছে দেখা যায়!"

জবাবে আমিও হাসলাম। "বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকো না ওদিকে। ফেইরিদের আলো বেশিক্ষণ চোখে পড়লে ঘোরে পড়ে যেতে পারো।"

"আচ্ছা," বিলি বলল। "তো কী হলো এখানে? পেয়েছো যা দরকার ছিল?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম। "তুমি?"

বিলি কাঁধ ঝাঁকাল। "আরেকবার ওদের কাছে পেলে চিনতে পারব আশা করি। খুব বেশি গন্ধ পাইনি যদিও।"

"ঠিক আছে।"

"তো এখন দেরি করছি কী জন্য? যাওয়া যাক?"

এল্ডি পিজ্জা খাওয়া শেষ করে উড়ে এসে আমার নাকের ওপর বসল। বিলি সেদিকে তাকিয়ে ভ্রুঁ কুঁচকাল।

BanglaBook.org

"এ হলো আমাদের গাইড," আমি বললাম। "এল্ডি, ও হলো বিলি।"

এল্ডি দু'বার মিটমিট করল।

বিলি আবার ভ্রু কুঁচকাল। "তো কী করব এখন? প্ল্যান কী"

"উইন্টার লেডিকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আমি কথা বলব, তুমি পাহারা দেবে।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে।"

এল্ডি আমার নাক থেকে উড়ে গিয়ে সামনের দিকে আগাতে শুরু করল। ওর পেছন পেছন আমি আর বিলি হাঁটতে শুরু করলাম।

"হ্যারি?" বিলি হাঁটতে হাঁটতে বলল। "কোন ঝামেলা হতে পারে ওখানে?"

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথায় হাত দিলাম। মাথাব্যথাটা বাড়ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

এল্ডি আমাকে আর বিলিকে নিয়ে একের পর এক গলি ঘুরে একটা বিল্ডিংয়ের ফায়ার এস্কেপের সামনে নিয়ে আসল। প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে ঘুরতে হলো ওর পেছন পেছন। এর পরেরবার টুটটুটকে বলতে হবে এমন কাউকে গাইড দিতে যে গাড়িতে বসে পথ বাতলে দিতে পারবে, এভাবে গলির পর গলি হাঁটিয়ে মারবে না।

শিকাগোর মেট্রোরেলের মাটির নিচের টানেলগুলো বানানো হয়েছে খুব বেশিদিন হয়নি। ভালোমতো না চিনলে এই টানেলগুলো রীতিমতো গোলকধাঁধা বলা চলে। সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যায় টানেলগুলো আবার পরদিন ভোরে খুলে দেয়া হয়। বিল্ডিংটার পাশে এই টানেলে ঢোকার একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। বিল্ডিংটার নির্মাণকাজ এখনো শেষ হয়নি। জায়গাটা র‍্যানডোল্ফ এন্ড ওয়াবাশের কাছে।

ফায়ার এস্কেপটার পাশে নিচের টানেলে ঢোকার একটা ছোট টানেলের মতো দেখা যাচ্ছে। টানেলের মুখটা খোলাই আছে। এল্ডি সেদিকে এগিয়ে গেল।

রাতের অন্ধকার পুরোপুরি নেমে এসেছে এরমাঝে। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না ভেবে আমি আমার গলা থেকে রূপোর পেন্টাকল লকেটটা বের করে এনে তাতে কিছুটা শক্তি জমা করে নিলাম, আলোর দরকার হবে ভেতরে।

পেন্টাকলের এই বৃত্তের ভেতর পাঁচকোণাবিশিষ্ট তারা জাদুর প্রাচীণতম চিহ্নগুলোর একটি। পেন্টাকলটায় কিছুটা শক্তি জমা করে দিতে ওটা থেকে আলোক ছটা বের হতে লাগল। এল্ডি আর দেরি করল না, টানেলটায় ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন আমরাও টানেলের ভেতর ঢুকলাম। একের পর এক টানেলের ভেতর টানেল পার হয়ে শেষমেশ একটা গেটের কাছে এসে হাজির হলাম। গেটের সামনে একটা সাইন ঝোলানো 'বিপজ্জনক।' তবে গেটটা তালা মারা নয়।

আরও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট যাওয়ার পর অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসল।

BanglaBook.org

দেয়ালগুলো চেপে এসেছে অনেকখানি। এন্ডি একপাশের দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা বৃত্তের মতো উড়ে দেখাল।

"আচ্ছা," আমি বললাম। "এখান থেকে ভেতরে যেতে হবে তাহলে।"

"কীসের ভেতরে যাব?" বিলি বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

"পাতালপুরী,' আমি জবাব দিলাম। তারপর দ্রুত দেয়ালে হাতড়াতে শুরু করলাম। এখানে এমন কিছু একটা থাকার কথা যেটা চেপে ধরলে ভেতরে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে। এমন মসৃণ দেয়াল থাকার কথা না পুরোটা।

"পাতালপুরী মানে? এর আগে তো কখনো এমন কিছু শুনিনি।"

"আমিও জানতাম না। এখানে পাঁচ-ছয় বছর কাজ করার পর শুনেছি এটার কথা," আমি বললাম। "পাতালপুরীর ব্যাপারে জানতে হলে আগে শিকাগোর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে।"

বিলি হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখল। "বলো তাহলে।"

"এই শহরটা একটা জলাশয় আসলে," আমি বললাম। এখনো পাতালপুরীতে যাওয়ার দরজা খোলার মতো কিছু খুঁজে পাইনি, দেয়ালে হাতড়ে চলেছি। "লেক মিশিগানের সাথে আমরা এখন প্রায় একই সমান্তরালে আছি বলতে পারো। যখন শহরটা প্রথম বানানো হলো তখন প্রতি বছর শহরটা একটু একটু করে নিচের দিকে ডুবে যেতে লাগল। তখন শহরের স্থপতিরা একটা বুদ্ধি করল। বিল্ডিংগুলোর প্রধান প্রবেশপথ করতে লাগল সবার ওপরের তলায়। তো বিল্ডিংগুলো যখন ডুবে গেল তখন প্রবেশ পথটা সমতলে চলে এলো। এরপর ওই বিল্ডিংগুলোর ওপর আরেকটা করে বিল্ডিং তুলে ফেলা হলো। আর এই ওপরের বিল্ডিংগুলোই আমরা এখন দেখি শিকাগোতে।"

"আর রাস্তা?"

"একই কাজ করেছে। এক রাস্তার ওপর আরেক রাস্তা।"

"তাহলে এই শহরের নিচের শহরটাই তাহলে পাতালপুরী?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ, পাতালপুরী। শিকাগোর আশেপাশে সুড়ঙ্গের অভাব নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ম্যানহাটন প্রোজেক্টের নাম শুনেছো? পারমাণবিক বোমা নিয়ে গবেষণা করেছে এখানে।"

"বাহ্!" ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলল বিলি। "প্রায়ই আসো নাকি এখানে?"

BanglaBook.org

আমি মাথা নাড়লাম। "পাগল নাকি? দুনিয়ার সব খারাপ খারাপ জীবের বাস এখানে।"

বিলি ভ্রু কুঁচকাল। "যেমন?"

"অনেক কিছু থাকে এখানে। এমন সব সত্তা যাদের কখনো মাটির ওপরে দেখা যায় না। এমন অনেক কিছু যাদের সম্পর্কে জাদুকররাও ভালোভাবে জানে না। ভ্যাম্পায়াররা মাঝে মাঝে আশ্রয় নিতে আসে এখানে। ট্রলরা থাকে। অদ্ভুত সব গাছপালা দেখতে পাবে যেগুলোর নাম জানি না আমি। মাটির ওপরে ওসব কিছু নাই।"

বিলি ঠোঁট চেপে ভাবল কিছুক্ষণ। "তার মানে তুমি আমাদের বলতে গেলে নরকদর্শন করিয়ে আনতে যাচ্ছো এখন?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "খুব সম্ভবত পারমাণবিক বোমার রেডিয়েশনও আছে এখনো।"

"ঈশ্বর!"

"তুমিই না রোমাঞ্চ চাইছিলে?" আমি হেসে বললাম। দেয়ালে একটা ছোট গর্ত খুঁজে পেয়েছি। আস্তে করে চাপ দিলাম সেখানে। সাথে সাথে সামনের দেয়ালটা সরে গেল একপাশে। "এই তো!" খুশিমনে বললাম আমি। "ভেতরে যাবার রাস্তা পেয়ে গিয়েছি।"

বিলি ভেতরে পা বাড়াল। আমি ওর কাঁধ ধরে থামালাম। "দাঁড়াও, ভেতরে যাবার আগে কিছু জিনিস জানা দরকার তোমার।"

বিলি থেমে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

"ভেতরে একদল ফেইরির কাছে যাব আমরা। সব হলো সিধের ফেইরি, উইন্টার লেডির দলের লোক। ওরা তোমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে।"

"ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে মানে?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"চুক্তি করতে চাইবে তোমার সাথে," আমি বললাম। "বিভিন্ন জিনিস দিতে চাইবে তোমাকে। বিনিময়ে তোমার থেকে কিছু নিতে চাইবে।"

"কেন?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "জানি না। ওদের স্বভাব এটা। তোমার সাথে চুক্তি করে পরে তোমাকে এই চুক্তির ফাঁদে ফেলবে।"

বিলি ভ্রু কুঁচকাল। "সে জন্যই ওই ছোট্ট ফেইরিটা তোমার সাহায্য করল, তাই না? তুমি পিজ্জা দিয়েছো বিনিময়ে তোমাকে সাহায্য করেছে।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," আমি বললাম। "কিন্তু এখানে, ভেতরে ব্যাপারটা এতো সহজ হবে না। এখানে আমি ওকে পিজ্জা দিয়েছিলাম কিন্তু ভেতরে ওরা তোমাকে দেবে। তখন তুমি ওদের কাছে বাঁধা পড়ে যাবে আর ওরা পেয়ে যাবে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। টুটের মতো ছোটখাট ফেইরিদের সাথে চুক্তি করা এক জিনিস আর সিধের বড় বড় মাথাদের সাথে চুক্তি সম্পূর্ণ আরেক জিনিস। অনেক বিপজ্জনক কাজ এটা।"

বিলি কাঁধ ঝাঁকাল। "বুঝতে পেরেছি। চলো যাই।"

"কথা শেষ হয়নি এখনো। ওরা তোমাকে এইসব পিজ্জার মতো কিছু দিতে চাইবে না। ওরা সিধের লোক। জগতের সবচে সুন্দরতম সৃষ্টি ওরা। ওদের দেখে এমনিতেই মন ভুলে ফাঁদে পা দিয়ে দেবে তুমি।"

"মানে আমাকে প্রলোভন দেখাবে? যৌনতা টৌনতা আর কী?"

"যে কোন কিছু দেখে তোমার মাথা ঘুরে যেতে পারে। কামনীয়তা, সৌন্দর্য, খাবার, পারফিউম। কিন্তু ওরা যা-ই দিতে চাক না কেন তোমাকে, কোনমতেই সেটা গ্রহণ করবে না।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে। চলো, যাওয়া যাক।"

আমি বিলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তারপর মাথা ঝাঁকালাম। যতোটুকু বলেছি এরচেয়ে ভালভাবে বোধহয় ফেইরিদের ব্যাপারে আমার পক্ষে সাবধান করা সম্ভব না। আমি নিজেই তো ওদের ফাঁদে পড়ে আছি। বড় করে একটা শ্বাস নিলাম আমি। তারপর এল্ডির দিকে তাকালাম, "যাওয়া যাক।"

ছোট্ট ফেইরিটা সামনে আগাতে শুরু করল। দেয়ালের ওপাশে আরেকটা টানেল। সেটার ভেতর দিয়ে আগাতে থাকলাম আমরা। এদিকটা আরও বেশি অন্ধকার। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বাঁক নিয়ে টানেলটা শেষ হয়ে গেল। সামনে পাতালপুরী দেখা যাচ্ছে। বিলি বৃত্তাকার ভঙ্গিতে একবার উড়ে এসে ডানদিকে আগাতে শুরু করল।

মোটামুটি পাঁচ সেকেন্ডের জন্য এল্ডির ওপর থেকে কোন কারণে নজর সরে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। বিলি আমাকে ডেকে উঠল, "হ্যারি? ওটা কী?" অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে লাগল আমার এবারে।

আমি এক হাত তুলে বিলিকে থামার ইঙ্গিত দিলাম। "চোখ খোলা রাখ ভালমতো," আমি বললাম। "আমরা খুব সম্ভবত একাকী নই এখানে।"

BanglaBook.org

আলোর ওপাশের ছায়ার আড়াল থেকে একটা হিসহিস শব্দ ভেসে এলো। আমি আমার প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। তারপর স্পষ্ট গলায় বলতে শুরু করলাম, "আমি জাদুকর ড্রেসডেন, উইন্টার কোর্টের প্রতিনিধি। আমি উইন্টার লেডির সাথে দেখা করতে এসেছি এখানে, কোন ঝামেলায় জড়াতে আসিনি। পথ ছেড়ে দাও আমার। যেতে দাও আমাকে।"

"আমি জানি তুমি কে, জাদুকর," একটা হিংস্র কণ্ঠ ভেসে আসল অন্ধকার থেকে। এন্ডি ভয় পেয়ে আমার চুলের ভেতর গিয়ে লুকালো।

বিলি আর আমি একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। "কে তুমি?"

"আমি উইন্টার লেডির কর্মচারী," আমার ঠিক পেছন থেকে জবাবটা আসল এবারে। "তোমাকে নিরাপদে উইন্টার লেডির কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে আমাকে।"

আমি উল্টো ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখতে পেলাম একজোড়া জান্তব চোখ জ্বলজ্বল করছে। আমাদের থেকে প্রায় বিশ ফুটের মতো দূরে। বিলিও সোজা সেদিকে তাকিয়ে আছে। "আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, কে তুমি?"

এবারে জবাব আসল রাগন্বিত স্বরে। "আমার অনেক নাম আছে। অনেক পরিচয় আছে। শিকারি, পর্যবেক্ষক কিংবা পথপ্রদর্শক। আমার লেডি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন যেন আমি তোমাদের নিরাপদে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি।"

"রেগে গিয়ে কোন লাভ নেই," আমি বললাম। "নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করতে হবে সেটা তুমি বেশ ভালোমতোই জানো। তো আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, তুমি কে?"

এবারে আগের চেয়ে কিছুটা কোমল স্বরে জবাব আসল। "উইন্টার লেডি আমায় ডাকেন গ্রিমাল্কিন নামে। তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন আমি তার মা'র পাঠানো প্রতিনিধিকে তার কাছে নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারি।"

আমি চেপে রাখা দমটা ছাড়লাম এবারে। "ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক।"

গ্রিমাল্কিন আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। আমার পেন্টাকলের আলোটা দিয়ে ওর অবয়বটা ভালমতো বোঝা যাচ্ছে না। কেবল দেখতে পাচ্ছি একটা ছায়া আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সামনে আরেকটা আলো দেখতে পেলাম। একটা পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। গ্রিমাল্কিন দাঁড়িয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

"জাদুকর, এগিয়ে আসো আমার সাথে," গ্রিমাল্কিন বলল। "এগিয়ে আসো। উইন্টার লেডি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ঋতু পেরিয়ে যাচ্ছে, সময় খুব কম।"

আমি পায়ের ছাপটা ধরে গ্রিমাল্কিনের পেছন পেছন এগিয়ে গেলাম। পেছন পেছন বিলি আসতে লাগল। আলোটা মিলিয়ে গিয়েছে। আবার অন্ধকারে প্রবেশ করেছি।

"বুঝলাম না ব্যাপারটা," বিলি ফিসফিস করে বলল। "একই প্রশ্ন তিনবার করলে কেন?"

"এটা একরকম দায়বদ্ধতা বলতে পারো," আমিও ফিসফিস করে জবাব দিলাম। "ফেইরিরা এমনিতেই মিথ্যা বলতে পারে না। আর তিনবার তো কোনভাবেই না। তো তিনবার যদি একই জবাব আসে তো সেটা সত্য যদি নাও হয় তো তখন যে তিনবার ও কথা বলেছে তাকে সেই মিথ্যাটাকেই সত্য বানিয়ে নিতে হবে যে করেই হোক না কেন।"

"আচ্ছা," বিলি বলল। "তার মানে ওকে যদি সত্যি সত্যি আমাদের পথ দেখানোর জন্য না-ও এসে থাকে তুমি ওকে আমাদের পথ দেখানোর জন্য দায়বদ্ধ করে নিয়েছো। বুঝতে পেরেছি।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "আমি আসলে নিশ্চিত হতে চাইছিলাম গ্রিমাল্কিন ফেইরিদের কেউ কি না সে ব্যাপারে। ওরা এসব ব্যাপারে বেশ খুঁতখুতে, অল্পতেই রেগে যায়।"

"ওহ্!" বিলি বলল। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। "তো গ্রিমাল্কিনের উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়ে থাকে তো তুমি এমন করায় রেগে যাওয়ার কথা না ওর?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "আমি এখানে বন্ধু বানাতে আসিনি, বিলি। আমি একজন খুনিকে খুঁজতে এসেছি।"

"কুটনীতি বলে একটা কথা আছে, শুনেছো কোনদিন?" বিলি ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলল।

আরও প্রায় মিনিট বিশেকের মতো হাঁটতে হলো। গ্রিমাল্কিন বেশ আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছন পেছন আমরা। "আর কতদূর?" জিজ্ঞেস করলাম একসময়।

"খুব কাছে, প্রতিনিধি, খুব কাছে চলে এসেছি," গ্রিমাল্কিন সামনে থেকে জবাব দিল।

BanglaBook.org

ফেইরিটা ভুল বলেনি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসলাম। সামনে একটা ডোরওয়ে দেখা যাচ্ছে। কালোরঙা কাঠের তৈরি। ওক গাছের কাঠ হতে পারে, নিশ্চিত না। কাছে এগিয়ে গেলে পেন্টাকলটার আলোয় দেখতে পেলাম দরজাটা কারুকার্য করা। সিধের জিনিসপত্র এমন হয়।

"এটাই?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

আশেপাশে তাকিয়ে গ্রিমাল্কিনকে খোঁজার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না ওকে। "এটাই।"

"ওদের আচরণ ঠিক আন্তরিক না," বিলি আনমনে বিড়বিড় করে উঠল।

"গ্রীষ্মের আচরণ তুলনামূলকভাবে শীতের চেয়ে ভালো আছে," আমি বললাম।

"একটা ব্যাপার খোঁচাচ্ছে আমাকে, হ্যারি।"

"কী?"

"গ্রিমাল্কিন কিন্তু এখান থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে যাবে এমন কোন কথা একবারও বলেনি।"

আমি বিলির দিকে তাকালাম। এ ব্যাপারটা আগে ভেবে দেখিনি। ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীর জুড়ে। বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। বিলিকে ভয় পেতে দেয়া চলবে না এখন। কোন জবাব না দিয়ে দরজার দিকে ফিরলাম আমি। আস্তে করে তিনবার টোকা দিলাম।

নীরবতা গ্রাস করল আমাদের কিছুক্ষণের জন্য। তারপর দরজাটা খুলে গেল আস্তে করে, সাথে সাথে প্রচণ্ড আলোয় একরকম ঝলসে গেলাম আমরা। দরজার ওপাশটা প্রচণ্ড রঙিন লাগছে এতোক্ষণ অন্ধকারে থাকার কারণে।

উইন্টার কোর্টে কী কী থাকবে এ ব্যাপারে কী আশা করেছিলাম সে আমি জানি না। কিন্তু ভেতর থেকে যে রক মিউজিকের সুর ভেসে আসতে লাগল সেটা মোটেও আশা করিনি। ভেতরে দেখতে পেলাম কয়েকটা অবয়ব সেই মিউজিকের তালে তালে নাচছে।

"সাবধানে," আমি ফিসফিস করে বললাম। "গান শুনে আবার মোহে পড়ে যেয়ো না।" দরজাটা আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে আরও একটু খুলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঘরের ভেতরটা দেখে মনে হচ্ছে বিশের দশকের কোট হোটেলে চলে এসেছি। সম্ভবত পাতালপুরীতে ডেবে যাওয়ার আগে এটা হোটেলই ছিল।

BanglaBook.org

তবে আগে এটা যা-ই হয়ে থাকুক না কেন তখনও বেশ নাচ হতো ভেতরে। মার্বেলের মেঝের তৈরি ড্যান্সফ্লোরটা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে।

ছেলেমেয়ে সবাই চল্লিশের দশকের পোশাক পরে একসাথে নাচছে রক গানের তালে তালে। প্রায় সবার চুলের স্টাইলও সেই চল্লিশের দশকের মতোই। একটা সিধে মেয়েকে দেখতে পেলাম, নীলরঙা চুল। অন্যসবার চুলের রঙ রূপোলি নয়তো সোনালী। ছাদ থেকে আগত রঙিন আলো খেলা করছে পুরো ঘর জুড়ে। মনে হচ্ছে পুরো সিধে একসাথে নাচছে এখানে।

বিলি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে ছিল। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও লজ্জিত ভঙ্গিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

আমি নিজেও যে মেয়েটা থেকে নজর ফিরিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে, তা অস্বীকার করবো না। প্রায় বিশটার মতো জোড়া নাচছে ড্যান্সফ্লোরে। ওদের থেকে নজর সরিয়ে বলরুমের বাকিটুকু দেখতে লাগলাম।

একপাশে একটা মঞ্চের মতো, একদল মিউজিশিয়ান ওখানে জ্যামিং করছে। ওদের দেখে বেশ সাধারণ মনে হচ্ছে, সিধে না খুব সম্ভবত। ব্যান্ডে ছেলে-মেয়ে দুই লিঙ্গেরই লোক আছে। ওদের কাউকে দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে না খুব একটা সুখে আছে। যেন কতদিন খেতে না পেয়ে অভুক্ত, মলিন একটা চেহারা সবার। বেশ বোঝা যাচ্ছে সিধের কাছে বন্দি এরা।

মঞ্চটার উল্টোপাশে একটা চৌবাচ্চার মতো দেখা যাচ্ছে। ঠিক চৌবাচ্চা না, মনে হচ্ছে নিচ থেকে পানি এসে ঝরণার মতো বইছে সেখানে। কিন্তু আসলে কোন ঝরণা নেই। তারচেয়ে অদ্ভূত হলো পানির রঙ স্বচ্ছ বা রঙিন নয়, কালো। কে জানে, হয়তো পানিই না ওটা। নিজের অজান্তেই একবার শিউরে উঠলাম আমি।

ড্যান্স ফ্লোরের অপর পাশে বসার জায়গার মতো আছে। একটা সিটে একজন করে বসতে পারবে এমন। বেশ কয়েকটা টেবিলও আছে। অদ্ভূত ব্যাপার হলো, প্রতিটি টেবিলের উচ্চতা ভিন্ন। সবশেষে একটা বেশ বড় সাইজের ডিনার টেবিল। ওটার ওপাশে একটা বেশ বড় সিংহাসনের মতো চেয়ার। চেয়ারটা খালি, কেউ বসা নেই।

মঞ্চের ড্রামার বড় করে একটা রোলিং দিয়ে বাজনা থামাল।

বাজনার সাথে সাথে থেমে গেল সিধের সবার নাচও। লিড গিটারিস্ট মঞ্চের সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে সলো বাজাতে শুরু করল এবারে।

BanglaBook.org

বেশ সুন্দর একটা লিড তুলেছে লোকটা গিটারে। তবে আমার কাছে কিছু একটা অস্বাভাবিক মনে হতে লাগল। কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকার পর টের পেলাম ব্যাপারটা। লোকটার চামড়া ক্ষণে ক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টি ঘোর লাগা ভঙ্গিতে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। লিডটা শেষ করে নিজের জায়গায় যেন মূর্তির মতো জমে গেল লোকটা।

মিউজিক থেমে যাবার পর সিধের ভেতর একটা ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ল। লম্বামতো এক মেয়ে এগিয়ে গেল মিউজিশিয়ানদের দিকে। ওকে দেখে ম্যাবের হুবহু কার্বন কপি মনে হচ্ছে, কিন্তু এই মেয়েটা ম্যাব নয়।

ওর বয়স কম। এতো কম যে তাকে দেখে মনে কু-চিন্তা আসলে পরে সেটার জন্য অপরাধবোধে ভুগতে হবে। কিন্তু এতোটাও কম বয়স নয় যে সহজেই কু চিন্তা থেকে দূরে থাকা যাবে ওকে দেখে। লম্বা চুল, বেশ কয়েকটা শ্যাডে রঙ করা চুলগুলো। দেখতে বেশ দারুণ লাগছে। গাঢ় নীল রঙা লেদার প্যান্ট সাথে ম্যাচিং বুট। টাইট টিশার্ট, এতো বেশি টাইট যে স্তনের বোঁটা দুটো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

"সুধীবৃন্দ, চলুন আমাদের মিউজিশিয়ানদের দম ফেলার জন্য কিছু সময় দেয়া যাক। আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে দু'জন মানুষ।"

সিধের সবাই টেবিল আর চেয়ারগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়তে লাগল এক এক করে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার আর বিলির দু'জোড়া চোখ বাদে এখানে উপস্থিত সবক'টা চোখ এখন আমার দিকে নিবদ্ধ।

একটু পর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ড্যান্স ফ্লোর পার হয়ে বসার জায়গাটার কাছে এগিয়ে গেলাম। তারপর মেয়েটার সামনে মাথা নোয়ালাম সামান্য সম্মান দেখিয়ে। "আপনিই নিশ্চই উইন্টার লেডি, মেইভ?"

মেইভের মুখে হাসি ফুঁটল। গালের টোলজোড়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। "ঠিক ধরেছেন।"

"কী ক্ষমতাবলে আমি এখানে এসেছি সেটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন, লেডি?"

"অবশ্যই।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "আপনিই কি সামার নাইটের খুনের আয়োজন করেছিলেন?"

BanglaBook.org

পুরো ঘরময় একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ।

মেইভের মুখের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। একটু পর হো হো করে হাসতে শুরু করে দিল মেয়েটা, সাথে সাথে পুরো সিধে। পুরো ঘরময় এখন কেবল হাসির আওয়াজ।

"এ কারণেই আমার মানুষ এতো বেশি পছন্দ," বিড়বিড় করে বলল সে।

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। "শুনে ভাল লাগল," আমি বললাম। "আপনিই কি সামার নাইটের খুনের আয়োজন করেছিলেন?"

"যদি আমি করে থাকি তো আপনার কি মনে হয় আমি সেটা স্বীকার করে নেব?"

"আপনি প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করছেন," আমি গর্জে উঠলাম। "আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

মেইভ হাত দিয়ে মুখ চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা চালাল। "আমি আপনাকে এ ধরণের কোন তথ্য দিতে পারব না, জাদুকর ড্রেসডেন। এসব প্রশ্নের ক্ষমতা অনেক বেশি।"

"তার মানে?"

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা এবারে। "তার মানে হলো, আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাকেও কিছু দিতে হবে। আপনার প্রশ্নের উত্তরের মূল্য কতখানি আপনার কাছে?"

আমি হাত ভাঁজ করে বুকের ওপর রাখলাম। "মূল্য নিশ্চয়ই আপনার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে। নয়তো আমাকে এভাবে নিরাপদে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে যেতেন না।"

"বাহ্! বেশ দ্রুত ধরে ফেলেছেন," ফিসফিস করে বলল সে। "ভাল লাগল।" আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার সিংহাসনের সামান্য নিচে রাখা একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "দয়া করে বসুন," মুখে হাসি ফুঁটে ওঠেছে ওর আবার। "একটা চুক্তিতে আসা যাক।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

"আপিনি চাইছেন যেন আমি সিধের সাথে আরেকটা চুক্তি করি," আমি বললাম। ওদের প্রতি যে আমার প্রচণ্ড অবিশ্বাস জন্মে আছে সেটা লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না। "আমি যদি এখন অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়ি তো সেটা কি খুব বেশি খারাপ দেখাবে?"

"ঠিক কি কারণে আপনি এতোটা আনন্দিত হবেন যে একদম অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়বেন?"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "ঈশ্বর! আমি কোনমতেই আপনাদের সাথে আর কোন চুক্তিতে আসছি না, লেডি।"

মেইভের মুখের হাসিটা বিন্দুমাত্র মলিন হলো না। বাম হাত এগিয়ে দিয়ে ওর সামনের সিটটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। "জাদুকর, ভুলে যাবেন না যে আপনি কিছু একটা চাইছেন আমার থেকে। বিনিময়ে আমি কী চাই সেটা শুনলে নিশ্চই খুব ক্ষতি হয়ে যাবে না আপনার।"

"ওসব অনেক শুনেছি আমি। আর ওসব শোনার পর আমার জীবনটা একদম ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

"মি. ড্রেসডেন..."

"ধরে নিন আমি শুনতে চাইছি না," গর্জন করে উঠলাম আমি।

ওর চোখজোড়া শীতল হয়ে গেল হুট করে। "আমার মুড খারাপ করা আপনার জন্য মোটেও ভালো হবে না। আমার মুড এখন বেশ ভালো, সেটা খারাপ হয়ে গেলে এমন অনেক কিছু করে ফেলতে পারি যেসব আপনার জন্য মোটেও মঙ্গলকর হবে না।"

"হ্যারি," বিলি ফিসফিস করে বলল। "এরা তো দেখি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। এভাবে যদি খেলতে চায় ওরা তোমার সাথে তো আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।"

"হ্যাঁ, চলে যাওয়াটা বেশ ভাল বুদ্ধি। কিন্তু তাহলে তো আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পাব না।"

BanglaBook.org

আমি এগিয়ে গিয়ে মেইভের ইঙ্গিত করা আসনটায় গিয়ে বসলাম।

"ঠিক আছে," মেইভ বলল। "ছেলেটা যখন বলছে আর কোন কথার খেলায় যাব না।"

বিলি এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ল। "ঠিক আছে, লেডি। বলুন।"

মেইভ হাত শূন্যে হাত পাতল। সাথে সাথে একটা সোনালি তরলপূর্ণ গবলেট চলে এলো ওর হাতে। সেখান থেকে একটা চুমুক দিল সে। "প্রথমে, আমি আমার মূল্যটা বলছি।"

"মূল্যটা যেন কম হয়। আমার কাছে দেবার মতো খুব বেশি কিছু নেই।"

"ঠিক। আমি আপনার ওপর আমার অধিকার চাইতে পারব না। রাণী ম্যাব ইতিমধ্যে আপনাকে অধিকার করে নিয়েছেন। তো আমি যেটা চাইতে পারি..." ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়াল সে। "সেটা হলো আপনার উত্তরাধিকার।"

"কীহ্?"

"আপনার উত্তরাধিকার, জাদুকর," সে বলল। "আপনার সন্তান। আপনার প্রথম সন্তান। বিনিময়ে আপনি যে তথ্য চাইছেন তা দেব আমি।"

"সন্তান? আমার কোন সন্তান নেই।"

মেইভ হেসে উঠল। "এখন নেই। কিন্তু কীভাবে হওয়া যায় সেটা আয়োজন করা যাবে।"

"কী আয়োজন?" বিলি আমার কাছে ফিসফিস করে জানতে চাইল।

মেইভ হাতে একটা ইশারা করল। আমাদের সামনে থাকা চৌবাচ্চাটার পানি দু'ভাগ হয়ে গেল সাথে সাথে। একজন সিধে সেখানে হেঁটে গেল আস্তে করে। মেয়েটার সব পোশাক মুহূর্তের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পুরোপুরি নগ্ন এখন সে। দু'পাশের পানি খেলা করছে ওর পাশে। চুলগুলো কাঁধ ছাড়িয়ে এসেছে, ফর্সা চেহারা। অদ্ভুত সুন্দর। দু'হাত দু'পাশে মেলে দিল সে। নগ্ন শরীরটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। স্তনযুগল যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। মেইভের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়াল সামান্য মেয়েটা, তারপর আমার দিকে তাকাল।

প্রচণ্ড কামবাসনা জাগ্রত হচ্ছে আমার মাঝে। উপেক্ষা করা প্রচণ্ড কঠিন।

BanglaBook.org

বিলি ফিসফিস করে উঠল, "হ্যারি, আমি বোধহয় মরেই যাব।"

"মরবে না, ফেঁসে যাবে। ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে," আমি আস্তে করে বললাম। "পুরোটাই মোহ এখানে। সত্যি নয়।"

"আচ্ছা," বিলি বিড়বিড় করল। "এসব মোহ, সত্যি নয়।"

টেবিলে রাখা পানীয়র দিকে হাত বাড়াল বিলি। আমি দ্রুত ওর হাত টেনে ধরলাম। "না, কোন খাবার কিংবা পানীয় নয়। বিপজ্জনক হবে ব্যাপারটা।"

বিলি প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বসে পড়ল আবার। "ওহ্! হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। দুঃখিত।"

মেয়েটা চৌবাচ্চা থেকে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। হাঁটার তালে তালে ওর নিতম্ব দুলছে, আর দুলছে ওর স্তনযুগল। কাছে এগিয়ে আসার পর পারফিউমের গন্ধ নাকে আসল। অদ্ভূত মোহনীয়।

মেইভের দিকে তাকাল মেয়েটা, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "আদেশ করুন, লেডি।"

মেইভ ওর বাড়ানো হাতটা ধরল আলতো করে। "জেন," ফিসফিস করে বলল সে। "তুমি হ্যারি ড্রেসডেনের সন্তান ধারণ করবে?"

জেন হাসল। ওর ঝকঝকে সুন্দর দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। "আমি সম্মানিত বোধ করব।" আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল জেন। আমি বিলির দিকে একবার তাকিয়ে মেয়েটার হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সাথে সাথে বিলিও উঠে দাঁড়াল।

হাতটা শীতল। হাতের তালুর উল্টোপাশে একটা চুমু খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। ফিসফিস করে বললাম, "শুভ সন্ধ্যা।"

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। "একদম ভদ্র। উফ! আমি এমনটা আশা করিনি।" হাতটা নিজের কাছে ফেরত নিল। "আর লম্বা।" পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল আমাকে। "লম্বা ছেলেদের পছন্দ করি।"

আমি টের পেলাম আমার গালজোড়া লাল হয়ে গেয়েছে।

মেইভ আমার দিকে তাকাল, "জাদুকর, তোমার জন্য ওর সৌন্দর্য ঠিক আছে তো? তোমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই মানুষ ওর জন্য কতটা পাগল, ওর জন্য ছেলেদের হৃদয় কীভাবে কেঁপে ওঠে।"

BanglaBook.org

জেন মেইভের সিংহাসনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, মুখে স্নিগ্ধ হাসি। "কেন রাজি হচ্ছো না, জাদুকর?" মেইভ জিজ্ঞেস করল। "একজন ফেইরির সাথে রাত কাটানোর এমন সুযোগ কেউ হেলায় হারায়?"

আমি এক মুহূর্ত চুপ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা চালালাম। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "শুধু রাত কাটানোর ব্যাপার নয় এটা। আপনি চান যেন ও আমার সন্তানকে ধারণ করে, যে সন্তানকে আপনি নিজের কাছে রেখে দেবেন।"

মেইভের চোখজোড়া চকচক করে উঠল। "ওসব ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার মনের ক্ষুধাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে ক্ষুধা নিবারণ করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে।"

মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল আমার। ফর্সা পা আর সুডৌল স্তনযুগল যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নিজেকে সামলে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার। কামবাসনায় পড়ে যাচ্ছি বারংবার। অনেক কষ্টে নজর ফিরিয়ে মেইভের দিকে তাকালাম।

মেইভের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। "তোমার বোধহয় ওকে পছন্দ হচ্ছে না। আমাকে কেমন লাগে? হু?" জেন মেইভের কাছে ঝুঁকে এসে ওর ঠোঁটে চুমু খেল। চুমু খাওয়ার সময় মেইভ শীৎকারের ভঙ্গিতে গুঙিয়ে উঠল একবার। "নিজেকে এভাবে বেঁধে রেখো না, জাদুকর।"

নগ্ন একটা কাম বাসনা বয়ে চলেছে আমার শরীর জুড়ে। দু'জন ফেইরিই প্রচণ্ড সুন্দরি। যদি ওদের সাথে এ চুক্তি মেনে নেই তো আজকের রাতটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাত হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

"আমি, আমি আসলে..." বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলাম। "আমি আসলে কখনো ভাবিনি এমন কিছু আমার সাথে..."

"জাদুকর," মেইভ থামিয়ে দিল আমাকে। "আমি তোমার চোখে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার সমস্যা কী জানো? তুমি বড় বেশি ভাবো। এখন ভাবা বাদ দিয়ে আমাদের সাথে আসো।"

মনের ভেতর থেকে কোন একটা অংশ আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি এখানে একটা তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। এই তথ্যটা আমার জন্য প্রচণ্ড দরকার। আর তাছাড়া ওরা তো তেমন খারাপ কিছু করতে বলছে না। কোন

BanglaBook.org

ক্ষতি করবে না ওরা আমার। বরং আমাকে একটা স্বরণীয় রাত উপহার দিতে যাচ্ছে। চুক্তিটা করে ফেলাই ভাল হবে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে সামনের টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাঁপা হাতে একটা ক্রিস্টালের জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢাললাম। মেইভের মুখের হাসিটা আরও উজ্জ্বল হলো।

"হ্যারি," বিলি দ্বিধান্বিত স্বরে ডেকে উঠল। "তুমি না একটু আগে বললে এদের থেকে কোন খাবার বা পানীয় নেয়া যাবে না?"

আমি জগটা নামিয়ে রেখে গ্লাসটা তুললাম এবার।

জেন মেইভের একদম গা ঘেঁষে দাড়িয়ে আছে। "ওরা কখনো পাল্টায় না, তাই না?" বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা।

"না," মেইভ জবাব দিল। "সব ছেলে একই রকম। ওরা সবাই কামের ফাঁদে পড়ে।"

আমি আমার প্যান্টের বোতাম খুলে গ্লাসের ঠান্ডা পানিটা ঢেলে দিলাম ওখানে।

আশেপাশের সবাই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। পানিটা প্রচণ্ড ঠান্ডা হওয়ায় আমার গোপনাঙ্গ একদম চুপসে গেল সাথে সাথে। আর মুহূর্তের মধ্যে আমার ওপর থেকে সব মোহর প্রভাবও কেটে গেল। মোহের জায়গাটা এখন দখল করে নিচ্ছে রাগ, প্রচণ্ড রাগ। প্যান্টের বোতাম লাগিয়ে মেইভের দিকে ফিরলাম। "দুঃখিত, মেইভ। কিন্তু তোমার দেয়া প্রস্তাবটায় দুটো সমস্যা আছে।"

মেইভের মুখ শক্ত হয়ে গেল। "কী কী সমস্যা?"

"প্রথমত। আমি তোমার হাতে কোন বাচ্চা তুলে দিতে যাচ্ছি না। আমার তো নয়ই, অন্য কারও বাচ্চাও না। এখন তো দেবই না, ভবিষ্যতেও দেব না। তোমার ঘটে সামান্য পরিমাণ বুদ্ধি থাকলে সেটা জানা থাকার কথা তোমার।"

মেইভের মুখে রাগের আভা দেখা দিতে শুরু করল। গর্জে উঠল মেয়েটা, "তোমার সাহস–"

"চুপ করো," আমিও গর্জে উঠলাম। এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম যে ঘরময় প্রতিধ্বনি হতে লাগল কথাটার। "আমার কথা শেষ হয়নি এখনো।"

মেইভ এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি মাত্র ওকে থাপ্পড়

BanglaBook.org

মেরেছি। বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকাল ও, নিজের চোখ-কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

"আমি এখানে তোমার দাওয়াত আর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছি। তোমার অতিথি আমি। কিন্তু তারপরও তুমি আমাকে মোহে আটকে ফেলে কামের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছো।" বিলির দিকে এক কদম এগিয়ে গেলাম আমি। "এসব ঝুটঝামেলা করার মতো সময় নেই আমার হাতে। আর আমাকে ভয় দেখিয়েও কোন লাভ নেই, লেডি," আমি বললাম। "আমি এখানে কেবল আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এসেছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে কোণঠাসা করে ফেলতে চেয়েছো। এবার আমার পালা, আমিও ছেড়ে কথা বলব না একদম।"

মেইভের চেহারা থেকে রাগ স্বরে গেল হঠাৎ। ঠোঁট চেপে ধরে নিজের সিংহাসনে হেলান দিল ও। "যেমনটা ভেবেছিলেম, সহজে পটানো যাবে না তোমাকে।"

নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল এবার। "আমি আগেই বলেছিলাম, মেইভ। তোমার আরেকটু ভদ্র আচরণ করা উচিত ছিল। যে লোক রেড কোর্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে সে লোককে এতো সহজে বাগে আনতে পারবে না।" বলরুমের দরজা খুলে লোকটা ভেতরে ঢুকল। তারপর চেয়ারগুলো পাশ কাটিয়ে মেইভের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

লোকটার বয়স ত্রিশের মতো হবে। ছয় ফুটের মতো লম্বা। পরনে কালো জিন্সের প্যান্ট, সাদা টিশার্ট আর তার ওপর লেদারের জ্যাকেট। মুখ আর টি-শার্টের কিছুটা অংশে কালচে লাল দাগ লেগে আছে।

কাছে এগিয়ে আসার পর লোকটার দিকে আরেকটু ভাল করে নজর দিলাম। গলায় একটা পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। মুখের কয়েকটা অংশে চামড়া ঝলসে গিয়েছে। ভ্রুর একটা অংশ পুড়ে গিয়ে থকথকে মাংস বেরিয়ে আসছে প্রায়। মনে হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগেই আগুনে ঝলসে গেছে লোকটা। সিংহাসনের কাছে গিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসে একটা বাক্স মেইভের দিকে এগিয়ে দিল ও।

"হয়ে গেছে?" মেইভ জিজ্ঞেস করল। "এতো সময় লাগল কেন?"

"যতোটা সহজ বলেছিলে ওতোটা সহজ ছিল না কাজটা। তবে করেছি।"

BanglaBook.org

বাক্সটা নিয়ে আমার দিকে তাকাল মেইভ। "জাদুকর, ইনি হলেন আমার নাইট, লয়েড স্ল্যাট।"

স্ল্যাট আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। "কী অবস্থা?"

"অধৈর্য অবস্থা," আমি বিড়বিড় করে বললাম। তবে আমিও মাথা ঝাঁকালাম সামান্য ওর প্রতি। "আপনিই তাহলে উইন্টার নাইট?"

"হ্যাঁ, আর আপনি নিশ্চয়ই উইন্টারের প্রতিনিধি? তদন্ত করতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি রোনাল্ড রুউয়েলকে খুন করেছেন?"

স্ল্যাট জোরে হেসে উঠল। "ঈশ্বর! ড্রেসডেন, এসব প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করার মানে আছে?"

"আপনি ওকে খুন করেছেন?" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

স্ল্যাট কাঁধ ঝাঁকাল। "না। সত্যি কথা বলতে ওকে মারতে পারতাম কি না সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি।"

"ওর বয়স হয়ে গিয়েছিল," আমি বললাম।

"অনেক জাদুকরই তো বয়স্ক," স্ল্যাট বলল। "ওর সাথে লড়তে গেলে কোনঠাসা করে ফেলতে পারতাম হয়তো। কিন্তু খুন করা অন্য ব্যাপার।"

স্ল্যাটের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেইভ হঠাৎ রাগে হিসহিসিয়ে উঠে ওর কাঁধে লাথি মেরে বসল। লাথি খেয়ে স্ল্যাট রীতিমতো উড়ে গিয়ে সামনে রাখা চেয়ার টেবিলগুলোর কাছে পড়ল। ওখানে বসে থাকা সিধেরা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সরে গেল।

মেইভ জেনকে ওর পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাক্সটার ভেতর একটা ছুরি বের করে এনেছে উইন্টার লেডি। ছুরিটা তুলে ধরল মেইভ। ফলার কাছে কাল হয়ে আছে ছুরিটা। মনে হচ্ছে সসের মতো কিছু একটা পুড়ে গিয়ে লেগে আছে ফলার সাথে। "গাধা কোথাকার," মেইভ হিসিয়ে উঠল। "এটা দিয়ে কী করব? একটা কাজ ভালো মতো করতে পারো না। কোন কাজে আসবে না এখন এটা আমার।"

স্ল্যাটের দিকে ছুরিটা ছুড়ে দিল মেইভ। স্ল্যাট আস্তে করে ছুরিটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেইভের মুখোমুখি হলো। স্ল্যাটের চোখে রীতিমতো আগুন জ্বলছে রাগে। মেইভের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল স্ল্যাট।

BanglaBook.org

মেইভ ওর ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য কোন ভাষায় কিছু একটা বলল। সাথে সাথে মনে হলো যেন পুরো ঘরের তাপমাত্রা অন্তত পক্ষে চল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গিয়েছে। আবার কিছু একটা বিড়বিড় করে বলল মেইভ। সাথে সাথে ওর হাত থেকে একটা সাদা তুষারের মতো কিছু একটা স্ল্যাটের দিকে ছুটে গেল।

তুষারটা সোজা স্ল্যাটের শরীরে গিয়ে ধাক্কা খেল। কেঁপে উঠল লোকটা। ওর পোড়া দাগগুলো ধীরে ধীরে প্রথমে নীল তারপর বেগুনি শেষটায় কাল হয়ে গেল। স্ল্যাটের ঠোঁট থেকে একটা ছোটখাট গর্জন বের হয়ে আসল। ওর পুরো শরীর যেন জমে গিয়েছে। অনেক কষ্টে মেইভের দিকে আরও একটু এগিয়ে আসল লোকটা।

মেইভ বাম হাত সামনে বাড়িয়ে দিল এবারে। প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল। সেই বাতাস ভেদ করে স্ল্যাট আবারও এগিয়ে আসার চেষ্টা করল সামনের দিকে। কিন্তু পারল না। শেষটায় এক কদম পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল বাতাসের ধাক্কায়।

"শান্ত করো ওকে," মেইভ বিড়বিড় করে বলল।

জেন দ্রুত স্ল্যাটের কাছে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুরু করল। স্ল্যাটের চোখ রাগে, ঘৃণায় আরও লাল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর যেন রাজ্যের ঘুম নেমে আসতে লাগল চোখজোড়ায়। জেন আলতো করে ওর হাত স্ল্যাটের জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে জ্যাকেটটা খুলে আনল। তারপর একে একে স্ল্যাটের টি শার্ট আর প্যান্ট।

স্ল্যাট ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ছে মেঝেতে। জেনও ওর সাথে আস্তে করে শুয়ে পড়ল। এখনো ওর মুখটা স্ল্যাটের কানের কাছে নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে চলেছে।

মেইভ ওর হাত নামিয়ে নিল। বাতাস আর তাপমাত্রা দুটোই স্বাভাবিক হয়ে গেল সাথে সাথে। তারপর আবার নিজের সিংহাসনে বসে পড়ল সে।

"কী হলো এটা?" বিলি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

"কোনকিছু নিয়ে মুবিরোধ হয়েছে মনে হয়," আমি বিড়বিড় করে জবাব দিলাম। "উঠে পড়ো। আর থাকা যাবে না এখানে।"

BanglaBook.org

মেইভ আমার দিকে তাকাল আবার। "আমাদের চুক্তি এখনো হয়নি, জাদুকর।"

"কিন্তু আমার কথা বলা হয়ে গিয়েছে।"

"আমি তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিইনি এখনো।"

"উত্তর তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার আর জানা লাগবে না তোমার উত্তর।"

"জানা লাগবে না?" মেইভ জিজ্ঞেস করল।

"জানা লাগবে না?" বিলিও একই প্রশ্ন করল।

আমি স্ল্যাট আর জেনের দিকে তাকালাম এক মুহূর্তের জন্য। "নিজের নাইটের সাথে কী আচরণ করলে সেটা তো নিজ চোখেই দেখলাম আমি।" বিলিকে নিয়ে আগাতে শুরু করে দিলাম একইসাথে। "আর তাছাড়া, তুমি বেপরোয়া, বদমেজাজী। রুউয়েলকে যেভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে সেরকমভাবে একটা খুন করার জন্য ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করতে হয়। তোমার পক্ষে অমন সম্ভব না।"

টের পেলাম পেছন থেকে মেইভ ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

"আমি তোমাকে চলে যাবার অনুমতি দিইনি, জাদুকর," পেছন থেকে বলল সে।

"আমি অনুমতি চাইনি।"

"এই বেয়াদবি আমি সহজে ভুলব না।"

"আমি বোধহয় ভুলে যাব," আমি বললাম। "এমন অনেক হয়েছে আগে আমার সাথে। বিলি, চলো। দাঁড়িয়ে আছো কেন?"

বিলিকে নিয়ে বের হয়ে গেলাম আমি। আমরা বের হওয়ার সাথে সাথে পেছনে দরজাটা জোরে শব্দ করে লেগে গেল। নিকষ কালো অন্ধকার নেমে চারপাশে। আমি দ্রুত আমার অ্যামুলেটটা বের করে আনলাম আলো জ্বালানোর জন্য।

আলো জ্বালার পর টের পেলাম দরজাটা আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দরজাটা যেখানে ছিল সেখানে এখন কেবল একটা পাথরের দেয়াল। বিলি বিস্মিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। "দরজাটা কোথায় গেল?"

আমি দেয়ালে হাত রাখলাম। নাহ্, নকল বলে মনে হচ্ছে না। দরজাটা

BanglaBook.org

একদম হাওয়া হয়ে গিয়েছে। "দরজাটা সম্ভবত অন্য কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল আমাদের। এখন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

"টেলিপোর্টের মতো?"

"অনেকটা। নেভারনেভারে প্রবেশ করার দরজা ছিল ওটা খুব সম্ভবত," আমি বললাম। "আর নয়তো নেভারনেভার ব্যবহার করে পৃথিবীর অন্য কোথাও যাওয়ার দরজা ছিল ওটা।"

"ভেতরে একদম ভড়কে গিয়েছিলাম। যখন তাপমাত্রা নামিয়ে দিল ওভাবে...আমি জীবনে কোনদিন অমন কিছু দেখিনি।"

"বাজে, খুব বাজে," আমি বললাম। "স্ল্যাটের ওপর ওর এমনিতেই অধিকার আছে। অথচ তারপরও ওকে সামলাতে গিয়ে মেইভ পুরো ঘরের তাপমাত্রা নামিয়ে দিয়েছে। একটা বাচ্চাও ওর চেয়ে ভাল করতে পারবে।"

বিলি হেসে ফেলল। "যা দেখলাম ভেতরে তাতে যে কারও আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার কথা। আর তুমি এখান ওকে একটা বাচ্চার সাথে তুলনা করছো?"

"তো?" আমি বললাম। "ও শক্তিশালী এটা স্বীকার করছি। কিন্তু শক্তিশালী হওয়াই সব না।"

বিলি আমার দিকে তাকাল। "তুমি অমন কিছু করতে পারবে?"

"আমি সম্ভবত আগুন ব্যবহার করতাম তুষার ব্যবহার না করে।"

বিলি প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। "তোমার কি আসলেই মনে হয় মেইভ খুন করেনি?"

"হ্যাঁ," আমি জবাব দিলাম। "খুনটা এমনভাবে করা হয়েছে যেন দেখে মনে হয় দুর্ঘটনা। মেইভের যেমন বদমেজাজী আর একরোখা স্বভাব তাতে ওর পক্ষে এমনভাবে খুন করা সম্ভব না।"

"আর স্ল্যাটের ব্যাপারে কী মনে হয়?"

আমি মাথা নাড়লাম। "ওর ব্যাপারে নিশ্চিত না এখনো। ও মানুষ, ফেইরি না। চাইলেই আমাদের কাছে মিথ্যা বলতে পারে সে। তবে আমার যা জানা দরকার ছিল সেটা জেনে গিয়েছি। বরং দুটো জিনিস আরও বেশি জেনেছি।"

"তো এখন বিরক্ত মনে হচ্ছে কেন তোমাকে?"

"কারণ প্রশ্ন আরও বেড়ে চলেছে। সবাই তাড়াতাড়ি করতে বলছে।

BanglaBook.org

সময় ফুরিয়ে আসছে বলছে। ফেইরিরা এমন করে না সাধারণত। ওরা অমর, সময় নিয়ে ওদের কোন তাড়া নেই। কিন্তু ম্যাব আর গ্রিমাল্কিন দু'জনই আমাকে দ্রুত কাজ করতে বলেছে। মেইভও সোজাসুজি এমন একটা জিনিস দিতে চেয়েছে যেন সহজে রাজি হয়ে যাই। তাড়া না থাকলে দর কষাকষি করার চেষ্টা করতো, শুরুতেই জেন বা নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইতো না।"

"কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো করার কারণ?"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "কিছু একটা ঘটছে। আমি যদি খুনিকে খুঁজে বের করতে না পারি তো সামার কোর্ট আর উইন্টার কোর্ট একে অপরের সাথে যুদ্ধে জড়াতে পারে।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন বের হব কীভাবে এখান থেকে?"

"এল্ডি?" আমি ডাকলাম। আমার চুলের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা আলোক কণা বের হয়ে আসল। "গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?"

ফেইরিটা দু'বার জ্বলে উঠল। আমি আমার এমুলেটটা সামনে বাড়িয়ে ধরে এল্ডির পিছু পিছু আগাতে শুরু করলাম।

পাতালপুরী থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমার আর বিলির মাঝে আর কোন কথা হলো না। গলির পর গলি ধরে হেঁটে শেষে আমার নীল বিটল গাড়িটার কাছে এসে হাজির হলাম।

গাড়ির কাছাকাছি চলে আসার পর বিলি হঠাৎ আমার হাত ধরে থামাল। "হ্যারি, সাবধান।"

একটা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এখন আমরা। আমাদের পাশে থাকা একটা টিনের ময়লার ঝুড়িতে লাথি বসাল বিলি। ময়লার ঝুড়িটা লাথি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। ব্যথায় কেউ একজন গুঙিয়ে উঠল ভেতর থেকে। বিলি এগিয়ে গিয়ে ঝুড়িটার ডালা খুলল।

আমি কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে আবার অ্যামুলেটটা বের করে আনলাম। "বিলি," জিজ্ঞেস করলাম। "কী হয়েছে?"

পর মুহূর্তে কেউ একজ পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে ধরল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলাম আমি। "অ্যামুলেটটা ফেলে দিয়ে ছেলেটাকে থামতে বলো, জাদুকর। নয়তো ঘাড় ভেঙে ফেলব একদম।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

এই প্রথমবারের মতো টের পেলাম, কেউ ঘাড় চেপে ধরে শূন্যে তুললে প্রচণ্ড ব্যথা করে। আমি হাত ছোড়াছুড়ি করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। তারপর বিফল হয়ে চেঁচালাম, "বিলি, ছেড়ে দাও।"

বিলি ফর্সামতো ঝুড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসা ফর্সামতো মোটামুটি বাগমতো পেয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। আমার ডাক শুনে ছেড়ে দিল। ছেলেটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের মুখোমুখি হলো। এবারে চিনতে পারলাম ছেলেটাকে, ফিক্স। বেচারার বাদামি স্যুটটা ছিঁড়ে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়।

বিলি ফিক্সের দিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে ফিরল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "হ্যারি? সাহায্য লাগবে?"

"এক মিনিট দাঁড়াও," কোনমতে বললাম আমি। তারপর যে ঘাড় ধরে রেখেছে তাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচালাম। "এই, ছাড়ো আমায়। ফিক্সকে ছেড়ে দিয়েছে বিলি।"

আমার ঘাড়টা আস্তে করে ছেড়ে দিল সে। মাটিতে পা ফিরে পেলাম আবার আমি। বিলির দিকে এক কদম এগিয়ে ফিরে যে মেয়েটা আমার ঘাড় ধরে ছিল তার দিকে তাকালাম।

যেমনটা ভেবেছিলাম, সেই লম্বা আর পেশীবহুল মেয়েটা। শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যাকে দেখেছিলাম। "ফিক্স? ঠিক আছো তুমি?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

"ঠোঁট কেটে গেছে সামান্য, আহামরি কিছু না," ছোটখাট ছেলেটা জবাব দিল।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"কে তুমি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার নাম, মেরিল," মেয়েটা বলল, একদম শান্ত গলায়। "আপনাকে তখন মেরে ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলার জন্য ক্ষমা করবেন, মি. ড্রেসডেন।"

BanglaBook.org

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "তুমি নিশ্চিত তো যে ঠিক মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছো, মেরিল? আমার কাছে কেউ কোনদিন কোন কিছুর জন্য ক্ষমা চায় না কখনো।"

এক হাতে মুখের সামনে ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো সরিয়ে কানের পিছে গুঁজে দিল সে। "আমি সত্যি দুঃখিত। আমি অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তখন। কিছু না ভেবেই অমন কান্ড করে ফেলেছি।"

আমি বিলির সাথে চোখাচোখি করলাম একবার। "আহ্! ঠিক আছে। কিন্তু এভাবে অন্ধকার গলিতে আমার সাথে ছিনতাইকারীদের মতো আচরণ করার পর ক্ষমা চাইলে তখন সেটা কতটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনায় সেটাও একবার ভেবে দেখা উচিত তোমার।"

"আমি আসলে আপনাকে খুঁজে পাওয়ার আর কোন রাস্তা না পেয়ে শেষে আপনার গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিলাম।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। ঘাড়ে এখনো ব্যথা করছে। হাত দিয়ে কিছুক্ষণ মালিশ করলাম সেখানে। "ক্ষমা করে দিলাম তবে। এখন তাহলে যাই, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

"একটু দাঁড়ান, প্লিজ," দ্রুত বলে উঠল মেয়েটা। কণ্ঠে কিছুটা আতঙ্ক মিশে আছে।

আমি হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলাম।

"আপনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলা দরকার, এক মিনিট সময় দিলেই হবে।" বড় একটা শ্বাস নিল সে। "আপনার সাহায্য লাগবে আমার।"

তা তো লাগবেই।

"খুব জরুরি।"

তা তো বটে।

আমার আবার মাথাব্যথা শুরু হচ্ছে। "মেরিল, আমি এমনিতেই এখন অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত।"

"আমি জানি," সে বলল। "রনের মৃত্যুর তদন্ত করছেন আপনি। আমার বিশ্বাস আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব এ ব্যাপারে।"

"তুমি রুউয়েলের ঘনিষ্ঠ কেউ ছিলে?"

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল। "আমি, ফিক্স, এইস আর লিলি।"

আমার রুউয়েলের ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। "লিলি? সবুজ চুলওয়ালা মেয়েটা? সুন্দর করে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ।"

"এইস কোথায়?"

"শেষকৃত্যের পর একটা কাজে আটকে গিয়েছে ও। আর লিলির ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলা দরকার। লিলিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা বিপদে পড়েছে মেয়েটা।"

শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে ওদের যে কথোপকথনটা শুনে ছিলাম সেটা একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিলাম। "কে তুমি?"

"বললাম তো, আমার নাম, মেরিল।"

"ঠিক আছে, মেরিল। তুমি কী?"

"বুঝলাম না প্রশ্নটা," বিড়বিড় করে বলল সে। "তবে উত্তরটা বোধহয়...আমি চোরা। আমরা সবাই চোরা।"

"কী?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "চোরা বা চ্যাঙ্গেলিং," বিলিকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। "অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ফেইরি।"

"তার মানে?" বিলি আবার জিজ্ঞেস করল।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "তার মানে হলো ওকে মানুষ বা ফেইরির মধ্যে যে কোন একটা জীবন বেছে নিতে হবে একসময়।"

"হ্যাঁ," মেয়েটা বলল। "আর সেটা বেছে না নেয়া পর্যন্ত আমি আমার ফেইরি বাবার অধীনে থাকব। উইন্টারের অধীনে। বাকিরাও। এ জন্যই আমরা সবসময় একসাথে থাকি।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "ওহ্!"

"মেরিল," আমি বললাম। "তোমার কেন মনে হচ্ছে তোমার বান্ধবী বিপদে আছে?"

"ও খুব একটা স্বাধীনচেতা স্বভাবের নয়, মি. ড্রেসডেন। আমরা একসাথে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। নিজেকে কীভাবে সামলাতে হয় সে ব্যাপারে খুব ভালো ধারণা নেই ওর। সেজন্য অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে খুব বেশি যায় না ও।"

"ওর কী হয়েছে বলে মনে হয় তোমার?"

"উইন্টার নাইট।"

বিলি ভ্রু কুঁচকাল। "সে কেন নিজের কোর্টের কারও ক্ষতি করতে যাবে?"

BanglaBook.org

মেরিল জোরে হেসে উঠল। তবে হাসিটাকে আনন্দের হাসি বলা যাবে না কোনমতে। "কারণ ওর কাছে লিলির একটা জিনিস ছিল। সে ওর ক্ষতি করতে পারে, খুন করতে পারে। মেইভ যখন ওকে থামতে বলেছিল তখন তো রেগেমেগে একাকার অবস্থা। আর একবার তো রন চলে যাবার পর..." কথাটা শেষ করতে পারল না মেয়েটা। আস্তে করে কাঁদো কাঁদো মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

"এর সাথে রনের কী সম্পর্ক?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"রন আমাদের সুরক্ষা দিচ্ছিল। মেইভ আমাদের নেহায়েত আনন্দ পাওয়ার জন্য নানাভাবে নির্যাতন করছিল। আমরা জানতাম না কোথায়, কীভাবে পালাব। এমন সময় রন আমাদের নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব ওর কাঁধে তুলে নেয়। উইন্টারের কারও সাধ্য ছিল না ওকে ডিঙিয়ে আমাদের কোন ক্ষতি করে।"

"আর তোমার ফেইরি বাবা?" বিলি জিজ্ঞেস করল। "সে তোমাদের জন্য কিছু করেনি?"

মেরিল শূন্য দৃষ্টিতে বিলির দিকে তাকাল। "আমার মা'কে একটা ট্রল ধর্ষণ করেছিল। সে কিচ্ছু করতে পারেনি। তার যদি কিছু করার ক্ষমতা থাকতও, তারপরও সে মেইভকে ডিঙিয়ে কিছু করতে যেতো না। আমার বাবার ধারণা, মা'কে যে সে ওখানেই খুন করে আসেনি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

"আমি দুঃখিত," বিলি বলল।

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "আর এখন যেহেতু সামার নাইট নেই, তোমার ধারণা ওরা লিলিকে ধরে ফেলেছে?"

"কেউ একজন আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছিল," মেরিল বলল। "দেখে মনে হয় ভেতরে ধস্তাধস্তি হয়েছে।"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "পুলিশে খবর দিয়েছিলে?"

মেয়েটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। "হ্যাঁ, দিয়েছি তো। তারপর সব খুলে বলেছি। একজন ফেইরি এসে এখান থেকে আধা-মানুষ আধা-ফেইরি একজনকে ধরে ফেইরিল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছে। ওরা খুব জোরেশোরে তদন্ত করছে।"

রসিকতাটা গায়ে মাখলাম না আমি। "ওকে যে অতিপ্রাকৃত কিছু

BanglaBook.org

অপহরণ করেছে সে নিশ্চয়তা তুমি দিতে পারবে না। একজন মানুষকে এ কাজের জন্য রাজি করানো কোন ব্যাপার না ওদের কাছে।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। "যেটাই হোক, মেয়েটা বিপদে আছে।"

"তো তুমি আমার থেকে ঠিক কী চাইছো?"

"তাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করুন, মি. ড্রেসডেন। প্লিজ।"

আমি চোখ বন্ধ করলাম। আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই, শক্তি নেই এমনকি এই ব্যাপারে আর চিন্তা করার মতো অবস্থাও নেই। ভাল হবে যদি আস্তে করে ওর প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়ে ব্যাপারটা একদম ভুলে যাই। "আমার হাতে সময় নেই," আমি বললাম। নিজেকে একটা পাষন্ড মনে হলো কথাটা বলার সময়। চোরা মেয়েটার দিকে তাকাতে পারলাম না। "আমি নিজে প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে আছি এখন। নিজেকে বাঁচাতে পারব কি না সে নিশ্চয়তাই এখন আমার কাছে নেই। আমি দুঃখিত।"

আমি উল্টো ঘুরলাম চলে যাবার জন্য। কিন্তু মেরিল দ্রুত আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। "দাঁড়ান।"

"আমি বললাম তো। আমি তোমাদের কোন সাহায্য করার মতো অবস্থায়–"

"আমি আপনাকে পারিশ্রমিক দেব," মেরিল বলল।

ও হ্যাঁ, টাকা।

অফিস আর অ্যাপার্টমেন্টটা হারাতে বসেছি আমি ভাড়া দিতে না পেরে। আর ফেইরিদের কাজ করে দিয়েও কোন টাকা পয়সা পাব না। অনেকগুলো বিল ভরতে হবে, বাজারসদাই করতে হবে।

আমি মাথা নাড়লাম আবার। "দেখো, মেরিল, আমি যদি সাহায্য করতে পারতাম–"

"আমি দ্বিগুণ ফি দেব," দ্রুত বলে উঠল মেয়েটা।

দ্বিগুণ! আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম আমি।

"তিন গুণ," মেয়েটা বলল। পকেটে হাত দিয়ে একটা খাম বের করল সাথে। "সাথে এক হাজার ডলার ক্যাশ, এখন, মগদ।"

আমি ফিক্সের দিকে তাকালাম। বেচারা এখনো দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেরিলের দিকে তাকালাম আবার। মাথা নিচু করে আমার জবাবের অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা আরও ভালো করে চিন্তা করতে লাগলাম। এই অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে যদি মারা যাই তো তখন এই এক হাজার ডলার আর খরচ করা হবে না আমার। কিন্তু অন্যদিকে যদি বেঁচে যাই তো এই টাকাটা খুব দরকার পড়বে আমার।

কাজটা আমার দরকার। কিন্তু আমার বেঁচে থাকাটাও তো জরুরি। আমার জন্য যদি এতোটা মরিয়া হয়ে থাকে ওরা তো তার মানে আমি বাদে ওদের হাতে আর কোন রাস্তাও খোলা নেই।

আর তাছাড়া ওদের কাছে টাকা আছে।

"ধুর! ধ্যাৎ, ধ্যাৎ, ধ্যাৎ," বিড়বিড় করে বললাম আমি। তারপর খামটা নিলাম হাত বাড়িয়ে। "ঠিক আছে, আমি দেখব আমি কী করতে পারি। কিন্তু কোন কথা দিতে পারব না এই মুহূর্তে।"

মেরিল এতোক্ষণ ধরে চেপে রাখা নিশ্বাসটা ফেলল। "ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, মি. ড্রেসডেন।"

"হ্যাঁ," আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তারপর পকেটে থেকে আমার বিজনেস কার্ড বের করে আনলাম একটা। "এখানে আমার অফিসের নাম্বার আছে। ওখানে একটা ফোন করে কীভাবে তোমাদের খোঁজ পাব সেটা জানিয়ে রেখো।"

মেয়েটা কার্ড হাতে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। "আমি জানি না আপনার পুরো ফি আমি একবারে দিতে পারব কি না। কিন্তু আমি যথা সম্ভব চেষ্টা করব যতো কম সময়ের মধ্যে সেটা দিতে পারি।"

"এ ব্যাপারে পরে চিন্তা করলেও হবে," আমি বললাম। "যখন আমরা সবাই বিপদমুক্ত থাকব তখন নাহয় সেটা নিয়ে ভাবব।" তারপর ওর আর ফিক্সের দিকে তাকিয়ে মাথা করে হাঁটতে শুরু করলাম।

পার্কিং লটে একটা মাত্র গাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমার নীল রঙা বিটলটা। কেউ চুরি করেনি! কী অদ্ভুত!

"তো এখন কী করবে?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"মার্ফিকে একটা ফোন করব। দেখি ও ব্লেয়েড স্ল্যাটের ব্যাপারে কী জানাতে পারে।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "আমি কোন সাহায্য করতে পারি?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, পারো," হাসিমুখে বললাম। "বাড়ি গিয়ে হাসপাতালগুলোতে ফোন করো। দেখো মর্গে কোন সবুজচুলো মেয়ের লাশ পাওয়া যায় কি না।"

"তো তোমার ধারণা সে মারা গিয়েছে?"

"মারা গেলে ল্যাঠা চুকে যায়। আর কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না আমাদের।"

বিলি কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "মর্গগুলোতে যে ফোন করব, শিকাগোতে তো মর্গের অভাব নাই। লাখ লাখ মর্গ আছে।"

"প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন্সের দুনিয়ায় স্বাগতম," আমি হেসে বললাম।

"ঠিক আছে," বিলি বলল। "আমার গাড়িটা পরের ব্লকে রেখে এসেছি। আমি যাই তাহলে। কাজ শেষ করে তোমাকে জানাচ্ছি আমি।"

"ঠিক আছে। আমি সম্ভবত আমার বাসাতেই থাকব। যদি না থাকি তো তুমি জানো কী করতে হবে।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "সাবধানে থেকো।" তারপর ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল।

আমি পকেট থেকে চাবি বের করে বিটলটার দিকে আগাতে শুরু করলাম।

গাড়ির একদম কাছে চলে আসার পর রক্তের গন্ধ পেলাম। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম প্যাসেঞ্জার সিটে মানুষের মতো একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম।

এলাইন গাড়ি থেকে গড়িয়ে সোজা পার্কিং লটে পড়ে গেল। ওর টিশার্ট জুড়ে রক্ত থক থক করছে। রূপোর পেন্টাকলটা জ্বলজ্বল করছে। চোখমুখ একদম সাদা হয়ে আছে। মারা গেল না তো!

আমার দুটো হার্টবিট মিস হলো। দ্রুত উবু হয়ে বসে ওর গলায় হাত দিলাম। পালস আছে, খুব দুর্বল কিন্তু আছে। "হ্যারি?" দুর্বল গলায় ফিসফিস করে বলল মেয়েটা।

"আমি চলে এসেছি, এলাইন। আমি চলে এসেছি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

এলাইনের ক্ষতগুলো পরীক্ষা করলাম প্রথমে। বেশিরভাগ আঘাত ওর পিঠে। বাম কাঁধের পাশে। রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। বাইরের দিকের রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারলাম কোনমতে কিন্তু যদি ভেতরেও রক্তক্ষরণ হতে থাকে তাহলে আমার হাতে খুব বেশি কিছু করার মতো থাকবে না।

কেউ সাহায্য করতেও আসছে না আমাকে এ মুহূর্তে। হাসপাতালে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ডাক্তার ছাড়া কারও সাধ্য নেই ওকে ঠিক করার এখন। দ্রুত ওকে গাড়িতে তুললাম। তারপর চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। "এলাইন, আরেকটু সহ্য করো," ফিসফিস করে বললাম আমি। "হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমি তোমাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এলাইন আস্তে করে মাথা নাড়ল। "না, না! অনেক বিপজ্জনক।"

"তোমার ক্ষত অনেক গভীর। ডাক্তার লাগবে। ভয় পেয়ো না। আমি থাকব তোমার সাথে।"

চোখ বন্ধ করে ছিল মেয়েটা। অনেক কষ্টে চোখ খুলল ও। "না, হাসপাতালে না। ওরা আমাকে খুঁজে বের করে ফেলবে তাহলে।"

গাড়ি আগে বাড়াতে শুরু করলাম আমি। "তো কী করতে বলো তুমি, এলাইন?"

আবার চোখ বন্ধ করল সে। গলার স্বর আরও দুর্বল হয়ে আসছে। "অরোরা...সামার...রথচাইল্ড হোটেল। পেছনের দিকে একটা এলিভেটর আছে। ও সাহায্য করবে আমাকে।"

"সামার লেডি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "পাগল হয়েছো তুমি?"

মেয়েটা কোন উত্তর দিতে পারল না, তার আগেই জ্ঞান হারাল। আর কোন উপায় নেই। এক্সিলেটরে যতো জোরে চেপে ধরা যায় চেপে ধরলাম। দ্রুত পৌঁছাতে হবে।

"রথচাইল্ড হোটেল," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "আরও ফেইরি!"

হোটেলটা লেক মিশিগানের পাশে। কতক্ষণ লাগল সেখানে পৌঁছাতে আমি জানি না। মনে হলো অনন্তকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে

BanglaBook.org

এলাইনকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর দ্রুত হোটেলের পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

সাহায্যের জন্য কিছু একটা খুঁজছি। সেটা একজন মানুষ হতে পারে, একটা স্ট্রেচার হতে পারে আবার একটা সাইনবোর্ডও হতে পারে যেখানে লেখা থাকবে 'ফেইরিদের সামার কোর্ট এই দিকে।'

এলাইন ধীরে ধীরে আরও নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে জ্ঞান হারাচ্ছে আবার ফিরে পাচ্ছে। একবার মনে হলো ওর কথা শোনা ঠিক হয়নি। এরচেয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে বোধহয় ভালো করতাম।

হোটেলটার পেছন দিকে প্রচণ্ড অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। ওকে আস্তে করে নামিয়ে রাখার জন্য উবু হলাম। পেন্টাকলটা বের করে আলো জ্বালাতে পারি যেন। ওকে নামিয়ে রাখার প্রায় সাথে সাথে এলিভেটরের দরজা দু'পাশে খুলে গেল। আলোর দেখা পেলাম ভেতরে।

দরজায় একটা মেয়ে দাঁড়ানো। পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হবে উচ্চতা। নীল টিশার্ট আর সাদা রঙের ওভারওল পরা। আমাকে এভাবে এলাইনের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

"তাড়াতাড়ি আসুন," একরকম চিৎকার করে বলল সে। "লেডির কাছে নিয়ে যেতে হবে ওকে।"

আমি দ্রুত এলাইনকে আবার কোলে তুলে নিয়ে এলিভেটরের ভেতরে চলে এলাম। খেয়াল করলাম এলিভেটরটায় কোন বাটন নেই বরং সেখানে কি-হোল কয়েকটা। মেয়েটা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে একটা কি-হোলে ঢুকিয়ে মোচড় দিল। এলিভেটরটা চলতে শুরু করল সাথে সাথে।

"এলার কী হয়েছে?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

এলা? "আমার গাড়িতে এ অবস্থায় পেয়েছি ওকে। ও-ই বলল এখানে নিয়ে আসতে।"

"ঈশ্বর!" মেয়েটা আমার মুখের দিকে তাকাল। "আপনি উইন্টারের সাথে, তাই না?"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "আপনি কীভাবে জানলেন?"

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকাল। "বোঝা যায়।"

"আপাতত উইন্টারের সাথে। শুধু এখনকার মতো। আমাকে ফ্রিল্যান্সার বলতে পারো।"

BanglaBook.org

"হয়তো। কিন্তু উইন্টারের এজেন্ট মানে উইন্টারের এজেন্টই। আপনি সত্যিই ওর সাথে যেতে চান সামারের কাছে?"

"না," আমি সোজাসাপটা স্বীকার করে নিলাম। "কিন্তু এলাইনকে একা ছাড়ছি না আমি। অন্তত যতোক্ষণ পর্যন্ত ও নিরাপদ কি না নিশ্চিত না হতে পারছি।"

মেয়েটা চোখ ওল্টালো। "ওহ্!"

মনে হলো অনন্তকাল ধরে এলিভেটরটা চলছে। আরও একটু জোরে চলতে পারে না এটা? ধুর!

অনেকক্ষণ পর থামল এলিভেটরটা। যে জায়গাটায় আসলাম সেটা সম্ভবত হোটেলের ছাদ। গাছপালায় ভর্তি ছাদটা। দেখে মনে হচ্ছে কোন রেইনফরেস্টে এসে হাজির হয়েছি। নিচ থেকে শিকাগো শহরের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আকাশে রূপোলি চাঁদ আর খোলা হাওয়া। অপার্থিব সুন্দর একটা পরিবেশ।

"ভাগ্য ভালো আমি তখন বের হতে যাচ্ছিলাম। এদিকে আসুন," মেয়েটা বলল। তারপর গাছপালার ভেতরে একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। আমি ওর পেছন পেছন আগাতে শুরু করলাম এলাইনকে নিয়ে।

খুব বেশিক্ষণ হাঁটতে হলো না। একটা বাগানমতো জায়গার সামনে এসে থামলাম আমরা। ঠিক মাঝখানে একটা সুইমিং পুলের মতো। চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে ওটার মাঝখানটায়। তার ওপাশে একটা সিংহাসনের মতো। সিংহাসনটা গাছের তৈরি। জীবন্ত গাছ। বনসাইয়ের মতো মনে হচ্ছে অনেকটা।

এখানে সেখানে অনেককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ছোটখাট একটা লোক পোর্ট্রেটের মতো কিছু একটা আঁকছে। তার একটু দূরে একটা লম্বামতো লোক আরেকটা শুকনা করে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারুণ্যের পরিপূর্ণতা আর সাদা চুল দেখে মনে হচ্ছে লম্বা লোকটাও সিধের কেউ একজন হবে। আর মেয়েটা একটা একটা তীর ছোঁড়ার অনুশীলন করছে। ওদের থেকে দূরে অন্যপাশে আরেকজনকে দেখতে পেলাম হাতুড়ি দিয়ে একটা পাথরের মূর্তি বানাচ্ছে। কিছুক্ষণ থেমে একটা বোতল থেকে পানি খেল ও। একটু ভালোভাবে খেয়াল করার পর টের পেলাম যাকে দেখছি সে আসলে মানুষ না। ওর শরীরের ওপরের অর্ধেক মানুষের মতো হলেও নিচের অর্ধেক ঘোড়ার মতো। ওটা একটা সেনট্যর।

BanglaBook.org

"কোথায় তিনি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "সামার লেডি কোথায়?"

সেনট্যরটা আমার দিকে তাকাল। বাতাসে গন্ধ কয়েকবার শুঁকল তারপর হাতুড়িটা তুলে আমার দিকে ছুটে এলো। "উইন্টারের গন্ধ পাচ্ছি কেন আমি এখানে? ও এখানে থাকতে পারবে না।"

আমার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এলাইনকে আরেকটু চেপে ধরলাম নিজের দিকে। সেনট্যরটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এক্ষুনি খুন করে ফেলবে আমাকে। "আস্তে, ভাই। আস্তে। আমি এখানে কোন ঝামেলা পাকাতে আসিনি।"

সেনট্যরটা গর্জে উঠল। "আমাদের প্রতিনিধি রক্তাক্ত হয়ে তোমার কাঁধে পড়ে আছে আর তুমি বলছো তুমি ঝামেলা পাকাতে আসো নাই?"

লম্বা লোকটা এবার ডেকে উঠল। "কোরিক, থামো।"

সেনট্যরটা এক কদম পিছিয়ে গেল। "তালোস, মাই লর্ড," বিরক্ত স্বরে বলল সে। "ওর এই বেয়াদবি সহ্য করা ঠিক হবে না।"

"থামো। গোলমাল দরকার নাই কোন," সিধে লর্ড ধমক লাগাল।

"কিন্তু লর্ড–"

সিধে লর্ড আমার আর সেনট্যরটার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে সেনট্যরটার মুখোমুখি হলো। লর্ডের পরনে গাঢ় সবুজ রঙা ট্রাউজার আর সাদা লিনেনের শার্ট। কোন কথা বলল না লোকটা। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকায় লোকটার চেহারাও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সেনট্যরটার মুখ দেখতে পেলাম, মলিন হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। মাথা নিচু করে অন্যদিকে চলে গেল সে। তবে যাওয়ার সময় ওর শক্ত পদক্ষেপ দেখে বোঝা গেল ওটার রাগ কমেনি বরং বেড়েছে আরও।

সিধের লর্ড, তালোস আমার দিকে ফিরে শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। "আশা করি আপনি কোরিককে ক্ষমা করে দেবেন। আপনি তো হ্যারি ড্রেসডেন?"

"হ্যাঁ, তবে মনে হচ্ছে আর বেশিদিন ড্রেসডেন হয়ে থাকা যাবে না। সবাই যেভাবে তেড়ে আসছে মারার জন্য!"

তালোস হেসে উঠল। "তাহলে তো পরিচয় বদলে ফেলার আগেই আপনার সাথে পরিচিত হতে হয়। আপনার নিরাপত্তা এখন আমার দায়িত্ব। আমি তালোস, সামার কোর্টের লর্ড মার্শাল।"

BanglaBook.org

"পরিচিত হয়ে ভালো লাগল," আমি বললাম। "এখন এই মেয়েটার জীবন বাঁচাতে একটু সাহায্য করবেন?"

তালোসের মুখ থেকে হাসি মুছে গেল এবারে। "আমার পক্ষে যতোটুকু করা সম্ভব আমি করব।" পেছন ফিরে একটা ইঙ্গিত করল সিধে লর্ড।

সাথে সাথে বাগানের গাছগুলো থেকে পাতা ঝড়ে পড়ে একটা মেঘের মতো হলো প্রথমে। এবারে মেঘটা একপাশে একটা সুইমিং পুলের পাশে সরে গিয়ে একটা বিছানায় পরিণত হয়ে গেল। তালোস আমার কাছে এগিয়ে এসে এলাইনকে আস্তে আমার থেকে ওর কোলে নিয়ে বিছানাটায় শুইয়ে দিল। তারপর ঝুঁকে ওকে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

"বেশ দুর্বল," একদম নিচু স্বরে বলল সে। "শরীর ঠান্ডা হয়ে আছে। কিন্তু এখনো শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি ওর। ঠিক হয়ে যাবে অল্প সময়ের মধ্যে।"

"ক্ষমা করবেন কিন্তু আপনাদের সময়জ্ঞান প্রচণ্ড বাজে। আপনার লেডিকে ডেকে আনুন দয়া করে।"

তালোস অনুভূতিহীন চেহারা নিয়ে আমার দিকে তাকাল। "আমি তাড়া দিলেই তো আর সূর্য তার সময়ের আগে উঠবে না। লেডির যখন আসার কথা তখনই আসবেন তিনি।"

টের পেলাম রাগে পুরো শরীর থর থর করে কাঁপছে। অনেক কষ্টে নিজের রাগ সামলে নিলাম আমি। আমার হাত ধরল এমন সময় কেউ। তাকিয়ে দেখতে পেলাম এলিভেটরের সেই মেয়েটা।

"স্যার, আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসব? কোন পানীয় বা খাবার? মানুষের খাবার, অন্য কিছু নয়।"

"এখন না," গর্জে উঠলাম আমি। "এলাইনের দেখাশোনার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু না।"

এলাইনের পাশ থেকে তালোস ভ্রু কুঁচকাল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আপনার যেমন ইচ্ছে।" এলাইনের কপালে হাত রাখল সে এরপর। "আমার খুব বেশি ক্ষমতা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি আমি যতোক্ষণ আছি ততোক্ষণে ওর অবস্থা যদি ভালো নাও হয়, এরচেয়ে খারাপ হবে না।"

তালোসের হাতে শক্তির স্ফুরণ দেখতে পেলাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যে এলাইনের সাদা হয়ে যাওয়া চেহারাটা রঙ ফিরে পেতে শুরু করল আবার।

BanglaBook.org

একটু পর চোখ পিটপিট করতে লাগল মেয়েটা তারপর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল।

"তালোস ওকে লেডি না আসা পর্যন্ত ওকে দেখে রাখবে," মেয়েটা বলল। "উনি অনেক বছর ধরে এলার অভিভাবক হয়ে আছেন।" আমার হাত আবার ধরল মেয়েটা। "দয়া করে কিছু খেয়ে নিন। একজন অতিথী আমাদের কাছে এসে না খেয়ে আছে এটা আমাদের জন্য অপমানজনক।"

প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে আমার সেটা মোটেও অস্বীকার করতে পারব না। খালিপেটে কম দৌঁড়াদৌড়ি তো আর করিনি। পেটে মোচড় দিচ্ছে। আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম আমি। মেয়েটা আমাকে নিয়ে একদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের বাক্স থেকে কোকের ক্যান বের করে হাতে ধরিয়ে দিল। সাথে একটা পট্যাটো চিপসের প্যাকেট। ফেইরিজাত কোন কিছু না। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

"টার্কিশ সাব চলবে?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল। "এই মুহূর্তে এরচেয়ে বেশি কিছু করতে পারছি না, দুঃখিত"

"দৌঁড়াবে," আমি বললাম। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। যা খাচ্ছি তাই অমৃত লাগছে। আমার নিরাপত্তা তালোসের দায়িত্ব এখন। কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

আমি খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর মেয়েটা একটা কাদামাটির মূর্তি বের করে আনল কোথা থেকে। মূর্তির অবয়বটা একটা মেয়ের। কয়েকটা অংশ এখনো ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সেটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিল মেয়েটা।

"এলার কী হয়েছে?" একটু পর মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

"জানলে তো ভালোই হতো," খেতে খেতে জবাব দিলাম আমি। "আমার গাড়িতে ওই অবস্থায় পেয়েছি ওকে। সেই আমাকে এখানে নিয়ে আসতে বলল।"

"কেন নিয়ে আসলেন?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করল। "মানে, আপনি তো এখন সামারের শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে এই না যে উইচটার আমার বন্ধু," আমি মাথা নেড়ে বললাম। কোকের ক্যানে একটা চুমুক দিলাম। খেতে খেতে মূর্তিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। পরিচিত মনে হচ্ছে চেহারাটা কিন্তু চিনতে

BanglaBook.org

পারছি না। কোথাও দেখেছি আমি আগে। স্যান্ডউইচটায় আরেকটা কামড় দেয়ার পর মনে পড়ল কোথায় দেখেছি। "এটা লিলি না?"

মেয়েটা ভ্রু কুঁচকাল। "আপনি চেনেন ওকে?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম। "মেয়েটা তো চোরা, তাই না?"

মেয়েটা কাজ করতে করতেই মাথা ঝাঁকাল। "উইন্টারের চোরা, কিন্তু ওদের কাছে যায়নি। ওকে রোনাল্ড নিরাপত্তা দিচ্ছিল। আমাদের জন্য কাজও করেছে কিছু। মডেল হিসেবে আর কী।" বাগানের কারিগরদের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। "এমন বেশ কয়েকটা মূর্তির জন্য মডেল হয়েছিল ও।"

আমি বাগানে নজর বুলিয়ে আরও দুটো মার্বেলের মূর্তি দেখতে পেলাম লিলির মতো দেখতে। একটায় হাটুঁ গেড়ে বসে আছে এক কাপ চা হাতে, বিষন্ন একটা ভঙ্গি। আরেকটায় এক আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাচের ভঙ্গিতে। "দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ পছন্দ করতো কাজটা।"

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল। "মেয়েটা খুব ভাল।"

"হারিয়ে গিয়েছে," আমি বললাম।

মেয়েটা ভ্রু কুঁচকাল। "হারিয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, ওর রুমমেট আমাকে ওকে খুঁজে দেবার জন্য অনুরোধ করেছে। গত দু'দিনে কোথাও দেখেছো ওকে?"

"এখানে আসেনি। এখানে বাদে আর কোথাও কখনো দেখা হয়নি ওর সাথে। দুঃখিত।"

"আচ্ছা," আমি বললাম।

"ওকে কেন খুঁজছেন?"

"বললাম তো, ওর রুমমেট আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল। আমি সাহায্য করতে রাজি হয়েছি।" আসলে তো টাকার জন্য রাজি হয়েছি–মনে মনে অপরাধবোধ জমতে লাগল। মেরিলের দেয়া খামটা অনুভব করতে পারলাম পকেটে। "কিন্তু এ সপ্তাহে আমি বেশ ব্যস্ত, দেখি কী করা যায়।"

কাদা দিয়ে মেয়েটা লিলির মূর্তির হাতটা ঠিক করছে এখন। "আপনার মতো নম্র কেউ উইন্টারের হয়ে কাজ করে এমন আগে কখনো দেখিনি। ম্যাবের প্রতিনিধিরা সাধারণত বেশ হিংস্র প্রকৃতির হয়।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "ম্যাব আমার কাছে খুনি খোঁজার কাজ দিতে এসেছিল। আমার এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা আছে।"

BanglaBook.org

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল। "তারপরও, আপনাকে বেশ ভদ্র বলে মনে হচ্ছে ; মনে হচ্ছে আপনাকে উইন্টার কোনভাবে কব্জা করে রেখেছে।"

আমা চাবানো থামিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। "ঈশ্বর!"

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাল। "হুমম?"

আমি সাবওয়ে স্যান্ডউইচটা নামিয়ে রাখলাম। "আপনিই তিনি। আপনিই সামার লেডি।"

মেয়েটার মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে সামান্য মাথা ঝোঁকালেন তিনি। এতোক্ষণ খেয়াল করিনি। এবারে দেখতে পেলাম ওর চুলগুলো সিধের অন্যদের মতো ধবধবে সাদা।

"আমাকে অরোরা বলে ডাকবেন," সামার লেডি বলল।

"আহ্, হ্যাঁ! আচ্ছা," আমি বললাম। তারপর আধখাওয়া স্যান্ডউইচটা শেষ করলাম। "আপনি আমার সাথে এভাবে খেলা বন্ধ করে এলাইনকে সাহায্য করবেন দয়া করে, অরোরা?"

এলাইনের দিকে তাকাল সামার লেডি। "নির্ভর করবে।"

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। "কীসের ওপর?"

সামার লেডি ওর চোখজোড়া আমার ওপর নিবদ্ধ করল। "আপনার ওপর।"

"দয়া করে আমাকে নিয়ে এভাবে খেলা বন্ধ করুন," আমি ফিসফিস করে বললাম। "আমি আর পারছি না।"

"আপনার কি মনে হয় আপনার সাথে মজা করছি আমি, মি. ড্রেসডেন? খেলছি আপনার সাথে?"

"না, খেলছেন না।"

সামার লেডি মাথা নাড়ল। "ভুল ধরেছেন। খেলছি। কিন্তু অন্যদের মতো নই আমি। আমি আপনাকে খেলার নিয়ম বলে দেব ঠিকই। কেন আপনাকে এই কাজের জন্য পছন্দ করল ম্যাব, জাদুকর? আপনি জানেন সেটা?"

"না।"

"আমিও জানি না," সে বলল। "আর এটাই আমার খেলার অংশ। কেন আপনাকে পছন্দ করল? অবশ্যই আপনার থেকে এমন কিছু আশা করছে ম্যাব যেটা অন্য কারও থেকে পাবে না। হয়তো আপনি এলাকে নিয়ে এখানে আসবেন–এটাই চাইছিল সে।"

BanglaBook.org

"তাতে কী আসে যায়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "এলাইনের অবস্থা শোচনীয়। আপনার প্রতিনিধি আপনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত হয়েছে। এখন কি আপনার উচিত নয় তাকে সুস্থ করে তোলা?"

"কিন্তু উইন্টার যদি সেটাই চেয়ে থাকে তাহলে খেলায় হেরে যাব না আমি? হ্যাঁ, আমি সামার কুইনদের একজন হতে পারি কিন্তু তারপরও আমাকে আমার ক্ষমতা ব্যবহার করার সময় সাবধান থাকতে হয়।"

"মেইভ কিন্তু এভাবে ভাবে না।"

"অবশ্যই না," সে জবাব দিল। "কারণ সে হলো উইন্টার। হিংস্র, দয়াহীন।"

"আর আপনার সেনেট্যর তো ভদ্রতার চূড়ান্ত নমুনা।"

অরোরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "আমি আশা করব আপনি কোরিকের বদমেজাজী স্বভাবটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। "আসলে ও খুব বাজে একটা পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে। আমি চাই আপনার আর আমার মাঝে স্বচ্ছতা থাকুক।"

"আচ্ছা," আমি বললাম। "সেজন্যই তাহলে আমাকে মানুষের খাবার খাওয়াচ্ছেন, যেন স্বচ্ছতা থাকে আমাদের মাঝে?"

"হ্যাঁ," অরোরা জবাব দিল। "আপনার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার।"

"বেশ।" ফেইরিরা মিথ্যা বলে না। কাজেই খাওয়া থামালাম না আমি। "দেখুন, আমি এখানে আপনার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আমি শুধু চাই আপনি এলাইনকে সাহায্য করুন।"

"আমি জানি," সে জবাব দিল। "আমি আপনাকে বিশ্বাস করি কিন্তু ভরসা করি না।"

"আমাকে ভরসা না করার কারণ?"

"আমি আপনাকে দেখেছি," সে জবাব দিল। "আপনি একজন মার্সেনারি। আপনাকে যে ভাড়া করে আপনি তার হয়ে কাজ করেন।"

"হ্যাঁ। কারণ আমাকে ভাড়া বিল চুকাতে–"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। হাত তুলে থামিয়ে দেয়া হলো আমাকে। "আপনি ডিমনদের সাথে চুক্তি করেছেন।"

"নিকেল আর ডাইম টাইম নিয়ে। আহামরি কিছু–"

BanglaBook.org

"আপনি নিজের সত্তাকে লিয়ানাসিধের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন ক্ষমতার জন্য।"

"আমার বয়স কম ছিল তখন, অনেক বোকা ছিলাম। আর বিপদে পড়ে–"

আমার চোখের দিকে তাকাল এবার সে। "আপনি খুন করেছেন।"

আমি নজর ফিরিয়ে নিলাম। বলার মতো আর তেমন কিছু নেই আমার কাছে। পেট ভরে গিয়েছে মোটামুটি। অবশিষ্ট খাবারটুকু ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

অরোরা আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "একদম শুরু থেকে আপনি কেবল ধ্বংসাত্মক কাজ করে গিয়েছেন। খুনি হয়ে উঠেছেন। কাউকে গডমাদার বা গডফাদার কেন করা হয় জানেন, মি. ড্রেসডেন?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম। ক্লান্তি লাগছে। "গডফাদার বা গডমাদারের দায়িত্ব থাকে তাদের গডচাইল্ডকে নৈতিক শিক্ষা দেয়া।"

"ঠিক," সে জবাব দিল। "আর আপনার গডমাদার, আপনার শিক্ষক এবং গাইড হলো এমন একজন যাকে ম্যাবের কোর্টের সবচেয়ে হিংস্র ফেইরি হিসেবে গণ্য করা হয়। মেইভের চেয়েও বেশি হিংস্র। ম্যাবের পর ওর ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি উইন্টার কোর্টে।"

আমি হেসে উঠলাম। "শিক্ষক? গাইড? আপনার ধারণা লিয়া আমার শিক্ষক ছিল? গাইড ছিল?"

"ছিল না?"

"লিয়া কোন দরকার না পড়লে আমার দিকে কোনদিন ফিরেও তাকায়নি," আমি বললাম। "ওর থেকে একটা জিনিসই কেবল শিখেছি আমি। সেটা হলো, ওর থেকে বাঁচতে হলে আমাকে ওর থেকেও শক্তিশালী হতে হবে, স্মার্ট হতে হবে আর থাকতে হবে প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি।"

অরোরা আমার দিকে একটু এগিয়ে আসল। শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। "একদম দুর্বলদের চিত্তকেও কীভাবে পাথরের মতো শক্ত করে ফেলে ওরা! এটাই উইন্টারের কাজ। এটাই শিখেছেন আপনি। আর এজন্যই আপনি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন। বুঝতে পারছেন না সেটা?"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক কদম সরে আসলাম। অরোরা কিছু বলল না। একটা বোলে হাত ধুয়ে নিল সে।

BanglaBook.org

"আপনি যদি এলাইনকে সাহায্য না করেন তো বলে দিন। আমি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।"

"আপনার কি মনে হয় আমার ওকে সাহায্য করা উচিত?"

"উচিত কি অনুচিত তাতে আমার কিছু যায় আসে না," আমি বললাম। "আমি শুধু চাই ও সুস্থ হয়ে উঠুক। সেটা আপনার মাধ্যমে হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন দ্রুত নিন।"

"আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আপনার সিদ্ধান্ত নেয়া বাকি।"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম পরের প্রশ্নটা করার আগে। "মানে?"

"এই বাগানে যে দু'জন মানুষ প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে এলাইন সবচেয়ে বেশি বিক্ষত নয়, মি. ড্রেসডেন। আপনি সবচেয়ে বেশি বিক্ষত।"

"আমার হালকা কাঁটাছেড়া আর আঁচড় পড়েছে কেবল..."

আমার দিকে এগিয়ে আসল সে। "আমি সে ক্ষতের কথা বলিনি।" আমার বুকের বামপাশে হাত রাখল সে। হাতটা উষ্ণ। মনে হলো আমার শ্বাস আগের চেয়ে আরও অনেক পরিস্কার হয়ে গেল। আরাম লাগছে। সুজান যখন স্পর্শ করতো তখন এমন অনুভূতি হতো। সুজানের সাথে আমার দেখা হয় না মাসের পর মাস ধরে। এর মাঝে আর কেউ আমাকে এভাবে স্পর্শ করেনি।

আমার মুখের দিকে তাকাল অরোরা। "দেখতে পেয়েছেন? আপনি প্রচণ্ড বিক্ষত, মি. ড্রেসডেন। অথচ এতো ব্যথার মাঝেও আপনি কোন বিরাম, কোন বিশ্রাম খুঁজে পাননি।"

"তাতে করে মরে যাব না আমি।"

"হ্যাঁ, মরে যাবেন না," সে বলল। "কিন্তু এখান থেকেই সব কিছুর শুরু হয়। এই ক্ষত থেকেই আপনি একটা দানবে পরিণত হবেন। আপনার হৃদয় ছেয়ে আছে বিষাক্ততায়।"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "আর?"

"আর এ কারণে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। অ্যাবের কোনকিছুতে আপনি বাঁধা দিতে পারছেন না।"

"কিন্তু আমি নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছি। ধন্যবাদ।"

"কিন্তু কতদিনের জন্য? আপনার এই ক্ষত সারাতে হবে। আমাকে সাহায্য করতে দিন আপনাকে।"

BanglaBook.org

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কীভাবে?"

অরোরা একটা বিষন্ন হাসি হাসল। "দেখাচ্ছি। এখানে।"

বুকের ওপর রাখা হাতটায় আরেকটু চাপ দিল ও। আমার মনে হলো আমার অনুভূতিগুলো যেন একটা রঙধনুর মতো আমার সামনে ফুটে উঠল। ক্রোধের জন্য লাল, ভয়ের বেগুনি বর্ণ, মন খারাপের নীল রঙ, একাকীত্বের হলুদ, অনুশোচনার সবুজ।

আমাকে ঘিরে রঙগুলো খেলা করে যেতে লাগল। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে মন ছেয়ে গিয়েছে। এমন কোন অনুভূতি আগে কখনো হয়নি আমার। আমি জানি না অনুভূতিটা ভাল নাকি খারাপ। তবে আমার শরীর শিথিল হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। চোখ খোলা রাখতে পারছি না। চোখ বন্ধ করলাম। মনে হলো শূন্যে পুর্ন হচ্ছে। তারপর যেন সময় থমকে গেল।

জ্ঞান ফিরে পাবার পর টের পেলাম ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। ওপরে রাতের কালচে নীল আকাশ। আমার মাথা অরোরার কোলে। আমার মুখের ওপর উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। ব্যথা, হার্টবিট আর বাকিসব অনুভূতি ফিরে আসছে একটু একটু করে।

অরোরা আমার দিকে চিন্তিতভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। "যতোটা ভেবেছিলাম অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আপনি বুঝতেও পারেননি আপনি কতটা ব্যথার মাঝে ছিলেন। পেরেছিলেন কি?"

আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল পৃথিবী থেকে সব দুঃখ, রাগ, ঘৃণা, ক্রোধ দূরে সরে গিয়েছে। ওসব আবার ফিরে আসছে। সব ফিরে আসছে আমার মাঝে।

অরোরা মুখ খুলল আবার। "আপনাকে সাহায্য করতে দিন আমাকে। আমরা একটা চুক্তি করতে পারি, মি. ড্রেসডেন। উইন্টারকে সাহায্য করার কথা ভুলে যান। এখানে থেকে যান। আমি আপনাকে শান্তি এনে দেব।"

আমার চোখে পানি এসে গেল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। হাত দিয়ে চোখ মুছলাম। এখন চুক্তি করার মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। ম্যাবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে হোয়াইট কাউন্সিল ব্যাপারটা মোটেও ভালভাবে নেবে না, সোজা রেডকোর্টের কাছে তুলে দেবে আমাকে।

"ভুলে যান," আমি দুর্বল গলায় বললাম। "কাজ পড়ে আছে আমার।"

BanglaBook.org

অরোরা চোখ বন্ধ করে ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর মাথা ঝাঁকাল আস্তে করে। "আপনি আপনার কথা রাখেন, মি. ড্রেসডেন। আপনাকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তারপরও আপনার সম্মান আপনি ধরে রেখেছেন।"

আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। "এলাইনকে সাহায্য করুন, যান।"

"করব," আমাকে আশ্বস্ত করল সে। "কিন্তু ওর বিপদ কেটে গিয়েছে আপাতত। ওকে সাহায্য করার আগে আপনাকে কিছু বলতে চাই আমি।"

"ঠিক আছে। বলুন।"

"রোনাল্ডের মৃত্যুর ব্যাপারে ম্যাব কতখানি বলেছে আপনাকে?"

আমি মাথা নাড়লাম। "সে মারা গিয়েছে, এটুকুই। আর শক্তির যে অদৃশ্য আবরণ পরে ছিল ও, সেটা হারিয়ে গিয়েছে। এখন আমাকে ওর খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"কেন সেটা বলেছে?"

আমি মাথা নিচু করলাম। "না।"

অরোরা মাথা ঝাঁকাল। "কারণ সামার উইন্টারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কিন্তু সেটা তো শুধু দেখানোর জন্য। আসলে তো যুদ্ধে যাবে না।"

"দেখানোর জন্য নয়। সামার নাইটের খুন আমাদের যুদ্ধে জড়াতে বাধ্য করছে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

অরোরার ফর্সা মুখটায় সামান্য বিরক্তি ফুটে উঠল। "একজন নাইটের কাছে যে শক্তি থাকে সেটা মোটেও ফেলনা নয়। দুই কোর্টের মাঝে শক্তির ভারসাম্যের জন্য ওই শক্তিটুকু খুবই দরকার।"

"কিন্তু আপনাদের হাতে এখন সেই শক্তিটুকু নেই।"

"ঠিক তাই।"

"তার মানে সামার এখন দুর্বল।"

"হ্যাঁ।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "তাহলে আপনারা কেন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন?"

BanglaBook.org

"মৌসুম বদলাচ্ছে, ঋতু বদলাচ্ছে," অরোরা বলল। "দু'দিনের মধ্যে পুরোপুরি গ্রীষ্ম চলে আসবে। সামারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা চলে আসবে। তারপর আসবে শীতের পালা।"

"আপনারা তাহলে ভাবছেন উইন্টার আপনাদের নাইটকে খুন করেছে," আমি বললাম। "এখন যদি আপনারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেন তো এরপর আপনারা কেবল দুর্বলই হতে থাকবেন আর উইন্টারের শক্তি বাড়তে থাকবে। তাই তো?"

"হ্যাঁ। এই একটা মাত্র সুযোগ পাব আমরা। নয়তো ঋতু বদলে গেলে আমরা দুর্বল হয়ে যাব ওদের চেয়ে। আর শীত পুরোপুরি চলে আসলে ম্যাব তখন আমাদের আক্রমণ করে বসবে। আমাদের ধ্বংস করে দেবে সে। সেই সাথে ধ্বংস করবে আপনার পৃথিবী আর ঋতুদের মাঝে সমতাও।" আমার মুখের দিকে সবুজ চোখজোড়া নিবদ্ধ করল সে। "তখন কেবল শীত থাকবে, মি. ড্রেসডেন। পৃথিবীজুড়ে কেবল শীতের রাজত্ব চলবে। বরফযুগে চলে যাবে আপনার পৃথিবী।"

আমি মাথা নাড়লাম। "কিন্তু উইন্টার এখন কেন আক্রমণ করছে না? মানে, দু'দিন পর তো আপনাদের শক্তি সর্বোচ্চ হয়ে যাবে, তাই না? তাহলে এখন আক্রমণ না করে আপনাদের শক্তি বাড়ানোর সুযোগ কেন দিচ্ছে?"

"উইন্টারের মনে কী চলছে সে কথা আমি কীভাবে জানব?" অরোরা বলল। "তবে এটুকু বলতে পারি, যদি ওদের উদ্দেশ্য সফল হয় তো সেটা আমাদের কারও জন্য কোন ভাল ফল বয়ে আনবে না।"

"সবাই নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"জাদুকর, দয়া করে আমাকে কথা দিন আপনি ওদের থামানোর জন্য যা যা করা সম্ভব করবেন।"

"অনেক কথা দিয়েছি আমি, আর নয়।" উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপর এলিভেটরের দিকে আগাতে শুরু করলাম। এলিভেটরের ওঠার আগে ফিরে তাকালাম একবার। "তবে এটুকু বলতে পারি, গ্রীষ্ম পুরোপুরি চলে আসার আগেই আমি খুনিকে খুঁজে বের করব।"

একটু থেমে যোগ করলাম, "কারণ খুনিকে খুঁজে বের করতে না পারলে আমার নিজেরই আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

রথচাইল্ড হোটেল থেকে বের হয়ে একটা টেলিফোন বুথ খুঁজে বের করলাম আগে। একবার রিং হতেই মার্ফি ফোন ধরল। "ড্রেসডেন?"

"হ্যাঁ।"

"অবশেষে! ঠিক আছো তুমি?"

"কথা আছে তোমার সাথে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে তারপর নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

আমি মাথা চুলকালাম বাম হাত দিয়ে। কোন জায়গার কথা মাথায় আসছে না। "জানি না। পাবলিক প্লেস হলে ভালো হয়। কিছু মানুষ যেন থাকে। নিরিবিলি হতে হবে।"

"শিকাগোতে? এই রাতের বেলা?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে," মার্ফ বলল। "একটা জায়গা চিনি আমি।" ঠিকানাটা বলে ফোন রেখে দিল। বিশ মিনিটের মধ্যে দেখা করব আমরা।

ওয়ালমার্টের পার্কিং লটে যখন বিটলটা পার্ক করছি তখন মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে। এসময়ে খুব একটা ভিড় থাকে না এখানে। আবার পার্কিং লটটা একদম ফাঁকাও না, বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। ওয়ালমার্টের দোকানগুলো সারারাত খোলা থাকে। সারাদিন শেষে মাঝরাতে বাজারসদাই করতে আসে এমন মানুষের বোধহয় অভাব নেই শিকাগোতে।

ভেতরে ঢোকার সময় একজন হাসিমুখে আমার দিকে একটা শপিং কার্ট এগিয়ে দিল। আমি মাথা নেড়ে জানালাম আমার শপিং কার্টের দরকার নেই। ঠিক সেসময়ে মার্ফি এসে দাঁড়াল আমার পাশে। পরনে কাবস জ্যাকেট, জিন্সের প্যান্ট, মাথায় কালো বেসবল ক্যাপ। মুদি দোকানের পাশের একটা ক্যাফেতে গিয়ে বসলাম আমরা দু'জন। এরমাঝে কোন কথা হলো না দু'জনের মধ্যে।

BanglaBook.org

এমন একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম যেখান থেকে মার্ফি অনায়াসে দরজার দিকে নজর রাখতে পারে। আর আমি বসলাম মার্ফির উল্টোপাশে যেন পেছন থেকে কেউ আসলে আগে থেকে দেখে সতর্ক হতে পারি। দুটো কফি অর্ডার করল মেয়েটা। মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম ওকে, কফির খুব দরকার ছিল এখন আমার।

"তোমাকে দেখে তো অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না," মার্ফি বলল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

"কী হয়েছে বলবে?"

এমনিতে বলতাম না। কিন্তু নিজেকে থামাতে পারলাম না কেন যেন। কফিটা নামিয়ে রাখলাম। "আমার অবস্থা শোচনীয়, মার্ফ। কিচ্ছু ভাবতে পারছি না, পাগল হয়ে যাব একদম।"

"কেন?"

"কারণ ফেঁসে গেছি আমি। যা-ই করছি তা-ই যেন একদম আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে আমাকে।"

মার্ফি চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। "খুলে বলো।"

"এই কাজটা," আমি বললাম। "রুউয়েলের মৃত্যুর তদন্ত...এতো বেশি বাঁধা আসছে যে মনে হচ্ছে আমি হেরে যাব। অথচ কাল রাতের আগে যদি কাজটা শেষ করতে না পারি তো একদম নরক নেমে আসবে।"

"তোমার ক্লায়েন্ট কি কোন সাহায্য করছে না?"

আমি একটা তিক্ত হাসি হাসলাম। "আমার ক্লায়েন্ট আমাকে কাজটা দিয়েছে যেন আমি কাজটা করতে গিয়ে মারা পড়ি।"

"তুমি ওদের বিশ্বাস করো না তাহলে।"

"এক বিন্দু না। আর আমার সাথে যাদের কাজ করার কথা তারাও আমাকে কেবল একের পর এক যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে।" মাথা নাড়লাম আমি।

"বিপদে আছো তুমি, তাই না?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম। "অনেক বড় বিপদে আছি।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কফিতে চুমুক দিলাম।

"এখন বল, আমার সাথে কেন দেখা করতে আসলে?"

"কারণ আমাকে যাদের সাহায্য করার কথা ওরা কেবল আমাকে আরও বিপদে ঠেলে দিচ্ছে। আর ছেলেটা সাহায্য করছে সে এখনও নেহায়েত

BanglaBook.org

একটা বাচ্চা।" কফির খালি মগটা নামিয়ে রাখলাম। "আমার কাছে বিশ্বাস করার মতো আর কোন মানুষ এখন নেই তুমি ছাড়া।"

একটু নড়েচড়ে বসল এবারে মার্ফ। "কী হয়েছে সেটা বলবে?"

"যদি জানতেই চাও..." আমি বললাম। "আমি তোমার থেকে সব কিছু লুকাই কারণ ওসব জানার কারণে যেন তোমার কোন ক্ষতি না হয়। আমি চাই না তোমার কোন ক্ষতি হোক।"

"হ্যাঁ, জানি সেটা," মার্ফ বিড়বিড় করে বলল। "আর এই ব্যাপারটা প্রচণ্ড বিরক্তিকর।"

আমি হাসার চেষ্টা করলাম। "আর এখনকার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি সিরিয়াস। এখন যা বলব তা যদি একবার জেনে যাও তো কোনমতেই পেছনে ফিরে যেতে পারবে, কোনদিন না, মার্ফ।"

মার্ফির মুখের অভিব্যক্তিতে কোন পরিবর্তন আসল না। "তো এখন কেন বলছো?"

"কারণ তোমার জানার অধিকার আছে। অনেক আগে থেকেই অধিকার আছে। কারণ আমার জন্য তুমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছো অনেকবার। কারণ তোমার সাহায্য লাগবে আমার।" একটু থেমে যোগ করলাম। "কারণ আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি।"

"আমি শুনছি, হ্যারি।"

আমি ক্লান্ত হাসি হাসলাম। "আরেকটা কথা। এখন যা বলব সেটা তুমি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন্স বা পুলিশের অন্য কাউকে জানাতে পারবে না। তুমি যদি আলাদা কোন সোর্স থেকে এই তথ্য উদ্ধার করতে পারো তো সেটা অন্য ব্যাপার কিন্তু আমি যা বলব তার সাথে ওদের জড়াতে পারবে না।"

ওর চোখজোড়া সরু হয়ে আসল। "কেন নয়?"

"কারণ মানুষ হয়ে ডিমনদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর ফল ভয়াবহ। বলতে গেলে এটা হবে ওদের ওপর পারমাণবিক হামলা করা। ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে সোজা। শুধু তোমাকে না পুরো পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে।" এক মুহূর্ত থেমে শ্বাস নিলাম। "এরপরও শুনতে চাও?"

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল ও। তারপর মাথা ঝাঁকাল। "হ্যাঁ, বলো।"

"শিওর তো?"

BanglaBook.org

"শিওর।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। তারপর পুরো ঘটনা খুলে বললাম ওকে। বেশ সময় নিয়ে। একদম জাস্টিন আর এলাইন থেকে শুরু করে শহরের ভেতর চলতে থাকা অতিপ্রাকৃতদের ব্যাপারে, ওদের নোংরা রাজনীতির ব্যাপারে। সুজানের কারণে রেড কোর্টের সাথে আমাদের চলতে থাকা যুদ্ধের ব্যাপারে এবং সবশেষে ফেইরি আর রুউয়েলের খুনের ব্যাপারে।

সবচেয়ে বেশি বললাম হোয়াইট কাউন্সিলের ব্যাপারে।

সব শুনে গাল দিয়ে উঠল মার্ফ। আমি কিছু বললাম না। এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম দু'জনেই। একটু পর মার্ফি নীরবতা ভাঙল। "তার মানে দাঁড়াচ্ছে তুমি কাউন্সিল আর রেড কোর্টের মধ্যে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়েছো। এখন কাউন্সিলের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দরকার ফেইরিদের সমর্থন। কিন্তু তুমি ওই খুনিকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত সেই সমর্থন ওরা পাবে না। আর খুঁজে বের করতে হবে ওর থেকে চুরি হওয়া–"

"শক্তির আবরণ," আমি শেষ করলাম ওর কথাটা।

"যাই হোক," মার্ফি বলল। "আর যদি তা করতে না পারো তো কাউন্সিল তোমাকে সোজা রেড কোর্টের হাতে তুলে দেবে।"

"হু," আমি বললাম।

"আবার যদি গ্রীষ্ম পুরোপুরি চলে আসার আগে খুনিকে খুঁজে বের করতে না পারো তো ফেইরিরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করে দেবে।"

"হু," আমি আবার বললাম।

"আর তুমি আমার সাহায্য চাও।"

"তুমি এর আগে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছো। খুনের তদন্ত আমার চেয়ে ভালো করতে পারবে তুমি।"

"তা তো বটেই," মার্ফি বিড়বিড় করে বলল। ওর মুখে হাসি ফুঁটে ওঠেছে। "হ্যারি, দেখো। তুমি যদি খুনিকে খুঁজে বের করতে চাও তো আগে খুঁজে বের করতে হবে কেন।"

"কী কেন?"

"কেন এই খুন। কেন রুউয়েলকে খুন করা হলো।"

"ওহ্, হ্যাঁ," আমি বললাম।

"আর গতকাল পার্কেই বা কেন তোমার ওপর হামলা করা হলো?"

BanglaBook.org

"যে কেউ হামলা করে থাকতে পারে," আমি বললাম। "তবে যেই করুক খুব কাঁচা হাতের কাজ ছিল।"

"ভুল," মার্ফি বলল। "খুব ভালো কাজ নয় আবার কাচা হাতেরও বলা যাবে না। তুমি ফোন দেয়ার পর আমি একটু খোঁজখবর নিয়েছি।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কিছু পেয়েছো?"

"হ্যাঁ। গত তিনদিনে দুটো ডাকাতি হয়েছে। প্রথমটা ক্ল্যাভারল্যান্ডের বাইরে আর পরেরটা একটা গ্যাস স্টেশনে। ইন্ডিয়ানাপোলিস থেকে শিকাগো আসার পথে।"

"অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ," মার্ফ বলতে লাগল। "দুটো ডাকাতির সময়ই সবার আগে সিসি ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। তো কোন ভিডিও নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ানায় একজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। তার বর্ণনা অনুযায়ী ডাকাতি করেছে এক বৃদ্ধা।"

আমি শিস দিয়ে উঠলাম। "শুনে তো মনে হচ্ছে সেই ঘুলটা।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "কয়েকজনকে ধরেও নিয়ে গিয়েছে ওই বৃদ্ধা। ওদের ফেরত পাওয়ার কোন সুযোগ আছে মনে হয়?"

আমি মাথা নাড়লাম। "মনে হয় না। খুব সম্ভবত খেয়ে ফেলেছে। একটা ঘুল দিনে চল্লিশ পঞ্চাশ পাউন্ড মাংস অনায়াসে খেতে পারে। আর অবশিষ্টাংশ এমন কোথাও ফেলে রাখবে যেখান থেকে বুনো প্রাণীরা এসে খেতে পারবে।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "আমারও তাই ধারণা। একটু খোঁজখবর নিয়েছি আমি। এই ঘুলটার সাথে মোটামুটি আরেকটা সিরিয়াল কিলিংয়ের প্যাটার্ন মিলে যায়। এফবিআই তদন্ত করেছিল ওই কেসটার। বিশ বছরে তিনটা খুনের রিপোর্ট হয়েছে মাত্র। খুনি নিজেকে টাইগ্রেস নামে পরিচয় দিয়েছিল। এফবিআই ভাল চেষ্টা করলেও ধরতে পারেনি। এফবিআইয়ে এক বন্ধু আছে আমার। ও জানাল নিউ ওরল্যান্সের ওদিকে বেশ কয়েকটা খুনের জন্য একে দায়ি করছে এফবিআই। ইন্টারপোলও ইউরোপ আর আফ্রিকার বেশ কয়েকটা খুনের পেছনে এর হাত আছে বলে মনে করে।"

"আমাকে মারার জন্য ভাড়া করা হয়েছে ওকে," আমি বললাম। "প্রশ্ন হলো কে ভাড়া করেছে?"

"তুমি যা যা বললে তাতে তো মনে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ারদের কাজ। তুমি

BanglaBook.org

মারা গেলে ওদের লাভ সবচেয়ে বেশি। আর তুমি মরে গেলে কাউন্সিল শান্তিচুক্তি করে ফেলবে খুব সম্ভবত। ঠিক তো?"

"সম্ভবত," আমি বললাম, যদিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। "তবে ওদের যদি এমন পরিকল্পনা থেকে থাকে তো টাইমিংটা খুব বাজে হয়েছে। দু'দিন আগে রাশিয়াতে একদল জাদুকরকে কচুকাটা করেছে ওরা। কাউন্সিলে থমথমে পরিবেশ এই ঘটনার পর থেকে।"

"আচ্ছা। তাহলে ওরা হয়তো ভাবছে তুমি রুউয়েলের খুনের সমাধান করে ফেলতে পারলে কাউন্সিল পুরোপুরি যুদ্ধে জড়াবে ওদের সাথে। তার আগেই ওরা তোমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।"

"কিন্তু এই থিওরিতে ঝামেলা হলো, আমি তদন্ত শুরু করার আগেই আমার ওপর হামলা চালানো হয়েছে।"

মার্ফি মাথা নাড়ল। "আমরা যদি একসাথে কোন স্কেচ আর্টিস্টের কাছে গিয়ে মেয়েটার একটা স্কেচ বানাই..."

"খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। প্রথমু ওর ভারি মেকআপ ছিল আর আমি দ্বিতীয়বার ওর দিকে তাকিয়েও দেখিনি।"

"তাহলে তো অপেক্ষা করা বাদে আর কিছু করার মতো নেই। আমার দু'জন সোর্স কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু ওখান থেকে তেমন কিছু আশা করছি না।" এক মুহূর্ত থেমে শ্বাস নিল মার্ফি। "আমি কিছু পেলে জানাব তোমাকে।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "ওকে যদি খুঁজেও পাই, ফেইরিদের ব্যাপারে খুব একটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।"

"ঠিক," মার্ফি বলল। "আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি। হয়তো আমি কিছু বের করে ফেলতে পারি যেটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো।"

"করো।"

"ওই ফেইরিটার নাম মেইভ বললে না?"

"হ্যাঁ।"

"ওর ব্যাপারে কী মনে হয় তোমার? ও খুন করেছে কি করেনি–এ ব্যাপারে আরকি। তুমি তো বললে করেনি। কতটুকু নিশ্চিত তুমি?"

"মোটামুটি নিশ্চিত।"

"কিন্তু পুরোপুরি না।"

BanglaBook.org

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "না। ফেইরিরা অনেক কথার খেলা খেলে। পুরোপুরি নিশ্চিত না আমি।"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "ম্যাবের ব্যাপারে কী মনে হয়?"

"খুন করেছে কি করেনি এ ব্যাপারে সোজসোজি কিছু বলেনি কখনো ও আমাকে। কিন্তু আমার মনে হয় না ও খুন করেছে।"

"এমন মনে হওয়ার কারণ?"

"জানি না।"

"আমি জানি। ম্যাব যে কাউকে ওর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারতো কিন্তু ও তোমাকে নিয়োগ দিয়েছে। ও যদি খুন করে নিজেকে নির্দোষ দেখাতে চাইতো তো কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে নিয়োগ দিতো, এমন কোন গাধাকে নিয়োগ করতে যেতো না যে নিজে মরে গিয়ে হলেও একটা শেষ দেখে ছাড়বে সবকিছুর।"

"গাধামি না," আমি বিড়বিড় করলাম। "কোন কিছু অসমাপ্ত ফেলে রাখতে পারি না আমি।"

"এটাই তো বলছি," মার্ফি বলল। "হাল ছেড়ে দেবে না তুমি কোনমতে। সামার লেডির ব্যাপারে কী মনে হয়?"

আমি বড় একটা শ্বাস ছাড়লাম। "সামার লেডিকেও খুনি বলে মনে হচ্ছে না। আমি ওর মতো নম্র-ভদ্র আর কোন ফেইরি দেখিনি। চাইলেই আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করতে পারতো ও, ভাল সুযোগ ছিল ওর কাছে। কিন্তু তেমন কিছু করেনি।"

"আর উইন্টার নাইট?"

"সে অনেক হিংস্র, হেরোইন আসক্ত মনে হলো। রুউয়েলকে অনায়াসে খুন করতে পারবে সে। কিন্তু খুন করার পর ওর শক্তির আবরণ চুরি করার মতো ক্ষমতা ওর আছে বলে মনে হয় না।" মাথা নাড়লাম আমি। "আরও তিনজন ফেইরির সাথে কথা বলতে হবে আমাকে।"

"সামার কুইন আর মাদার দু'জন," মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "কখন দেখা করবে ওদের সাথে?"

"ওদের সাথে দেখা করার একটা উপায় খুঁজে পাওয়ার সাথে সাথে। লেডিরা পৃথিবীর আশেপাশেই থাকে। ওদের খুঁজে বের করা তেমন কঠিন

BanglaBook.org

না। কিন্তু কুইন আর মাদাররা একদম ফেইরিল্যান্ডে থাকে। ওদের খুঁজে বের করা মোটেও সহজ নয়। একজন গাইড খুঁজে বের করতে হবে যে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে।"

মার্ফি ভ্রু কুঁচকাল। "গাইড?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ। আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই কিন্তু মনে হচ্ছে গডমাদারের সাথে একবার দেখা করতেই হবে।"

মার্ফির ভ্রু আরও কুঁচকে গেল। "আসলেই? তোমার একজন ফেইরি গডমাদার আছে?"

"সে অনেক লম্বা কাহিনী," আমি বললাম। "এখন বলার সময় নেই। তারচেয়ে এখন যাওয়া–"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না তার আগেই শপিং মলের সবগুলো বাতি একসাথে নিভে গেল।

আমি দুটো হার্টবিট মিস করলাম। এক সেকেন্ড পর ইমার্জেন্সি লাইট জ্বলে উঠল দোকানটায়, আইপিএসের খুব সম্ভবত। সেই আলোতে দেখতে পেলাম দরজা দিয়ে এক অদ্ভুত শীতল রূপোলি-ধূসর কুয়াশা প্রবেশ করছে দোকানটার ভেতর। দরজার পাশে ক্যাশিয়ারের জায়গা। কুয়াশাটা ক্যাশিয়ার মেয়েটাকে গ্রাস করে নিল। মেয়েটার মুখ সামান্য হা হয়ে গেল, বিভ্রান্ত চোখ–ধিপ করে মাটিতে পড়ে গেল মেয়েটা।

"ঈশ্বর!" মার্ফি বিড়বিড় করে বলল। "হ্যারি, হচ্ছে কী এসব?"

আমাদের টেবিলে রাখা লবণের ছোট কৌটাটা হাতে তুলে নিয়েছি ইতিমধ্যে, পাশের টেবিলেরটাও তুলে নিলাম। "বিপদ," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "আসো আমার সাথে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

প্রথমে কুয়াশাটাকে পাশ কাটিয়ে বাইরে যাওয়ার দরজাটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কুয়াশাটা পুরো দরজা আড়াল করে রেখেছে, বের হতে পারলাম না। "ধ্যাৎ! এদিক দিয়ে বের হওয়া যাবে না।"

একটা ছেলে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কুয়াশার মাঝে যাওয়ার সাথে সাথে ধুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। মার্ফির ফর্সা চেহারাটা এটা দেখে আরও সাদা হয়ে গেল।

"ঈশ্বর!" বিড়বিড় করে বলল সে। "হ্যারি, এটা কী?"

"এদিকে আসো, পেছন দিকে," আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বললাম। "আমার মনে হয় ওটা মাইন্ড ফগ।"

"মনে হয়?"

আমি পেছন ফিরে মার্ফির দিকে তাকালাম। "এর আগে কখনো দেখিনি, শুধু শুনেছি এর কথা। ওই কুয়াশার মধ্যে গেলে সব স্মৃতি হারিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। মাইন্ড ফগ তৈরি করা অবৈধ।"

"অবৈধ?" মার্ফি চেঁচিয়ে উঠল। "কে অবৈধ করল?"

"কাউন্সিলের জাদু আইন," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"জাদু আইনের ব্যাপারে তো কিছু বলোনি কখনো," মার্ফি বলল।

"এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে বলবনে কোন এক সময়।" শপিং মলটার পেছন দিকে ছুটে গেলাম আমরা। বামপাশে ঘরবাড়ির তৈজসপত্রের তাক আর ডানে মুদি দোকানের জিনিসপত্রের তাক। মার্ফি একটা দেয়ালের পাশে থেমে ফায়ার এলার্ম চেপে দিল।

কিন্তু কিছুই হলো না।

"ধ্যাত!" মার্ফি গাল দিয়ে উঠল।

"শোন, কুয়াশা চলে যাবার পর ভেতরের মানুষ সব ঠিক হয়ে যাবে নিজে থেকে। যারা এই কুয়াশা বানিয়েছে আমরা চলে গেলে বাকিদের কিছু করবে না ওরা। পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে আমাদের।"

BanglaBook.org

"কোথায় যাব?"

"আমি জানি না," সোজাসাপটা স্বীকার করে নিলাম। "কিন্তু এখান থেকে বের হতে হবে। প্রচুর মানুষ এখানে। এতো মানুষের মধ্যে থেকে ওদের জীবন বিপন্ন করার মানে হয় না।"

"ঠিক আছে," মার্ফি বলল। "চলো।"

আবার চলতে শুরু করলাম আমরা।

"আমি বাজি ধরে বলতে পারব ওরা চাইছে আমরা যেন বের হই। এখানে কিছু করার চেয়ে অন্ধকার গলিতে আমাদের আক্রমণ করা সুবিধাজনক। অস্ত্র আছে না সাথে?"

মার্ফি কোন কথা না বলে ওর জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা কোল্ট ১৯১১ মডেলের মিলিটারি ইস্যু পিস্তল বের করে আনল।

মেয়েটার হাত কাঁপছে দেখতে পেলাম। "নতুন নিয়েছো নাকি?"

"হ্যাঁ, পুরনো মডেল," মার্ফি জবাব দিল। "তুমিই না বলো নতুন মডেলের পিস্তলগুলো জাদু দিয়ে জ্যাম করে ফেলা যায়?"

"রিভলভার নিলে ভালো করতে।"

"এরচেয়ে পাথর নিয়ে ঘুরব। পাথর ছুঁড়ে মারব," মার্ফি বিড়বিড় করে বলল।

"রিভলভার কখনো জ্যাম হয় না," আমি বললাম। সামনে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে "শুধুমাত্র কর্মচারীদের জন্য" সাইনবোর্ড ঝোলানো দরজাটায়। "ওদিকে," আমি বললাম। "পেছন দিয়ে।"

আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। ওপাশে কেবল কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, সাথে সাথে দরজার নব ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে লাফিয়ে গেলাম। ওই কুয়াশার খপ্পড়ে পড়লে খবর হয়ে যাবে।

আবার ভেতর দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি আর মার্ফি। "ওদিক দিয়ে বের হওয়া যাবে না," মার্ফি বলল। "তাহলে ওরা হয়তো তোমাকে নিয়ে খেলছে আসলে। ছোটাছুটি করতে করতে যখন হাল ছেড়ে দেবে তখন এসে মারবে তোমাকে।"

ভেতরে একবার নজর বুলালাম আমি। ধীরে ধীরে সবদিকে কুয়াশাটা ছড়িয়ে পড়ছে। "তাই তো মনে হচ্ছে," মার্ফির সাথে একমত হলাম আমি। তারপর মেশিনারি জিনিসপত্র রাখার একটা তাকের আইলের দিকে ইঙ্গিত করলাম। "এদিকে আসো, তাড়াতাড়ি।"

BanglaBook.org

"ওখানে কী?" মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

"কভার আছে। ওই কুয়াশার থেকে প্রতিরক্ষার জন্য কিছু করতে হবে আমাকে।" আইলের শেষ মাথায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা। "এখানে, আমার কাছে এসে দাঁড়াও।"

মার্ফি কাছে এসে দাঁড়াল। এখনো কাঁপছে মেয়েটা। "কেন?" কাছে এসে দাঁড়ালেও দ্বিধান্বিত গলায় প্রশ্নটা করল।

কুয়াশাটা আইলের অন্যপাশে চলে এসেছে। ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে এখন। "একটা চক্র আঁকব আমি আমাদের ঘিরে। চক্রটা সুরক্ষা দেবে আমাদেরকে। ভুলেও চক্রের বাইরে যেন না যায় তোমার শরীরের কোন অংশ।"

মার্ফি ভীত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যারি, ওটা চলে এসেছে প্রায়।"

আমি লবণের কৌটা দুটো বের করে আমাদের ঘিরে মোটামুটি তিন ফুট ব্যাস নিয়ে লবণ ফেলে একটা চক্র এঁকে ফেললাম। চক্র আঁকা শেষ করে মনযোগ আর শক্তি এক করে মিশিয়ে দিলাম চক্রটার সাথে। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। কুয়াশাটা এগিয়ে আসছে, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কুয়াশাটা আমাদের চার দিক থেকে ঘিরে ফেলল কিন্তু চক্রটার ভেতর ঢুকতে পারল না। মার্ফি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার চক্রটার দিকে তাকিয়ে আছে।

"চক্রটা জাদু আটকাতে পারে," আমি বললাম। "কিন্তু এখন যদি কেউ বন্দুক নিয়ে এসে হাজির হয় তো খবর হয়ে যাবে।"

"কী করব তাহলে?"

"নিজেকে সামলাতে পারব আমি আশা করি," আমি বললাম। "কিন্তু তোমার ওপর একটা চার্ম প্রয়োগ করতে হবে আগে।"

"কী প্রয়োগ করতে হবে?"

"চার্ম। ছোটখাট জাদু, ভয় নেই।" শার্ট হাতড়াতে শুরু করলাম আমি। এক জায়গায় সামান্য একটু ছেঁড়া সুতো পেয়ে টান দিয়ে সুতোটা বের করে আনলাম। "একটা চুল লাগবে।"

মার্ফি সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। অবশ্য এরপর একটা চুল ছিঁড়ে আমার হাতে দিতে দ্বিধা করল না। আমি সুতা আর চুলটা একসাথে পেঁচিয়ে নিলাম। "বাম হাত দাও তোমার।"

BanglaBook.org

বাম হাত বাড়িয়ে দিল সে। হাতটা কাঁপছে। আলতো করে হাতটা ধরলাম আমি। "মার্ফ," ফিসফিস করে বললাম আমি। মেয়েটা এখন কুয়াশার দিকে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। "ক্যারিন।"

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল সে এবারে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে বয়স কমে গিয়েছে অনেক। তারুণ্য ফুটে ওঠেছে ওর চোখমুখে। চোখ বন্ধ করে ফেলল মেয়েটা। "আমার খুব ভয় লাগছে।"

"ঠিক হয়ে যাবে সব।"

"যদি না হয়?"

আমি ওর আঙুল চেপে ধরলাম। "তো আমাদের বাকিটা জীবন আমি তোমাকে আজকে ভয় পাওয়ার জন্য ভেঙচি কাটতে থাকব। সবার সামনে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, বন্ধুবান্ধব সবার সামনে। প্রতিটা দিন।"

মার্ফি চোখ খুলল এবারে। চোখে ভয়ের সাথে রাগ মিশে আছে। "আমার হাতে যে একটা পিস্তল আছে ভুলে গেছো সেটা?"

"এই তো, ঠিক হয়ে গেছো তুমি," হেসে বললাম আমি। এখন আর কাঁপছে না মেয়েটার হাত। যাক! আমি সুতো আর চুলটা ওর আঙুলের সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে দিলাম।

মার্ফি কুয়াশার দিকে তাকাল। "কী করছো?"

"এই কুয়াশাগুলো তোমাকে বাইরে থেকে কিছু করতে পারবে না," আমি বললাম। "মানে শুধু তোমাকে স্পর্শ করলেই হবে না, তোমার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে ওর। তো আমি একটা প্রতিরক্ষা বন্ধনী বানাচ্ছি যেটা কুয়াশাটাকে তোমার ভেতরে ঢুকতে দেবে না।"

হাতটা ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম। মন বিক্ষিপ্ত থাকা যাবে না এখন, মন্ত্র পড়তে হবে। বড় করে কয়েকটা দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করে চোখ খুললাম। মার্ফি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। "আমি এর আগে কখনো তোমাকে এসব করতে দেখিনি, জানো?"

"সমস্যা নেই," আমি বললাম। "আমি আমার কাজে ফাঁকি দেই না। কিছু হবে না তোমার।"

মার্ফির মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে আবার কুয়াশার দিকে নজর ফেরাল সে। আমি আবার চোখ বন্ধ করে চার্মটার প্রতি মনযোগ দিলাম। ইতিমধ্যে একটা চক্রের ভেতর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কাজেই বেশি পরিশ্রম করতে হলো না, এমনিতেই একটা শক্তির

BanglaBook.org

প্রবাহ পেয়ে গেলাম চক্রের ভেতরে। "মেমোর‍্যাটাম," বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম আমি। "দিফেন্দ্রে মেমোরারিয়াস।"

শক্তির প্রবাহটা একবার মার্ফির আঙুলটার পাশে চক্রাকারে ঘুরে সেখানে মিশে গেল। মার্ফির শরীর শিউরে উঠল সাথে সাথে। "হুউ!"

ওর দিকে তাকালাম দ্রুত। "মার্ফ, ঠিক আছো?"

মার্ফি ওর হাতের দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাল প্রথমে তারপর আমার দিকে। "বাহ্! ঠিক আছি।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে আমার শার্টের ভেতর থেকে পেন্টাকলটা বের করে আনলাম। "ভাগ্যের ওপর অনেককিছু ছেড়ে দিয়ে ছিলাম এতোক্ষণ। এবার নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে নেয়া যাক। চলো বের হই।"

"দাঁড়াও। এটা কাজ করবে তো?"

"করার তো কথা। কাগজে কলমে কাজ করার কথা।"

"দারুণ! তাহলে ঝুঁকি না নিয়ে এখানে থাকাটাই ভালো হয় না?"

"হাহ্! মজা করছো, তাই না?"

মার্ফি মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে। এটা কাজ করবে কি না কীভাবে বুঝব?"

"চক্রের বাইরে বের হতে হবে। এরপর যদি এখানে কীভাবে এসেছি মনে থাকে," আমি বললাম। "তো এটা কাজ করেছে। আর যদি মনে না থাকে তো কাজ করেনি।"

দু'হাতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল এবার মার্ফি। "এজন্যই তোমার সাথে কাজ করতে ভাল লাগে, ড্রেসডেন। অনিশ্চয়তার মাঝেও একটা অদ্ভুত প্রশান্তি আছে।"

আমি পা দিয়ে চক্রটা মুছে দিলাম এবারে। কুয়াশা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল আমাদের। আমার মনে হলো যেন গ্রিজ টাইপের কোন তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে আমার শরীরে। পেন্টাকলটা আরও জোরে চেপে ধরলাম এবার। এসব শারীরিক অনুভূতিকে গ্রাস করতে দেয়া যাবে না এখন। ছোটবেলা থেকে এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পেয়ে আসায় বেশি বেগ পেতে হলো না কাজটা করতে। পেন্টাকলটা জ্বলে উঠল এক মুহূর্তের জন্য, আমি শরীর ঝাঁকি দিয়ে উঠলাম। ব্যস, মাইন্ড ফর্গট এখন আর আমার মাঝে কোন প্রভাব রাখতে পারছে না।

BanglaBook.org

মার্ফি আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছো তো? একবার কেঁপে উঠলে মনে হয়?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "সামলে নিয়েছি। ঠিক আছো তুমি?"

"হ্যা, আলাদা কিছু মনে হচ্ছে না তো।"

আমি তো বেশ ভালো জাদুকর হয়ে উঠেছি দেখা যায়–নিজের কাজে নিজেরই গর্ব হতে লাগল। "চলো। বের হই।"

মার্ফির কাছে অস্ত্র আছে কাজেই মার্ফি আগে আগে হাঁটতে লাগল। দু'জন অজ্ঞান মানুষকে পাশ কাটিয়ে আগাতে লাগলাম আমরা আইল ধরে। এই দুই বেচারা দেয়ালের সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলাম জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার আগ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। দ্রুত তার কাছে গিয়ে আস্তে করে বসিয়ে দিলাম দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে। প্রায় সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা।

আরেকটা মেয়েকে দেখতে পেলাম, টলমল পায়ে গার্ডেন সেন্টারের দিকে যাবার দরজা খুলছে। একটু পরেই জ্ঞান হারাবে হয়তো। তবে জ্ঞান হারানোর আগেই দরজাটা পার করে ফেলল মেয়েটা।

আমার স্মৃতির একটা অংশ হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সাথে সাথে মার্ফিকে পেছনে ফেলে মেয়েটার পিছু নিয়ে গার্ডেন সেন্টারের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। দরজাটা পার করার পরমুহূর্তে কিছু একটা আমার ওপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে আছাড় খেলাম। মাথাটা সোজা গিয়ে মাটিতে পড়েছে, ব্যথায় টনটন করে উঠল সেখানে।

মাটিতে পড়ার সাথে সাথে গড়িয়ে একদিকে সরে গেলাম। একদম শেষ সময়ে সরে গিয়েছি নয়তো আক্রমণকারী মেয়েটা ওর ধারাল নখগুলো আমার পিঠে বসিয়ে দিতো সোজা। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম এবারে। এই তো চিনতে পেরেছি। এই মেয়েই সেই শপিং কার্টওয়ালা বৃদ্ধা সেজে আক্রমণ করেছিল আমাকে। টাইগ্রেসের সাথে আবার দেখা হয়ে গেল তাহলে!

ঘুলের রূপ নেয়নি এখনো মেয়েটা, মানুষের মতোই লাগছে। মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি গড়ন–চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। বাদামি চুল, সেটাও তেমন আহামরিভাবে কাটা না। পরনে জিন্স আর পোলোশার্ট।

BanglaBook.org

আমার দিকে একটা রিভলভার তাক করল মেয়েটা। দেখে কোন মডেল বুঝতে পারলাম না তবে সাইজ দেখে মনে হচ্ছে ভারি ক্যালিবারের পিস্তল। আমি পেন্টাকল দিয়ে ইতিমধ্যে কুয়াশা থেকে বেঁচে থাকার জন্য একটা স্পেল করে রেখেছি, গুলি থেকে বাঁচার জন্য আরেকটা স্পেল করতে তাই একটু সময় লাগল। খুব বেশি সময় না তবে ওর গুলি চালানোর জন্য যথেষ্ট সময়।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, মার্ফির কারণে বেঁচে গেলাম এরমধ্যে। সোজা মেয়েটার পিস্তল ধরা হাত একপাশ থেকে আকড়ে ধরে আমার দিক থেকে নলটা সরিয়ে নিল ও। টাইগ্রেস আমার দিকে আবার পিস্তল তাক করার চেষ্টা চালাল কিন্তু পারল না।

মার্ফি কারাতে পারে। টাইগ্রেসের হাত ধরে অদ্ভূত কায়দায় মোচড় দিল ও। ব্যথায় ককিয়ে উঠল টাইগ্রেস। কিন্তু পিস্তলটা ছাড়ল না হাত থেকে। মার্ফি এবার হাতটা ধরে রেখেই ঘুরে অন্যপাশে চলে এসে কারাতের আরেকটা কৌশল প্রয়োগ করে হাতে মোচড় দিল। ঠাস শব্দ করে এক রাউন্ড গুলি ছুটি গেল ওপরের দিকে আর তার ঠিক পরের মুহূর্তে হাত থেকে পিস্তল ফেলে দিতে বাধ্য হলো ঘুলটা।

পিস্তল ছেড়ে দিয়ে শান্ত হলো না টাইগ্রেস। এক হাতে আচড় বসানোর জন্য মার্ফির দিকে হাত চালাল। তবে মার্ফি আগেই সরে গেছে ওখান থেকে। মোটামুটি একটা দূরত্বে সরে গিয়ে নিজের পিস্তল তাক করল মার্ফি, "হাত ওপরে তোল। গ্রেফতার করা হলো তোমাকে। চাইলে এখন চুপ করে থাকতে পারো তবে কথা বললে সেটা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে কোর্টে উপস্থাপন করা হবে।"

এবার রূপ বদলাতে শুরু করল ঘুলটা। চামড়া ফেঁটে যেন মাংসপিন্ড বের হয়ে আসল ওর শরীর থেকে। মুখে আর ঠোঁটের কোন অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে হিংস্র শ্বদন্ত। শরীর ফুলে গেল বেশ খানিকটা, পেশী কিলবিল করছে সেখানে। কিন্তু কোথাও কোন চামড়া নেই, স্রেফ একটা মাংসপিন্ড।

মার্ফির চোখ থেকে সাহস দূরে সরে গিয়ে সে জায়গাটা দখল করল ভয়। মার্ফি পুলিশ অফিসার। চোর-ডাকাত, ড্রাগ ডিলার এসব লোকেদের বিরুদ্ধে কাজ করে অভ্যাস মার্ফির। এর আগে কোনদিন কোন ঘুলের মুখোমুখি

BanglaBook.org

হয়নি। কাজেই ভয় না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক। এখনো পিস্তল তাক করে রাখলেও মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুচ্ছে না ওর। একদম সাদা হয়ে গেছে ফর্সা মুখটা। আমি কোনমতে উঠে দাঁড়ালাম এরমাঝে।

টাইগ্রেস বোধহয় মার্ফির চোখে লেগে থাকা আতঙ্কটা দেখতে পেয়েছে। "পুলিশ নাকি?" ভেঙচি কেটে বলল ওটা। ধীরে ধীরে মার্ফির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেইসাথে। "এরপর কী বলবে? যে আমি চাইলে একজন উকিল নিয়োগ করতে পারি?"

মার্ফির মুখ থেকে আর্তনাদের মতো একটা শব্দ ভেসে আসল। পিস্তল আর নিশানায় স্থির রাখতে পারছে না, ওটাও রীতিমতো বামে ডানে দুলছে।

ঘুলটা হেসে উঠল। "বাচ্চা মেয়েদের হাতে এতো বড় পিস্তল মানায় না," এগিয়ে যেতে যেতে বলল ঘুলটা। "তোমার শরীর থেকে তো সুন্দর ঘ্রাণ আসছে। উফ! ক্ষুধা লেগে গেল।" ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে আরও জোরে এসে ফেলল ঘুলটা।

ঘুলটা বোধহয় না হাসলেই ভালো করতো। মার্ফির সব ভয় কেটে গিয়ে সে জায়গাটা রাগ দখল করল হাসি আর ব্যঙ্গ শুনে। "এবার মজা দেখ হারামী," গর্জে উঠল সে।

পরমুহূর্তে মার্ফি গুলি চালাতে শুরু করল।

ঘুলটা ব্যথায় চমকে উঠে চিৎকার করল। তবে বুলেটের ধাক্কায় পেছাল না টাইগ্রেস। বাস্তবে অবশ্য এমন হয়ও না। কমিক বই বা টিভিতে দেখায় যে গুলি খেয়েছে সে একই সাথে গুলির ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে এমন হয় না। গুলিটা ঘুলটাকে ভেদ করে চলে গেল। এক মুহূর্ত পর ওর বুকে আর পিঠে গুলির ফুটো ভেসে উঠল, কলকল করে রক্ত পড়তে শুরু করেছে সেখান থেকে।

ঘুলটা লাফ দিয়ে পাশের ফার্ন গাছের ঝোঁপে নিজেকে আড়াল করল।

মার্ফি গুলি চালিয়ে যেতে লাগল।

ঘুলটা ফার্নের ঝোঁপ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল এবারে। পারল না, গুলি খেয়ে পড়ে গেল একপাশে।

মার্ফি থামল না, গুলি চালিয়ে যেতে লাগল।

ঠাস করে খালি চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি পড়ল। পিস্তলের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গিয়েছে। ঘুলটা এখনো মাটিতে পড়ে আছে। রক্তে থক থক করছে

BanglaBook.org

ওটার পুরো শরীর। গুলি বন্ধ হওয়ার পর আস্তে করে দু'হাত ওপরে তুলল ওটা। "থামো," মিনতি করার সুরে বলল ওটা। "দয়া করে থামো হার মেনে নিলাম আমি।"

মার্ফি দ্রুত রিলোড করে নিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘুলটার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে হিসাব কষছে আবার গুলি করা শুরু করবে কি না।

ঠিক এমন সময় কুয়াশার আড়াল থেকে দানবাকার একটা নড়াচড়া দেখতে পেলাম আমি। মার্ফির নজর ঘুলটার দিকে থাকায় ও দেখল না। সোজা মার্ফির দিকে ছুটে যাচ্ছে দানবটা। "মার্ফি!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "তোমার ডানদিকে দেখো!"

মার্ফি ঝট করে ওর বামে তাকাল। বামে কিছু নেই। এই সুযোগে ঘুলটা দৌঁড়ে কুয়াশার আড়ালে চলে গেল। মার্ফি সামনে ফিরে রক্তের ছোট অনুসরণ করে আরেক রাউন্ড গুলি চালাল। ডানদিকে আর তাকাল না মেয়েটা।

কুয়াশার আড়াল থেকে ঠিক তখন রাক্ষস বের হয়ে আসল একটা। এই রাক্ষসটার সাথেই তখন ঝামেলা পাকিয়েছিলাম আমি, গ্রাম। বার ফুট লম্বা হাল্কটা মুহূর্তের মধ্যে দৌঁড়ে এসে মার্ফিকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল একপাশে।

রাক্ষসটার বিরুদ্ধে জাদু ব্যাবহার করে লাভ নেই। আশেপাশে কিছু আছে কি না দ্রুত একবার দেখে নিয়ে একটা বড়সড় মার্বেলের বস্তা তুলে নিলাম। "হেই," চিৎকার করে ডাকলাম আমি। "লম্বু কিম্ভুতিকিমাকার কোথাকার!"

গ্রাম আমার দিকে ঘুরে তাকাল। চোখজোড়া রাগে জ্বলছে। পরমুহূর্তে দৌঁড়ে আসতে শুরু করল আমার দিকে।

আমি আর দেরি করলাম না। মার্বেলের বস্তাটার মুখ খুলে মার্বেলগুলো ছুঁড়ে দিলাম ওর আর আমার মাঝখানের আইলটাতে। ভেবেছিলাম পা হড়কে পড়ে যাবে রাক্ষসটা। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। বরং রাক্ষসটার পায়ের চাপে মার্বেলগুলো একদম গুড়ো হয়ে যেতে লাগল।

আমি ঢোক গিলে দৌড়াতে শুরু করলাম। পেছনে ভারি পায়ের শব্দ শুনে টের পেলাম গ্রামও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। এরমধ্যে মার্ফি আরও দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল। মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করলাম। নতুন

BanglaBook.org

ম্যাগাজিনটা থেকে চার রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়েছে। আর কয়টা ম্যাগাজিন আছে ওর কাছে? এক ম্যাগাজিনেই বা কয়টা করে গুলি থাকে?

আরও গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। তবে মার্ফির পিস্তলের আওয়াজ নয় এটা। ভারি কিছু, রাইফেলের গুলির আওয়াজ। মার্ফির কোল্ট থেকে আরও দুই রাউন্ড পাল্টা গুলি চালানো হলো। "হ্যারি, কেউ একজন এক্সিট ডোর থেকে গুলি ছুঁড়ছে।"

"মার্ফ! আমি একটু ব্যস্ত এখানে," চেঁচালাম আমি।

"ওটা কী?"

"ফেইরি!" আমি চেঁচিয়ে বললাম। গ্রাম ইতিমধ্যে আমাকে একবার খুন করার চেষ্টা করেছে। কাজেই এখানে কুটনীতি দেখিয়ে কথা বলতে যাওয়ার মনে হয় না। "একটা বড়সড়, কিম্ভূতিকিমাকার ফেইরি!" গ্রাম থেকে নিজের দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে এনেছি আমি। কিন্তু গ্রাম চাইলে অনায়াসে কমিয়ে ফেলতে পারবে সেটা কিছুক্ষনের মধ্যে।

ধাতব কিছু একটা রাক্ষসটার দিকে ছুঁড়ে মারা যায় কি না খুঁজতে লাগলাম এদিক সেদিক। কুয়াশাটার কারণে কয়েক ফুটের বেশি দেখতে পাচ্ছি না। যতোটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে যা বুঝলাম আমি আরও কৃষিজ জিনিসপত্রের দিকে সরে যাচ্ছি। দু'পাশের তাকে এখন সার, কীটনাশক এসব। আইলের এক প্রান্তে দৌঁড়ে গেলাম আমি। একটা গেট দেখা যাচ্ছে এদিকে।

গেটটা পার করে গার্ডেন সেন্টারে চলে এলাম। ওপরে একটা ক্যানোপির মতো দেখা যাচ্ছে। গার্ডেন সেন্টারের অন্য অংশের মতো এদিকটায় ঠিক খোলা আকাশ বলা যায় না। পার্কিং লটটা কতদূরে বোঝার চেষ্টা করলাম তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রাক্ষসটা কতদূর এসেছে দেখে নিলাম।

গ্রাম গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। গেটটা খোলাই ছিল। চাইলেই গার্ডেন সেন্টারে চলে আসতে পারে রাক্ষসটা। কিন্তু সেরকম কিছু করল না সে। ওর মুখে তেলতেলে হাসি ফুটে উঠল একটা। এক পাশের তাক থেকে সারের বস্তা বের করে বস্তাটা ছিড়ে হাতের সাথে পেঁচাল, তারপর বস্তা ধরা হাতে কেঁচিগেটটা এক জায়গায় ধরে এমনভাবে পুরো গেটটা টেনে আনল যেন চামচ দিয়ে পুডিং তুলল প্লেট থেকে। তারপর গেটটা দুমড়ে মুচড়ে

BanglaBook.org

এমনভাবে ঠেসে দিল যেন আমি আর ওটা খুলে বের হতে না পারি এখান থেকে।

আমার তলপেটে একটা শূন্য অনুভূতি হলো। দ্রুত আশেপাশে তাকিয়ে পালানোর রাস্তা খুঁজতে লাগলাম।

দ্বিতীয় আরেকটা লোহার গেট আর চারপাশে নয় ফুট উঁচু দেয়াল ছাড়া কিছু নজরে পড়ল না। এই গেটটা আগেরটার চেয়ে বেশ বড় আর গেটটা তালা মারা। ওই তালা ভেঙে পালানোর মতো সময় নেই হাতে। ফাঁদে পড়ে গেলাম একদম।

"গেছি!" বিড়বিড় করে বললাম আমি।

গ্রাম জোরে হেসে উঠল। কুয়াশার কারণে ওর অবয়বটা পুরোপুরি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। "হেরে গেছিস তুই, জাদুকর।"

"কার হয়ে কাজ করছিস তুই?" আমি চিৎকার করে জানতে চাইলাম।

"জানিস না?" গ্রাম পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিল। অহংকার চুইয়ে পড়ছে ওর গলা থেকে। "তাহলে তো খুব খারাপ। না জানার আফসোস নিয়েই তোকে কবরে যেতে হবে।"

"কবরে যাওয়ার কথা যতোবার আমাকে শুনতে হয়েছে ততোবার যদি একটা করে টাকা পেতাম তো আজ কোটিপতি হয়ে যেতাম," বিড়বিড় করে বললাম আমি। আমার হাতে খুব বেশি পথ খোলা নেই এখন। যে ক'টা খোলা আছে তাদের কোনটাই তেমন ভালো না। একটা পোর্টাল খুলে নেভারনেভারে ঢুকে যেতে পারি আমি এখন। পরে সুযোগ বুঝে আবার ফেরত আসা যাবে অন্য কোন জায়গায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে নেভারনেভারে এখনকার চেয়ে বড় বিপদে পড়তে পারি। আর যদি সেটা না-ও পড়ি তো শিকাগোতে ফিরতে ফিরতে কয়েক ঘন্টা এমনকি কয়েক দিনও পার হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সাথে ব্লাস্টিং রড, উইজার্ড স্টাফ কোনটাই নেই। এসব ছাড়া ওখানে ঢোকার কথা কল্পনাও করা যায় না।

আরেকটা কাজ করা যেতে পারে, ছোটছোট কয়েকটা গাছ উপড়িয়ে ফেলে ওগুলোর গোড়ার মাটি ফেলে যদি একটু উঁচু করা যায় তো সেখানে দাঁড়িয়ে দেয়ালটা হয়তো ডিঙ্গাতে পারব। দেয়ালের ওপর কাঁটাতার দেখা যাচ্ছে, কেটে ছিড়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে ভাল সেটা। দ্রুত দুটো গাছ উপড়ে নিয়ে দেয়ালের দিকে ছুড়ে দিলাম আমি।

BanglaBook.org

"মার্ফি! আটকে গেছি আমি, তবে বের হতে পারব আশা করি! তুমি পালাও!" চেঁচিয়ে বললাম আমি।

মার্ফি কুয়াশার ভেতর আমাকে খুঁজে চলেছে। "কোথায় তুমি?"

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মার্ফ! পালাও এখান থেকে!"

আরও দুই রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল মেয়েটা। "তোমাকে ছাড়া কোথাও যাচ্ছি না!"

আরও কয়েকটা গাছের গোড়া ছুঁড়ে দিলাম ওদিকে। "আমি নিজেকে সামলাতে পারব! তুমি যাও!" বেশ উঁচু হয়ে গেছে জায়গাটা। ওখানে দাঁড়ালে দেয়ালের ওপরটা নাগালে পাব আশা করি। ও পর্যন্ত উঠি আগে, তারপর নাহয় কাঁটাতার নিয়ে ভাবা যাবে। দেয়াল বেয়ে ওপর দিকে উঠায় লেগে পড়লাম আমি।

সবে মাত্র দেয়ালটায় হাত রেখে ঝুলে পড়েছি এমন সময় কিছু একটা আমার গোড়ালি চেপে ধরল। নিচে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা গাছের ডাল আমার গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরেছে। দ্রুত লাথি মেরে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম।

কিন্তু লাভ হলো না। আরেকটা ডাল এসে যোগ হলো প্রথমটার সাথে। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। পরমুহূর্তে টের পেলাম আমাকে টেনে ধরে শূন্যে আছড়ে ফেলল ডালগুলো।

তবে মাটিতে পড়লাম না আমি। তার আগে দেখতে পেলাম গাছের ছোট ছোট ডালগুলো বড় হয়ে একটা আরেকটার সাথে মিশে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটা নয় ফুট লম্বা দানবের রূপ নিয়ে নিল। ইতিমধ্যে আমাকে ধরে থাকা ডালগুলো একটা হাতের রূপ নিয়ে নিয়েছে।

শূন্যে ঝাঁকিয়ে চলল আমাকে দানবটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

"মার্ফি!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "সাবধান!"

গাছ দানবটা–নাহ্, এই নামে ডাকাটা ঠিক হবে না, হাস্যকর শোনাচ্ছে। কিন্তু এমন সময়ে একটা দানবের নাম দেয়াটাও তো কেমন হয়ে যায়। বব অবশ্য একটা নাম কয়েকবার বলেছিল আমার সামনে, ক্লোরোফাইন্ড। এই নামে আপাতত ডাকা যায়।

ক্লোরাফাইন্ডটা আমাকে তুলে ঝুনঝুনির মতো ঝাঁকাতে শুরু করল। আমি আমার প্রতিরক্ষা বন্ধনীটাতে মনযোগ দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শরীর, ত্বক জুড়ে একটা সেফায়ারের মতো প্রতিরক্ষা বন্ধনী তৈরি হয়ে গেল। একদম সময়মতো প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা চালু করতে পেরেছি। কারণ প্রায় সাথে সাথে ক্লোরাফাইন্ডটা ছুড়ে মারল আমাকে। প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা না থাকলে ধাক্কা খেয়ে কোমর ভেঙে যেতো একদম। প্রতিরক্ষা বন্ধনীটার জন্য তেমন কিছু হলো না।

কংক্রিটের ওপর সোজা উড়ে এসে পড়লাম। ভাগ্য ভাল বাউন্স খাইনি তেমন একটা। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। ক্লোরোফাইন্ডটার হাত থেকে বাঁচতে হবে। আমার পেছন পেছন ক্লোরোফাইন্ডটাও দৌড়াতে শুরু করল। আমাকে ধরে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগল না ওটার। আবার শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলা হলো আমাকে।

প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা আবার চালু করে দিয়েছি। তারপরও প্রায় বার ফুট দূরে গিয়ে পড়লাম। যেখানে পড়েছি সেখানে সারি সারি বস্তা রাখা প্রচুর। সার, গোবরমাটি এসবের বস্তা। পাশে একটা খালি তাকে 'সাঁজা–মাত্র ২.৯৯ ডলার!!' লেখা দেখতে পেলাম। তাকটা ধরে কোনমতে উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে ক্লোরোফাইন্ডটা আমার মাথা বরাবর ঘুষি বসালো।

তবে সৌভাগ্যবশত এবার আমার মাথায় ঘুষিটা না লেগে ঘুষিটা লাগল স্টিলের তাকটায়। ব্যথা আর রাগে চিৎকার করে উঠল দানবটা।

"স্টিল!" বিড়বিড় করে বললাম আমি। "তার মানে এটাও ফেইরি কিছু

BanglaBook.org

একটা হবে। নয়তো ধাতব কিছুতে ঘুষি মেরে এমন করতো না।" দৌড়াতে শুরু করলাম আমি। প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু কুয়াশাটা থেকে বাঁচার বন্ধনীটা চালু করা। যেভাবে তুলে ছুড়ে মারছে তাতে কিছুক্ষণ পর এমনিতেও আর কোন বন্ধনীতে কাজ হতো না। কাজেই যা করার এখনই করতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। পেছন পেছন ক্লোরোফাইন্ডটা আবার আসতে শুরু করেছে।

আইলের শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। মুখোমুখি হওয়ার সময় চলে এসেছে। দানবটাকে এবারে ভালমতো দেখতে পেলাম। দৌঁড়ে আসছে আমার দিকে, গ্রামের চেয়ে দ্বিগুন হবে সাইজে।

যদি আমার প্ল্যান কাজ না করে তো আফসোস করার জন্য আর বেঁচে থাকব না। বড় করে একটা শ্বাস নিলাম।

বেশীরভাগ জাদু করতে বেশ ভালো সময় লাগে। চক্র আঁকতে হয়, শক্তি জমা করতে হয় আর শক্তির সমতা তো আছেই। কিন্তু কিছু জাদু আছে যেসব করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয় না। চক্র আঁকার কোন দরকার নেই, কেবল জাদুকরের মনযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারলেই হলো। তবে এ ধরণের জাদুতে সমস্যাও আছে। কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এর ওপর। ফলে বেশ বিপজ্জনক হয়ে যায় এ ধরণের জাদুগুলো।

এ মুহূর্তে আমার হাতে আর কোন উপায়ও নেই অবশ্য।

ক্লোরোফাইন্ডটার দিকে হাত তুললাম আমি। সামনের কুয়াশাটা যেন জোরালো বাতাসের ধাক্কায় দু'ভাগ হয়ে গেল। এখন কেবল আমি আর ওই দানবটা। চোখ বন্ধ করলাম। নিজের সমস্ত মনযোগ এক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। "ভেন্টো," বিড়বিড় করে বললাম। ক্লোরোফাইন্ডটা এগিয়ে আসছে। বাতাসের দাপট বাড়ছে ধীরে ধীরে।

"ভেন্টো! ভেন্টো, ভেন্টাস সার্ভিটাস!" চিৎকার করে উঠলাম।

আমার হাত থেকে একটা আলোর হলকা রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে বাতাসের গর্জনের সাথে দৈত্যটার দিকে ছুটে গেল, যেন একটা সাইক্লোন।

ক্লোরোফাইন্ডটা চিৎকার করে উঠল। পরমুহূর্তে জাদুর ধাক্কায় তীব্র গতিতে উড়ে গেল এক দিকে।

যেদিকে ছুঁড়ে দিয়েছি ওকে সেদিকে কেবল ধাতব জিনিসপত্র। ক্লোরোফাইন্ডটা বেশ শক্তিশালী ছিল মানতেই হবে কিন্তু এখন আর তাতে

BanglaBook.org

কিছু যায় আসে না। একদম বুলডোজার দিয়ে যেন গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওটাকে এমন অবস্থা হলো ওর।

ও যেখানে গিয়ে পড়েছে ধোঁয়া উঠছে জায়গাটা থেকে। ধীর পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। তাকগুলো পড়ে আছে ওর ওপর। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে দানবটা।

"ওভাবেই থাক," গর্জে উঠলাম আমি। "নড়বি না।" তাকগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। ওগুলো সরিয়ে বের হতে ক্লোরোফাইন্ডটার কয়েক মিনিট সময় লাগবে আশা করি। মাথা নেড়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। সৌভাগ্যবশত গ্রাম গেটটা এতোবেশী ভাংচুর করেনি যে বের হতে পারব না।

নিচের দিকে ছোটখাট একটা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে বের হওয়া যাবে চেষ্টা করলে। কাজেই সেই চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে গেলাম।

অর্ধেকের মতো বেরিয়ে এসেছি এমন সময় কুয়াশার মাঝে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তে কুয়াশার আড়াল থেকে বের হয়ে এসে আমার দিকে পিস্তল তাক করল মার্ফি।

"আস্তে! আস্তে, মার্ফ," আমি দু'হাত ওপরে তুলে বললাম। "আমি এটা।"

মার্ফি পিস্তল নামিয়ে চেপে রাখা দমটা ছাড়ল। "হায় ঈশ্বর, হ্যারি! করছোটা কী তুমি?"

"খাঁচার ভেতর খালি হাতে সিংহের সাথে লড়াই করলাম। জিতে গিয়েছি।" পেছন থেকে ক্লোরোফাইন্ডটা ব্যথায় চিৎকার করে উঠল এমন সময়। "তবে আরেক রাউন্ড লড়তে গেলে ফল ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে না। তুমি কোথায় ছিলে এতোক্ষণ?"

"শপিং করলাম," মুখ ঝামটা দিয়ে বলল সে।

"গ্রাম আর ঘুলটা কোথায়?"

"জানি না। ঘুলটার রক্ত দেখে পিছু নিয়ে বাইরে পর্যন্ত গিয়েছিলাম কিন্তু তখন আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল কে যেন। পরে আর আগাইনি। আর রাক্ষসটাকে দেখতে পাইনি।" গেটটার দিকে তাকাল ও। "ওই রাক্ষসটাই এখানে আটকেছিল তোমাকে?"

"সেরকমই, গুলি লেগেছে তোমার?"

BanglaBook.org

"না, কেন?"

"টলমলে পায়ে দাঁড়িয়ে আছো তুমি, মনে হচ্ছে পড়ে যাবে এখনি।"

"হু," মার্ফি বিরক্তি নিয়ে বলল। "কোন হারামজাদা জানি ফ্লোরে মার্বেল ফেলে রেখেছে এতোগুলো। আছাড় খেয়েছি একটা। হাঁটুতে লেগেছে।"

"অহ্!" আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম।

মার্ফি ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। "হ্যারি, তোমার কাজ ওটা?"

"আহ্! হ্যাঁ, প্ল্যানের একটা অংশ ছিল।"

"এটা আবার কেমন প্ল্যান?"

"পরে মার দিও আমাকে, আগে এখান থেকে বের হতে হবে।" আরেকটু এগিয়ে আসার পর আটকে গেলাম আমি। মার্ফির দিকে করুণ চোখে তাকালাম এবার। "লোহা কাটার কোন কাটার আছে কি না একটু দেখো তো। এভাবে বের হতে পারব না।"

"হার্ডওয়্যার ডিপার্টমেন্ট কাছেই আছে, নিয়ে আসছি। দাঁড়াও," মার্ফি জবাব দিল। মিনিটখানেক পর বড় একটা লোহা কাটার কাটিং মেশিন নিয়ে এসে আমার ওপর থেকে কেঁচি গেটটার একটা অংশ কেঁটে ফেলল ও মুহূর্তের মধ্যে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসলাম সাথে সাথে। পেছন থেকে ক্লোরোফাইন্ডটার আরেকটা চিৎকার শোনা গেল।

"ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে ধরে চুমু খাই," আমি বললাম।

মার্ফি হাসল। "তোমার গা থেকে সারের গন্ধ আসছে, হ্যারি।" ওর হাসিটা মুছে গেল অবশ্য পরমুহূর্তে। সিরিয়াসনেস ফুটে উঠল মুখে। "এখন কী করবে?"

পেছন থেকে ক্লোরোফাইন্ডটার গা থেকে তাক সরানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম। "আগে বের হতে হবে এখান থেকে। আপাতত ঠেকানো গেছে ওটাকে কিন্তু বেশিক্ষণ ঠেকানো যাবে না।"

"ওটা কী?"

"ক্লোরোফাইন্ড," আমি বললাম।

"কীহ্?"

"গাছ দানব।"

"আচ্ছা।"

"বের হতে হবে।"

BanglaBook.org

মার্ফি মাথা নাড়ল। "এক্সিট ডোর যে কভার করছে সে খুব সম্ভবত বাকি দরজাগুলোর ওপরও নজর রাখছে। বের হওয়ার সাথে সাথে গুলি করবে।"

"ওই কুয়াশার মধ্যে তোমাকে বের হতে দেখল কীভাবে?"

"এখন এটা বের করা বেশি জরুরি মনে হচ্ছে তোমার কাছে? দেখতে পারে মানে দেখতে পারে, সামনে দিয়ে বের হওয়া যাবে না।"

"আচ্ছা," আমি বললাম। "মূল দরজাগুলো তাহলে কভার করা হচ্ছে। গার্ডেন সেন্টারে ওই ক্লোরোফাইন্ডটা আর পেছনদিকে গ্রাম পাহারা দিচ্ছে।"

"রাক্ষসে সমস্যাটা কোথায়?"

"গুলি লাগে না ওদের, বাউন্স খেয়ে উল্টোদিকে ফিরে আসে। আর দেখে বোকাসোকা মনে হলেও বুদ্ধিসুদ্ধি বেশ ভালো এই রাক্ষসটার।"

মার্ফি বিড়বিড় করে গালি দিল একটা। "গতবছর লুপগারোটাকে যেভাবে ব্লাস্ট করেছিলে সেরকম কিছু করা যায় না?"

আমি মাথা নাড়লাম। "একবার ওর দিকে একটা স্পেল ছুঁড়ে দিয়েছি এর আগে। কিচ্ছু হয়নি ওর।"

"তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের হাতে আর কোন রাস্তা খোলা নেই।"

"যদি থাকেও, গ্রাম বা ওই গাছ দানবটা একবার ধরতে পারলে আর বেঁচে ফিরতে হবে না এখান থেকে।"

"আর তো কোন উপায়ও নেই। ওদের যে কোন একটার সামনে দিয়ে যেতে হবেই।"

"জানি," আমি বললাম। তারপর দোকানটার পেছনদিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

"কোথায় যাচ্ছো?" মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

"একটা বুদ্ধি এসেছে।"

মার্ফিও হাঁটতে শুরু করল আমার সাথে। "ওই মার্বেলের চেয়ে ভাল বুদ্ধি আশা করি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

মিনিট তিনেক পর আমি আর মার্ফি পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম। গ্রাম আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য, যেমনটা ভেবেছিলাম।

ছায়ার আড়াল থেকে বের হয়ে আসল রাক্ষসটা। মার্ফি গর্জে উঠে রাক্ষসটার দিকে ছুটে গেল। ওর হাতে একটা কম্বল ধরা। রাক্ষসটা পর্যন্ত যেতে পারল না মেয়েটা। তার আগেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

আমার বাম হাত পেছনে নিয়ে রেখেছি। দ্রুত ডানদিকে সরে আসলাম। ডান হাতটা সামনে বের করে আনলাম এবার। হাতটায় আগুন জ্বলছে। গর্জে উঠলাম, "গ্রাম!"

আমার দিকে নজর ফেরাল রাক্ষসটা। তারপর গর্জন করে উঠল।

"আমার সামনে থেকে সরে যা," চিৎকার করে বললাম। "নয়তো একদম ধূলোয় মিশিয়ে দেব তোকে।"

মার্ফিকে ছেড়ে পুরোপুরি আমার দিকে মনযোগ এখন রাক্ষসটার। "আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই," রাক্ষসটা বলল।

আমার হাতের আগুনটা আরেকটু ঝলসে উঠল এবারে। "শেষ বারের মতো বলছি, ফেইরিদের কুত্তা!"

গ্রামের চোখ রাগে লাল হয়ে গেল। হো হো করে হেসে উঠল রাক্ষসটা। "তোর ওই জাদু আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।" বলতে বলতেই মার্ফিকে পার করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল রাক্ষসটা।

মার্ফি এখন রাক্ষসটার পেছনে। দ্রুত কম্বলটা সরিয়ে ওটার আড়াল থেকে একটা কোলম্যান কোম্পানির চেইন স' বের করে আনল, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে রাক্ষসটার পায়ে কোপ বসাল ওটা দিয়ে। সুইচ চেপে দিয়েছিল আগেই, মুহূর্তেই রক্তমাংসের একটা দলাসহ রাক্ষসটার এক পা কেটে গেল।

রাক্ষসটা চিৎকার করে উঠল। রক্তে ভেসে গিয়েছে পুরো জায়গাটা। পড়ে যাবার আগে মার্ফিকে লক্ষ্য করে একটা ঘুষি ছুড়ে দিল সে। কিন্তু মার্ফি প্রস্তুত ছিল আগে থেকে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে গেল মেয়েটা। পরমুহূর্তে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল গ্রাম।

BanglaBook.org

আমি সাহায্য করার জন্য দ্রুত সামনে আগালাম। সবকিছু খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। মাটিতে পড়েই রাক্ষসটা এক গড়ান মেরে শুধু হাত ব্যবহার করে মার্ফির দিকে এগিয়ে গেল। এতো দ্রুত একটা দানব শুধু এক হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেটা না দেখলে কল্পনাও করাও কঠিন। মার্ফি সরে যাচ্ছিল কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে ওর পা টেনে ধরল রাক্ষসটা।

এবারে মার্ফিকে নিজের দিকে টানতে শুরু করল গ্রাম। মার্ফি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে একদম। হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে কোনমতে নিজেকে ছাড়াল মেয়েটা।

আমি দ্রুত গ্রামের পেছনে দৌঁড়ে গেলাম। বাম হাতটা সামনে বের করে আনলাম এবারে। বিশাল সাইজের একটা ওয়াটার গান ধরা হাতটায়। কিন্তু ভেতরে পানির পরিবর্তে গ্যাসোলিন দিয়ে ভর্তি। এক মুহূর্ত দেরি না করে গ্রামের শরীর বরাবর স্প্রে করতে শুরু করে দিলাম। চিৎকার করে আমার দিকে তাকাল রাক্ষসটা।

"জাদুকর," হিংস্র স্বরে বলতে লাগল গ্রাম। "তোর ওই আগুন আমাকে থামাতে পারবে না।"

আমি কোন কথা বললাম না। ডান হাতে জ্বলতে থাকা আগুনটা ছুড়ে দিলাম রাক্ষসটার দিকে। পরমুহূর্তে ওর পুরো শরীরে আগুন ঝলসে উঠল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রায় বিশ সেকেন্ডের মতো পার হলো এভাবে। চিৎকার করে যাচ্ছে রাক্ষসটা। তারপর হুট করে কী হলো বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেলাম শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে রাক্ষসটা।

মার্ফিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম আমি। ওর মুখ এখনো সাদা হয়ে আছে। পায়ে ভালো ব্যথা পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। "কী হলো?" আমাকে জিজ্ঞেস করল ও।

"ভালো পিটুনি দিয়েছি আমরা," বললাম আমি। "ফেইরিল্যান্ডে ভেগে গেছে। পায়ের কী অবস্থা?"

"ব্যথা করছে। হাড়টাড় কিছু একটা ভেঙেছে সম্ভবত।"

"আমার কাঁধে ভর ছেড়ে দাও," আমি বললাম। কয়েক কদম এভাবে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মেয়েটা। টলে পড়ে যাচ্ছিল, একদম শেষ মুহূর্তে ধরে ফেললাম। "মার্ফ?"

"সরি, সরি," বিড়বিড় করে বলল সে। "পারছি না আমি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

মিনিট তিনেক পর আমি আর মার্ফি পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম। গ্রাম আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য, যেমনটা ভেবেছিলাম।

ছায়ার আড়াল থেকে বের হয়ে আসল রাক্ষসটা। মার্ফি গর্জে উঠে রাক্ষসটার দিকে ছুটে গেল। ওর হাতে একটা কম্বল ধরা। রাক্ষসটা পর্যন্ত যেতে পারল না মেয়েটা। তার আগেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

আমার বাম হাত পেছনে নিয়ে রেখেছি। দ্রুত ডানদিকে সরে আসলাম। ডান হাতটা সামনে বের করে আনলাম এবার। হাতটায় আগুন জ্বলছে। গর্জে উঠলাম, "গ্রাম!"

আমার দিকে নজর ফেরাল রাক্ষসটা। তারপর গর্জন করে উঠল।

"আমার সামনে থেকে সরে যা," চিৎকার করে বললাম। "নয়তো একদম ধূলোয় মিশিয়ে দেব তোকে।"

মার্ফিকে ছেড়ে পুরোপুরি আমার দিকে মনযোগ এখন রাক্ষসটার। "আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই," রাক্ষসটা বলল।

আমার হাতের আগুনটা আরেকটু ঝলসে উঠল এবারে। "শেষ বারের মতো বলছি, ফেইরিদের কুত্তা!"

গ্রামের চোখ রাগে লাল হয়ে গেল। হো হো করে হেসে উঠল রাক্ষসটা। "তোর ওই জাদু আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।" বলতে বলতেই মার্ফিকে পার করে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল রাক্ষসটা।

মার্ফি এখন রাক্ষসটার পেছনে। দ্রুত কম্বলটা সরিয়ে ওটার আড়াল থেকে একটা কোলম্যান কোম্পানির চেইন স' বের করে আনল, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে রাক্ষসটার পায়ে কোপ বসাল ওটা দিয়ে। সুইচ চেপে দিয়েছিল আগেই, মুহূর্তেই রক্তমাংসের একটা দলাসহ রাক্ষসটার এক পা কেটে গেল।

রাক্ষসটা চিৎকার করে উঠল। রক্তে ভেসে গিয়েছে পুরো জায়গাটা। পড়ে যাবার আগে মার্ফিকে লক্ষ্য করে একটা ঘুষি ছুড়ে দিল সে। কিন্তু মার্ফি প্রস্তুত ছিল আগে থেকে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে গেল মেয়েটা। পরমুহূর্তে ধড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল গ্রাম।

BanglaBook.org

আমি সাহায্য করার জন্য দ্রুত সামনে আগালাম। সবকিছু খুব দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। মাটিতে পড়েই রাক্ষসটা এক গড়ান মেরে শুধু হাত ব্যবহার করে মার্ফির দিকে এগিয়ে গেল। এতো দ্রুত একটা দানব শুধু এক হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেটা না দেখলে কল্পনাও করাও কঠিন। মার্ফি সরে যাচ্ছিল কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে ওর পা টেনে ধরল রাক্ষসটা।

এবারে মার্ফিকে নিজের দিকে টানতে শুরু করল গ্রাম। মার্ফি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে একদম। হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে কোনমতে নিজেকে ছাড়াল মেয়েটা।

আমি দ্রুত গ্রামের পেছনে দৌঁড়ে গেলাম। বাম হাতটা সামনে বের করে আনলাম এবারে। বিশাল সাইজের একটা ওয়াটার গান ধরা হাতটায়। কিন্তু ভেতরে পানির পরিবর্তে গ্যাসোলিন দিয়ে ভর্তি। এক মুহূর্ত দেরি না করে গ্রামের শরীর বরাবর স্প্রে করতে শুরু করে দিলাম। চিৎকার করে আমার দিকে তাকাল রাক্ষসটা।

"জাদুকর," হিংস্র স্বরে বলতে লাগল গ্রাম। "তোর ওই আগুন আমাকে থামাতে পারবে না।"

আমি কোন কথা বললাম না। ডান হাতে জ্বলতে থাকা আগুনটা ছুড়ে দিলাম রাক্ষসটার দিকে। পরমুহূর্তে ওর পুরো শরীরে আগুন ঝলসে উঠল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। প্রায় বিশ সেকেন্ডের মতো পার হলো এভাবে। চিৎকার করে যাচ্ছে রাক্ষসটা। তারপর হুট করে কী হলো বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পেলাম শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে রাক্ষসটা।

মার্ফিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম আমি। ওর মুখ এখনো সাদা হয়ে আছে। পায়ে ভালো ব্যথা পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে। "কী হলো?" আমাকে জিজ্ঞেস করল ও।

"ভালো পিটুনি দিয়েছি আমরা," বললাম আমি। "ফেইরিল্যান্ডে ভেগে গেছে। পায়ের কী অবস্থা?"

"ব্যথা করছে। হাড়টাড় কিছু একটা ভেঙেছে সম্ভবত।"

"আমার কাঁধে ভর ছেড়ে দাও," আমি বললাম। কয়েক কদম এভাবে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না মেয়েটা। টলে পড়ে যাচ্ছিল, একদম শেষ মুহূর্তে ধরে ফেললাম। "মার্ফ?"

"সরি, সরি," বিড়বিড় করে বলল সে। "পারছি না আমি।"

BanglaBook.org

আস্তে করে মাটিতে একটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম ওকে। "ঠিক আছে। বসো একটু। আমি আমার গাড়ি নিয়ে আসি এখানে।"

মার্ফির ব্যথাটা এতোই বেশি যে আর তর্কে গেল না মেয়েটা। পিস্তলটা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল ও। আমি মাথা নাড়লাম। "তোমার কাছে রাখো, কাজে লাগতে পারে।"

"ড্রেসডেন," মার্ফি বলল। "ওদের কাছে রাইফেল আছে। তোমার কাছে তোমার ম্যাজিক স্টাফ কিচ্ছু নেই বলতে গেলে। পিস্তলটা রাখো।"

ভুল বলেনি মার্ফি। কিন্তু কানে তুললাম না ওর কথা। "তোমাকে এখানে কোন কিছু ছাড়া এভাবে রেখে যাচ্ছি না আমি, মার্ফ।"

মার্ফি ওর বুটের ভেতর থেকে আরেকটা একদম ছোট সাইজের সেমি অটোমেটিক পিস্তল বের করে আনল। "আমার কাছে আরেকটা আছে।"

কোল্ট ১৯১১'টা হাতে নিলাম আমি। চেম্বার আর সেফটি ক্যাচ চেক করে নিলাম অভ্যাসবশত। "পিস্তলটা কিউট তো," ওর হাতের ছোট পিস্তলটা লক্ষ করে বললাম।

মার্ফি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। "আমার গোড়ালি ছোট, এরচেয়ে বড় পিস্তল ওখানে লুকানো যায় না।"

মার্ফি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করার জন্য আমি সামান্য ভেঙ্গালাম। "মার্ফি দেখি মেয়েলি পিস্তল ব্যবহার করে এখন!"

মার্ফি প্রায় গর্জে উঠে আমার দিকে পিস্তল তাক করল। "আরেকবার বলে দেখো তো কথাটা।"

আমার মুখে হাসি ফুঁটে উঠল। মেয়েলি বলায় এখনো যেহেতু আগের মতো রেগে যাচ্ছে মেয়েটা, সেহেতু ঠিক আছে মার্ফি। "দু'মিনিট দাঁড়াও, আসছি আমি," আমি বললাম। "আমি আসলে বলব আমি এসেছি। অন্য কেউ আমার রূপ ধরে আসতে পারে তাই সাবধান হওয়া..."

মার্ফি মাথা ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা নামিয়ে নিল।

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বিল্ডিংটার সামনের দিকে আগাতে লাগলাম। পার্কিং লটটা সামনের দিকে, আমার গাড়িটাও। দেয়াল ঘেঁষে আগাচ্ছি মোটামুটি যতোটা দ্রুত আগানো সম্ভব। বাম হাতের প্রতিরক্ষা বন্ধনীতে শক্তি জমা করে নিয়েছি আরও আগে। গুলি করতে হলে ডান হাতে করতে হবে। সাধারণত আমি দু'হাতে গুলি করি,

BanglaBook.org

এক হাতে করতে গেলে নিশানা ছুটে যায় কিছুটা। কিন্তু কিছু করার নেই এখন।

বিল্ডিংয়ের সামনে যাওয়ার সাথে সাথে গার্ডেন সেন্টারে একটা আওয়াজ পেলাম। দ্রুত সেদিকে পিস্তল তাক করলাম আমি। ভেতরে আর কয়টা গুলি আছে কে জানে!

একটু এগিয়ে যেতে দেয়ালে বিশাল একটা গর্ত দেখতে পেলাম। ভেতরে গার্ডেন সেন্টারের দিকে উঁকি দিলাম। ক্লোরোফাইন্ডটাকে যেখানে আটকে রেখেছিলাম ওটা আর ওখানে নেই। দারুণ! এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গর্তটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। ভেবেছিলাম জায়গাটা গরম হয়ে থাকবে। কিন্তু না, একদম ঠান্ডা হয়ে আছে ঠান্ডাটা। যেন বরফ জমে যাবে এক্ষুণি।

মাটিতে পড়ে থাকা ইটের টুকরোগুলোর দিকে তাকালাম। গুড়ো হয়ে আছে একদম। তার মানে শক্তি খাটিয়ে দেয়াল ভাঙা হয়নি। প্রথমে ঠান্ডায় দেয়ালটা জমিয়ে দেয়া হয়েছে তারপর স্রেফ একটা টোকা দেয়া হয়েছে, সাথে সাথে গুড়ো হয়ে গেছে জায়গাটা।

"উইন্টার," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "উইন্টারের কাজ এটা।"

কুয়াশার মাঝে এদিক সেদিক একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে আমার নীলরঙা বিটলটার দিকে আগাতে শুরু করলাম। গাড়িটা ঠিক কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না। কুয়াশার কারণে ভালোভাবে দেখাও যাচ্ছে না কিছু। একটা একটা করে চেক করতে হবে এখন।

প্রথম সারিতে খোঁজা শুরু করলাম আগে। না, প্রথম সারিতে নেই গাড়িটা। তবে হলদে রঙা একটা তরল ধোঁয়া দেখতে পেলাম এই সারিটায়। দ্বিতীয় সারির দিকে এগিয়ে গেছে তরলটা। তরল পদার্থটা অনুসরণ করে দ্বিতীয় সারিতে গিয়ে আমার গাড়িটা দেখতে পেলাম। কেউ একজন পেট্রোল ট্যাংক ফুটো করে দিয়েছে। মেজাজটা বিগড়ে গেল একদম। তবে ভাগ্য ভাল সব তেল এখনো বেরিয়ে যায়নি। ফুটোটা কোনমতে একটা ট্যাপ দিয়ে আটকে দেয়ার চেষ্টা করলাম আমি।

তারপর গাড়িতে উঠে পিস্তলটা নামিয়ে রেখে ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলাম। কয়েকবার খুক খুক করে কেশে চালু হয়ে গেল গাড়িটা। গিয়ার ফেলে বিল্ডিংয়ের পেছনের দিকে আগাতে শুরু করলাম। মার্ফিকে তুলে নিতে হবে।

BanglaBook.org

গার্ডেন সেন্টারের ভাঙা দেয়ালটা সবে পার করেছি এমন সময় গাড়ির উইন্ডশিল্ডটা ঠান্ডায় জমে যেতে লাগল। তাপমাত্রা মুহূর্তের মধ্যে যেন পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে। উইন্ডশিল্ডটা ঠান্ডা হয়ে একদম সাদা হয়ে গেল, সামনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দেখার সময়ও নেই এখন, এক্সিলেটর সর্বশক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম। গাড়িটা লাফিয়ে সামনে বাড়ল। দ্রুত পাশের জানালা খুলে মাথা বের করলাম কী হচ্ছে দেখার জন্য।

ক্লোরোফাইন্ডটা সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার গাড়ির সামনের ইঞ্জিনের ওপর। ধাক্কার আকস্মিকতায় বনেটটা একদম দুমড়ে-মুচড়ে গেল। টিনের পাতলা ফয়েলের ওপর লোহার বল ফেললে যেরকম হতে পারে আমার গাড়ির বনেটের এখন সেই দশা। ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্টিয়ারিং হুইলের সাথে আমার মাথা ঠুকে গেল। ব্যথায় কেঁপে উঠলাম একবার।

এখনকার সময়ের কোন গাড়ি হলে এমন একটা আঘাতের পর ইঞ্জিনের অবস্থাও নাজেহাল হয়ে যেত একদম। ইঞ্জিন তো যেতোই সাথে গাড়িটারও দু'টুকরো হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু আমার পুরনো আমলের গাড়িটার প্রায় কিছুই হলো না সে তুলনায়।

অবশ্য তার কারণও আছে। ভোক্সওয়াগন গাড়িগুলোর ইঞ্জিন থাকে পেছনের দিকে। সামনের দিকের বনেট বাঁকলেও তেমন আহামরি কোন ক্ষতি হলো না।

আমি গ্যাস প্যাডেলে আরও জোরে পা চেপে ধরলাম। গাড়ির ইঞ্জিন আরও জোরে গর্জন করে উঠল। ক্লোরোফাইন্ডটা গায়ে গতরে যতোই বড় হোক একটা গাড়ি যখন এগিয়ে যায় সেটাকে আটকানোর সাধ্য রাখে না। নীলরঙা বিটলটার ধাক্কায় সামনে পড়ে গেল ওটা প্রথমে, পরমুহূর্তে ওর উপর দিয়ে গাড়ির চাকা তুলে দিলাম আমি।

ঘটনার আকস্মিকতায় দানবটা চিৎকার করে উঠল। ভালো ব্যথা পেয়েছে নিশ্চিত। তবে পা সরিয়ে নিতে দেরি করল না। হাত দিয়ে গাড়িটাকে আকড়ে ধরেছে আবার। আমি গ্যাস প্যাডেল থেকে পা সরালাম না। গাড়ির সাথে আটকে মাটির সাথে ছ্যাচড়ে যেতে লাগল ক্লোরোফাইন্ডটা।

লালচে একটা ধোঁয়ার মতো বেরুচ্ছে ওটার শরীর থেকে। সামনে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সে কারণে। আমার এক মাথা এখনো জানালা দিয়ে বের করা। কোন মতে সামনে যতোটুকু দেখা যায় তা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

BanglaBook.org

দানবটা আরেকবার চিৎকার করে উঠল, আমি পাত্তা দিলাম না। এখনো ছ্যাঁচড়ে চলেছে ওটা। ইতিমধ্যে আমি ওয়ালমার্টের প্রায় পেছন দিকে চলে এসেছি। গ্যাস প্যাডেল থেকে হুট করে পা সরিয়ে নিয়ে জোরে ব্রেক চেপে ধরলাম এবারে।

ক্লোরোফাইন্ডটা গতি জড়তার কারণে গাড়ি থেকে গড়িয়ে সামনের পাথুরে রাস্তা বেয়ে এক পাশের একটা ময়লার ঝুড়িতে গিয়ে পড়ল। এবারে গাড়ির সামনে থেকে বাঁধা সরে যাওয়ায় মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি। গাড়ির একটা হেডলাইট ভেঙে গেছে। আরেকটা যে জ্বলছে সেটাই সৌভাগ্য অবশ্য।

ক্লোরোফাইন্ডটা এখনো বেঁচে আছে। গাড়িটা কিছুদূর পিছিয়ে আনলাম। ইতিমধ্যে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে দানবটা। ব্যাক গিয়ার থেকে ফ্রন্ট গিয়ারে এনে সোজা দানবটার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। ধাক্কা খেয়ে দানবটার মাঝ বরাবর মোটামুটি দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো গিয়ে পড়ল ডাস্টবিনে আর আরেকটুকরো পাথুরে রাস্তায়।

আর দেরি না করে গাড়ি নিয়ে মার্ফির দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। মার্ফির কাছে পৌঁছে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। তারপর মার্ফির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার গাড়িটার দিকে এক মুহূর্ত ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মার্ফি। "কী হয়েছে আবার?"

"গাছ দানবটা।"

"ওটাকে না আটকেছিলে? আবার এসেছে?"

আমি মার্ফিকে আস্তে করে কাঁধে তুলে নিলাম। "সামাল দিয়ে এসেছি। চলো যাওয়া যাক।"

আমার এক কাঁধে ভর দিয়ে আগাতে শুরু করল মার্ফি। ব্যথায় মুখটা কুঁকড়ে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ও। "হ্যারি!" পরমুহূর্তে ওর শরীরের পুরো ভর আমার ওপর ছেড়ে দিল।

ক্লোরোফাইন্ডের ওপরের অংশটা কীভাবে যেন কুয়াশা ভেদ করে আবার ছুটে আসছে আমার দিকে। মার্ফির পুরো শরীরের ভর এখন আমার ওপর। এক দিকে যে লাফ দেব বা ছুট লাগাব সে উপায় নেই। একটা রাস্তাই কেবল খোলা আছে সামনে। মার্ফিকে জড়িয়ে ধরে ঢাল হয়ে দাঁড়ালাম আমি।

দানবটা আমার গলায় চেপে ধরে এমনভাবে মার্ফির থেকে সরিয়ে নিল

BanglaBook.org

যেন আমি একটা ছোট্ট বাচ্চা। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। একটুখানি বাতাসের জন্য ফুসফুস হাহাকার করতে শুরু করে দিল।

"বড্ড বেশি নাক গলানো স্বভাব তোর," ক্লোরোফাইন্ডটার জ্বলজ্বলে সবুজ চোখজোড়ার মাঝখানে কোথাও থেকে কথাটা ভেসে আসল। "তোর এখানে নাক গলানো মোটেও উচিত হয়নি। এখন মরতে হবে তোকে এজন্য।"

গলা ছাড়ানোর জন্য কিছুক্ষণ জোর খাটিয়ে দেখলাম কিন্তু কোন কাজ হলো না। শেষমেশ প্রতিরক্ষা বন্ধনীটায় শক্তি জমা করার চেষ্টা করতে লেগে পড়লাম। কিন্তু পরমুহূর্তে অবাক হয়ে খেয়াল করলাম গলা ছাড়ানোর চেষ্টা করার সময় প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা ঘষা খেয়ে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। অন্য আরেকটা স্পেল করা যায় কি না ভেবে শক্তি জমা করতে শুরু করলাম এবারে। কিন্তু অন্য বিপদ ধেয়ে আসল। এই স্পেলটা করতে গিয়ে মনযোগ এতো বেশি দিয়ে ফেলেছি যে কুয়াশা থেকে বাঁচার জন্য যে স্পেলটা করেছি সেটা মোটামুটি নষ্ট হয়ে গেল। চিন্তা চেতনা, জ্ঞান বুদ্ধি সব ঝাপসা হয়ে আসতে শুরু করল। খুব করে চেষ্টা করতে লাগলাম সবকিছু আগের মতো গুছিয়ে নেবার।

মার্ফিকে গর্জে উঠতে শুনলাম এমন সময়। মনে হলো খুব দূর থেকে ভেসে আসছে চিৎকারটা। মার্ফির ওপর যে চার্মটা প্রয়োগ করেছি সেটা অবশ্য আমার মনযোগের ওপর নির্ভর করছে না। কাজেই কুয়াশাটা ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ক্লোরোফাইন্ডটাকে আর্তনাদ করে উঠতে শুনলাম এবারে। আরেকটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ওটা কী? মনে হচ্ছে গাছ কাটার করাতের শব্দ। তাই হবে, মুখের ওপর কাঠের গুঁড়ো ছিটে আসছে।

গলার ওপর থেকে চাপ কমে গেল এসময়। দম ফিরে পেলাম এবার। ক্লোরোফাইন্ডটা এখনো আমার পা ধরে রেখেছে যদিও।

কুয়াশাটা আমার কাছে এগিয়ে আসছে, মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। একটু একটু করে স্মৃতিগুলো, চিন্তাভাবনাগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। এরপরে যা হলো তা বর্ণনা করা একটু কষ্টকরই।

মার্ফি এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করাতটা ক্লোরোফাইন্ডের অন্য হাতটায় চালিয়ে দিল। মাটিতে পা ফিরে পেলাম আবার আমি। ক্লোরোফাইন্ডটা মার্ফির দিকে ওর হাতের অবশিষ্টাংশ দিয়েই লড়াই করার

BanglaBook.org

চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু আগের মতো ক্ষিপ্রতা আর নেই সেখানে। চেইন স'টা এখনো হাতছাড়া করেনি মার্ফি; ওটা দিয়ে দানবটার গায়ে একের পর এক কোপ বসিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। শেষ একটা কোপ বসালো ও দানবটার ঠিক মাথা বরাবর, জ্বলজ্বলে সবুজ চোখজোড়ার মাঝখানে।

শেষ একটা চিৎকার দিয়ে চিরতরে চোখ বুজল এবার দানবটা।

আমি এখনো মাটিতে পড়ে আছি। ওঠার চেষ্টাও করলাম না। বোকার মতো তাকিয়ে আছি মার্ফির দিকে। ঠিক এমন সময় একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলিটা। মার্ফি লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে আমার দিকে গড়িয়ে আসল। দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল এমন সময়। মার্ফি একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আঘাত করল বুলেটটা।

দূরে আরেকটা আওয়াজ শুনতে পেলাম এবারে–পুলিশের গাড়ির সাইরেন। কুয়াশার ভেতর থেকে কেউ একজন গাল দিয়ে উঠল। একজোড়া পায়ের শব্দ দূরে সরে যেতে লাগল আর কুয়াশাটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

"হ্যারি!" হুঁশ আসার পর টের পেলাম মার্ফি আমাকে ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করছে। "শুনতে পাচ্ছো আমাকে? হ্যারি?"

আমি আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। মার্ফির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেছে এরমাঝে।

"গাড়িতে তোল আমাকে," মার্ফি জোরে বলল। "দ্রুত এলাকা ছাড়তে হবে।"

ঠিক! দ্রুত এলাকা ছাড়তে হবে। হুড়মুরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপর মার্ফিকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়ে দিয়ে আমি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলাম। এক্সিলেটরে চেপে ধরতেই আগে বাড়তে শুরু করল আমার পুরনো ভোক্সওয়াগন বিটলটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

"মজা করছো?" বিলি বলল। ওর কণ্ঠে অবিশ্বাস ঝড়ে পড়ছে। "চেইন স? গ্যাসোলিনই বা কোথায় পেলে?"

জর্জিয়া মার্ফির পায়ের যত্ন নিচ্ছে। মার্ফিই জবাব দিল বিলির প্রশ্নের। "গ্যাস জেনারেটর। জেনারেটরের জন্য দশ গ্যালনের একটা প্লাস্টিকের জগ ভর্তি গ্যাসোলিন রাখা ছিল।"

বিলির অ্যাপার্টমেন্টটা বেশি বড় নয়। এর ওপর প্রায় ডজনখানেক লোক এখন ভেতরে বসা। বিলির পুরো দল, আলফার সবাই এখন এখানে। এয়ার কন্ডিশন মেশিনটা পুরো শক্তিতে চলছে কিন্তু তারপরও গরম লাগছে প্রচণ্ড।

বছর দেড়েক আগে প্রথম যখন ওদের সাথে দেখা হয় আমার তখন ওদের রীতিমতো বখাটে বলা চলে। গ্যাং বানানোর পরিকল্পনায় মশগুল একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে। কিন্তু এই দেড় বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে ওদের মধ্যে। পরিপক্বতা এসেছে চিন্তাধারায়। আর শরীরের মেদ সরে গিয়ে তার জায়গা করে নিয়েছে পেশী।

টেবিলের ওপর পিজ্জার তিনটা বক্স পড়ে আছে। মেঝেতে কয়েকটা কোল্ড ড্রিংকসের ক্যান। আমি পিজ্জার একটা স্লাইস আর একটা কোক তুলে নিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম।

বিলি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যারি, ব্যাপারটা বেশি অদ্ভুত হয়ে যায় না? মানে ওরা যদি সত্যি অমন কুয়াশা করে থাকে যার ভেতর গেলে সবাই সব ভুলে যায় তো এতোক্ষণে আমাদের কানে খবর আসার কথা না?"

"না, কথা না," আমি পিজ্জা চিবুতে চিবুতে বললাম। "কারও তো কিছু মনে থাকবে না। তবে আগামীকাল খবরের কাগজ পড়ে দেখতে পারো। দেখবে খবর এসেছে, একদল লোককে উদ্ধার করা হয়েছে ওখান থেকে যাদের কিচ্ছু মনে নেই। আর কারণ দেখানো হয়েছে গ্যাস লাইনে লিকেজ।"

বিলি ঘ্যোৎ ঘ্যোৎ করতে লাগল। "কিন্তু ওখানে কোন লিকের কোন প্রমাণ থাকার তো কথা না। গ্যাস কোম্পানি–"

BanglaBook.org

আমি খাওয়া থামালাম না। "যুক্তি দিয়ে চিন্তা করো, বিলি," আমি বললাম। "তোমার কি মনে হয়? সত্য ঘটনা যদি কেউ প্রকাশ করে তো কী হবে? একদল লোক কিচ্ছু মনে করতে পারছে না অথচ ওখানে গোলাগুলি হয়েছে, বিস্ফোরণও হয়েছে বলতে গেলে। ভাঙচুর বাদই দিলাম। এতো কিছু ঘটেছে কিন্তু কোন ব্যাখ্যা নেই। মানুষ ওসব খবর খাবে না, এরচেয়ে গ্যাস লিক বলে সব সামাল দেয়া যায় অনায়াসে।"

"ব্যাপারটা বাজে হয়ে যায়।"

"এটাই জীবন। এই একবিংশ শতাব্দীর সবচে বড় সমস্যা হলো মানুষ কোন কিছু ব্যাখ্যাহীন ফেলে রাখতে চায় না।" কোকের ক্যানটা খুলে ঢকঢক করে কয়েক ঢোক খেয়ে নিলাম। "পায়ের কী অবস্থা, মার্ফ?"

"ব্যথা করছে," মার্ফি মুখ ঝামটা দিয়ে বলল। "গাধা কোথাকার!"

জর্জিয়া পায়ে মোটামুটি ফার্স্ট এইড দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। বিলির চেয়ে মেয়েটা প্রায় এক ফুট লম্বা। লম্বা সোনালী চুল। "কাটা আর আঁচড়গুলো তেমন আহামরি কিছু না। কিন্তু হাঁটুতে মনে হয় ভালো আঘাত এসেছে। আপনার উচিত কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া, লেফটেন্যান্ট মার্ফি।"

"ক্যারিন ডাকলেই হবে," মার্ফি বলল। "তোমরা সবাই আমাকে ক্যারিন ডাকতে পারো।" আমি মার্ফির দিকে কোকের ক্যান ছুঁড়ে দিলাম। মার্ফি লুফে নিল সেটা। "অবশ্যই তুমি বাদে, ড্রেসডেন। খাবার কিছু নেই?"

আমি কয়েকটা পিজ্জা স্লাইস একটা কাগজের প্লেটে তুলে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

"ঠিক আছে, ক্যারিন," জর্জিয়া বুকের কাছে ওর দু'হাত ভাঁজ করে বলল। "যদি সার্জারির পেছনে পঁচিশ হাজার ডলার খরচ করে সাত আট মাস হাসপাতালে পড়ে থাকতে না চাও তো এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।"

মার্ফির মুখটা আরেকটু কুঁচকে গেল এটা শুনে। "আগে কিছু খেতে তো দাও, ক্ষুধা লেগেছে প্রচণ্ড," এক মুহূর্ত পর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ও।

"আমি গাড়ি নিয়ে আসি এই ফাঁকে," জর্জিয়া বলল। তারপর বিলির দিকে ফিরল সে। "ক্যারিনকে নিচে নিয়ে আসার সময় সাবধানে আনবে। পায়ে যেন কোন ভর না পড়ে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," বিলি বলল। "ফিল, গ্রেগ। কম্বল নিয়ে আসো একটা। স্ট্রেচারের মতো করে বানিয়ে ফেলি।"

"আমি কচি খুকি নই," মার্ফি বলল।

আমি মার্ফির কাঁধে হাত রাখলাম একটা। "আরে রাখো," আস্তে করে বললাম। "ওরা নিজেদের কাজ ভালো বোঝে, কোন সমস্যা নাই।"

"আমিও বুঝি।"

"তুমি আহত, মার্ফ," আমি বললাম। "একবার ভাবো তো, তুমি যদি তোমার নিজের কোন লোক হতে তো এখন কী করতে? বলতে, চুপ করে না থাকলে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব।"

মার্ফি পিজ্জা খেতে খেতে মাথা ঝাঁকাল। "তুমি কী করবে?"

আমি মাথা নাড়লাম। "কোকটা শেষ করব আপাতত। এরপর কী করব জানি না।"

মার্ফি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ঠিক আছে, হ্যারি। শোন, আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসায় চলে যেতে পারব আশা করি। এরপর খোঁজ খবর নিতে থাকব। দেখি লয়েড স্ল্যাটের কোন খোঁজ পাওয়া যায় কি না। আর কোন ব্যাপারে কোন খবর লাগলে জানিও আমাকে।"

"তোমার বিশ্রাম দরকার," আমি বললাম।

পায়ের দিকে তাকাল মেয়েটা। হাঁটুর কাছে ফুলে ঢোল হয়ে আছে একদম। "প্রচুর সময় পাব বিশ্রাম নেয়ার জন্য।"

আমি আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালাম।

"হেই, হ্যারি," মার্ফি বলল। আমি তাকালাম না ওর দিকে। "আমার যা হয়েছে তাতে তোমার কোন দোষ নেই। আমি জানতাম ঝুঁকি আছে, আমি ঝুঁকিটা নিয়েছি।"

"আমি না থাকলে তোমার ঝুঁকি নিতে হতো না।"

"ড্রেসডেন, অন্যভাবে দেখো ব্যাপারটা। আমি না থাকলে তোমার কী অবস্থা হতো? হাজার হোক ওই রাক্ষসটাকে তো আমিই কুপোকাত করেছি। যেভাবে পা কাটলাম ওটার।"

"কী করেছো তুমি?"

"ও মা!" মার্ফি বিরক্ত সুরে বলল। "ওই রাক্ষসটার পা কে কাটল? ঘুলটাকে কে কুপোকাত করল? তুমি কী করেছো? শুধু একটু আগুন ছুঁড়ে দিয়েছো ওই রাক্ষসটাকে। ওটাকে সাহায্য বলা চলে না।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে তো গ্যাসোলিন ছিটিয়ে নিয়েছিলাম।"

"আর ওই ক্লোরোফাইন্ডটাকে কে মারল?"

"যাই হোক।"

"মার্ফি তিন, ড্রেসডেন শূন্য।"

"সব তুমি একা করো নাই।"

"আমিই করেছি।"

আমি হাত তুললাম। "ঠিক আছে, ঠিক আছে...তুমিই করেছো।"

কোকে বড় করে একটা চুমুক দিল ও। "তোমার ভাগ্য ভাল যে আমি ওখানে ছিলাম।"

"হ্যাঁ, ধন্যবাদ," আমি বিরস বদনে হার মেনে নিলাম।

মার্ফি হেসে ফেলল। জানালা থেকে একজন আলফা জানান দিল, "গাড়ি চলে এসেছে।"

বিলি আর দু'জন আলফা এসে মার্ফিকে একটা কম্বলের ওপর তুলে স্ট্রেচারের মতো করে আস্তে করে বাইরে নিয়ে গেল।

"ফোন দিও," মার্ফি যাওয়ার আগে বলল।

"দেব।"

"সাবধানে থেকো, হ্যারি।"

বিলি, জর্জিয়া আর দু'জন আলফা মার্ফিকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল গাড়িতে করে। সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। আরও কয়েক স্লাইস পিজ্জা খেলাম। আলফাদের কয়েকজনের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললাম।

বেলকনিতে এলাম একটু পর। একদম নীরব হয়ে আছে চারপাশ। শিকাগোতে এমন নীরবতা পাওয়া যায় না খুব একটা। বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা চালালাম।

"শুধু ভাবলে চলবে?" একটা মেয়েকণ্ঠ ফিসফিস করে বলল।

চমকে উঠলাম আমি। পাশের বেলকনির একপাশে অন্ধকারে মেরিলকে একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখলাম। আমার চমকে ওঠা দেখে হেসে উঠল মেয়েটা। "সরি।"

"সমস্যা নেই," আমি বললাম। "আজ রাতে একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছি আসলে।"

মেরিল মাথা ঝাঁকাল। "শুনেছি আমি সব এখান থেকে।"

BanglaBook.org

আমি কোন জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকালাম।

"খারাপ লাগছে?"

নিজের ব্যান্ডেজগুলোর দিকে দেখলাম একবার। "কিছুটা।"

"ওটা না," মেরিল বলল। "বন্ধুকে আহত হতে দেখেছো, খারাপ লাগছে না?"

প্রশ্নটা শুনে প্রচণ্ড রাগ হলো আমার। "এটা আবার কেমন প্রশ্ন?" কণ্ঠস্বরে রাগ লুকাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলাম না।

"একদম সহজ প্রশ্ন।"

আমি কোকের ক্যানটা থেকে আরেক চুমুক কোক খেলাম। "অবশ্যই খারাপ লাগছে।"

"আপনাকে যেমন ভেবেছিলাম আপনি সেরকম না।"

আমি কোন কথা না বলে ওর দিকে তাকালাম।

"ওরা আপনার ব্যাপারে অনেক কথা বলে, মি. ড্রেসডেন।"

"বেশিরভাগই মিথ্যা।"

ওর মুখে হাসি ফুঁটে উঠল। "শুধু খারাপ কথা বলে না, ভালো কথাও বলে।"

"বেশিরভাগ কথা ভালো নাকি বেশিরভাগ কথা খারাপ?"

"কে বলছে তার ওপর নির্ভর করে। সিধের লোকজন মনে করে আপনি হলেন ম্যাবের পোষা কুকুর। ভ্যাম্পায়ারদের ধারণা আপনি একটা বদ্ধ উন্মাদ। বেশিরভাগ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার মনে করে আপনি বিপজ্জনক কিন্তু বেশ স্মার্ট আর সম্মানী। চোর-ছ্যাঁচ্চোরদের ধারণা আপনি আসলে ভাড়াটে খুনি, পুব থেকে এসেছেন এদিকে। আবার অনেকের ধারণা আপনি আসলে একটা ভন্ড, জোচ্চোর।"

"আর তোমার কী মনে হয়?"

"আমার মনে হয় আপনার চুল কাটানো দরকার।" একটা বিয়ারের বোতল বের করে এক ঢোক বিয়ার গিলল ও। "বিলি সব মর্গ আর হাসপাতালে ফোন করেছে। কোন সবুজ চুলওয়ালীর খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"খোঁজ পাওয়া যাবে না আগেই ভেবেছিলাম। অরোরার সাথে কথা বলেছি। মনে হলো ভালো খোঁজ রাখে লিলির ব্যাপারে।"

"রাখার কথা। সবার বড়বোনের মতো ও। ওর ধারণা পুরো পৃথিবীর খোঁজ রাখতে হবে ওকে।"

BanglaBook.org

"অরোরাও কিছু জানে না।"

মেরিল মাথা নাড়ল। কিছুক্ষণ নীরব কাটল এরপর। একটু পর নীরবতা ভাঙল ও। "জাদুকর হয়ে কেমন লাগে আপনার?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "কাজ কঠিন কিন্তু চাহিদা নাই সেরকম। আর বাকি সময়..."

কথাটা শেষ করলাম না। বলা ঠিক হবে কী? মেরিল তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

"বাকি সময়," আবার বলতে শুরু করলাম। "প্রচণ্ড ভয়াবহ। এমন কিছু ক্ষমতার মালিক হয়েছি যেগুলো আখেরে ভাল হলেও নিজেকে দংশন করে যায় সবসময়। মানুষকে কষ্ট পেতে দেখেছি প্রচুর, জাদুকর না হলে বোধহয় দেখতে হতো না এসব। স্মৃতিগুলো ঘুমের মাঝে তাড়িয়ে বেড়ায়। মানুষের, বন্ধুদের ভাল করতে চাই সবসময়। কিন্তু অনেক সময় পারি না। খারাপ লাগে। ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করে ফেলি।"

"শুনে কঠিন মনে হচ্ছে," মেরিল বলল।

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "সবার গল্প আসলে ঘুরে ফিরে একইরকম। শুধু নাম, পেশা আলাদা।" কোকটা শেষ করে ক্যানটা এক দিকে ছুঁড়ে দিলাম। "আর তুমি? চোরা হয়ে কেমন লাগে?"

"মোটামুটি কিশোর বয়েসে পা না দেয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকে সব। কিন্তু তারপর পরিবর্তনটা টের পাওয়া যায়।"

"কেমন?"

"অন্যরকম। ফেইরি পার্টটুকু কেমন তার ওপর নির্ভর করে। যেমন আমার জন্য রাগ, ক্ষুধা। অনেক ওজন বেড়ে গিয়েছে আমার। ছোটখাট ব্যাপারেও প্রচণ্ড রাগ হয় আমার।" এক মুহূর্ত থেমে বিয়ারে চুমুক দিল সে। "আর শক্তি। আমি বড় হয়েছি একটা ফার্মে। আমার বড় ভাই একবার ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়েছিল। আমি ট্রাক্টরটা ওর ওপর থেকে একরকম ছুড়ে মেরে ওকে কোলে করে বাসায় নিয়ে আসি। ওখান থেকে আমাদের বাসা প্রায় এক মাইলের মতো দূরে। তখন আমার বয়স মাত্র বার। পরদিন সকালে আমার চুলের রং এমন হয়ে যায়।"

"ট্রল," আমি আস্তে করে বললাম। "তোমার ফেইরি পার্টটুকুর সাথে ট্রলদের মিল আছে।"

BanglaBook.org

মেরিল মাথা ঝাঁকাল। "হ্যাঁ। কী হয়েছিল বিস্তারিত আমি জানি না। কিন্তু যতোবার নিজের অনুভূতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি, রেগে গিয়েছি ততোবার আমি কেবল আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছি।" মাথা নাড়ল ও। "মাঝে মাঝে মনে হয় সিধের জীবন বেছে নেয়াটা ভাল। মানুষ হয়ে এভাবে অন্য মানুষদের কষ্ট দেয়া...ওদের যদি আমাকে প্রয়োজন না হতো..."

আমি আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। কিছু বললাম না।

মেয়েটা ওর বিয়ার শেষ করল। "আমি যাই, ফিক্সকে দেখে আসি একবার। ঘুমোচ্ছে ও। এইসকেও একবার ফোন করা দরকার। আপনি কী করবেন?"

"কয়েকজনের সাথে দেখা করতে হবে। ফেইরি কুইনদের সাথে কথা বলার আছে অনেক। সম্ভব হলে চুলও কাটিয়ে নেব।"

মেরিল হেসে উঠে দাঁড়াল। "শুভ কামনা রইল।" তারপর বেলকনি থেকে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে বেলকনির দরজা লাগিয়ে দিল।

আমি চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করলাম। টাইগ্রেস, গ্রাম, ক্লোরোফাইন্ড আর ওই গানম্যানকে যেই পাঠিয়ে থাকুক আমাকে খুন করার জন্যেই পাঠিয়েছিল। তার মানে আমি ঠিক পথে আগাচ্ছি। ভুল পথে আগালে আমাকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতো না।

কিন্তু তাহলে কেসটা নেয়ার আগে কেন আমার ওপর হামলা চালাল টাইগ্রেস? এক হতে পারে ওকে রেড কোর্ট ভাড়া করেছে আমাকে মারার জন্য। সেক্ষেত্রে তো বিপদ আরও বেশি দেখা যায়।

আমার গাড়ির জানালা জমিয়ে দেয়ার কাজটা খুব সম্ভবত উইন্টারের কেউ করেছে। কোন জাদুকরও করে থাকতে পারে কিন্তু সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছে। ঘুলটা খুব সম্ভবত মার্সেনারি, অন্যের হয়ে কাজ করে। ক্লোরোফাইন্ডটা...ওটা কথা বলতে পারে এমনটা আশা করিনি।

গাছ দানবটাকে ঠিক হিসাবে মেলাতে পারছি না আমি। মানে, তখন পরিস্থিতিটা এমন ছিল যে বাকি সবাই মিলে আমাকে ইচ্ছে করে ক্লোরোফাইন্ডটার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আবার গাছ দানবটাও এমন আচরণ করল আমার সাথে যেন ব্যক্তিগত বোঝাপড়া আছে ওটার আমার সাথে।

BanglaBook.org

আর মার্ফিই বা ওটাকে কীভাবে মারল? আমাকে যেভাবে ছুঁড়ে মারছিল তাতে প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা না থাকলে খবর হয়ে যেতো আমার। প্রতিরক্ষা বন্ধনীটা থাকার পরও ভালো ব্যথা পেয়েছি। মার্ফিকে তো একদম দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে পারার কথা ক্লোরোফাইন্ডটার।

হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম ক্লোরোফাইন্ডটা আসলে নির্দিষ্ট কোন সত্তা ছিল না। ওটা ছিল বুদ্ধি আর শক্তির একটা মিশ্রণ। এমন একটা মিশ্রণ যেটা যেটাকে কেউ একজন আদেশ করেছিল আমাকে খুন করার জন্য। কিন্তু মার্ফি আক্রমণ করার পরও মার্ফির কিছু করতে পারেনি। কেন?

"কারণ, হ্যারি, তুই একটা গাধা। মার্ফির সাথে ফেইরি কোর্টের কোন সম্পর্ক নাই," নিজেকে নিজে বলতে লাগলাম আমি। "ফেইরি কুইনরা কোর্টের সাথে সম্পর্ক নেই বা কোন চুক্তিতে জড়ায়নি এমন কাউকে খুন করতে পারবে না। এই কারণে মার্ফিকে খুন করতে পারেনি।"

কোন রাণীর কাজ হতে পারে এটা, সেক্ষেত্রে আমার ধারণা উইন্টারের কেউ হবে। আবার এমনও হতে পারে তখন যেন আমি ভুল পথে চিন্তা করি সেজন্য আমার গাড়ির উইন্ডশিল্ড জমিয়ে দেয়া হয়েছিল। সে যাই হোক, আমার পেছনে ঠিক কে এভাবে হন্যে হয়ে খুন করার জন্য পেছনে লেগে থাকবে ঠিক ভেবে বের করতে পারলাম না আমি।

আরেকটা ব্যাপার হলো সেই মাইন্ড ফগটা। কোন ফেইরি রাণী ফেইরিল্যান্ডের বাইরে এসে এমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় কোন জাদুকরকে ভাড়া করা হয়েছিল এ কাজের জন্য। আর অবশ্যই শক্তিশালী কোন জাদুকর। সাধারণ কোন জাদুকরের পক্ষে অমন মাইন্ড ফগ তৈরি করা সম্ভব না।

ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে তাকালাম, আকাশের তারারা মিটমিট করে জ্বলছে। ঠান্ডা হাওয়ায় শরীরে শিহরণ খেলে গেল আমার। বেলকনি ছেড়ে ভেতরে ঢুকলাম।

আলফারা একে অপরের সাথে গল্পে মশগুল হয়ে আছে। শুধু বিলিকে দেখলাম টিভিসেটের সামনে বসে আছে। "হেই," বিলি ডেকে উঠল। "শোন এটা।" টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিল ও।

"...কানাডা থেকে লেক মিশিগানের ওপর দিয়ে শিকাগোর দিকে ধেয়ে

BanglaBook.org

আসছে ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়া। মেক্সিকো উপসাগরের ধারে মিসিসিপি নদীর পানি ফুঁসে উঠেছে, জলোচ্ছাসে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা প্রবল। থেমে থেমে মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে কয়েক জায়গায়। ধারণা করা হচ্ছে টর্নেডোতে রূপ নিতে যাচ্ছে এই ঝড়। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর বিপদ সংকেত ঘোষণা করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সেই সাথে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ...”

বিলি টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল এবার। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলছে না।

“হ্যারি?” বিলি নীরবতা ভাঙল একটু পর। “এটা কোন সাধারণ ঝড় না, তাই না?”

আমি মাথা নেড়ে কুলার থেকে আরেকটা কোক নিলাম। তারপর দরজার দিকে আগাতে শুরু করলাম। “স্বাভাবিক না, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। ব্যাঙ বৃষ্টির মতো।”

“মানে?”

আমি দরজাটা খুলে বের হয়ে গেলাম। বের হওয়ার আগে পেছনে না তাকিয়ে বললাম, “মানে হলো আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।”

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

লেকের পাড় ধরে উত্তর দিকে গাড়ি ছোটালাম আমি। বৃষ্টির জোর বেড়েছে আরও। থেমে থেমে মেঘ ডেকে বজ্রপাত হচ্ছে। শহর থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে চলে এসেছি। দু'পাশে বাড়িঘর আর নেই তেমন একটা, গাছপালায় ভর্তি। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। শীতে কেঁপে উঠছি থেকে থেকে। নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইল দুয়েক দূরে থাকতে উইনেটকার দিকে গাড়ি ছোটালাম, সোজা লেক বরাবর।

অন্ধকার রাত। আমার সাথে কোন আলো নেই। অন্ধকার বনের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। তবে লেক পর্যন্ত ভালোভাবেই পৌঁছাতে পারলাম। লেকের পাড়ে একটা বেশ বড়সড় পাথর। পাথরটার নিচের দিকের কয়েক গজ পানির নিচে বাকিটা পানির ওপরে। আস্তে করে হেঁটে গিয়ে পাথরটার ওপরে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মেঘের গর্জন কমেনি বিন্দুমাত্র। দমকা হাওয়ার কারণে লেকের পানি যেন সমুদ্রের মতো উত্তাল হয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে।

আমি চোখ বন্ধ করে আমার চারপাশ দিয়ে বয়ে চলা শক্তিগুলো নিজের কাছে জমা করতে লাগলাম। যেখানে পানি পাথরের সাথে ধাক্কা লাগাচ্ছে, বাতাস পানিতে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। শক্তিগুলো আমার মাঝে যেন আরেকটা ভিন্ন সত্তা সৃষ্টি করে ফেলল। নিজের সমস্ত চিন্তা সেদিকে নিমগ্ন করলাম। এবারে চোখ খুলে দু'হাত পেতে দিলাম বৃষ্টির মাঝে।

জমিয়ে রাখা শক্তিটা বৃষ্টি আর বজ্রপাতের দিকে ছেড়ে দিলাম এবারে। একইসাথে চেঁচিয়ে বললাম, "গডমাদার! ভেন্টে, লিয়ানাসিধে!"

পরমুহূর্তে আমার ঠিক পেছনে একটা অবয়ব ফুটে উঠল। একদম কোমল কণ্ঠে অবয়বটা বলল, "আস্তে বাবা! আমি এতোটাও দূরে সরে যাইনি তোমার থেকে যে এভাবে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে।"

চমকে উঠলাম আমি। আরেকটু হলে লেকের পানিতে পড়ে যেতাম। পেছন ফিরে আমার ফেইরি গডমাদারের মুখোমুখি হলাম আমি। পানির ওপর

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে গডমাদার। পায়ের পাতা থেকে পানির ঢেউ খেলা করে যাচ্ছে।

আমার গডমাদার লিয়া হলো সিধের বেশ উচ্চপদস্থ ফেইরিদের একজন। সৌন্দর্যটাও সেরকমই, একদম স্বর্গীয়। লিয়ার উচ্চতা আমার সমানই হবে। কিন্তু আমার যেমন কঠোর চেহারা লিয়ার মোটেও তেমন নয়। বরং অদ্ভুত এক কোমলতা আর নির্লিপ্ততা তার চোখমুখে। ধবধবে সাদা চুল আর সিল্কের তৈরি পোশাক। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ থেকে কোন দেবী নেমে এসেছে।

"শুভসন্ধ্যা, গডমাদার," আমি বললাম। যতোটা সম্ভব গলায় ভদ্রতা আনার চেষ্টা করছি। "তোমাকে আকাশের ওই তারাগুলোর মতো সুন্দর লাগছে আজ।"

লিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল। "কী মিষ্টি! শেষবার যখন কথা হয়েছিলে তখন তোমার কথাগুলো অনেক কর্কশ ছিল। আর এখন কথাগুলো কত সুন্দর লাগছে! উফ!"

"এবার তো আর সেবারের মতো আধমরা অবস্থা না আমার," আমি বললাম।

ওর মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। "সেটা স্রেফ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার," ও বলল। "তুমি অনেক বিপদে আছো, বাবা।"

"ভেবে দেখলাম, তোমার আশেপাশে যতোবার এসেছি ততোবারই বিপদের মাঝে ছিলাম আমি।"

লিয়া যেন হাত দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা। "বাজে কথা। আমি সবসময় আমার হৃদয় উজাড় করে কেবল তোমার ভালো চেয়েছি।"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। "আমার ভালো! বাহ্!"

লিয়া ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। "কেন? বিশ্বাস হয় না তোমার?"

"হয় না। আর না হওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণটা হলো তুমি আমাকে মূলো দেখিয়ে একটা জাদুর তরবারি ছিনিয়ে নিয়েছো আর তারপর আমাকে ম্যাবের কাছে গিয়ে বেচেছো।"

"ছি!" লিয়া বলল। "ওই তরবারিটা তো নেহায়েত ব্যবসায়িক ব্যাপারস্যাপার। আর তোমাকে ম্যাবের কাছে বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে...আসলে আমার হাতে অন্য কোন উপায় ছিল না।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, তাই তো।"

লিয়া মাথা নিচু করল সামান্য। "হ্যারি, তুমি তো জানো, আমি মিথ্যা বলতে পারি না। গতবার তোমার সাথে দেখা করে যখন ফেইরিল্যান্ডে ফেরত যাই তখন আমার হাতে প্রবল শক্তি। এতোটা যে শক্তির ভারসাম্য আর আগের মতো নেই। তখন ভারসাম্য আনার জন্য আমাকে রাণীর সাথে চুক্তিতে আসতে হলো। এরপর রাণী তোমাকে বেছে নিলেন। আমার আর কীই বা করার ছিল?"

আমি ভ্রু কুঁচকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। "যখন ফেইরিল্যান্ডে ফেরত যাই তখন আমার হাতে প্রবল শক্তি?" লিয়ার কোমরে বাঁধা ছুরিটার দিকে নজর গেল আমার। "ওটা ভ্যাম্পায়াররা দিয়েছে নাকি?"

ছুরিটার বাটে আলতো করে হাত রাখল সে। "এতো সস্তা ভেবো না এটাকে। ওরা বানায়নি এটা। আর তাছাড়া এটা যতোটা না চুক্তির অংশ হিসেবে পেয়েছি তারচেয়ে বেশি উপহার পেয়েছি।"

"অ্যামরেশিয়াস আর ওটা এক হলো?" আমি গর্জে উঠলাম প্রায়। "ওই ছুরির বিনিময়ে অ্যামরেশিয়াস দিয়ে দিয়েছো তুমি?" গডমাদারের অবশ্য এসব অস্ত্র না থাকলেও কিছু যায় আসে না, এমনিতেই অনেক শক্তিশালী জাদু করতে পারে সে। "কী এমন আহামরি জিনিস ওটা?"

"কী নয়, বলো কার," লিয়া শুধরে দিল আমাকে। "আর তাছাড়া আমি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য তোমাকে ম্যাবের হাতে তুলে দিইনি।"

"তুমি আমাকে তোমার পোষা কুত্তা বানিয়ে তোমার বাড়ির পাহারায় বসিয়ে রাখতে চেয়েছিল, গডমাদার," আমি গর্জে উঠলাম।

"ওখানে একদম নিরাপদ থাকতে তুমি," লিয়া বাঁধা দিয়ে বলল। "আর খুশিও থাকতে। আমি তো শুধু তোমার দেখভাল করতে চেয়েছি।"

"পাগল নাকি?" বিড়বিড় করে বললাম আমি।

লিয়া হেসে উঠল। "ওখানে গেলে বুঝতে পারতে আসলে আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক। আজরাতে ডাকলে যে এভাবে?"

আমি বড় করে শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালালাম। "ভাবছিলাম তুমি আমাকে একটা চুক্তি করতে সাহায্য করতে পারবে বোধহয়। বেশ দরকার আমার চুক্তিটা। খুব বেশি কিছু দেয়ার মতো নেই

BanglaBook.org

আমার হাতে। তাই তুমি যদি আমার হয়ে একটু দর কষাকষি করতে তো ভালো হতো।"

লিয়া ভ্রু কুঁচকাল। "কার সাথে?"

"ম্যাব আর টাইটানিয়া," আমি বললাম। "ওদের সাথে কথা বলতে হবে আমার।"

লিয়ার চোখমুখে কী সামান্য হলেও ভয় ফুঁটে উঠল? "ওরা যদি তোমাকে কিছু করতে চায়, আমি তোমাকে ওদের থেকে রক্ষা করতে পারব না। আমার এখন অনেক ক্ষমতা কিন্তু তারপরও ওদের সাথে লড়বার মতো ক্ষমতা নেই।"

"আমি জানি সেটা। কিন্তু আমাকে যদি সাহায্য না করো তো আমি খুনিকে খুঁজে পাব না। সেক্ষেত্রে মরা বাদে আর কোন গতি থাকবে না আমার হাতে।"

"তেমনটাই তো শুনলাম," গডমাদার বলল। আমার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল সে। "ঠিক আছে, তোমার হাত দাও আমাকে।"

"আমার হাত আমার লাগবে, গডমাদার। দুই হাতই লাগবে আমার।"

লিয়া জোরে হেসে উঠল এবারে। "বোকা ছেলে! তোমার হাত রাখো আমার হাতে। তোমার হাত নিতে চাইনি আমি, তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছি।"

"বিনিময়ে কী দিতে হবে?"

"কিছুই না।"

"কিছুই না? তুমি বিনামূল্যে কিছু করো না।" সন্দেহের সুরে বললাম আমি।

"তোমাকে কিছু দিতে হবে না বিনিময়ে, বাবা," ব্যাখ্যা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল সে।

"তাহলে কে দেবে?"

"তুমি চিনো না তাকে, চিনতেও না কখনো," লিয়া বলল।

হঠাৎ করে মনে হতে লাগল আমার কে হতে পারে সে। "আমার মা। আমার মা'র কথা বলছো তুমি।"

লিয়া ওর হাতটা এখনো বাড়িয়ে রেখেছে, মুখের হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হলো ওর। "হয়তো।"

BanglaBook.org

আমি ওর হাত ধরার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বললাম, "তুমি আসলেই আমাকে রক্ষা করবে তো? আমার কেন যেন বিশ্বাস হয় না।"

"আমি ইতিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করেছি।"

আমি বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে রাখলাম। "কবে?"

"ওই গোরস্থানের কথা মনে করে দেখো। তোমার মাথার ক্ষত সারিয়ে দিয়েছিলাম আমি। ওটা সারিয়ে না দিলে মারা যেতে তুমি।"

"কিন্তু তুমি সেটা করেছিলে যেন আমাকে ভুলিয়ে ওই তরবারিটা বাগাতে পারো সেজন্য!"

লিয়া মন খারাপের সুরে বলল এবারে, "শুধু ও কারণে নয়। আর তাছাড়া তোমাকে তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আরও একবার তোমাকে বাঁচিয়েছি আমি, মনে করে দেখো।"

"আর তার বিনিময়ে যে আমার প্রেমিকার থেকে আমার সব স্মৃতি মুছে দিয়েছো তার কী হবে? আর তাছাড়া তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো যেন আমাকে তোমার কুত্তা বানিয়ে রাখতে পারো ফেইরিল্যান্ডে।"

"কিন্তু তাতে করে তো আর এটা প্রমাণ হচ্ছে না যে আমি তোমাকে রক্ষা করছি না।"

আমি ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। "আর কী করেছো আমার জন্য?"

লিয়া এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল। তারপর মুখ খুলল। "সেদিন পুলিশে ফোন করেছিলাম আমি, যেন তুমি পালিয়ে যাবার সুযোগ পাও।"

আমি চোখ পিটপিট করলাম। "রুউয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে? ওটা তুমি ছিলে?"

"অবশ্যই আমি ছিলাম, বাবা। আর আজকে ওই মার্কেটেও তো।"

আমি মাথা নাড়লাম। "বুঝলাম না!"

আমার দিকে বাড়ানো হাতটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিল সে। মুখের হাসি ফুটে উঠেছে। "এখব বুঝবেও না। চলো যাওয়া যাক, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।"

লিয়া মিথ্যা বলছে না, আমি জানি সেটা। ফেইরিরা মিথ্যা বলতে পারে না। আর একজন ফেইরি আমাকে বিনামূল্যে সাহায্য করতে চাইছে, কিছু একটা ব্যাপার এর মধ্যে অবশ্যই আছে।

BanglaBook.org

আমাকে এভাবে ভাবতে দেখে গডমাদার হেসে উঠল। "হ্যারি, হ্যারি," হাসতে হাসতে বলল সে। "ভয় পাচ্ছো কেন? আমাদের আগের চুক্তিটা তো এখনো বহাল আছে। আমি আরও কয়েক সপ্তাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না।"

এই চুক্তিটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। যেখা যাবে একদল হিংস্র হায়েনার সামনে আমাকে ফেলে চলে গিয়েছে। পরে বলবে, আমি তো কোন ক্ষতি করিনি ওই হায়েনারা করেছে। গতবছর তো বলতে গেলে এই কাণ্ডই করেছে আমার সাথে।

আকাশে আলোর তীব্র ঝলকানি। আরেকটা বজ্রপাতের শব্দ হলো। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। আমার সামনে এখন স্রেফ দুটো পথ খোলা আছে। এক হলো আমরা গডমাদারের সাথে যাওয়া আরেক হলো বাসায় বসে ভ্যাম্পায়ারদের জন্য অপেক্ষা করা।

গডমাদারের সাথে যাওয়াটা খুব ভাল বুদ্ধি মনে হচ্ছে না কিন্তু তারপরও ভ্যাম্পায়ারদের জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে তো ভালো অবশ্যই। আমি বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে লিয়ার হাতটা ধরলাম। "ঠিক আছে, ওদের সাথে দেখা করার পর মাদারদের সাথেও দেখা করতে হবে।"

লিয়া একটু বাঁধা দিল আমার কথায়। "আগে বন্যা থেকে বেঁচে ফিরো, তারপর নাহয় দাবানলের কথা ভাবা যাবে। চোখ বন্ধ করো এখন।"

"কেন?"

লিয়ার চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়ল। "বাবা, প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করো না আর এখন। চোখ বন্ধ করো।"

আমি ফিসফিস করে নিজেকে নিজেই গালি দিলাম। লিয়া বিড়বিড় করে দূর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বিড়বিড় করে বলল যার কিছুই আমি বুঝলাম না। আমার হাঁটু আর আঙুলগুলো অসাড় হয়ে আসতে লাগল। মনে হতো লাগল পুরো পৃথিবী ভেঙে পড়ছে।

কতক্ষণ এভাবে পার হলো জানি না। খুব বেশি সময় পার হওয়ার কথা নয় তবে মনে হলো অনন্ত কাল পেরিয়ে যাচ্ছে। একসময় ঠিক হয়ে গেল সব। এতোক্ষণ ধরে শূন্যে ভেসে থাকা পায়ের নিচে মাটি ফিরে পেলাম।

"চলে এসেছি," লিয়া বলল।

BanglaBook.org

চোখ খুললাম আমি।

ধূসর এক সমতলের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আমার প্রায় হাঁটু পর্যন্ত অদ্ভুত একটা কুয়াশায় ঢেকে আছে। কাজেই ঠিক কীসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পারলাম না। আমার চারপাশে কেবল পাহাড় আর উপত্যকা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো সবকিছু কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে। আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা একদম পরিস্কার। তারা জ্বলছে, অদ্ভুতরকম উজ্জ্বল। তীব্র আলোর ঝলকানি–আরেকটা বজ্রপাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে আশেপাশের সব পাহাড়, উপত্যকা মুছে গিয়ে তাদের জায়গা দখল করল অদ্ভুত এক নীল রঙ।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম এখন কেবল আমার দুই পায়ের নিচে দুই টুকরো কুয়াশা। এক কদম আগে বাড়লাম। যেখান থেকে পা তুলেছি সেখানকার কুয়াশাটুকু মিলিয়ে গেল, যেখানে পা রাখলাম সেখানে পায়ের নিচে আরেক টুকরা কুয়াশা চলে এলো কোথেকে যেন।

"আমরা..." বিস্ময়ে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। "আমরা...আমরা..."

"মেঘের ওপর," গডমাদার মাথা নেড়ে বলল। "অন্তত তোমার কাছে তাই মনে হবে। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এখন আমরা।"

"নেভারনেভারে তাহলে। ফেইরিল্যান্ড?"

লিয়া মাথা নাড়ল। "না, মাঝামাঝি কিছু বলতে পারো। এমন একটা জায়গা যেখানে শিকাগো আর ফেইরিল্যান্ড একে অপরের সাথে মিশে গিয়েছে। শিকাগোর ওপরের আরও একটা শিকাগো। ফেইরিদের রাণীরা এ জায়গাকে সমর বলে ডাকে। রাণীদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানেই যুদ্ধে জড়ায় ফেইরিরা।"

"সমর বলে ডাকে?" আমি নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম। "ওরাই বানিয়েছে জায়গাটাকে?"

লিয়া আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

পুরো জায়গাটা ধীরে ধীরে ঘুরে দেখতে শুরু করলাম আমি। কুয়াশার আড়ালে একটা লেক দেখা যাচ্ছে। মেঘ চিরে একটা নদী বয়ে গিয়েছে।

"এক মিনিট," আমি বিড়বিড় করলাম। "জায়গাটা...পরিচিত লাগছে।" শিকাগোর ওপরের শিকাগো বলে ডেকেছে তখন লিয়া। জায়গাটার ওপর

BanglaBook.org

কল্পনায় ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাড়িঘোড়া, মানুষজন বসাতে শুরু করলাম আমি। "এটা শিকাগো, শুধু মাটিটুকু, ঘরবাড়ি ছাড়া।"

"শিকাগোর মডেল বলতে পারো," লিয়া জবাব দিল। "মেঘ আর কুয়াশা দিয়ে বানানো।"

ঘুরতে ঘুরতে বেশ বড় একটা টেবিলের সামনে এসে হাজির হলাম একটু পর। সাদা রঙের কোন পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে টেবিলটা। সবচেয়ে বড় ব্যাপার টেবিলটার সাইজ অতিকায় আর সেটা বানানো হয়েছে একটা মাত্র মাথর কেটে। পাথরের গায়ে খোদাই করে কিছু একটা লেখা। নর্স ভাষায়? হতে পারে। পরিচিত লাগছে। কিছু কিছু জায়গায় অবশ্য মিশরিয় মনে হচ্ছে। টেবিলটার ঠিক ওপরে বজ্রপাত হলো একটা। নীল আলো ঝলসে উঠল চারপাশে।

"এটার ব্যাপারে শুনেছি আগে," এক মুহূর্ত পর বললাম। "অনেকদিন আগে। এবেনেজার এটাকে স্টোন টেবিল বলে ডাকত।"

"হ্যাঁ," গডমাদার ফিসফিস করে বলল। "রক্ত হলো ক্ষমতা, বাবা। এই টেবিল যার দখলে থাকবে সে রক্ত বলি দিয়ে তার শক্তি শুষে নিতে পারবে।"

"যার দখলে থাকবে?"

লিয়া মাথা নাড়ল, ওর সবুজ চোখজোড়ায় অস্থিরতা। "বছরের অর্ধেক সময় ওটা থাকে উইন্টারের কাছে আর বাকি অর্ধেকটা সময় সামারের কাছে।"

"হাতবদল হয়," আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললাম। "মিডসামার আর মিডউইন্টার।"

"হ্যাঁ, এখন টেবিলটা সামারের দখলে। কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।"

টেবিলটার দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। শক্তির একটা প্রবাহের ছোঁয়া পেলাম হাতে। হাত আরেকটু এগিয়ে নিয়ে টেবিলটায় স্পর্শ করলাম। মনে হলো বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো শক্তি বয়ে চলেছে টেবিলটার শরীর বেয়ে। ধাক্কা খেয়ে হাত সরিয়ে নিলাম দ্রুত।

"তার মানে দাঁড়াচ্ছে, টেবিলে কাউকে বলি দেয়া হলে তার শক্তি যে টেবিল দখল করে আছে তার কাছে যাবে। টেবিলের দখল এখন সামারের কাছে কিন্তু আগামীকাল মাঝরাতের পর টেবিলের দখল চলে যাবে উইন্টারের কাছে।"

BanglaBook.org

লিয়া নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

"বুঝলাম না, এটা এতো জরুরি কেন?"

লিয়া আস্তে করে টেবিলটার চারপাশ ঘিরে হাঁটতে শুরু করল, দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। "এই টেবিলটা হলো শক্তির আধার, বাবা। এখানে যাকে বলি দেয়া হয় কেবল তার শক্তি নয় আরও অনেক কিছু এই টেবিলটা অধীন করে নেয়।"

"ক্ষমতা," আমি বিড়বিড় করলাম। "আচ্ছা, যদি কোন জাদুকরের রক্ত এখানে দেয়া হয়?"

গডমাদার হাসল। "প্রচণ্ড শক্তি আর ক্ষমতা আসবে তাহলে এই টেবিলটা থেকে। তখন এই টেবিলটা যে রাণীর অধীনে থাকবে সে হবে তোমাদের পৃথিবীর অধীশ্বর।"

আমি এক কদম পিছিয়ে গেলাম। "আচ্ছা।"

লিয়া পুরো টেবিলটা একবার ঘুরে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। তারপর একদম আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, যদি এই সবকিছু থেকে কোনভাবে বেঁচে যেতে পারো তো ম্যাব যেন স্বপ্নেও তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে না পারে, কোনমতেই না।"

আমার শিরদাড়া বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। "আচ্ছা," মাথা নেড়ে বললাম। "গডমাদার, আমি এখনো বুঝিনি তুমি আসলে ঠিক কী বলতে চাইছো। এই টেবিলটা এতো জরুরি কেন?"

লিয়া একবার বামে তারপর আরেকবার ডানে তাকাল, দূরে দুটো পাহাড় দু'পাশে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সেদিকে তাকালাম, অনেক দূরে পাহাড় দুটো। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, কিছু দেখতে পেলাম না। "দেখতে পাচ্ছি না," আমি বললাম। "দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে কোন একটা আবরণে ঢেকে দেয়া হয়েছে।"

"যদি বুঝতে চাও তো তোমাকে দেখতেই হবে।"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। জাদুকররা এমন অনেক কিছু দেখতে পায় যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব না। কেউ এটাকে সাইট বলে, কেউ ডাকে থার্ডআই কিংবা অন্য কোন নামে। যদি একজন জাদুকর তার সাইট ব্যবহার করে তো সে তার চারপাশে ছুটে চলা জাদুর বিচ্ছুরণ দেখতে পায়, দেখতে পায় একটা অদৃশ্য স্পেল কীভাবে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু

BanglaBook.org

সমস্যা হলো সাইট ব্যবহার করে কিছু দেখতে গেলে সেই স্মৃতিটা মনের মাঝে একদম গেঁথে যায়। ভাল হোক বা খারাপ কোনমতেই সেটাকে আর সেখান থেকে দূরে সরানো যায় না। আমি যখন প্রথমবার সাইট ব্যবহার করেছিলাম তখন আমার বয়েস মাত্র চোদ্দ এবং তখন যা দেখেছিলাম সেই স্মৃতি এখনো আমার একদম স্পষ্ট মনে আছে।

অনেক খারাপ জিনিস দেখেছি আমি। ডিমন, অভিশপ্ত আত্মা, অশরীরি। এই স্মৃতিগুলোও আমার মাঝে বন্দি হয়ে আছে। আবার অনেক ভালো জিনিসও দেখেছি। অদ্ভুত সুন্দর সব আলো, গন্ধ। খারাপ স্মৃতিগুলো যেমন দুঃস্বপ্ন হয়ে ধেয়ে বেড়ায় আমাকে তেমন সুন্দর স্মৃতিগুলো আমাকে আনন্দ দেয়।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে চোখ বন্ধ করলাম, তারপর খুব ধীরে ধীরে আমার সাইট উন্মোচন করলাম।

সাইট খোলার সাথে সাথে যেন ধাক্কা খেলাম একটা। মেঘের ওপরের এই পুরো জায়গাটা জুড়ে শক্তির অবাধ বিচরণ দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণের পাহাড় চূড়া, সবুজ মাঠ থেকে সোনালী আভা ফুটে ওঠেছে এক অবারিত রঙিন ফুলেল প্রান্তর জুড়ে। মাঝে মাঝে এতো তীব্র আলোর ঝলকানি যে তাকিয়ে থাকাও কষ্টকর আমার জন্য।

অন্যপাশে শীতল নীলচে শক্তি খেলা করে চলেছে বরফের গ্ল্যাসিয়ার বেয়ে নেমে আসা নদী জুড়ে।

ঠিক পাহাড় চূড়ায় যেখানে ছোটখাট একটা সূর্যের মতো আলো বিকিরিত হয়ে চলেছে সেখাএ এ দুই শক্তি পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। এ পাশে উষ্ণতার মৃদু আলিঙ্গন আর অপরপাশে যেন মৃত্যুর হিম শীতলতা।

দুটো শক্তিই একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করবার আদিম প্রয়াসে লিপ্ত। তবে এখন ক্ষমতা সামারের হাতে। সোনালী আলোয় ঢেকে আছে স্টোন টেবিলটা আর সেদিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে উইন্টারের হিমশীতল মৃত্যু আর অন্ধকার।

আমার চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে মেলে রেখেছি এখনো ওই দুটো। আরও কিছুটা সময় তাকিয়ে থাকার পর দেখতে পেলাম আমি কী খুঁজছি। দুই ফেইরি কুইনের শক্তির লড়াইয়ের ঠিক মাঝখানে অপর এক শক্তি। এমন এক শক্তি যা সৃষ্টির শুরু থেকে স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে।

BanglaBook.org

এমন এক শক্তি যার মহাপ্রলয়ের আগে কোন বিনাশ নেই। এমন এক শক্তি যাকে যে কোন মানুষ উপাসনা করবে। আমারও ইচ্ছে হলো ছুটে যাই, গিয়ে পূজো করি তার। কেন বুঝতে পারলাম না প্রথমে। তারপর মনে হলো, কারণ এমন শক্তি আমি আর কখনো কোথাও দেখিনি।

অদ্ভুত একটা আকর্ষন আছে ওই শক্তির মাঝে। এমন কিছু একটা যেটা আমাকে ডেকে চলেছে বারংবার। এমন কিছু একটা যার কাছে দুই ফেইরি কুইনের লড়াই তুচ্ছ মনে হয়।

দু'হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেললাম আমি। পরমুহূর্তে ঠাস করে মাটিতে পড়ে গেলাম। সাইট বন্ধ করার জন্য রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছে আমাকে নিজের সাথে। যা দেখেছি তারচেয়ে বেশি আমার পক্ষে সম্ভব না, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।

কতক্ষণ পেরিয়ে গেল জানি না। একসময় টের পেলাম বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে আমার শরীরে। আস্তে করে চোখ খুললাম। নিজেকে আবিষ্কার করলাম লেক মিশিগানের পাড়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে গডমাদারকে ডেকেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। গডমাদার আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে আছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সরে আসলাম ওর থেকে।

"আমাকে সাবধান করা উচিত ছিল তোমার।"

"তাতে কিছু আসতো যেতো না," নির্লিপ্ত স্বরে গডমাদার জবাব দিল। "তোমার ওসব দেখতে হতোই।" এক মুহূর্ত থেমে যোগ করল সে, "আর কোন উপায় ছিল না এটা বাদে। বুঝেছো এবার?"

"যুদ্ধ," আমি বললাম। "ওরা টেবিলটার জন্য যুদ্ধ করবে। যদি সামার জিতে যায় তো তখন গ্রীষ্ম হোক বা শীত হোক, ম্যাব আর ওই টেবিলের নাগাল পাবে না, রক্ত ঝরাতে পারবে না সেখানে, সামার নাইটের ক্ষমতা আর উইন্টারের সাথে যোগ করতে পারবে না।" একটু থেমে শ্বাস নিলাম। "ওরা কী করছে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় ওখানে। এমনভাবে করছে মনে হচ্ছে ওটা একটা রিচুয়াল, এর আগেও করেছে ওরা।"

"অবশ্যই," লিয়া বলল। "ওটা হলো শক্তি। ওকে ঘিরে প্রতিনিয়ত ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে কুইনরা। কিন্তু এখন সে ভারসাম্য ভেঙে পড়ার মুখে। শক্তিকে নিজের করে নিতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে কুইনরা আর..."

BanglaBook.org

"লেডিরা," আমি বললাম। "নাইটরা।"

"আর," লিয়া যোগ করল। "তাদের প্রতিনিধিরা।"

"মানে কী? আমি এই মেঘের মধ্যে কোন ফেইরিদের হয়ে লড়াই করতে যাচ্ছি না।"

"হয়তো। হয়তো না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। "কিন্তু তুমি তো আমাকে সাহায্য করলে না। আমার ওদের সাথে কথা বলা দরকার ছিল। ওদের কেউ একজন দায়ি কি না বের করা দরকার।"

"সেটাই তো করেছো। ওদের সাথে কথা বলার চেয়ে বরং আরও ভালোভাবে করতে পেরেছো সেটা।"

আমি ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম তারপর স্টোন টেবিলের কাছে গিয়ে কী কী জানতে পেরেছি সেটা ভাবতে লাগলাম। "ম্যাবের তাড়াহুড়ো করার কোন কারণ নেই, এমনিতেই ওর কাছে ক্ষমতা চলে যাবে কালকের পর। সামারের কাছে এই মুহূর্তে কোন নাইট নেই। তার মানে উইন্টারের ক্ষমতা এখন বেশি। অপেক্ষা করাটা উইন্টারের জন্য সুবিধাজনক, টেবিলের দখল নেয়ার কোন মানে হয় না এখন ওদের।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সামার টেবিলকে রক্ষা করতে চাইছে। তার মানে টাইটানিয়ার ধারণা উইন্টারের কেউ একজন কাজটা করেছে। আর ম্যাবও অপেক্ষা করার চেয়ে যুদ্ধে জড়াতেই বেশি আগ্রহী। তার মানে..." আমার ভ্রু আরও কুঁচকে গেল। "তার মানে ম্যাব জানে না সামার কেন যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। ম্যাব শুধু টাইটানিয়াকে আগে থেকে পরখ করে দেখতে চাইছে। আর তার মানে ম্যাবও জানে না এসবের পেছনে আসলে কে।"

"ঠিক তাই," লিয়া বলল। লেকের দিকে তাকাল সে। "তোমাদের সূর্য আর কিছুক্ষণ পর আলো দিতে শুরু করবে। আর ওটা অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হবে। আর এরপর পৃথিবীর কী হবে সেটা একবার কল্পনা করে দেখো তো।"

কী কী হতে পারে সে সম্পর্কে আগে থেকে একটা ধারণা ছিল আমার। কিন্তু এখন এই যুদ্ধে যে পরিমাণ শক্তি আর ক্ষমতার ছড়াছড়ি দেখতে পাচ্ছি তাতে যুদ্ধ হলে পৃথিবীর কী অবস্থা হবে তা এখন আমার কল্পনার বাইরে।

BanglaBook.org

"আমার মাদারদের সাথে দেখা করতে হবে। ওদের কাছে নিয়ে যাও আমাকে।"

"সে আমার ক্ষমতার বাইরে, বাবা," লিয়া বিষন্ন সুরে বলল।

"আমার মাদারদের সাথে কথা বলতে হবে।"

"আমি একমত এ ব্যাপারে," লিয়া বলল। "কিন্তু আমি তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার নেই। ম্যাব বা টাইটানিয়া হয়তো নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু তারা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত।"

"দারুণ," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "তো কীভাবে ওদের কাছে যাওয়া যায়?"

"মাদারদের কাছে কেউ চাইলেই যেতে পারে না, বাবা। কেবল তারা যেতে বললে তখন যাওয়া যায়। আমি তোমাকে আর কোন সাহায্য করতে পারব না। ক্ষুদ্র শক্তিদের কুইনদের সাথে এক করতে হবে শীঘ্রই। আমাকে ওখানে প্রয়োজন হবে এখন।"

"চলে যাচ্ছো তাহলে?"

গডমাদার মাথা ঝাঁকাল, এগিয়ে এসে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর এক কদম পিছিয়ে ওর কোমরের বেল্টে বাঁধা ছুরিতে এক হাত রাখল। "সাবধানে থেকো, বাবা। আর মনে রেখো, সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।" এক মুহূর্ত থেমে আরেকটা কথা যোগ করল সে। "আর চুল কাটিও তো, বিচ্ছিড়ি লাগছে তোমাকে।"

লেকের ভেতরের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল গডমাদার। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল সেখানে।

"দারুণ!" আমি বিড়বিড় করে বললাম। "খুব ভাল! সূর্যাস্ত!" অথচ আমি বলতে গেলে এখনো কিছুই জানি না। একটা পাথর তুলে নিয়ে লেকের পানিতে ছুঁড়ে মারলাম। বৃষ্টির শব্দে পাথরটার পানিতে পড়ার শব্দ ঢাকা পড়ে গেল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে আগাতে শুরু করলাম। বৃষ্টি আর মেঘের গর্জন ক্ষণে ক্ষণে বাড়ছে। বনের ভেতর গাছের অবয়বগুলো আগের চেয়ে একটু ভালো দেখতে পাচ্ছি এখন। সূর্যোদয়ের বেশি সময় আর বাকি নেই বোধহয়।

BanglaBook.org

গাড়িতে বসে চাবি ঘোরালাম।

পুরনো ভোক্সওয়াগেনটা কয়েকবার খুক খুক করে কেশে চালু হয়ে গেল। গিয়ার ফেলে এক্সিলেটরে চাপ দিলাম কিন্তু গাড়িটা আগে বাড়ল না। উল্টো সামনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করল।

গাড়ি থেকে নেমে ইঞ্জিনের ডালা খুললাম, একরাশ কালো ধোঁয়া বের হয়ে আসল সেখান থেকে। ধোঁয়ার ওপাশে আগুনের চিহ্ন দেখতে পেলাম। দারুণ! গাড়ির পেছন থেকে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এনে স্প্রে করে আগুন নেভালাম।

হাতে বোধহয় আর পনের ঘন্টার তো আছে। এরমধ্যে মাদারদের সাথে দেখা করার একটা উপায় খুঁজে বের করে দেখা করতে হবে। সামার নাইটের খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে। আর একটা যুদ্ধকে থামিয়ে দিতে হবে।

আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, এরমধ্যে আমার গাড়িটা আবার নষ্ট হয়েছে।

"হ্যারি, তোর একার পক্ষে আর সম্ভব না এখন কিছু," নিজেকেই নিজে বিড়বিড় করে বললাম।

কাউন্সিলের সাহায্য লাগবে। এবেনেজারকে খুলে বলা দরকার সবকিছু। পরিস্থিতি অনেক বেশি খারাপ এখন। ভাগ্য ভাল থাকলে কাউন্সিল হয়তো বিশ্বাস করবে আমার কথা, তখন সাহায্য করতেও পারে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

আরও কয়েক মিনিট সময় নিয়ে গাড়িটা ঠিক করার চেষ্টা করলাম। শেষটায় ব্যর্থ হয়ে কাছের গ্যাস স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। সেখান থেকে একটা র‍্যাকার ফোন করে ডেকে গাড়িটা গ্যারেজে নিয়ে যেতে বলে একটা ক্যাব নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। ভাগ্যিস মেরিল টাকা দিয়েছিল নয়তো খুব বাজে অবস্থায় পড়ে যেতাম এখন।

বাড়ি ফিরে একটা মিস্টারকে খেতে দিলাম আগে।

তারপর টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম ফোন দেব কি না। আত্মসম্মানে বাঁধছে ফোন দিতে। কিন্তু নিজেকে বোঝালাম আত্মসম্মানের কারণে বোকামি করাটাও ঠিক হবে না এখন।

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম শেষমেশ। মরগানের দেয়া নাম্বারে ডায়াল করলাম। একবার রিং হওয়ার সাথে সাথে ফোন রিসিভ করল কেউ। "কে ফোন করছেন?" ওপাশ থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসল।

"ড্রেসডেন বলছি। আমার এবেনেজার ম্যাককয়ের সাথে একটু কথা বলতে হবে।"

"একটু দাঁড়ান।" ফোনটা নীরব হয়ে গেল। খুব সম্ভবত যে ফোন ধরেছে সে এখন মাউথপিসের ওপর হাত চাপা দিয়ে আছে। হাত সরিয়ে নেয়া হলো একটু পর।

"ব্যর্থ হয়েছো তাহলে," ওপাশ থেকে মরগানের গলা ভেসে আসল। "ওয়ার্ডেনরা এসে তোমাকে সিনিয়র কাউন্সিলের কাছে নিয়ে যাবে। ওরা না যাওয়া পর্যন্ত যেখানে আছো সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকো।"

"আমি ব্যর্থ হইনি, মরগান," বিরক্ত সুরে বললাম আমি। "আমার কাছে কিছু তথ্য আছে যা সিনিয়র কাউন্সিলের জানা উচিত।" আত্মসম্মানটা বিসর্জন দিয়ে আরেকটা লাইন যোগ করলাম। "আমার সাহায্য দরকার। পরিস্থিতি এখন আর আমার একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়।"

BanglaBook.org

"যা ঘটছে সব তো তোমার জন্যেই, তাই না?" মরগান ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে বলল। "তুমি হলে সেই মানুষ যার বেলায় কোন নিয়ম খাটে না। যখন ইচ্ছে হলো নিয়ম ভাঙলে তারপর কাউন্সিলকে একটা সাত-পাঁচ বুঝিয়ে দিলে।"

"এখনকার পরিস্থিতির সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই," আমি বললাম। "ঈশ্বরের দোহাই লাগে, মরগান। দয়া করে তোমার গোবরভরা মাথাটা একটু খাটাও। এখনি কিছু করা না গেলে ফেইরিদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে না আর। আমার চেয়ে এখন এই বিষয়টা অনেক বেশি জরুরি, কাউন্সিলের প্রটোকলের চেয়েও এই বিষয়টা এখন বেশি জরুরি।"

মরগান গর্জে উঠল, "কোনটা জরুরি কোনটা জরুরি না সেটা ঠিক করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? অনেক হয়েছে তোমার নাটক, আর না।"

"মরগান," আমি বললাম। "আমি শুধু এবেনেজারের সাথে কথা বলতে চাই। তাকেই ঠিক করতে দাও না–"

"না," মরগান বলল।

"কী?"

"এবারে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। সিনিয়র কাউন্সিলের সাথে তোমার কোন কথা হচ্ছে না এখন।"

"মরগান, পাগলামি–"

"পাগলামির কথা তুমি আমাকে বলছো, ড্রেসডেন? পাগলামি কী জিনিস জানো তুমি? ডু'মর্নকে খুন করার পরও তোমাকে যখন বাঁচতে দেয়া হয়েছিল তখন সেটা ছিল পাগলামি। দু'বছর আগে তোমাকে ওই আগুন লাগা ঘরটা থেকে বাঁচিয়ে আনাটা ছিল পাগলামি। এবারে আর কোন পাগলামি আমি করব না।"

ফোন কেটে দিল মরগান।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত রিসিভারটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। তারপর ফোনটা তুলে নিয়ে সোজা ফায়ারপ্লেস বরাবর ছুঁড়ে মারলাম। রাগে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পুরনো বাক্স, কোকের ক্যান, কাগজের স্তূপ–ঘরের ভেতরে যেখানে যা পেলাম একের পর এক লাথি মেরে গেলাম কিছুক্ষণ।

"হারামজাদা!" চিৎকার করে গাল দিলাম।

নিজেকে শান্ত করতে হবে আগে। গোসল করা যেতে পারে। মাথায়

BanglaBook.org

পানি ঢালার চেয়ে আর কোন ভাল বুদ্ধি আসল না। দ্রুত বাথরুমে গিয়ে ঠান্ডা পানি ঢালতে লাগলাম মাথায়, শরীরে। বাথরুম থেকে যখন বের হয়ে আসলাম তখন শীতে রীতিমতো কাঁপছি।

এবেনেজারের সাথে আর কীভাবে যোগাযোগ করা যায় ভাবতে লাগলাম। খুব সম্ভবত এবেনেজারসহ পুরো সিনিয়র কাউন্সিলকে এখন ওয়ার্ডেনরা পাহারা দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই সময়ের সেরা জাদুগুলো ব্যবহার করা হবে ওদের রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু কোথায় রাখা হয়েছে ওদের? মার্ফির সাহায্য নেব? মার্ফি হয়তো ফোন নাম্বারটা থেকে জায়গাটা ট্র্যাক করে বের করতে পারবে। কিন্তু পরক্ষণে চিন্তাটা দূর করে দিলাম মাথা থেকে। আমি যদি জায়গামতো যাইও তারপর ওয়ার্ডেনদের বাঁধা এড়িয়ে কাউন্সিলের সাথে দেখা করতে গেলে মরগান সোজা আমার মাথা ধর থেকে আলাদা করে ফেলবে।

যা করার কাউন্সিলের সাহায্য ছাড়াই করতে হবে।

দ্রুত কাপড়চোপড় পরে নিলাম আবার। জিন্সের প্যান্ট, সাদা শার্ট আর কাউবয় বুট।

তারপর একটা বড় স্পোর্টস ব্যাগ বের করে আনলাম। এমনিতে এই ব্যাগে হকি খেলার জিনিসপত্র রাখে লোকে, কিন্তু আমি অন্য কাজে লাগাই। একে একে আমার ব্লাস্টিং রড, উইজার্ড স্টাফ, খাপসহ তরবারি আর একটা ব্যাগপ্যাকে কয়েকটা মোমবাতি, ম্যাচ, একটা কাপ, একটা ছুরি, একটা কার্ডবোর্ড, লবণের কৌটা, এক ক্যান্টিন পানিপড়া আরও কিছু ম্যাজিকেল জিনিসপত্র তুলে চেইন লাগালাম। এক বাক্স লোহার পেরেক, একটা ছোট হাতুড়ি আর কয়েকটা চক পকেটে তুললাম।

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে লিভিং রুমে এসে একটা স্পেল করলাম যেটা আমাকে এখন যে অল্প কয়েকজন মানুষ সাহায্য করতে পারে তাদের একজনের কাছে নিয়ে যাবে।

আধঘন্টা পর ও'হারে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছের একটা হোটেলের সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্পেলটাকে ফলো করে হোটেলের রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। এক পাশের একটা টেবিলে এলাইন বসে আছে। সামনে নাস্তার প্লেট। ব্যুফে খুব সম্ভবত। কফিতে চুমুক দিচ্ছে মেয়েটা।

BanglaBook.org

ওর সামনের চেয়ারটা টেনে সেখানে বসে পড়লাম। "সুপ্রভাত।"

আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা। "হ্যারি! আমাকে কীভাবে খুঁজে পেলে?"

"কাল রাত থেকে সেটাই ভাবছি," আমি বললাম। "তুমি আমাকে কীভাবে খুঁজে পেলে। তারপর বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। তুমি আসলে আমাকে না আমার গাড়িটা খুঁজে বের করেছো। আমার গাড়িতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তুমি। তো ভাবলাম গাড়িটাতে একটু খুঁজে দেখা যাক।" টায়ারে বাতাস পাম্প করার ভাল্বের একটা ক্যাপ বের করে আনলাম পকেট থেকে। "চার চাকার মধ্যে এক চাকায় ক্যাপটা পেলাম না, তো ভাবলাম ওটা বোধহয় আমার বাসায় যেদিন এসেছিলে সেদিন নিয়ে গিয়েছো। তো অন্য একটা ক্যাপ খুলে একটু ঘাঁটাঘাটি করতেই নিখোঁজ ক্যাপটার খোঁজ মিলল।" মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুঁটে উঠল আমার।

এলাইন কিছু না বলে ওর পার্স থেকে একইরকম দেখতে একটা ভাল্বের ক্যাপ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি পার্সের দিকে তাকালাম, ভেতরে বোর্ডিং পাসের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে মনে হলো। "তুমি পালিয়ে যাচ্ছো?"

"তুমি একজন সত্যিকারের জাদুকর, হ্যারি।" মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। কাঁধ ঝাঁকানোর সময় মুখ ব্যথায় কুঁচকে গেল ওর। একটু থেমে আহত হাতটা স্থির করল সে। তারপর আবার মুখ খুলল। "কিন্তু আমি নই। আমার কাছে পালিয়ে যাওয়াটা সহজ।"

"তোমার কি সত্যি মনে হয় ওই প্লেনের টিকেট তোমাকে কুইনদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে?"

"অন্তত সবকিছুর কেন্দ্রস্থল থেকে তো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমার জন্য ওটুকু যথেষ্ট। এখন আর খুনিকে খুঁজে বের করার মতো সময় আমার হাতে নেই।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি," আমি বললাম। "কাল রাতে আমার ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমার মনে হয় আমি জানি এসবের পেছনে কে আছে।"

আমার দিকে তাকাল এলাইন। "তুমি জানো?"

আমি ওর প্লেট থেকে আধখাওয়া একটা টোস্ট নিয়ে চাবাতে শুরু করলাম। "কিন্তু তোমার তো মনে হয় ফ্লাইট ধরতে হবে।"

BanglaBook.org

এলাইন ভ্রু কুঁচকাল। "দাঁড়াও, আমি আরেক প্লেট এনে দিচ্ছি।" উঠে গিয়ে আমাকে একটা প্লেটে ডিম, বেকন, সসেজ আর কয়েকটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট এনে দিল ও। আমার জিভ থেকে জল বেরিয়ে গেল খাবার দেখে।

প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিল এলাইন। "খাও।"

আমি খেতে শুরু করলাম। "তোমার সাথে কী হয়েছিল বলতে পারবে?" খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। "বলার মতো তেমন কিছু নেই। আমি ম্যাবের সাথে কথা বলেছি, তারপর মেইভের সাথেও। কথা বলে হোটেলে ফেরত আসার সময় পার্কিং লটে কেউ একজন পেছন থেকে আক্রমণ করে আমাকে। কোনমতে ওর দিকে একটা আগুনের হল্কা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়াতে শুরু করি। এমন সময় সময় তোমার গাড়ি খুঁজে পাই।"

"আমার কাছে কেন আসলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ আমি জানি না কে আক্রমণ করেছে। আর এই শহরে তুমি বাদে ভরসা করার মতো আর কেউ নেই আমার।"

"লয়েড স্ল্যাটের কাজ এটা," আমি বললাম।

এলাইনের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। "উইন্টার নাইট! তুমি কীভাবে জানলে?"

"মেইভের ওখানে যখন ছিলাম তখন সে এসেছিল ওখানে। হাতে একটা ছুরির বাক্স–ছুরিতে রক্ত লেগে আছে কিন্তু খটখটে শুকনো, আগুনে ঝলসে গেছে যেন এমন। মেইভ প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল, ওই রক্ত নাকি তার কোন কাজে আসবে না।"

এলাইনের কপালে চিন্তার ভাঁজ খেলে গেল। "স্ল্যাট...স্ল্যাট আমার রক্ত নেয়ার চেষ্টা করছিল যেন মেইভ আমার ওপর কোন স্পেল করতে পারে।" শিউরে উঠল মেয়েটা। "সম্ভবত অনেক আগে থেকেই আমার পিছু নিয়েছিল ও। ভাগ্যিস আগুনটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ। রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। মেইভ যাই করতে চেয়ে থাকুক শুকনো রক্ত দিয়ে পারবে না।" খাওয়া থামালাম না আমি। "গতরাতে আমাকে কয়েকজন গানম্যান আর ফেইরি মনস্টার দিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে।" ওয়ালমার্টের ঘটনা সংক্ষেপে বললাম ওকে, মার্ফির অংশ বাদ দিয়ে।

BanglaBook.org

ওর সামনের চেয়ারটা টেনে সেখানে বসে পড়লাম। "সুপ্রভাত।"

আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা। "হ্যারি! আমাকে কীভাবে খুঁজে পেলে?"

"কাল রাত থেকে সেটাই ভাবছি," আমি বললাম। "তুমি আমাকে কীভাবে খুঁজে পেলে। তারপর বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। তুমি আসলে আমাকে না আমার গাড়িটা খুঁজে বের করেছো। আমার গাড়িতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তুমি। তো ভাবলাম গাড়িটাতে একটু খুঁজে দেখা যাক।" টায়ারে বাতাস পাম্প করার ভাল্বের একটা ক্যাপ বের করে আনলাম পকেট থেকে। "চার চাকার মধ্যে এক চাকায় ক্যাপটা পেলাম না, তো ভাবলাম ওটা বোধহয় আমার বাসায় যেদিন এসেছিলে সেদিন নিয়ে গিয়েছো। তো অন্য একটা ক্যাপ খুলে একটু ঘাঁটাঘাটি করতেই নিখোঁজ ক্যাপটার খোঁজ মিলল।" মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি ফুঁটে উঠল আমার।

এলাইন কিছু না বলে ওর পার্স থেকে একইরকম দেখতে একটা ভাল্বের ক্যাপ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি পার্সের দিকে তাকালাম, ভেতরে বোর্ডিং পাসের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে মনে হলো। "তুমি পালিয়ে যাচ্ছো?"

"তুমি একজন সত্যিকারের জাদুকর, হ্যারি।" মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। কাঁধ ঝাঁকানোর সময় মুখ ব্যথায় কুঁচকে গেল ওর। একটু থেমে আহত হাতটা স্থির করল সে। তারপর আবার মুখ খুলল। "কিন্তু আমি নই। আমার কাছে পালিয়ে যাওয়াটা সহজ।"

"তোমার কি সত্যি মনে হয় ওই প্লেনের টিকেট তোমাকে কুইনদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে?"

"অন্তত সবকিছুর কেন্দ্রস্থল থেকে তো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমার জন্য ওটুকু যথেষ্ট। এখন আর খুনিকে খুঁজে বের করার মতো সময় আমার হাতে নেই।"

আমি মাথা নাড়লাম। "আমরা অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি," আমি বললাম। "কাল রাতে আমার ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমার মনে হয় আমি জানি এসবের পেছনে কে আছে।"

আমার দিকে তাকাল এলাইন। "তুমি জানো?"

আমি ওর প্লেট থেকে আধখাওয়া একটা টোস্ট নিয়ে চাবাতে শুরু করলাম। "কিন্তু তোমার তো মনে হয় ফ্লাইট ধরতে হবে।"

BanglaBook.org

এলাইন ভ্রু কুঁচকাল। "দাঁড়াও, আমি আরেক প্লেট এনে দিচ্ছি।" উঠে গিয়ে আমাকে একটা প্লেটে ডিম, বেকন, সসেজ আর কয়েকটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট এনে দিল ও। আমার জিভ থেকে জল বেরিয়ে গেল খাবার দেখে।

প্লেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিল এলাইন। "খাও।"

আমি খেতে শুরু করলাম। "তোমার সাথে কী হয়েছিল বলতে পারবে?" খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল মেয়েটা। "বলার মতো তেমন কিছু নেই। আমি ম্যাবের সাথে কথা বলেছি, তারপর মেইভের সাথেও। কথা বলে হোটেলে ফেরত আসার সময় পার্কিং লটে কেউ একজন পেছন থেকে আক্রমণ করে আমাকে। কোনমতে ওর দিকে একটা আগুনের হল্কা ছুঁড়ে দিয়ে দৌড়াতে শুরু করি। এমন সময় সময় তোমার গাড়ি খুঁজে পাই।"

"আমার কাছে কেন আসলে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ আমি জানি না কে আক্রমণ করেছে। আর এই শহরে তুমি বাদে ভরসা করার মতো আর কেউ নেই আমার।"

"লয়েড স্ল্যাটের কাজ এটা," আমি বললাম।

এলাইনের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। "উইন্টার নাইট! তুমি কীভাবে জানলে?"

"মেইভের ওখানে যখন ছিলাম তখন সে এসেছিল ওখানে। হাতে একটা ছুরির বাক্স–ছুরিতে রক্ত লেগে আছে কিন্তু খটখটে শুকনো, আগুনে ঝলসে গেছে যেন এমন। মেইভ প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল, ওই রক্ত নাকি তার কোন কাজে আসবে না।"

এলাইনের কপালে চিন্তার ভাঁজ খেলে গেল। "স্ল্যাট...স্ল্যাট আমার রক্ত নেয়ার চেষ্টা করছিল যেন মেইভ আমার ওপর কোন স্পেল করতে পারে।" শিউরে উঠল মেয়েটা। "সম্ভবত অনেক আগে থেকেই আমার পিছু নিয়েছিল ও। ভাগ্যিস আগুনটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ। রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। মেইভ যাই করতে চেয়ে থাকুক শুকনো রক্ত দিয়ে পারবে না।" খাওয়া থামালাম না আমি। "গতরাতে আমাকে কয়েকজন গানম্যান আর ফেইরি মনস্টার দিয়ে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে।" ওয়ালমার্টের ঘটনা সংক্ষেপে বললাম ওকে, মার্ফির অংশ বাদ দিয়ে।

BanglaBook.org

"মেইভ," এলাইন বলল।

"এটুকুই জানি আমি," আমি বললাম। "মেইভের সাথে পুরোপুরি যায় না কিন্তু–"

"অবশ্যই মেইভের সাথে পুরোপুরি যায়," এলাইন বাঁধা দিয়ে বলল। "এখন আবার এটা বলতে যেয়ো না ওই উন্মাদ মাগিটার প্রেমে পড়ে গেছো তুমি।"

"না," মুখভর্তি টোস্ট চাবাতে চাবাতে বললাম আমি। চোখ পিটপিট করছি। "অবশ্যই না।"

"মেইভ অনেক বুদ্ধিমান, হ্যারি। তোমাকে নিয়ে খেলছে সে।"

আমি আস্তে করে চাবানো টোস্টটুকু গিলে নিলাম। "আপাতত যা জেনেছি তা দিয়ে ভালো একটা থিওরি দাঁড় করানো যায়। কিন্তু আমাদের আরও তথ্য লাগবে।"

এলাইনের ভ্রু কুঁচকে গেল। "মানে তুমি মাদারদের সাথে কথা বলতে চাইছো?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "ওদের থেকে কয়েকটা জিনিস জানা যাবে। কিন্তু ওদের কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায় সেটাই জানি না। তো ভাবলাম তুমি বোধহয় সামারের কাউকে ওদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য রাজি করাতে পারবে।"

এলাইন মাথা নাড়ল। "না।"

"না! ওরা সাহায্য করবে না তোমাকে?"

"না, আমি মাদারদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি না। হ্যারি, এটা পুরোপুরি পাগলামি। ওরা অনেক শক্তিশালী। ওরা তোমাকে খুন করে ফেলতে পারে চোখের পলকে। কিংবা তারচেয়েও খারাপ কিছু করতে পারে।"

"আমি অনেক ভেবেছি ওসব নিয়ে। এখন যে বিপদে আছি তাতে বিপদ আর যতোই বাড়ুক খুব বেশি আর যায় আসবে না আমার," আমি বললাম। "তাছাড়া আমার হাতে আর কোন উপায় নেই।"

"ভুল বললে," এলাইন আস্তে করে বলল। "তোমার এখানে থাকারই দরকার নাই। ওদের খেলার মাঝে তোমার না থাকলেও চলবে। পালিয়ে যাও।"

BanglaBook.org

"যেমন তুমি যাচ্ছো?"

"যেমন আমি যাচ্ছি," এলাইন বলল; "যা হতে যাচ্ছে তা থামানোর ক্ষমতা তোমার নেই। বেঘোরে মারা পড়বে। ম্যাবও হয়তো তাই চায়।"

"উহু! আমি থামাতে পারব।"

এলাইনের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুঁটে উঠল। "কারণ তুমি সৎ পথে আছো? সৎ পথে থাকলেই সবসময় জেতা যায় না, হ্যারি।"

"আমি জানি না আমি কোন পথে আছি। তবে কারণ সেটা না।"

"তো কী?"

"কারণ হলো কেউ তোমার পথের কাটা না হয়ে দাঁড়ালে তাকে তুমি খুন করতে যাবে না। আমাদের খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে, তার মানে আমরা ঠিক পথে আছি। ওরা খুব ভালোভাবে জানে আমরা ওদের থামাতে পারব।"

"ওরা, ওদের," এলাইন বিরক্ত সুরে বলল। "ওরা কে তাই তো আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না।"

"সেজন্যই তো মাদারদের সাথে কথা বলা দরকার," আমি বললাম। "কুইনদের মধ্যে ওদের ক্ষমতা, শক্তি সবচেয়ে বেশি। ওরা প্রায় সব জানে। ভাগ্য ভালো থাকলে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আমরাও জেনে নিতে পারব।"

"হ্যারি, দেখো, আমি...আমি পারব না..." চোখ বন্ধ করে ফেলল মেয়েটা। "আমাকে প্লিজ অনুরোধ করো না তুমি।"

"তোমাকে যেতে হবে না," আমি বললাম। "শুধু আমাকে ওদের সাথে দেখার করার একটা পথ বাতলে দাও।"

"তোমার ধারণাও নেই তুমি কী পরিমাণ বিপদের মুখোমুখি হতে চাইছো," এলাইন বলল।

আমি খালি প্লেটটার দিকে তাকালাম; তারপর আস্তে করে বললাম, "আমি জানি, এলাইন। এবং বিশ্বাস করো, ভেতরে ভেতরে আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি এখন। কিন্তু আমি এটাও জানি আমার হাতে আর কোন উপায় নেই।" ওর হাত ধরলাম আমি আলতো করে। "প্লিজ।"

আমার হাতটা জোরে আকড়ে ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। "তুমি একটা বোকার হদ্দ, হ্যারি।"

"কিছু জিনিস কখনো বদলায় না," অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম আমি।

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জোরে হেসে উঠল মেয়েটা। "ঠিক আছে। আমার একটা সাহায্য এখনো পাওনা আছে ওদের থেকে সেটা নিচ্ছি আমি, অপেক্ষা করো একটু।"

পাঁচ মিনিট পর ফিরে আসল এলাইন। "চলো, বাইরে যেতে হবে।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। "ধন্যবাদ, এলাইন। তুমি ফ্লাইট ধরবে না?"

এলাইন ওর পার্স থেকে ফ্লাইটের টিকেট আর দুটো বিশ ডলারের নোট বের করে টেবিলের ওপর রেখে দিল। "মনে তো হয় না।" পার্সটা থেকে আরও কয়েকটা জিনিস বের করে আনল ও। একটা ওক গাছের পাতার মতো নকশা করা হাতবন্ধনী, একটা কানের দুল–খুব সম্ভবত তামার। একটা কালো পাথর লাগানো ওটায়। তারপর একটা পাখির ডানার মতো দেখতে নূপুর। সবকিছু বের করা হয়ে গেলে আমার ব্যাগের দিকে তাকাল ও। "এখনো ওসব ব্যবহার করো? স্টাফ আর রড?"

"ব্যাটাছেলেরা তো তাই ব্যবহার করবে," আমি হেসে বললাম।

মুখে ভেঙচি কেটে বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। আমি দ্রুত ওর পেছন পেছন গিয়ে নেহায়েত অভ্যাসবশত দরজা খুলে ধরলাম ওর জন্য। এলাইন খুব একটা পাত্তা দিল না। এলাইনের জায়গায় মার্ফি থাকলে রেগে যেতো অবশ্য।

বাইরে মোটামুটি একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা।

প্রায় তিরিশ সেকেন্ডমতো পার হয়ে যাওয়ার পর খুড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সাদা রঙের একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। দুটো ঘোড়া বাঁধা গাড়িটার সামনে। এরমধ্যে একটা নীলচে সাদা–একদম মৃত লাশের মতো রঙ। ঘোড়ার গাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে প্রাচীণ লন্ডন থেকে তুলে আনা হয়েছে। গাড়ির ভেতরটা খালি, কেউ নেই ওখানে।

আশেপাশে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালাম আমি। আমরা বাদে কেউ ঘোড়ার গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। গাড়িটায় উঠতে গেলাম আমি। এলাইন থামাল আমাকে।

"হ্যারি, এটা আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু কোন নিরাপত্তা দেবে না। পরে আবার বলতে যেয়ো না যে আমি আগে সাবধান করিনি।"

"কখন সাবধান করলে?" আমি গাড়িতে উঠে বসে হাসিমুখে বললাম।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

ঘোড়ার গাড়িটা চলতে শুরু করল। একদম ঝাঁকুনি নেই। মনেই হচ্ছে না গাড়িটা চলছে। জানালায় তাকিয়ে দেখতে পেলাম হোটেল, এয়ারপোর্ট সবকিছু নিচে ফেলে ওপরের দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর আর কিছুই দেখা গেল না। নিচে কেবল মেঘ আর মেঘ, সাথে ঘোড়ার খুড়ের শব্দ।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পর থামল গাড়িটা। দরজা আপনাআপনি খুলে গেল। আমি আমার ব্যাগ থেকে ব্লাস্টিং রড আর উইজার্ড স্টাফ বের করে নিলাম। তারপর তরবারির খাপটা কোমরের সাথে লাগিয়ে অ্যামুলেটটা লকেটের মতো করে গলায় পরলাম। এলাইন ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। দু'জন একসাথে ঘোড়ার গাড়িটা থেকে নেমে এলাম এরপর।

চারপাশে একবার তাকালাম। ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি এখন। চারপাশে ঢেউয়ের মতো কেবল পাহাড় আর পাহাড়। কুয়াশা ঘিরে আছে প্রায় সবদিকে, দেখে মনে হচ্ছে ঝড়ের মতো এগিয়ে আসছে। থেকে থেকে কয়েকটা গাছ আর ঝোপঝাঁড়ও আছে। একটা দাঁড়কাক দেখতে পেলাম একটু দূরে।

"সুন্দর তো!" এলাইন বলল।

"হ্যাঁ, বেশ সুন্দর।" ঘোড়ার গাড়িটার দরজা লেগে গেল আমাদের পেছনে। তারপর চলতে শুরু করল। এক মুহূর্ত পর কুয়াশার ভেতর মিলিয়ে গেল ওটা। সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম আমি। "এখন কোনদিকে যাব?"

আমার প্রশ্ন শুনে দাঁড়কাকটা ডেকে উঠল। তারপর শরীর ঝাঁকাতে শুরু করল। কয়েকটা পালক খসে পড়ল ওর শরীর থেকে। তারপর একদিকে উড়ে গিয়ে আরেকটা গাছের ওপর বসল।

দাঁড়কাকটার দিকে একসাথে তাকালাম আমি আর এলাইন। একটু পর দাঁড়কাকটা আমাদের একটার পর একটা গাছ পেরিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে লাগল। সামনে গাছপালা বেশ ঘন হয়ে এসেছে। মাটিও বেশ নরম এখন। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়কাকটা ডেকে উঠে সোজা সামনের দিকে উড়ে গিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

দাঁড়কাকটা যেদিকে উড়ে গিয়েছে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম আমি। "গাছগুলোর আড়ালে একটা আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ। ওই জায়গাতেই মনে হয়।"

"চলো," আমি হাঁটতে শুরু করলাম। এলাইন আমার হাত ধরে থামাল। "হ্যারি।" সাবধানী গলায় বলল মেয়েটা।

দুটো গাছ একটা আরেকটার ওপর পড়ে আছে, তার মাঝে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেদিকে ইঙ্গিত করল এলাইন। আমি তাকাতেই একটা ইউনিকর্ন বের হয়ে আসল ওখান থেকে।

ইউনিকর্নটা দেখতে অনেকটা বাডওয়েইজার জাতের ঘোড়ার মতো। প্রায় আঠার হাত লম্বা, আরও বেশিও হতে পারে। প্রশস্ত বুক আর ভারি মোটা খুড়। কপালের কাছে একটা বড় শিং বের হয়ে আছে।

এলাইনের চোখ বড়বড় হয়ে গেল। আমার দিকে তাকাল মেয়েটা।

আমিও ওর দিকে তাকালাম। "ইউনিকর্ন," ফিসফিস করে বললাম আমি। "খুবই বিপজ্জনক। তুমি আগে যাও।"

ও ভ্রু কুঁচকাল।

"বিপজ্জনক নাও হতে পারে," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "পাহারা দিচ্ছে নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে," এলাইন বলল। "কিন্তু ওটাকে পার করে যাব কীভাবে?"

"আগুন দিয়ে ভস্ম করে দেব নাকি?"

"বুদ্ধি খারাপ না, এলাইন বলল। "কিন্তু মাদাররা ব্যাপারটা বোধহয় পছন্দ করবে না। ওদের একজন পাহারাদারকে ভস্ম করে দিয়ে আবার ওদের থেকেই তথ্য আদায় করা, কেমন হয়ে যায় না ব্যাপারটা? ছদ্মবেশ নেব নাকি?"

আমি মাথা নাড়লাম। "লাভ নেই। যতোদূর মনে পড়ে ইউনিকর্নরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর খুব বেশি জোর দেয় না। ওরা চিন্তাভাবনা বুঝতে পারে, পুরোটা ষষ্ঠেন্দ্রীয়ের ওপর ভর করে।"

BanglaBook.org

"তাহলে তো তোমাকে দেখতে পাবে না সম্ভবত।"

"হাহ্!" আমি হেসে উঠলাম। "এরচেয়ে তুমি ওটার মনযোগ একদিকে সরাও আমি এগিয়ে যাই।"

"কীভাবে? সামারে যে ইউনিকর্নগুলো দেখেছিলাম এটা মোটেও সেরকম নয়। এটা অনেক...খুঁতখুঁতে মনে হচ্ছে।"

"চিন্তা দিয়ে আটকে রাখবে," আমি বললাম। "ওরা চিন্তাভাবনা বুঝতে পারে। আর তোমার মনযোগ আমার চেয়ে বেশি ছিল সবসময়। একটা কিছু চিন্তা করতে থাকো এক মনে, ওটা সেদিকে নজর দিলে আমি এদিক দিয়ে এগিয়ে যাব।"

এলাইন মাথা ঝাঁকাল। "ঠিক আছে, আমি ওটাকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছি।" দূরে কয়েকটা গাছের দিকে ইঙ্গিত করল এলাইন। "তুমি এদিক দিয়ে এগিয়ে যেয়ো তখন।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। এলাইন ওর চোখ বন্ধ করে একরকম ধ্যানে বসে পড়ল। তারপর আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে গাছগুলোর দিকে আগাতে শুরু করল।

ইউনিকর্নটা আবার এসে হাজির হলো। এলাইনের প্রায় দশ ফুট সামনে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ওর দিকে। এলাইন ওর হাত রাখল ইউনিকর্নটার শরীরে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল গাছগুলোর দিকে। ইউনিকর্নটাও ওর সাথে সাথে হাঁটতে লাগল।

আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাবার পর টের পেলাম আসলে সবকিছু পরিকল্পনামাফিক হচ্ছে না। ইউনিকর্নটার শারীরি ভাষা বদলে গেল হুট করে। উঠে দাঁড়িয়ে এলাইনের পেছনে লাথি মারতে গেল ওটা।

সাবধান করার মতো সময় নেই আর। আমার ব্লাস্টিং রডটা সামনে এগিয়ে ধরলাম। *"ফুয়েগো!"*

ব্লাস্টিং রডটা থেকে আগুনের একটা হলকা ছুটে গেল ইউনিকর্নটার দিকে। এর আগে গ্রাম নামের ওই রাক্ষসটার দিকে স্পেল ছুড়ে দেখেছি কোন কাজ হয় না। এবার কোন কাজ হবে কি না সে নিশ্চয়তা নেই। কাজেই ঝুঁকি নেইনি। ইউনিকর্নটার দিকে স্পেলটা না ছুঁড়ে ইউনিকর্নটা যেখান দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে স্পেলটা ছুঁড়ে দিয়েছি, মাটির দিকে।

প্রায় তিন ইঞ্চির মতো মাটি সরে গেল ইউনিকর্নটার পায়ে নিচ থেকে।

BanglaBook.org

অন্য কোন ঘোড়া হলে সোজা পড়ে যেত। কিন্তু ইউনিকর্নটা পড়ল না। কয়েকবার লাফিয়ে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনল। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল।

আমি আমার সবচে কাছের গাছটার দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। ইউনিকর্নটা আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র কিন্তু আমাকে বেশি দূর যেতে হবে না। পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। এখন ইউনিকর্ন আর আমার মাঝামাঝি একটা বড় গাছের গুঁড়ি আছে। ওটাকে পাশ কাটিয়ে আসতে হবে ইউনিকর্নটার। কিছুটা সময় পাওয়া যাবে হয়তো।

কিন্তু গতি সামান্যতম কমল না ওটার। শিং দিয়ে গাছের গুঁড়িটা একদম এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে ধেয়ে আসল ইউনিকর্নটা। আমি সরে গেলাম একদিকে। তবে পুরোপুরি সময়মতো সরতে পারলাম না। গাছের গুড়িটা দিয়ে কয়েকটা আচড় লাগল শরীরে। আর ইউনিকর্নটার শিংয়ের একটা ছোটখাট গুঁতা খেলাম বাম হাতে। তীব্র ব্যথার শরীর কেঁপে উঠল আমার। তবে ব্যথাটা এখন আমলে নেয়ার মতো সময় নেই। আমি দ্রুত আমার উইজার্ড স্টাফ দু'হাতে আকড়ে ধরে ইউনিকর্নটার পেছনের পায়ের গোড়ালি বরাবর জোরে আঘাত করলাম।

যে জায়গায় আঘাত করেছি ঘোড়ার জন্য ওটা বেশ দুর্বল জায়গা। ইউনিকর্নটার বেলায়ও ব্যতিক্রম হলো না। ফেইরি প্রাণীটা জোরে চিৎকার করে শরীর মোচড়াল কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে আবার ছুটে আসতে শুরু করল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ওটার কাছে আসার জন্য। কারাতের ছোট্ট একটা কৌশল খাটালাম এবারে। ইউনিকর্নটা কাছে আসা মাত্র ওটার শরীরে কিছুটা ভর দিয়ে ওটার গতির ওপর নির্ভর করেই ওটাকে পাশ কাটিয়ে ডানদিকে চলে আসলাম। থামলাম না আমি সোজা আরেকটা গাছের আড়ালে এসে আশ্রয় নিলাম। ইউনিকর্নটা আরও বেশ কিছুটা দূর এগিয়ে গিয়ে আবার আমার দিকে ফিরল।

এলাইন গর্জে উঠল এবার। ওর হাত থেকে একটা রিংয়ের মতো ধোঁয়া বের হয়ে ইউনিকর্নটাকে গ্রাস করে নিল ধীরে ধীরে। ইউনিকর্নটা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে বেশিক্ষণ বোধহয় আটকে রাখতে পারবে না এলাইন। ইতিমধ্যে ধোঁয়ার বলয়টা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে ইউনিকর্নটা।

BanglaBook.org

এলাইনের দিকে তাকালাম আমি। ওর পুরো মনযোগ এখন ইউনিকর্নটার দিকে। বলয়ের ভেতর ওটাকে আটকে রাখার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

"হ্যারি," চেঁচিয়ে বলল মেয়েটা। "তুমি যাও, এটাকে আমি সামলাচ্ছি।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এখনো হৃৎপিন্ড হাঁপরের মতো ওঠা নামা করছে। "পারবে তো?"

"কিছুক্ষণ তো আটকে রাখতে পারবই। তুমি মাদারদের কাছে যাও," এলাইন জবাব দিল। "তাড়াতাড়ি।"

"তোমাকে একা ফেলে যাব না আমি।"

ওর মুখে ঘামের আভাস দেখতে পেলাম। "সমস্যা নেই। ওটা ছাড়া পেলে ঝেড়ে দৌড় লাগাব তোমার দিকে।"

এলাইনকে একা ফেলে যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু সত্যি বলতে ইউনিকর্নটাকে আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে সামাল দিচ্ছে মেয়েটা। ছোটবেলার কয়েকটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল হুট করে। আমাদের একসাথে বড় হওয়া। ওর হাসি, ঘুমন্ত চেহারা...এলাইন, আমার এলাইন।

ওর সাথে এমন স্মৃতির অভাব নেই আমার। জোর করে স্মৃতিগুলো সরিয়ে দিলাম মন থেকে। অনেক আগের ঘটনা এসব। আর তাছাড়া আগামী কয়েক ঘন্টা টিকে থাকতে না পারলে ওই স্মৃতিগুলোর কোন দাম নেই।

এলাইনকে পেছনে ফেলে সামনের কুয়াশার দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম আমি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

নেভারনেভার অনেক বড় একটা জায়গা। আরও ভালোভাবে বললে নেভারনেভারের চেয়ে বড় কোন জায়গা নেই। জাদুকররা নেভারনেভারকে বলে আত্মিকতার রাজত্ব। সত্যি বলতে নেভারনেভারের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এর অস্তিত্বের পুরোটা আত্মিক, পুরোটাই জাদু। অনেকটা স্বর্গ, নরকের মতো। অলিম্পাস, টারটারাস বা ইলিস্যিয়াম নগরী বা এমন যা কিছু আছে সবকিছুর অস্তিত্ব এই নেভারনেভারেই।

নেভারনেভারের যে অংশটা পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে তার প্রায় পুরোটাতে সিধের রাজত্ব। আর এটাকে বলা হয় ফেইরি বা ফেইরিল্যান্ড। আমারদের পৃথিবীর প্রকৃতির সাথে ফেইরির সম্পর্ক প্রবল। বাস্তব পৃথিবীকে তাই ফেইরিরা অনেক সময় অনেকভাবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। ফেইরিদের এই রাজত্বের কিছু বৈশিষ্ট আছে যেগুলো সময়ের সাথে সাথে বদলায় না। যেমন ধরা যাক ঋতুর ব্যাপারট। পৃথিবীর মতো এখানেও ঋতু আছে। তবে পৃথিবীর ঋতু বদলানোর নিয়মটা এখানে ঠিক খাটে না। শুধু ঋতু কেন? পৃথিবীর প্রায় কোন নিয়ম এখানে খাটে না। এজন্যই হয়তো একবার যারা ফেইরিতে পা দেয় তাদের বেশিরভাগ আর ফিরে আসে না।

আর আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমি একদম ফেইরির মাঝ বরাবর দৌঁড়ে যাচ্ছি।

পায়ের নিচের মাটি ধীরে ধীরে আরও ভেজা আর নরম হয়ে আসছে। আমি দৌঁড়ে চলেছি। আমার পেছনে কুয়াশা আরও ঘন হয়ে আসছে। আহত হাতটায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে। হৃৎপিন্ড হাপরের মতো ওঠা নামা করছে। পায়ের শক্তিও কমে আসছে ধীরে ধীরে। আর বেশিক্ষণ দৌঁড়াতে পারব না হয়তো। সৌভাগ্যবশত আর বেশিদূর যেতে হলোও না।

একজোড়া আলো দেখতে পেলাম সামনে। দূর থেকে দেখে মনে হলো দুটো জানালা। আরেকটু কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম জানালা দুটো একটা কটেজের। সেই দাঁড়কাকটাকে আবার দেখতে পেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে কা কা করে ডেকে একটা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল ওটা।

BanglaBook.org

আমি এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা চালাতে লাগলাম। রীতিমতো হাপাঁচ্ছি। বড় করে কয়েকটা শ্বাস নিয়ে কটেজটার দিকে আগালাম। বিশাল বড় কাঠের দরজা কটেজটার। নকশা করা। দেখে ওক গাছের কাঠের মতো মনে হচ্ছে আবার এটাও মনে হচ্ছে ওক গাছ নয়।

নক করার জন্য এক হাত তুললাম। তবে নক করার আগেই দরজা খুলে গেল।

ভেতর থেকে একটি মিষ্টি ফিসফিসানি ভেসে এলো। "ভেতরে এসো, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা।"

আমি আমার ব্লাস্টিং রড আর উইজার্ড স্টাফ দুটো আরও শক্ত করে চেপে ধরে ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে একটা মাত্র ঘর। কাঠের মেঝে। পাথরের দেয়াল। দেয়ালে অনেকগুলো তাক। একপাশে একটা ফায়ারপ্লেস। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা চরকা দেখা যাচ্ছে। আর ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা রকিং চেয়ার। চেয়ারটা দুলছে ধীরে ধীরে। কেউ একজন বসে আছে ওটায়, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা। মাথায় বড় করে ঘোমটা টেনে দেয়া, চেহারা দেখতে পেলাম না।

"দারুণ," রকিং চেয়ারে বসে থাকা অবয়বটার থেকে কথাটা ভেসে এলো। "বেশ দারুণ। বুঝতে পারছো তুমি?"

"আহ্!" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

কটেজের অন্য পাশ থেকে আরেকটা গলা ভেসে আসল। তাকিয়ে দেখতে পেলাম আরেকজন মহিলার আগমণ ঘটেছে। আমার দিকে তাকাল মহিলাটি। "অবশ্যই বুঝতে পারছি। এতো কষ্ট করে এসেছে ছেলেটা," মহিলাটি জবাব দিল। তারপর আমার কাছে এসে আমার মাথায় হাত রাখল। "আঁচড় লেগেছে দেখা যায়। জিভ বের করো তো।"

"কীহ্?" আমি ভ্রু কুঁচকালাম।

"জিভ বের করো," একই গলায় বলল সে আবার। আমি জিভ বের করলাম। "শক্ত আছে। বুদ্ধিসুদ্ধিও ভালো। তোমার মেয়ে ভালো লোককেই প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিয়েছে মনে হচ্ছে।"

আমি মুখ বন্ধ করলাম। মহিলাটি আমার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। "মাদার সামার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

BanglaBook.org

"ঠিক ধরেছো," হেসে জবাব দিল সে। "আর ও হলো মাদার উইন্টার।" ফায়ার প্লেসের পাশের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল ফেইরি মহিলাটি। "মাদার উইন্টার তোমাকে অভিবাদন জানাতে উঠে দাঁড়াতে পারবে না আপাতত। এখন গরম চলছে তো, ওর শক্তি একটু কম। কিছু মনে করো না।" এক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে আরেকটা কথা যোগ করল সে, "ঝাড়ুটা দাও তো।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। তারপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ঝাড়ু দেখতে পেয়ে সেটা এগিয়ে দিলাম মাদার সামারের দিকে। ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে কটেজের মেঝে ঝাড়ু দিতে শুরু করল সে।

"লাভ নেই," মাদার উইন্টার ফিসফিস করে বলল। "আবার ধূলো হবে।"

"ধূলোর কাজই তো তাই," মাদার সামার জবাব দিল। "তাই না, বাবা?" শেষ কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। "লেডিগণ, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দরকার আপনাদের থেকে।"

মাদার উইন্টার আমার দিকে সামান্য মাথা ঘোরাল। মাদার সামার থেমে আমার দিকে তাকাল। "উত্তর চাও তুমি?"

"হ্যাঁ," আমি বললাম।

"কিন্তু কীভাবে উত্তর চাও তুমি?" উইন্টার মাদার ফিসফিস করে বলল। "যখন তুমি সঠিক প্রশ্নটাই জানো না!"

"আহ্!" আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমি আসলেই জানি না ঠিক কী প্রশ্ন করা উচিত।

সামার মাথা নেড়ে বলল, "চুক্তি হয়ে যাক, তাহলে। আমরা তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। তুমি সেটার উত্তর দেবে। বিনিময়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব আমরা।"

"ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি এখানে আপনাদের প্রশ্ন শোনার জন্য আসিনি।"

"তুমি নিশ্চিত?" মাদার সামার জিজ্ঞেস করল। "কীভাবে জানলে তুমি আমাদের প্রশ্ন শোনার জন্য আসোনি?" আমার পায়ের কাছে ঝাড়ু দিয়ে কিছুটা ধূলো দরজার দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

মাদার উইন্টারের বিরক্তিমাখা কণ্ঠ ভেসে আসল। "সারাদিন কথা প্যাঁচাবে ও। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও নয়তো বের হয়ে যাও।"

আমি বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। "ঠিক আছে," আমি বললাম। "প্রশ্ন করুন।"

মাদার উইন্টার আমার থেকে আবার ফায়ার প্লেসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। "সোজাসুজি বলো তো বাবা, কোনটা বেশি জরুরি। শরীর–"

"নাকি আত্মা?" মাদার সামার ওর মুখের কথা কেড়ে নিল। তারপর দু'জনেই একদম চুপ, ওদের পুরো মনযোগ আমার দিকে। আমার মনে হলো যেন আমার শরীরের সাথে একটা ছুরি ধরে রাখা হলো মাত্র।

"আমার বিশ্বাস কে কাকে জিজ্ঞেস করছে তার ওপর উত্তরটা নির্ভর করবে," অবশেষে বললাম।

"আমরা জিজ্ঞেস করছি," উইন্টার ফিসফিস করে বলল।

সামার মাথা ঝাঁকাল। "আমরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।"

উত্তর দেবার আগে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে শব্দগুলো সাজিয়ে নিলাম মনে মনে।

উত্তরটা বোধহয় একটু বেশি দার্শনিক টাইপের হয়ে গেল। নিজের উত্তরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। "তাহলে আমার উত্তর হলো, আমি যদি বৃদ্ধ হতাম, অসুস্থ হতাম আর মৃত্যুপথযাত্রি হতাম তো বলতাম আত্মা বেশি জরুরি। আবার যদি আমাকে হত্যা করে আমার আত্মা কেউ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতো তো আমি বলতাম শরীর বেশি জরুরি।"

এক মুহূর্তের একটা নীরবতা গ্রাস করল ঘরটাকে।

"ভাল বলেছো," মাদার উইন্টার নীরবতা ভাঙল।

"বুদ্ধিমানের মতো উত্তর," সামার একমত হলো। "এ উত্তর কেন দিলে, বাবা?"

"কারণ প্রশ্নটা প্রচণ্ড বাজে," আমি বললাম। "এর উত্তর আর দশটা প্রশ্নের মতো সোজা নয়।"

"ঠিক তাই," সামার বলল। ফায়ারপ্লেসের কাছে হেঁটে গিয়ে পাশের ঝুড়ি থেকে কয়েকটা কয়লার টুকরো ফেলল সে আগুনে। "এই ছেলেটা যা দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা তা পাচ্ছে না।"

"ওর পাওয়ার কথাও না," উইন্টার বিড়বিড় করে বলল। "মেয়েটা মেয়েটার মতোই।"

BanglaBook.org

মাদার সামার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল। "অদ্ভুত একটা সময় পার করছি।"

"এক মিনিট," আমি বললাম। "কার ব্যাপারে কথা হচ্ছে এখানে? মেইভ, তাই না?"

মাদার উইন্টার হেসে উঠল।

"আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি," আমি বললাম। "এবার আপনাদের পালা।"

"ধৈর্য ধরো, বাবা," মাদার সামার বলল। তারপর ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে একটা কেটলি বের করে এনে দুটো কাপে চা ঢালল। তারপর ক্রিমার আর চিনি মিশিয়ে একটা কাপ মাদার উইন্টারের দিকে এগিয়ে দিল।

দু'জন কাপে চুমুক না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর মুখ খুললাম। "ধৈর্য ধরেছি। আর ধরতে পারব না। আজরাতেই মিডসামার। আজরাতে ভারসাম্য উইন্টারের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করবে আর মেইভ স্টোন টেবিল ব্যবহার করে সামার নাইটের ক্ষমতা দখল করে নেবে।"

"ঠিক তাই। যে কোন মূল্যে এটা থামাতে হবে।" মাদার সামার আমার সাথে একমত হলো। "তাহলে তোমার প্রশ্নটা কী?"

"সামার নাইটকে কে খুন করেছে? কে চুরি করেছে ওর আত্মা?"

মাদার সামার আমার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

মাদার উইন্টারও চায়ের কাপে চুমুক দিল। আমি এখনো ওর চেহারা দেখতে পাইনি। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আমার দিকে আবার কিছুটা ঝুঁকে তাকাল সে। "বোকার মতো একটা প্রশ্ন করেছো, বাবা। তোমার কাছে এমন প্রশ্ন আশা করিনি।"

আমি আমার হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখলাম। "ঠিক বুঝলাম না আমি এর মানে।"

মাদার সামার উইন্টারের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকাল তারপর আমার দিকে ফিরল। "এর মানে হলো 'কে' এর চেয়ে বেশি জরুরি হলো 'কেন।' "

"আর কীভাবে," মাদার উইন্টার যোগ করল।

"ভেবে দেখো, বাবা," সামার বলল। "শক্তির আবরণটা চুরি হওয়ার ফলে কী কী ঘটনা ঘটছে?"

BanglaBook.org

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। জাদুর দুনিয়া আর বাস্তব দুনিয়ার মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে সামনে সংঘটিত হতে যাওয়া যুদ্ধটা। উইন্টার আর সামার স্টোন টেবিলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"ঠিক তাই," উইন্টার ফিসফিস করল। আমার ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল। আমি কী ভাবছিলাম স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে। "কিন্তু ভেবে দেখো, জাদুকর। কীভাবে এটা করা হলো? চুরি তো চুরিই, তার পুরষ্কার খাবার হোক, ধন সম্পদ হোক, সৌন্দর্য হোক বা ক্ষমতা হোক।"

"কিছু চুরি কার হলে চুরির জিনিসটার সাথে দুটো জিনিস হতে পারে। হয় সেটাকে এমন কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে অন্য কারও পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব না।"

"লুকিয়ে ফেলা," সামার আমার কথার মাঝে বলল "ড্রাগনরা করে এমন।"

"হ্যাঁ। আরেকটা কাজ করা যেতে পারে জিনিসটা ধ্বংস করে ফেলা।"

"না, সম্ভব না," মাদার উইন্টার বলল। "তোমার জাতির একজনই তো বলে গেছে, 'শক্তির কোন সৃষ্টি বা বিনাশ নেই।' জার্মান লোকটা, পাগলাটে চুলওয়ালা।"

"আইনস্টাইন," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "ঠিক আছে। কিন্তু এমন কিছু করা যেতে পারে যেন ওটার কোন মূল্য না থাকে কিংবা ওটাকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয়া যেতে পারে।"

মাদার সামার মাথা ঝাঁকাল। "উভয়ক্ষেত্রেই বদলে ফেলা হচ্ছে ওটাকে।"

আমি হাত তুললাম। "দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি ব্যাপারটা। এই ক্ষমতা বা শক্তিটুকু সামার নাইটের ছিল। এখন সামার নাইটের আত্মা চুরি করা হয়েছে। কিন্তু শরীর ছাড়া তো সেটা কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। ওটার জন্য শরীর লাগবে।"

"হ্যাঁ," উইন্টার ফিসফিস করে বলল। "হয় একজন রাণীর আর নয়তো একজন নাইটের।"

"আর এই আত্মা এখন রাণীদের কাছে নেই।"

"ঠিক," সামার বলল। "থাকলে আমরা টের পেতাম।"

"তার মানে দাঁড়াচ্ছে শক্তির আবরণটা ইতিমধ্যে অন্য কোন নাইটের

BanglaBook.org

কাছে চলে গিয়েছে," আমি বললাম। "কিন্তু তাহলে তো শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকত!" মাথা চুলকে আর কিছুক্ষণ ভেবে নিলাম আমি। "তার মানে কোন নাইটের কাছে শক্তিটা চলে যাওয়ার পর তাকে অন্য কোন কিছুতে বদলে ফেলা হয়েছে। এমন কিছুতে যার ফলে শক্তিটুকু আর কোন কাজে লাগানো সম্ভব না।"

দু'জনে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "আমি আমার প্রশ্ন পেয়ে গিয়েছি।"

"করে ফেলো," দু'জনে একসাথে বলল।

"এই শক্তির আবরণ একজন নাইট থেকে পরবর্তী নাইটের কাছে কীভাবে যায়?"

মাদার সামারের মুখে উষ্ণ হাসি ফুঁটে উঠল এবারে। "শক্তির আবরণ তার সবচেয়ে কাছের প্রতিবিম্বের সাথে যোগ দেয়। যেহেতু সামার নাইট খুন হয়েছে সেহেতু সামার নাইটের মৃত্যুর সময় তার সবচে কাছে সামারের যে ব্যক্তি ছিল তার কাছে শক্তিটুকু গিয়েছে।"

তার মানে দাঁড়াচ্ছে এর পেছনে সামারের কোন রাণী অবশ্যই দায়ি। তবে টাইটানিয়া নয়। কারণ টাইটানিয়া ম্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে চাইছে শক্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য। ও জানে না আত্মাটা কোথায়। তার মানে আর একজনই বাকি থাকে এখন।

"ঈশ্বর!" বিড়বিড় করে বললাম আমি। "অরোরা!"

মাদার দু'জন একসাথে তাদের চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। "সময় ফুরিয়ে আসছে," মাদার সামার বলল।

"যা করার খুব দ্রুত হবে। ভাল হয় যদি–" মাদার উইন্টার বলতে শুরু করল।

"ভাল বলে কিছু নেই এখন।" মাদার সামার বাঁধা দিল।

"তবে ছেলেটা যদি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়," মাদার উইন্টার আবার বলতে শুরু করল।

"যথেষ্ট সাহসী হয়–" মাদার সামার যোগ করল।

"থামুন, থামুন," এবারে আমি বাঁধা দিয়ে বললাম। "ম্যাব আর টাইটানিয়াকে এসব কথা বলতে পারব না এখন?"

"কথা বলার ফুসরত নেই ওদের," মাদার উইন্টার বলল। "ওরা যুদ্ধে গিয়েছে।"

BanglaBook.org

"থামান ওদের," আমি বললাম। "আপনারা দু'জন ম্যাব আর টাইটানিয়ার চেয়ে শক্তিশালী। ওদের থামাতে পারেন আপনারা। আপনাদের কথা তারা শুনতে বাধ্য।"

"এতো সহজ নয় ব্যাপারটা," উইন্টার বলল।

সামার মাথা ঝাঁকাল। "আমাদের ক্ষমতা আছে কিন্তু সেটার একটা সীমাও আছে। কুইন অথবা লেডিদের ওপর আমরা কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারব না। এমনকি এরকম একটা ব্যাপারেও না।"

"তাহলে কী করতে পারবেন?"

"আমি?" সামার বলল। "কিছুই না।"

আমি ভ্রু কুঁচকে সামারের দিকে থেকে নজর ফিরিয়ে উইন্টারের দিকে নিবদ্ধ করলাম। একটা বয়স্ক ভাঁজ পরা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। "কাছে এসো, বাবা।"

আমি না বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই আমার পা ওর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মাদার উইন্টারের রকিং চেয়ারের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম। এতো কাছে থেকেও তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি। এমনকি ওর পা পর্যন্ত কয়েক স্তরের কাপড় দিয়ে ঢাকা। কোলের ওপর উলের সুতোর দুটো গুটি আর সুচ দেখতে পেলাম। পাশে একটা ছোট্ট কাপড়। আমার দিকে কাপড়টা এগিয়ে দিল সে।

আমি কোনকিছু না ভেবেই হাতে নিলাম ওটা। একদম নরম, ঠান্ডা-যেন মাত্র রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে আনা হয়েছে। টের পেলাম ভয়ঙ্কর শক্তির একটা প্রবাহ ছুটে চলেছে কাপড়টার মাঝে।

"এর শক্তিকে বেঁধে রাখা হয়নি," আমি আস্তে করে বললাম।

"বেঁধে রাখা উচিতও না," উইন্টার জবাব দিল। "এটা একটা আনরাভিলিং।"

"কী?"

"এমন একটা কাপড় যেটা ব্যবহার করে কোন কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারবে। আমি হলাম ধ্বংসের প্রতীক। এই কাপড়টাও তাই। আমি নতুন করে কিছু করতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে ইতিমধ্যে যা করা হয়েছে তা আগের রূপে ফিরিয়ে আনতে পারব। এই কাপড়টা দিয়ে তুমি যেটাকে চাও সেটাকেই আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে পারবে।"

BanglaBook.org

আমি কাপড়টার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। "যে কোন কিছুকে? যে কোন শক্তিকে?"

"যে কোন কিছুকে।"

আমার হাত কাঁপতে শুরু করল। "তার মানে...আমি এটা ব্যবহার করে সুজানকে ভালো করতে পারব? সুজানের সাথে ভ্যাম্পায়াররা যা করেছে তা ঠিক করে ফেলতে পারব? ওকে আবার মানুষে রূপান্তর করতে পারব?"

"পারবে, প্রতিনিধি," মাদার উইন্টার শুকনো গলায় জবাব দিল।

আমি আস্তে করে কাপড়টা ভাঁজ করে আমার পকেটে রেখে দিলাম। "এটা কি কোন উপহার?"

"উহু," উইন্টার বলল। "এটা হলো প্রয়োজনীয়তা।"

"আমি কী করব এটা দিয়ে?"

মাদার সামার মাথা নাড়ল। "ওটা এখন তোমার। তুমি কী করবে সেটা এখন তোমার ব্যাপার। আমরা আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল করেছি। বাকিটা এখন তোমার ওপর।"

"যা করার দ্রুত করো," উইন্টার ফিসফিস করে বলল।

মাদার সামার মাথা ঝাঁকাল। "সময় আর বাকি নেই। বুঝে সিদ্ধান্ত নেবে, আমাদের আশীর্বাদ থাকল তোমার ওপর।"

"ব্যর্থ হয়ো না, বাবা।" মাদার উইন্টার বলল।

"ঈশ্বর! বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে আমার ওপর," ফিসফিস করে বললাম আমি। তারপর দু'জনের প্রতি আস্তে করে দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে দরজার দিকে আগাতে শুরু করলাম। দরজাটা পেরিয়ে পেছনে ফিরে থামলাম। "যাই হোক আপনাদের ইউনিকর্নটার কোন ক্ষতি করে থাকলে সেজন্য ক্ষমা চাইছি আমি।"

মাদার সামারের ভ্রু কুঁচকে উঠল। উইন্টার আমার দিকে ঘুরে তাকাল। ওর চেহারা দেখতে না পেলেও হলুদ দাঁতগুলো দেখতে পেলাম এবারে। "কীসের ইউনিকর্ন?" খসখসে গলায় বলল সে।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সামনের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলাম। "বৃদ্ধ উন্মাদের দল," বিড়বিড় করে বললাম আমি। তারপর যেদিক থেকে এসেছিলাম সেদিকে ফিরে যেতে শুরু করলাম।

পকেটের কাপড়টা যেন ক্ষণে ক্ষণে আরও ঠান্ডা হচ্ছে। আমার হাঁটার

BanglaBook.org

গতি আপনা থেকে বেড়ে গেল। ওরা যদি ঠিক বলে থাকে তো এই কাপড়টা দিয়ে সুজানকে ভালো করতে পারব আমি। তবে তার আগে এই কেসটা শেষ করতে হবে। তারপর ওকে খুঁজতে বের হবো।

অবশ্য কেসটা শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে আগে। মাদাররা পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিস্কার করে দিলেও ওরা একবারও বলেনি, "অরোরাই সব কিছুর পেছনে।" ফেইরিরা কোন মিথ্যা কথা বলতে পারে না। কিন্তু যেহেতু ওরা সরাসরি অরোরার কথা বলেনি তাহলে অরোরা আসলে কতটা দায়ি ঘটনাগুলোর জন্য?

উইন্টার আর সামারের কথাগুলো মাথায় ভাসতে লাগল আমার। "জলদি করো।" কিংবা "আমাদের পক্ষে যতোটুকু সম্ভব আমরা করেছি।" আর সবশেষে, "কীসের ইউনিকর্ন?"

হঠাৎ মাথায় খেলে গেল ব্যাপরটা। কটেজটাকে কেউ পাহারা দিচ্ছিল না আসলে। অন্তত উন্টার মাদার কাউকে পাহারায় বসায়নি।

তাহলে কে বসিয়েছে?

উত্তরটা আমাকে যেন ঘুষি মারল একটা। থেমে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলাতে শুরু করলাম।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোথা থেকে রাক্ষসটা ছুটে এলো। গ্রাম। হ্যাঁ, সেই গ্রাম। সোজা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রাক্ষসটা। ঘুষি খেয়ে একদিকে উড়ে গেলাম আমি। মাটিতে পড়ার পর আবছা চোখে এলাইনকে দেখতে পেলাম।

এলাইনের পারফিউমের গন্ধ নাকে এসে লাগল।

তারপর সব অন্ধকার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

জ্ঞান ফিরে এসেছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। রীতিমতো কাঁপছি। হাত-পা কিছু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। খুব বেশিক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম বলেও মনে হচ্ছে না।

তবে মাদার উইন্টার যে কাপড়টা দিয়েছিল সেটা আর পকেটে নেই। আমার ব্যাগটাও আশেপাশে কোথাও পেলাম না। আমার আংটি, হাতবন্ধনী, উইজার্ড স্টাফ, ব্লাস্টিং রড কিচ্ছু নেই। তবে মা'র দেয়া পেন্টাকলটার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করছি বুকের কাছে। হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। এই জায়গাতেই ম্যাব এন্টিকাটারের ফলা গালিয়ে দিয়ে আঘাত করেছিল।

মাথা ঘুরছে প্রচণ্ড।

চারপাশে ভালোভাবে একবার তাকালাম। দেখতে পেলাম আমাকে ঘিরে একটা চক্রের মতো করে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে আছে। ব্যাঙের ছাতাগুলো বেশি বড় হবে না সাইজে। ওটার একটার ওপর দিয়ে হাত বাড়ালাম। কিন্তু ঠিক ব্যাঙের ছাতার ওপরে হাতটা যেন একটা অদৃশ্য দেয়ালের সাথে আঘাত করল। চক্রের মাঝে বন্দি করা হয়েছে তাহলে আমাকে।

মাথা আরও জোরে ঘুরতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর আমাকে যারা বন্দি করেছে তাদের দিকে তাকালাম।

পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। একদম ডানে অরোরা দাঁড়ানো, সামার লেডি। পরনে যুদ্ধে যাবার গাউন। কোমরে একটা তরবারি বাঁধা। আমার দিকে সবুজ চোখ মেলে তাকাল ও। চোখজোড়ায় একইসাথে করুণা এবং আনন্দ ফুঁটে আছে।

"জাদুকর," অরোরা বলল। "ব্যাপারটা এতোদূর চলে এসেছে ভেবে বেশ খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু তোমাকে তো আর কিছু করতে দেয়া চলে না।"

আমি ওর পেছনে তাকালাম। গ্রাম ব্যামের রাক্ষস আর তখনকার সেই ইউনিকর্নটা দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

"কী করবে এখন আমাকে?"

"খুন করব," অরোরা শান্ত গলায় বলল। "করার ইচ্ছে ছিল না। একদম ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এখন আর কোন উপায়ও তো নেই।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "তাহলে এখনো খুন করোনি কেন?"

"ভালো প্রশ্ন," চতুর্থ একজন উত্তরটা দিল। তাকিয়ে উইন্টার নাইট লয়েড স্ল্যাটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলাম। আগের পোশাকে আছে এখনো। শুধু কোমরের কাছে একটা তরবারি আর একটা ভারি ক্যালিবারের পিস্তল বাঁধা দেখতে পেলাম। লাল হয়ে আছে লোকটার চোখজোড়া, মনে হচ্ছে প্রচণ্ড রেগে আছে। "আমার ওপর দায়িত্ব দেয়া হলে গ্রাম যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল তোমাকে সেখানেই খুন করে আসতাম তোমাকে।"

"গ্রাম ডাকছো কেন ওকে?" আমি বললাম, তারপর রাক্ষসটার দিকে ফিরলাম। "এতো আদিখ্যেতা এখন না করলেও পারো, লর্ড মার্শাল। আমি জানি তুমি কে।"

রাক্ষসটার চোখে বিস্ময় ফুঁটে উঠল।

ইউনিকর্নটার দিকে তাকালাম এবারে। "তোমাকেও চিনি আমি, কোরিক।"

রাক্ষস আর ইউনিকর্ন দু'জনে একসাথে অরোরার দিকে তাকাল। অরোরার দৃষ্টি অবশ্য এখনো আমার ওপরে নিবদ্ধ। রাক্ষসটার চারপাশে একটা কুয়াশার মতো হয়ে আবার মিলিয়ে গেল। নিজের রূপ বদলে ফেলেছে রাক্ষসটা। রাক্ষসটার জায়গায় এখন তালোসকে দেখা যাচ্ছে, রথচাইল্ড হোটেলে অরোরার ডেরায় যে সিধে লর্ডের দেখা পেয়েছিলাম সেই তালোস।

একই সময়ে ইউনিকর্নটাও নিজের রূপ বদলে সেনট্যর হয়ে গেল। ঘোড়ার মাথার চেহারাটা বদলে সেখানে করিকের চেহারা ফুঁটে উঠল।

অরোরা আমার চারপাশের চক্রটা ধরে একবার হেঁটে এলো। "কখন চিনতে পারলে ওদের, জাদুকর?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। "বেশিক্ষণ না। মাদার উইন্টারের কটেজ থেকে বের হওয়ার পর বুঝে গিয়েছি সব। যখন জানতে পারলাম এসবের পেছনে কে তখন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে বেশি কষ্ট হয়নি।"

"এসবের সময় নেই এখন," স্ল্যাট বলল।

"ও যদি ধরে ফেলতে পারে তো বাকিরাও পারবে," অরোরা শান্ত গলায়

BanglaBook.org

বলল। "আগে থেকে সাবধান হওয়া দরকার আছে। তো জাদুকর, বলো কীভাবে জানলে সব?"

"জাহান্নামে যাও," গর্জে উঠলাম আমি।

অরোরা পঞ্চম জনের দিকে তাকাল এবারে। "কিছু বলবে ও?"

পঞ্চম জন তথা এলাইন অন্যদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে আমার ব্যাগ, উইজার্ড স্টাফ আর অন্যসব জিনিসপত্র। আগের পোশাকগুলোর ওপর একটা সবুজ রঙের আলখেল্লা পরনে এখন মেয়েটার। একবার অরোরার দিকে তাকিয়ে আবার আমার দিকে তাকাল সে। "ওকে তো ইতিমধ্যে বলে দিয়েছো খুন করবে। এখন আর মুখ খুলবে না ও।"

অরোরা মাথা ঝাঁকাল। "আরও রক্ত ঝড়াতে হবে। জাদুকর, আমার কোন দোষ নেই কিন্তু এবারে। তোমার জন্যই হবে সব।"

আমার দিকে হাত তুলল সামার লেডি। সাথে সাথে অদৃশ্য একটা শক্তি আমার গলা চেপে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ, গাল, কান সবকিছু চেপে ধরতে লাগল শক্তিটা। তাল সামলে রাখতে না পেরে চক্রের অদৃশ্য দেয়ালটার সাথে ঠেকে গেলাম আমি। কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখন আর। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি মারা যাব। ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা চালালাম কিন্তু পারলাম না। আমার দিকে তাকাল সামার লেডি।

"এখন বলো," আগের মতোই শান্ত গলায় বলল অরোরা। "সামার নাইটের মৃত্যুর ব্যাপারে কী কী জানো?"

"এসবের পেছনে তুমি দায়ি," আমি নিচু গলায় বললাম। "তুমিই খুন করিয়েছো ওকে।"

"কীভাবে?"

"লয়েড স্ল্যাট। লয়েড মেইভকে ঘৃণা করে। তুমি কাজে লাগিয়েছো ব্যাপারটা। এলাইন ওকে নেভারনেভারের ভেতর দিয়ে রুউয়েলের বিল্ডিং পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। সেখানে দু'জনের লড়াই হয়েছে। রুউয়েলের কোটের স্লিভে পানি লেগে ছিল। তার মানে গ্রীষ্মের আগুনের সাথে শীতের বরফের মুখোমুখি হয়েছিল। এই লড়াইয়ের মাঝেই এক ফাঁকে রুউয়েলকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয় লয়েড। তখন ঘাড়ে মচকে মারা যায় রুউয়েল।"

"আর ওর শক্তির আবরণ?"

BanglaBook.org

"তুমি ওটা আরেকজনের মাঝে দিয়ে দিয়েছো," আমি বিড়বিড় করে বললাম।

"কার কাছে?"

"লিলি," আমি বললাম। "লিলির কাছে আবরণটা দিয়ে লিলিকে মূর্তি করে রেখে দিয়েছো। তোমার বাগানের ওই মূর্তিটা। আমার সামনেই ছিল তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি।"

"বেশ ভালো," অরোরা প্রশংসার সুরে বলল। "আর কিছু?"

"ঘুলটাকে তুমিই ভাড়া করেছিলে। ম্যাব আমার সাথে কথা বলার আগেই আমাকে খুন করার জন্য পাঠিয়েছিলে ওটাকে।"

"ভুল বললে, জাদুকর। আমি কোন ঘুলের ব্যাপারে জানি না। খুনি ভাড়া করা আমার কাজ না। তারপর?"

"আমি তোমার সাথে কথা বলতে আসার আগে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছো।"

"কীভাবে?" অরোরা জিজ্ঞেস করল।

"মেইভ স্ল্যাটকে নির্দেশ দিয়েছিল এলাইনকে খুন করার জন্য। স্ল্যাট এমন ভঙ্গি করেছে যেন মনে হয় সে চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হয়নি। এলাইনও কাজে লাগিয়েছে সুযোগটা। আর তুমি ওকে এ কাজে সাহায্য করেছো।"

"আমি কেন সেটা করেছি?"

"যেন আমি চিন্তিত থাকি, আমার নজর যেন অন্যদিকে থাকে। তোমার সাথে কথা বলার সময় যেন উল্টাপাল্টা কোন প্রশ্ন করে তোমাকে কোনঠাসা না করতে পারি। আমার ওপর একই কারণে আক্রমণ চালিয়েছো। পরে বোঝানোর চেষ্টা করেছো দিনকে দিন আমি একটা দানবে পরিণত হচ্ছি। আর এ সব কিছুর কারণ একটাই যেন আমি তোমাকে কথার প্যাঁচে ফেলে আমার যা জানা দরকার সেটা জেনে নিতে না পারি।"

"হ্যাঁ," অরোরা বলল। "এরপর?"

"এরপর আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলে। অলোস, এলাইন আর স্ল্যাটকে পাঠালে আমাকে খুন করার জন্য। গার্ডেন সেন্টারে ওটা তোমার কাজ ছিল।"

আমার দিকে কিছুটা এগিয়ে এলো স্ল্যাট। "বেশ চালাক," বিড়বিড় করে বলল সে। "দেখে এতোটা চালাক মনে হয় না।"

BanglaBook.org

"শুধু কুইন আর মাদারদের সাথে কথা বলেই কীভাবে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলল!" অরোরা প্রশংসার সুরে বলল

"হ্যাঁ, দারুণ," স্ল্যাট একমত হলো। "এখন তো খুন করতে পারি ওকে?"

অরোরা হাত তুলে থামাল স্ল্যাটকে। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "আমি এরপর কী করব জানো?"

"সামার নাইটের শক্তির আবরণটা যদি তুমি নিজের কাছে রেখে দিতে তো মাদার উইন্টার ইতিমধ্যে ওই কাপড়টা ব্যবহার করে সব ঠিক করে ফেলতো–এটা তুমি ভালোভাবেই জানো। সেজন্য ওটা লিলির কাছে দিয়ে মেয়েটাকে মূর্তি বানিয়ে রেখে দিয়েছিলে এতোদিন। তারপর অপেক্ষা করেছো ওই কাপড়টা আমার হাতে আসার জন্য। এখন আমার থেকে কাপড়টা ছিনিয়ে নিয়েছো যেন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মূর্তিটাকে আবার লিলিতে পরিণত করতে পারো। লিলিকে বলি দিয়ে উইন্টারের ক্ষমতা বাড়াতে পারো। তুমি ফেইরিদের ভারসাম্য ধ্বংস করে ফেলতে চাও। আমি জানি না কেন।"

অরোরার চোখ জ্বলে উঠল। আমার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও। "কেন? জাদুকর, তোমার তো এটা সবার আগে বোঝা উচিত ছিল, কেন?" বিড়বিড় করে বলল সে। "এই চক্র ভাঙতে হবে। একবার গ্রীষ্ম, একবার শীত আর এরমাঝে কেবল ক্ষমতা দখলের এক নির্মম লড়াই। এই চক্র যে করেই ভাঙতে হবে।" বড় করে একটা শ্বাস নিল অরোরা। "আর আমি এই চক্র ভাঙব, ক্ষমতার এই পালাবদল আমি থামাব।"

"আর সেটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে হলেও?" দাঁতে দাঁত চেপে বললাম আমি।

"মূল্য তো আমি ঠিক করিনি," অরোরা হিসিয়ে উঠল। "এটা করার জন্য যা যা করতে হচ্ছে আমি তার কিছুই করতে চাইনি। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে আমার এসব করতে গিয়ে। বিশ্বাস করো, যদি এসব না করে এই চক্র থামানো যেতো তো আমি তাই করতাম, জাদুকর। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। মেইভের পাগলামির জন্য কতজন মারা গিয়েছে হিসেব আছে তোমার? তুমি নিজেও তো ওর অত্যাচারের শিকার। মেইভের মতো আরও কতজন এসেছে গিয়েছে জানো তুমি? এসব যে করেই হোক থামাতে হতোই আমাকে।"

BanglaBook.org

আমি গর্জে উঠলাম, "কিন্তু তাই বলে পুরো পৃথিবীকে বলি দিতে চাও তুমি? এখন এটাকে নির্মম মনে হচ্ছে না তোমার?"

"হয়তো," অরোরা বলল। "কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়।" আমার দিকে আবার তাকাল সে। তারপর ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি যা জানো তা কাউন্সিল জানে?"

"অবশ্যই জানে, সব খুলে বলেছি ওদের।"

অরোরার মাঝে যেন একটা রাগের স্ফুরণ ঘটে গেল সাথে সাথে। আবার আমার দিকে হাত তুলল সে। সাথে সাথে অদৃশ্য এক শক্তি আমার বুকের ওপর চেপে বসল। নিশ্বাস নিতে পারছি না আর আমি। "কী বললে?" অরোরা গর্জে উঠল।

"ওরা জানে না," এলাইন চিন্তিত ভঙ্গিতে পেছন থেকে বলল। "মাদারের কাছে যাওয়ার আগে ওর সাথে কথা হয়েছে আমার। কী হচ্ছে না হচ্ছে এসব ব্যাপারে কাউন্সিলের কোন ধারণাই নেই। আর যদি ওরা এরমধ্যে জানতেও পারে কোনভাবে তারপরও ওরা কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

"বেশ," স্ল্যাট বলল। "ওকে মারলেই সব ঝামেলা শেষ তাহলে। ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা যাক।"

"গর্দভ কোথাকার," আমি বলে উঠলাম। "নিজের মাথাটা একটু খাটাও, স্ল্যাট। অরোরাকে সাহায্য করে কী পাবে বলে মনে হয় তোমার?"

স্ল্যাট আমার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা হাসি হাসল। "ওই রুউয়েল হারামজাদার শক্তিটুকু পাব প্রথমতো। একজন নাইটের যতোটুকু শক্তি থাকার কথা তার দ্বিগুণ শক্তি থাকবে আমার হাতে। আর সবকিছু শেষ হয়ে গেলে মেইভের সাথেও কিছু হিসেব চুকানোর বাকি আছে।" ঠোঁট চেপে ধরল কিছুক্ষণের জন্য ও। "আর তারপর অরোরা ঠিক করবে আমি কী করব।"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। "আশা করি অরোরার থেকে একটা লিখিত চুক্তি নিয়ে রেখেছো তুমি। তোমার কি সত্যি মনে হয় একজন মানুষকে এতোটুকু ক্ষমতা দেবে সে?" স্ল্যাটের চোখজোড়া ছোট ছোট হয়ে আসল। আমি থামলাম না। "ভেবে দেখো একবার, সে কি তোমাকে একবারও সোজাসুজি বলেছে এসব কিছু দেবে সে তোমাকে?"

স্ল্যাটের চোখের সন্দেহ আরও প্রবল হলো। কিন্তু সাথে সাথে অরোরা

BanglaBook.org

ওর কাঁধে হাত রাখল। "শান্ত হও, নাইট," ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল অরোরা। "আমাদের মাঝে যা কথা হয়েছিল তাই হবে। এই জাদুকর কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।"

দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম আমি। স্ল্যাটকে অরোরা পুরোপুরি হাত করে ফেলেছে। মেইভের বদখণ আচরণের জন্যেই হয়তো, এখন আর উইন্টারের প্রতি কোন বিশ্বাস নেই ওর। অরোরা যা বলবে তাই করবে, ওকে আর কিছু বলে থামাতে পারব না।

অন্যদের দিকে তাকালাম। কিন্তু কোরিক আর তালোস আমাকে রীতিমতো এড়িয়ে গেল। অরোরা এখনো স্ল্যাটের কানে কানে কী সব বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে। শেষমেশ এলাইনের দিকে তাকালাম।

"এলাইন," আমি ডাকলাম। "তুমি কেন এই পাগলামিতে জড়িয়েছো নিজেকে?"

আমার দিকে তাকাল না মেয়েটা। "বেঁচে থাকার জন্য, হ্যারি। আমি অরোরাকে কথা দিয়েছিলাম আমার সুরক্ষার বিনিময়ে জীবন দিয়ে হলেও ওর কাজ আমি সম্পন্ন করে দেব। তখন আমি জানতাম না এসবে তুমিও জড়াবে।" এক মুহূর্ত নীরব থাকল সে। "আমি একদম জানতাম না।"

"অরোরাকে না থামালে কী হবে জানো? কত মানুষের ক্ষতি হবে জানো?"

"প্রতিদিনই কারও না কারও কোন না কোন ক্ষতি হচ্ছে," এলাইন জবাব দিল। "দিন শেষে কি তাতে কারও কিছু যায় আসে?"

"মানুষ মারা যাবে, এলাইন।"

আমার দিকে তাকাল এবার মেয়েটা। চোখে রাগ দেখতে পেলাম। "তাদের সৌভাগ্য যে তারা মারা যাবে, আমার মতো অবস্থা হবে না।"

আমিও ওর দিকে তাকালাম। কিছু বললাম না। এলাইন নজর ফিরিয়ে নিল আমার থেকে।

আস্তে করে বসে পড়লাম এবারে। আর কোন রাস্তা খোলা নেই আমার হাতে। যা যা করা সম্ভব ছিল করেছি। এখন যদি কেউ পুরো আমেরিকান মিলিটারির মতো একদল সৈন্য নিয়ে না আসে তো অরোরার হাত থেকে আমাকে বাঁচানো বোধহয় আর সম্ভব না।

হেরে গিয়েছি আমি। তবে...

BanglaBook.org

আমার হাতে শেষ একটা স্পেল আছে এখনো। চোখ বন্ধ করলাম আমি। নিজের মনের একদম গহীনে প্রবেশ করতে হবে আমাকে। নিজের জীবনি শক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রত্যেক জাদুকর তার নিজের জীবনের সাথে কিছুটা শক্তি মিশিয়ে রাখে। অরোরা যে চক্রটা এঁকেছে তাতে করে হয়তো আমি আমার বাইরের কোন শক্তি ব্যবহার করতে পারব না কিন্তু আমার ভেতরে যে শক্তি আছে সেটা তো কেউ আটকাতে পারবে না।

এই শক্তি একবার ব্যবহার করে ফেলার পর আর শ্বাস নেয়ার ক্ষমতাও থাকবে না আমার। হৃৎপিন্ড রক্ত সঞ্চালন করা বন্ধ করে দেবে, মস্তিষ্কে আর কোন অণুরণন ঘটবে না। কিন্তু এজন্যই তো এই স্পেলটার নাম দেয়া হয়েছে 'মৃত্যু অভিশাপ', তাই না?

চোখ খুললাম আমি। আর সময় নেই হাতে। আমার ঠিক সামনে অরোরা দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনেই লয়েড স্ল্যাট, উইন্টার নাইট। স্ল্যাটের হাতে উন্মুক্ত তরবারি।

"বিদায় তাহলে," অরোরা ফিসফিস করে বলল। "মি. ড্রেসডেন।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

স্ল্যাট আর আমি মুখোমুখি এবারে। উন্মুক্ত তরবারি হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে স্ল্যাট। আমার চোখ অবশ্য অরোরার দিকে। যতোটুকু শক্তি জমা করতে পেরেছি পুরোটা নিয়ে একদম প্রাণপণে লড়ার জন্য তৈরি এখন আমি।

"আমি দুঃখিত, জাদুকর," অরোরা বলল।

"আরও অনেক বেশি দুঃখিত হবে একটু পরে," বিড়বিড় করে বললাম আমি।

স্ল্যাটের তরবারিটা জাপানি কাতানার মতো অনেকটা। চিকচিক করে উঠছে ওটার ধারালো অংশটা। আমার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে এসেছে ও।

এমন সময় এলাইন ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরল। "দাঁড়াও।"

অরোরা এলাইনের দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকাল। "কী করছো তুমি?"

"বাঁচাচ্ছি তোমাকে," এলাইন জবাব দিল। "স্ল্যাট যদি ওকে খুন করতে যায় তো আগে তোমার চক্রটা ভাংতে হবে।"

অরোরা এলাইনের দিক থেকে এবারে আমার দিকে নজর ফেরাল। "আর?"

"এলাইন!" আমি গর্জে উঠলাম।

এলাইন পাত্তা দিল না আমাকে। "আর তখন ও তোমার দিকে ওর মৃত্যু অভিশাপ ছুড়ে দেবে। মরার সময় তোমাকে সাথে নিয়ে মরবে। নয়তো তোমাকে ওর হয়ে কিছু করতে বাধ্য করবে।"

অরোরা চিন্তিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। "এতো শক্তিশালী না ও।"

"তুমি কীভাবে জানবে সেটা?" এলাইন বলল। "আমার দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুকর ও। হোয়াইট কাউন্সিল পর্যন্ত ওকে নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। এই শেষ সময়ে এসে অযথা ঝুঁকি নেয়ার কী দরকার?"

এলাইনকে উদ্দেশ্য করে গালি দিয়ে উঠলাম আমি।

BanglaBook.org

অরোরা স্ল্যাটের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল। স্ল্যাট ওর তরবারি নামিয়ে খাপে ভরে ফেলল। "কিন্তু ওকে তো বাঁচিয়ে রাখাও ঠিক হবে না।"

"ঠিক," এলাইন একমত হলো।

"তো তুমি কী করতে বলো এখন?"

"আমরা এখন নেভারনেভারে আছি," এলাইন বলল। "ওর মৃত্যুর আয়োজন করে তুমি নেভারনেভার ছেড়ে চলে যাও। তখন যদি ও ওর মৃত্যু অভিশাপ ব্যবহার করতে চায় তো সেটা ম্যাবের ওপর করবে, ওর গডমাদারের ওপর করবে। তোমার ওপর আর করতে পারবে না।"

"কিন্তু আমি চলে যাওয়ার সাথে সাথে তো আমার শক্তিও আমার সাথে চলে যাবে। তখন আর চক্রে আটকা পড়ে থাকবে না ও। এ ব্যাপারে কী করব?"

এলাইন এক মুহূর্ত ভাবল উত্তর দেবার আগে। "ডুবিয়ে দাও ওকে," জবাব দিল সে। "পানি দিয়ে ওর পায়ের তলার মাটিকে কাদা বানিয়ে ফেলো, তারপর সেখানে ওকে ডুবিয়ে দাও। আমি ওকে আমার জাদু দিয়ে বেঁধে রাখব যেন ছাড়াতে না পারে। মানুষের জাদু মানুষ চলে যাওয়ার পরও থেকে যায়, সমস্যা হবে না।"

অরোরা মাথা ঝাঁকাল। "তুমি ওকে আটকে রাখতে পারবে তো?"

"আমি ওর প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জানি," এলাইন জবাব দিল। "যতোটুকু আটকে রাখা দরকার ততোটুকু আটকে রাখতে পারব।"

অরোরা আমার দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল। "বেশ," অবশেষে মুখ খুলল সে। "এলাইন, আটকে রাখো ওকে।"

বেশী সময় লাগল না এলাইনের। মেয়েটা আমার চেয়ে জাদুর ব্যাপারে সবসময় বেশি দক্ষ ছিল। বিড়বিড় করে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলল সে। ভাষাটা খুব সম্ভবত প্রাচীণ মিশরিয় আরবি। তারপর আমার দিকে আঙুল তুলল ও। আমার মনে হলো আমার পুরো শরীর আস্তে আস্তে জমে যাচ্ছে। ঠিক তাই হলো। ধীরে ধীরে জমে গেলাম আমি। এক চুল নড়তে পারছি না আর, বড় করে শ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না।

ঠিক একই সময়ে অরোরা চোখ বন্ধ করে দু'হাত মেলে দিল। তারপর দু'হাত একসাথে আমার দিকে তাক করল। সাথে সাথে চক্রের ভেতর পানি জমতে শুরু করে দিল। আমার পায়ের নিচের মাটি গড় গড় শব্দ করে ফুটতে থাকল। তাকিয়ে দেখতে পেলাম বুদবুদ বেরুচ্ছে ওখান থেকে। মাটি

BanglaBook.org

নরম হচ্ছে ধীরে ধীরে। কাদার ভেতর ডুবতে শুরু করলাম আমি। প্রথমে পায়ের পাতা, তারপর গোড়ালি। ধীরে ধীরে ডেবে যাচ্ছি আমি। সর্বনাশ।

"সময় দৌঁড়াচ্ছে," অরোরা বলল। "দিন ফুরিয়ে আসছে। চলো, যাওয়া যাক।"

আমার দিকে আর তাকাল না অরোরা, কুয়াশার দিকে হাঁটতে শুরু করল। পেছন পেছন স্ল্যাট আর তালোস। কোরিক আমার দিকে তাকিয়ে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল তারপর সেও অরোরার পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল। বাকি থাকলাম কেবল আমি আর এলাইন।

এলাইন আমার একদম কাছে এসে দাঁড়াল। এতো কাছে যে চক্রটা না থাকলে ওকে ছুঁয়ে দিতে পারতাম আমি।

"কেন, এলাইন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। স্পেলটা থেকে ছাড়া পাবার প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি একই সময়ে। কিন্তু পারছি না। স্পেলটা আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। "কেন থামালে ওকে?"

"তুমি একটা গর্দভ, হ্যারি," সে বলল। "একটা নাটকবাজ পাগল তুমি। পুরো একটা রামছাগল।"

আমি ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছি। "আমি ওকে থামাতে পারতাম।"

"তুমি আমার দিকেও কার্সটা ছুঁড়ে দিতে পারতে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না তুমি কী করবে সে ব্যাপারে।" কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল সে। একটু দূরে কুয়াশার মাঝে অরোরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

কোমর পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এলাইনের চোখের দিকে তাকালাম। এবার আর নজর ফিরিয়ে নিল না মেয়েটা। "বিদায়, হ্যারি," ফিসফিস করে বলল সে। তারপর উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে থেমে ঘুরে তাকাল একবার। "দেখা হয়ে ভাল লাগল। ঠিক পুরনো সময়গুলোর মতো।"

এরপর চলে গেল ওরা, আমাকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষায় রেখে।

এমন পরিস্থিতিতে ভয় না পাওয়াটা অস্বাভাবিক। মানে, এর আগেও অনেকবার বিপদে পড়েছি আমি। কিন্তু এবারে তো বলতে গেলে টাইম বোম বেঁধে দেয়া হয়েছে আমার শরীরে। টিকটিক টিকটক করে সময়ের সাথে সাথে মৃত্যু এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি আমি। মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।

BanglaBook.org

চোখ বন্ধ করে মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম আমি। এলাইনের স্পেলটা অনুভব করতে পারছি এবারে। স্পেলটা ভেদ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। এতোটা শক্তি নেই আমার মাঝে। অরোরার চক্রটা ভেঙে গেলে তখন অবশ্য আরও শক্তি জমা করতে পারব বাইরে থেকে কিন্তু তখন সময় প্রায় শেষ হয়ে আসবে।

কিন্তু আর কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না। অগত্যা অরোরার চক্রটা ভেঙে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ডুবে যাচ্ছি একটু একটু করে। ইতিমধ্যে আমার বুক পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে কাদার ভেতর।

হঠাৎ এলাইনের বলা শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। "ঠিক পুরনো সময়গুলোর মতো।" সাথে সাথে সমাধানটা পেয়ে গেলাম। এলাইন কাছে থাকলে এখন হয়তো জড়িয়ে ধরে চুমু খেতাম আমি ওকে।

বুক পর্যন্ত ডুবে গিয়েছি অথচ এখনো অরোরার চক্রটা মিশে যায়নি। আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। শান্ত থাকতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। তবে যে করেই হোক শান্ত থাকতে হবে। কারণ চক্রটা মুছে যাওয়ার পর সময় খুব কম থাকবে আমার হাতে। এখন আর নিজেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টাও করছি না। শরীরের শেষ শক্তিবিন্দুটুকুও জমা করে রাখছি একটা অন্তিম চেষ্টার জন্য।

নাক ডুবে যাবার আগ মুহূর্তে বড় করে একটা শ্বাস নিলাম। চোখ পর্যন্ত ডুবে গেল একসময়। অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ। কানও ডুবে গেল একইসাথে। নিজের হার্টবিট নিজে শুনতে পাচ্ছি এখন। মনে মনে হার্টবিট গুণতে শুরু করে দিলাম। বাতাসের অভাবে ফুসফুস আইঢাই করতে লাগল একটু পর। আমি তারপরও নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে যেতে লাগলাম।

চুয়াত্তর পর্যন্ত গুণেছি। পঁচাত্তর গোণার আগের মুহূর্তে টের পেলাম অরোরার চক্রটা মিলিয়ে গিয়েছে। সময় হয়ে গিয়েছে। আশেপাশে থেকে যতোটা শক্তি নেয়া সম্ভব পুরোটা জমা করে নিলাম নিজের মাঝে। একদম তাড়াহুড়ো করলাম না। শান্ত থাকা প্রচণ্ড কষ্টকর কিন্তু তারপরও সফল হলাম। শক্তিগুলো জমা করে শেষে একটা ধামাকা ব্যস, বের হয়ে এলাম মৃত্যুফাঁদটা থেকে।

যেমনটা ভেবেছিলাম। এলাইন ঠিক ওই স্পেলটাই ব্যবহার করেছে যেটা আমাদের এক সময়ের গুরু জাস্টিন ডু'মের সামনে আমাকে বেঁধে রাখার জন্য ব্যবহার করতো ও। এলাইন আর আমি মোটামুটি একইরকম

BanglaBook.org

পড়াশোনা করেছি জাদুর ব্যাপারে। একজন আরেকজনের জাদুর প্যাটার্নটা খুব ভালো বোঝতাম সেজন্য। সেই ছোট্ট বয়সেই ওর এই জাদু থেকে বাঁচার উপায় বের করে ফেলেছিলাম। আজ এতো বছর পর সেটা আবার কাজে লেগে গেল।

সারাদিন স্কুলে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর রাতের খাবারের আগ পর্যন্ত বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো আমাকে আর এলাইনকে। রাতের খাবার শেষ করে ঘুমোতে যাব সে উপায় ছিল না। রাতের খাবারের পর শুরু করতে হতো জাদু নিয়ে গবেষণা। মাঝরাত পার হয়ে যাওয়ার পরও শেষ হতো না ওসব। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে দু'জনে যখন ঢুলুঢুলু চোখে আর কিছুই দেখতে পেতাম না তখন ঘুমাতে দেয়া হতো আমাদের।

তখন একটা বুদ্ধি বের করেছিলাম আমরা। একজন বাড়িরকাজ করতো আরেকজন একই সময়ে জাদু নিয়ে কাজ করতো। তারপর শেষে একজন আরেকজনেরটা দেখে নিজেদের নোট তৈরি করে ফেলতাম।

সে-সময়েই এই স্পেলটা থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করেছিলাম আমি। তবে বেশ ঝামেলা ছিল সেটায়।

ঝামেলা ছিল কারণ জাদুটা অন্য জাদুগুলোর মতো সুখ ছিল না। জাদুটা করার সময় আশেপাশের বাতাস জমে একদম শক্ত হয়ে যায়। তখন আমাদের কিশোর বয়স। এতোটা গায়ে লাগতো না সেসব। কিন্তু একজন মৃত্যু পথযাত্রি মানুষের কাছে এই জমে যাওয়া হাওয়াটুকু একদম ধারালো হীরের মতো এসে আঘাত করবে।

তাই এখন যখন জাদুটা করছিলাম তখন বেশ সাবধান ছিলাম আমি। একদম হিসেব করে ঠিক যেখানে যতোটুকু শক্তি দরকার ঠিক ততোটুকু শক্তি মেপে মেপে ব্যবহার করে বের হয়ে আসতে হয়েছে এলাইনের করা স্পেলটা থেকে।

কাজ শেষ হয়ে যায়নি এখনো। কাদাটা থেকে বের হতে হবে।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে। সেইসাথে নিয়ে যাচ্ছে আমার দম। বাতাসের অভাবে মৃতপ্রায় অবস্থা এখন আমার। তবে হেরে যাওয়া চলবে না এখন আর। নিজেকে বোঝালাম আর একটু কষ্ট করলেই বেঁচে ফিরতে পারব। নিজের অবশিষ্ট শক্তি জমা করে পা দুটো সামান্য উপরের দিকে তুলে আবার জোরে নিচের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। একইসাথে ফুসফুসের অবশিষ্ট চেপে রাখা দমটুকু দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, *"ফোর্জারে!"*

BanglaBook.org

প্রায় জোরেশোরে একটা বিস্ফোরণ হলো আমার পায়ের নিচে। তীব্র বেগে কাদাটা থেকে বের হয়ে আসলাম আমি। শুকনো মাটিতে যখন এসে পড়লাম তখন আগে দম ফিরে পেতে ব্যস্ত আমি। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি।

ঈশ্বর! একজন ফেইরি রাণীর দেয়া মৃত্যুদন্ডকে এড়িয়ে এখনো বেঁচে আছি আমি!

মুখভর্তি হয়ে আছে কাদায়। খক খক করে কেশে থুতু ফেলতে লাগলাম। পুরো শরীর কাদায় মাখামাখি হয়ে বাজে অবস্থা। এই অবস্থায় কেউ এখন আমাকে না দেখলেই হয়।

ঠিক এমন সময় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

কোনমতে উঠে বসে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। আজকের দিনটাই আসলে খারাপ আমার জন্য।

কুয়াশার আড়াল থেকে একটা অবয়ব এগিয়ে এসে থামল আমার সামনে। কালো আলখাল্লা আর হুড পরা। হোয়াইট কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার লোকটা, গেটকিপার।

"হাই!" আমি হাসিমুখে বললাম।

আমার অবস্থা দেখে গেটকিপারকে হাসি আটকে রাখতে বেশ কষ্ট করতে হলো বলে মনে হচ্ছে। "কী অবস্থা, জাদুকর ড্রেসডেন? বাঁধা দিলাম না তো কোন কাজে?"

এই মুহূর্তে আমার পায়ে একটা বুট পরা। আরেকটা বুট কাদায় ডুবে আছে। বুটটা হুশ করে উপরের দিকে উঠে এলো। আমি হাত দিয়ে মুখ থেকে কিছুটা কাদা মুছে জবাব দিলাম। "তেমন আহামরি কিছু না।"

"বেশ ভালো তাহলে," গেটকিপার জবাব দিল। তারপর বুটটা তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম। "তবে আপনি আরও পাঁচ মিনিট আগে এখানে আসলে আরও অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ দিতাম।" পরের কথাটা অবশ্য মনে মনে বললাম। "আপনি এখানে?"

"তোমাকে খুঁজতেই এসেছি," সে জবাব দিল।

"আপনি দেখছিলেন?"

মাথা নাড়ল গেটকিপার। "সত্যি বলতে শুনছিলাম। তবে তোমার আর শিকাগোর ব্যাপারস্যাপার কিছুটা যে নজরে পড়েনি এটা বললে ভুল হবে।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা," আমি বুট পরতে পরতে বললাম। "আমার আসলে কথা বলার সময় নেই এখন।"

আমার বাহুতে দস্তানা পরা একটা হাত রাখল গেটকিপার। "কিন্তু তোমাকে কথা বলতে হবে," বিড়বিড় করে বলল সে। "আমার দেখার ক্ষমতা খুব কম। তবে আমি শুনতে পাই। আমি শুনেছি উইন্টার কুইন তোমাকে যে কাজ করতে দিয়েছিল সেটা তুমি সম্পন্ন করে ফেলেছো। সে এখন কাউন্সিলকে দেয়া তার কথা রাখবে। তুমিও নিরাপদ থাকবে।"

আমি কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

"জাদুকর ড্রেসডেন, তুমি চাইলে এখন এসব ঝামেলা থেকে সরে আসতে পারো। তোমার আর কিছু করার দরকার নেই।"

মাথাব্যথাটা আছে এখনো। খুব ইচ্ছে হচ্ছে বাড়ি ফিরে যেতে, ঘুমোতে। একটু খাবার খেতে। গেটকিপারের বুদ্ধিটা মন্দ লাগল না সেজন্য।

কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। অরোরার উদ্দেশ্য জেনে গিয়েছি আমি। এখন আর থামার কোন উপায় নেই আমার হাতে। যে করে হোক নেভারনেভার ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হাজির হতে হবে এখন আমাকে। যুদ্ধ থামাতে হবে। আর যদি তা না করতে পারি তো পুরো পৃথিবীর ওপর এ যুদ্ধের প্রভাব এসে পড়বে। কিন্তু স্টোন টেবিলটা যেখানে আছে সেখানে যাবার কোন রাস্তাও তো আমার জানা নেই!

মেরিলের চেহারাটা ভাসল একবার চোখের সামনে। আমার ঠিক সামনে রাখা ছিল ওর মূর্তিটা অথচ ওকে আমি চিনতে পারিনি। আর এলাইন, সামারের কাছে বন্দি হয়ে আছে অসহায় মেয়েটা। এতোদূর আসার পর এখন আর পিছিয়ে যাওয়া যাবে না।

আমি মাথা নেড়ে আমার জিনিসপত্রের খোঁজে এদিক ওদিক তাকালাম। কিছুটা দূরে পড়ে আছে ওসব। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলাম সব একে একে। "না," অবশেষে মুখ খুললাম। "আমার কাজ শেষ হয়নি এখনো।"

"না?" গেটকিপার বিস্ময়ের সুরে বলল। "কেন না?"

"কারণ আমি একটা গাধা," আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। "আর অনেকেই এখন বিপদে আছে।"

"জাদুকর, তুমি সিধে কোর্টের মধ্যকার যুদ্ধ থামাবে সে আশা কেউ তোমার ওপর রাখছে না। কাউন্সিল কোনো একজনকে এমন একটা দায়িত্ব কখনোই দেবে না।"

BanglaBook.org

"গোল্লায় যাক সিধে কোর্ট," আমি বললাম। "কাউন্সিলও গোল্লায় যাক। আমার পরিচিত মানুষেরা বিপদে আছে। আর এই বিপদটা হতো না যদি না আমি আরেকটু সতর্ক থাকতাম। আমি ঝামেলা পাকিয়েছি আমিই ঠিক করব এখন সব।"

"তুমি নিশ্চিত?" গেটকিপার বলল।

হাতবন্ধনীটা থেকে কাদা মুছলাম আমি। "আমি নিশ্চিত।"

এক মুহূর্ত নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল গেটকিপার তারপর মাথা ঝাঁকাল। "তাহলে আমি তোমার বিপক্ষে ভোট দেব না।"

আমার মাঝে রাগের একটা ছটা বয়ে গেল যেন। "অহ্! তার মানে আপনি আমার বিরুদ্ধে ভোট দিতেন?"

"যদি হাল ছেড়ে দিতে এখন, তাহলে আমি নিজেই তোমাকে খুন করে ফেলতাম।"

আমি ওর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম তারপর মুখ খুললাম, "কেন?"

"কারণ তোমার বিপক্ষে ভোট দেয়া মানে তোমাকে খুন হওয়ার জন্য ভ্যাম্পায়ারদের হাতে তুলে দেয়া। এরচেয়ে বরং যদি আমি নিজের হাতে খুন করতাম তাহলে একজন জাদুকর কষ্টকর মৃত্যু আর অপমানের হাত থেকে বেঁচে যেতো।"

"আমাকে খুন না করার জন্য ধন্যবাদ তাহলে। তবে এখন আপনি যদি একটু সুযোগ করে দেন তো আমাকে কাজে লেগে যেতে হবে, হাতে সময় খুব কম।"

"হ্যাঁ," গেটকিপার বলল। তারপর আমার দিকে একটা ছোট্ট লাল রঙের ব্যাগ এগিয়ে দিল। "এটা নাও। কাজে লেগে যেতে পারে।"

আমি ব্যাগটা নিয়ে খুললাম। ভেতরে একটা জেলভর্তি ছোট কাঁচের বোতল আর একটা ছোট্ট পাথর। ভ্রু কুঁচকে গেটকিপারের দিকে তাকালাম। "কী এটা?"

"চোখের অয়েন্টমেন্ট," জবাব দিল সে। "যখন সাইট ব্যবহার করবে তখন যেন তোমার স্নায়ু দুর্বল না হয়ে পড়ে সেজন্য কাজে দেবে। এছাড়া সিধের ফেইরিদের দেখে মোহতে পড়া থেকেও বেঁচে যাবে।"

"আর পাথরটা?"

BanglaBook.org

"স্টোন টেবিলের একটা অংশ ওটা," গেটকিপার জবাব দিল। "স্টোন টেবিল পর্যন্ত পৌঁছাতে ওটাকে কাজে লাগাতে পারবে তুমি!"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম এবারে। "আপনি আমাকে সাহায্য করছেন?"

"উহু! তাহলে তো তোমার বিচার সুষ্ঠু হয় না," গেটকিপার বাঁধা দিয়ে বলল। "আমি শুধু চাইছি যেন সবকিছু ঠিক হয়ে যায়।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কিন্তু আপনি যে আমাকে পাথর আর অয়েন্টমেন্টটা দিলেন? কাউন্সিল কিন্তু ভালো চোখে দেখবে না ব্যাপারটা।"

গেটকিপার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "জাদুকর ড্রেসডেন, এখন যে কথাটা বলব সেটা আগে কখনো বলিনি আমি। ভবিষ্যতেও কখনো বলব না আর।" আমার কানের কাছে ঝুঁকে এলো সে। তারপর ফিসফিস করে বলল, "কখনো কখনো কিছু জিনিস কাউন্সিলের অজানা থাকাই ভালো।"

আমার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুঁটে উঠল। গেট কিপারের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকালাম।

মাথা ঝাঁকাল সে। "তাড়াতাড়ি করো। কাউন্সিল সিধের ভেতরের ব্যাপারে নাক গলায় না। কিন্তু আমরা যা করতে পারি তার পুরোটাই করব।" স্টাফ বের করে বাতাসের মাঝে একটা চক্র আঁকল সে। তারপর বিড়বিড় করে কিছু বলল। চক্রটার ওপাশে পৃথিবীকে দেখতে পেলাম। আরও ভালোভাবে বললে আমার বাসার সামনের রাস্তাটা। আমাকে বিদায় জানাল এবারে সে, "আল্লাহ্ তোমার সহায় হোক।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে চক্রটা ভেতর পা বাড়ালাম। পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপদাহ স্বাগতম জানাল আমাকে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে প্রায়। আঁধার নেমে আসছে শিকাগোর বুকে।

আমি এসব কোনকিছুকে পাত্তা না দিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে আগাতে শুরু করলাম। বৃষ্টি নেমে এসেছে। নেভারনেভারে যে কাদা লেগে গিয়েছিল শরীরে, ধুয়ে যাচ্ছে সব।

বাসায় ঢুকে দরকারি কয়েকটা ফোনকল সেরে নিলাম আগে। তারপর ওয়ারড্রবের দিকে আগালাম।

যুদ্ধে যাওয়ার জন্য কোন পোশাকটা ভালো হয়?

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

মোটামুটি কালো রঙের পোশাক বের করলাম ওয়ারড্রোব থেকে।

কয়েকটা ফোনকল সেরে নিলাম। তারপর একটা ছোট ফার্স্ট এইডের ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত গোসল সেরে নিলাম। পুরনো একজোড়া মিলিটারি বুট, কালো জিন্সের প্যান্ট, কালো টিশার্ট, বেসবল ক্যাপ আর গতবছর সুজানের উপহার দেয়া কালো রঙা ওভারকোটটা গায়ে চড়ালাম।

অস্ত্রশস্ত্র আগে যা ছিল তাই শুধু তার সাথে আমার প্রিয় ম্যাগনাম পিস্তলটা যোগ করলাম। অবশ্য পিস্তল নেয়াটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ। শহরের কোথায় না কোথায় যেতে হবে কে জানে! পুলিশ আটকালে বিপদে পড়ব। কিন্তু পিস্তলটা হাতছাড়া করতেও মন সায় দিল না।

মিনিট দশেক পর বিলি আর ওর দলের সব মায়া নেকড়েরা একটা মিনিভ্যানে করে এসে হাজির হলো। আমি ফার্স্ট-এইডের ব্যাগটা আরেকবার চেক করে বাসা থেকে বের হয়ে ভ্যানে উঠলাম।

ভ্যানের ভেতর প্রায় দশ-এগার জন বসা। আমি দ্বিধান্বিত চোখে ওদের দিকে তাকালাম একবার।

বিলি ড্রাইভিং সিট থেকে পেছন দিকে ঝুঁকে তাকাল। "কোন সমস্যা?"

"আমি বলেছিলাম শুধু ভলান্টিয়ার নিয়ে আসতে," জবাব দিলাম আমি। "কতখানি বিপদে পা দিতে যাচ্ছি সে ব্যাপারে কোন ধারণাও নাই আমার।"

"বলেছি সেটা ওদের," বিলি হাসিমুখে জবাব দিল।

ভ্যানের ভেতর বসা বাকিরাও বিড়বিড় করে সায় জানাল বিলির কথায়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "ঠিক আছে, বাচ্চারা। নিয়ম গতবারের মতোই। আমার কথা শেষ কথা। আমি যদি কিছু করতে বলি তো বিনা প্রশ্নে সেটা করতে হবে। কোন তর্ক করা যাবে না। রাজি সবাই?"

নীরবে মাথা ঝাঁকাল সবাই। আমিও আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। ভ্যানের ভেতরের আবছা আলোয় এক কোণায় সবুজচুলো একটা মেয়েকে দেখতে পেলাম। "মেরিল? তুমি ওখানে?"

BanglaBook.org

চোরা মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল। "আমিও যাব তোমার সাথে। ফিক্সও এসেছে।"

মেরিলের পাশে ফিক্সকে বসে থাকতে দেখলাম এবারে। আমাকে উদ্দেশ্য করে আলতো করে হাত নাড়ল। আবছা অন্ধকারে এদের ভালোভাবে খেয়াল করা হয়নি আগে।

"ঠিক আছে। যদি যেতে যাও," আমি বললাম। "তো ওই কথাই থাকবে। আমি যা বলব তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। রাজি না হলে এখনি নেমে যেতে পারো।"

"আচ্ছা," মেরিল আস্তে করে বলল।

"হ্যাঁ, মেনে চলব," ফিক্সও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

ভ্যানের সবার ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে নিলাম। সবাইকে কেমন বাচ্চা বাচ্চা দেখাচ্ছে! নাকি আমি বুড়ো হয়ে গেলাম? নিজেকে মনে করালাম আলফারা ইতিমধ্যে আমাকে ওদের শক্তির প্রমাণ দেখিয়েছে একবার। কিন্তু এবারে আরও শক্ত যুদ্ধে নামতে যাচ্ছি আমরা।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "যাওয়া যাক।"

বিলির পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে জর্জিয়া বসে ছিল। জর্জিয়া পেছনে চলে আসল, আমি বিলির পাশে বসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "এনেছো?"

বিলি ওয়ালমার্টের স্টিকার লাগানো একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ আমার দিকে এগিয়ে দিল। "হ্যাঁ, এটার জন্যে দেরি হলো। ওদিকটায় পুলিশ ঘিরে আছে এখনো।"

"থ্যাঙ্কস," আমি ছোট করে ধন্যবাদ জানিয়ে প্লাস্টিক ব্যাগটার ভেতর থেকে এক বাক্স ছোট ছোট চাকু বের করে এনে ফার্স্ট-এইডের বাক্সটায় ঢুকালাম। তারপর গেটকিপারের দেয়া পাথরটা পকেট থেকে বের করে হাতের সাথে বাঁধলাম। পাথর বাঁধা হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলাম এবারে, ঠিক চোখ বরাবর। "চলো।"

"ঠিক আছে," বিলি আমার দিকে তাকিয়ে বলল। "কিন্তু কোথায় যাব?"

পাথরটা আমার হাত বাম দিকে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল। আমি সেদিকে ইঙ্গিত করলাম। "এদিকে যাও। লেকের দিকে।"

"ঠিক আছে," বিলি বলল। পরমুহূর্তে ভ্যানটা চলতে শুরু করে দিল। "গন্তব্যটা কোথায় তাহলে আমাদের?"

BanglaBook.org

আমি উপরের দিকে আঙুল তাক করলাম এবারে।

"ওপরে," বিলি বলল। একটু বোধহয় ব্যঙ্গ করার ভঙ্গিতে। "আমরা ওপরে যাচ্ছি।"

আমি পাথরটার দিকে তাকালাম। "ওপরে, ওখানে," আমি বললাম।

"ওপরে কোথায়?"

একটা বজ্রপাত হলো সামনে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি সেদিকে আঙুল তুললাম। "ওখানে।"

বিলি পেছনে কারও সাথে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, "আমি তো ওখানে যাওয়ার কোন রাস্তা চিনি না। আশা করি শিকাগোর এমন দুই তিনটা রাস্তা তুমি চেনো যেসব আমার চেনা নাই।" এরপর গাড়ি চালাতে মনযোগ দিল ও আবার। আমি রাস্তা বাতলে গেলাম ওকে। বৃষ্টি নামল একটু পর। উইন্ডশিল্ডের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় বর্ষার ধারা পড়তে লাগল। ওয়াইপার অন করে আমার দিকে তাকাল বিলি। "তো কী হতে যাচ্ছে সামনে?"

"যুদ্ধ," আমি আস্তে করে জবাব দিলাম। "ফেইরিদের দুই কোর্ট একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াচ্ছে। সেই যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছি আমরা। আমাদের লক্ষ্য হলো সামার লেডি। আর সামার লেডির পক্ষে কাজ করছে উইন্টার নাইট। একটা মেয়েকে পাথরের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে সামার লেডি, ঠিক মাঝরাতে মেয়েটাকে আবার মানুষের রূপান্তর করে স্টোন টেবিলে বসিয়ে বলি দেয়া হবে।"

ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ল ভ্যানটার ভেতর। মেরিল একটু সামনে ঝুঁকে এলো এর মাঝে। "একটা মেয়ে মানে? লিলি?"

আমি পেছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। "আমাদের অরোরাকে খুঁজে বের করে ওকে থামাতে হবে। মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে।"

"যদি না পারি তাহলে কী হবে?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"মহাদূর্যোগ।"

"যেমন?"

"যেমন ধরো বরফযুগ নেমে আসবে।"

বিলি শিস দিয়ে উঠল। "আহ্! তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি?"

BanglaBook.org

আমি পাথরটার দিকে তাকিয়ে বিলিকে বামে যেতে বললাম। তারপর বললাম, "কী প্রশ্ন?"

"যতোটুকু বুঝলাম," বিলি বলতে শুরু করল। "অরোরা দুই ফেইরি কোর্টকেই ধ্বসিয়ে দিতে চাইছে। তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? মানে, কেন শুধু উইন্টারকে ধ্বংস করছে না? তাহলে তো সামার জিতে যাবে না?"

"কারণ সেটা পারবে না," আমি বললাম। "ওর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যে কোন এক পক্ষকে ধ্বংস করার জন্য যে প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রয়োজন সেটা তার নাই। সেক্ষেত্রে রাণীরা আর মাদাররা ওকে সহজেই থামাতে পারবে। সেজন্য সে দু'পক্ষকেই যুদ্ধে মুখোমুখি করিয়েছে। আর কোন পথ খোলা নেই ওর হাতে।"

"ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলতে চাইছে," বিলি বলল। "কিন্তু তাই বলে উইন্টারকে এভাবে সামারের ওপর জোর খাটাতে দিয়ে?"

"ওই যে, সীমাবদ্ধতা," আমি বললাম। "উইন্টারের ক্ষমতাকে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না সে কিন্তু সামারের ক্ষমতাকে পারবে। সেজন্য নিজের নাইটকে নিজে খুন করেছে যেন নিজের ইচ্ছেমতো কাউকে পরে সেই ক্ষমতাটুকু দিতে পারে।"

"লিলিকে," মেরিল ফোঁসফোস করে উঠল পেছন থেকে।

আমি কাঁধ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। "এমন কাউকে যে তাকে বিশ্বাস করে। যে চাইলেই অরোরার হাত থেকে পালাতে পারবে না।"

"তাহলে মেয়েটাকে মূর্তি বানিয়ে দিল কেন?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"লুকিয়ে রাখার জন্য," আমি বললাম। "নাইট সক্রিয় থাকলে তখন অন্যান্য রাণীরা টের পেয়ে যেতো। কিন্তু লিলিকে যেহেতু মূর্তিতে রূপান্তর করে ফেলা হয়েছে সেহেতু নাইটের ক্ষমতাটুকুও ওর সাথে স্থবির হয়ে গিয়েছে। এ কারণে রাণীরা আর কিছু টের পায়নি। অরোরা খুব ভালোভাবে জানতো যে টাইটানিয়া ম্যাবকে সন্দেহ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে। তখন ম্যাবও বাধ্য হয়ে স্টোন টেবিলকে ঘিরে যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুতি নেবে।"

"টেবিলটার কাজ কী?"

BanglaBook.org

"টেবিলটায় যতো শক্তি রাখা হবে তা কোন কোর্টের প্রতিনিধিত্ব করবে," আমি বললাম। "আজ মাঝরাত পর্যন্ত টেবিলটা সামারের হাতে থাকবে। মাঝরাতের পর টেবিলটায় যতো শক্তি রাখা হবে তা উইন্টারের কাছে যাবে।"

"টেবিলটার কাছেই তাহলে যাচ্ছি আমরা?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"আহ্! হ্যাঁ," আমি বললাম। "ওই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে গিয়ে বামে মোড় নাও।"

বিলি মাথা ঝাঁকাল। "তো পুরো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, অরোরা নাইটের ক্ষমতা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে যার কারণে এখন দুই রাণী একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে।"

"হ্যাঁ," আমি বললাম। "এখন অরোরার পরিকল্পনা হলো লিলিকে টেবিলটার কাছে গিয়ে লিলিকে শাপমুক্ত করে আবার মানুষ করা। তারপর স্টোন টেবিলে মেয়েটাকে বলি দেয়া। কিন্তু কাজটা ওকে মাঝরাতের পর করতে হবে যেন টেবিলের ক্ষমতাটুকু উইন্টারের পক্ষে যায়। আর ম্যাবের বাহিনীও স্টোন টেবিল ঘিরে থাকবে ও সময়ে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, অরোরার হাতে খুব বেশি সময় থাকবে না তার কাজ শেষ করার জন্য। আর সেই স্বল্প সময়টুকুতেই ওকে রুখে দিতে হবে আমাদের। "

"আমি এখনো বুঝলাম না," বিলি বলল। "এসব করে ওর লাভটা কী হবে?"

"সম্ভবত ওর ধারণা যুদ্ধে সব ধ্বংস হয়ে গেলে তখন সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে সবকিছু নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবে সে।"

"ক্ষমতার হিসেব করলে ম্যাব এখন এগিয়ে আছে," বিলি বলল। "ও ম্যাবের সাথে এক হয়ে কাজ করলেই তো পারতো।"

"সম্ভবত এটা ওর মাথাতেই আসে নাই," আমি বললাম। "কারণ অরোরা হলো সামার আর ম্যাব উইন্টার। একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ, একসাথে কাজ করার কথা কল্পনাতেও আসার কথা না ওদের।"

"আর আমাদের কাজ কী হবে?" বিলি জিজ্ঞেস করল।

"যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হবে আমাকে। একা পারব না। আমার যুদ্ধ থামানোর বিন্দুমাত্র পরিকল্পনাও নাই। আমি শুধু স্টোন টেবিল পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই যেন অরোরাকে থামাতে পারি। এর মাঝে

BanglaBook.org

ফেইরি যোদ্ধারা আক্রমণ চালাবে আমার ওপর। তোমাদের কাজ হলো সেটা থেকে আমাকে বাঁচানো।"

"আচ্ছা," বিলি বলল। "তো ঠিক কতজন ফেইরি আছে ওখানে?"

"যতো ফেইরি আছে ফেইরিল্যান্ডে তাদের সবাই," আমি বিড়বিড় করে বললাম। দূরে কোথাও একটা বজ্রপাত হলো। বৃষ্টি বেড়েছে আরও।

গেটকিপারের দেয়া পাথরটা আমাদের পথ দেখিয়ে বার্নহ্যাম হারবারের পাড়ে নিয়ে আসল। বিলি বন্দর থেকে সামান্য দূরে রাস্তার পাশে ভ্যানটা পার্ক করল। আমি আলফাদের দিকে ফিরলাম। "তো ভাইলোগ, ওখানে যাওয়ার আগে তোমাদের চোখে একটা অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিচ্ছি আমি। একটু অস্বস্তি হবে প্রথমে। কিন্তু ফেইরিদের মোহ থেকেও বাঁচতে পারবে।"

"আমি আগে," বিলি বলে উঠল। আমি কাচের ছোট্ট কৌটাটা খুলে কালো রঙা অয়েন্টমেন্টটা বিলির চোখে আলতো করে লাগিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করল বিলি তবে অভ্যস্ত হতে বেশি সময় লাগল না।

"রূপ বদলে ফেলো," আমি বললাম। বিলি গাড়ি থেকে নেমে টিশার্ট আর প্যান্ট খুলে জানালা দিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে রূপ বদলে নেকড়েতে রূপান্তর হয়ে গেল। আমি একে একে অন্যান্য আলফাদের চোখে অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে একে একে সবাই ন্যাংটো হয়ে নিজেদের রূপ বদলাল। আমার যে একটু অস্বস্তি লাগছিল না তেমনটা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু কিছু করার নেই।

ছয়টা ছেলে আর ছয়টা মেয়ের চোখে অয়েন্টমেন্ট লাগালাম একে একে। এখন আমার সামনে বারটা নেকড়ে ঘুরঘুর করছে। ওদের দিক থেকে ফিরে ফিক্স, মেরিল আর সবশেষে নিজের চোখে অয়েন্টমেন্ট লাগালাম। পিস্তলটা এমনিতে সবসময় শোল্ডার হোলস্টারে রাখলেও আজকে নামিয়ে কোমরের সাথে বাঁধলাম। পেন্টাকলটা টি-শার্টের ভেতর থেকে বাইরে বের করে আনলাম। তারপর উইজার্ড স্টাফ আর ব্লাস্টিং রড হাতে বের হয়ে আসলাম গাড়ি থেকে।

আমি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে একটা নেকড়ে খুব সম্ভবত বিলি ডেকে উঠে ছুট লাগাল। পেছন পেছন অন্য নেকড়েগুলোও। মেরিল আর ফিক্স বিস্মিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে নেকড়েগুলো।

BanglaBook.org

"ক্-কী?" ফিক্স জিজ্ঞেস করল। "কী হলো? কোথায় গেল ওরা?"

"ওরা সম্ভবত কিছু একটা দেখতে পেয়েছে," মেরিল বলল গাড়ি থেকে একটা মাচেটে আর একটা কুড়াল বের করে আনল মেয়েটা। তারপর একটা ডেনিম জ্যাকেট বের করল ও। জ্যাকেটটার গায়ে স্টিলের তার পেঁচানো। গায়ে চড়ানোর সময় ঝনঝন করে উঠল তারগুলো।

"চেইন টাইপ কিছু লাগালে ভালো হতো না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ফিক্স জবাব দিল, "সময় পাইনি আসলে। এটাও খারাপ না। কোনকিছু অন্তত কামড়াতে পারবে না ওকে।" তারপর ভ্যান থেকে একটা ভারি টুলবক্স বের করে আনল ও। "কী করব এখন?"

আমি পাথরটার দিকে তাকালাম, লেকের দিকে ইঙ্গিত করছে পাথরটা। "আগাব সামনের দিকে। কিছু দেখতে পেলে বিলিরা সাবধান করে দেবে আগে থেকে।"

"নিশ্চিত তো আপনি?" ফিক্স জিজ্ঞেস করল।

"আমার কাছাকাছি থেকো, ফিক্স," মেরিল বলল। "ওদিকে কীভাবে যাব, মি. ড্রেসডেন? সামনে বেড়া দেয়া দেখা যাচ্ছে। বন্দরের সিকিউরিটিও তো থাকার কথা।"

কীভাবে আগে বাড়ব সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও নাই আমার। কিন্তু সেটা তো আর বলা যায় না ওদেরকে। "যাওয়া যাক।"

গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। গেট খোলাই ছিল। গেটে পেঁচানো শেকলটা গেটের এক প্রান্তে পেঁচানো অবস্থায় ঝুলে আছে। এগিয়ে গিয়ে শেকলটা পরীক্ষা করলাম।

"ভাঙা হয়েছে," বিড়বিড় করে বললাম। "বেশিক্ষণ আগে ভাঙা হয়নি। বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।"

"কোন ফেইরির কাজ না অবশ্যই," মেরিল বলল। "ফেইরিরা ধাতব জিনিসের কাছে আসবে না।"

"কিন্তু এমন করল কেন?" ফিক্স জিজ্ঞেস করল। "এই শেকল ভাঙার চেয়ে বোল্ট কাটার দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া কাটা সহজ হতো।"

"হু," আমি বিড়বিড় করলাম। পাথরটা সামনের এক ঘাটের শেষ প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করছে। "এগিয়ে যাওয়া যাক।"

গেট পার হয়ে বিশ ফুটও যাইনি তার আগেই আশেপাশের সব

BanglaBook.org

হ্যালোজেনের ফ্লাডলাইটগুলো নিভে গেল। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমরা।

আমি আমার অ্যামুলেটটা বের করে আনলাম দ্রুত। অবশ্য ফিক্স আর মেরিল আমার আগেই আলো জ্বেলে ফেলল। ফিক্স ওর টুলবক্স থেকে একটা শক্তিশালী টর্চ বের করে এনেছে আর মেরিল একটা প্লাস্টিকের টিউব বের করে এনেছে কোথা থেকে। রাসায়নিক কোন বিক্রিয়ায় আলো ছড়াচ্ছে টিউবটা থেকে।

একটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। বেশ বিকট শব্দ। মেরিল একপাশে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল সাথে সাথে। ওর জ্যাকেট থেকে রক্ত ছিটকে বের হলো, বিস্মিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

"মাথা নিচু করো!" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। পরমুহূর্তে মেরিলকে জড়িয়ে ধরে একপাশে সরে গেলাম। আরেকটা গুলির শব্দ হলো। মেরিলের হাতের টিউবটা দ্রুত ছিনিয়ে নিয়ে আমার ওভারকোটের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেললাম। "আলো নিভিয়ে ফেলো।"

ফিক্স ওর টর্চ নেভানোর আগেই আরেক রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হলো। হাত থেকে টর্চ ফেলে দিল ফিক্স। নেভাতে পারেনি। মাটিতে পড়ে টর্চের মুখ ঘুরে গেল আমাদের পেছন দিকে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম আমাদের পুরনো বন্ধুকে।

সেই ঘুলটা, টাইগ্রেস। ঘুলের রূপ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের রূপ নেয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও বুঝি নেই ওর মাঝে। দেখে মনে হচ্ছে একজন মানুষের সাথে হায়েনা আর বেবুনের শংকর করানো হয়েছে। শরীরে বেশ কয়েকটা ক্ষত দেখা যাচ্ছে। মার্ফির ছোঁড়া গুলির দাগ ওগুলো। গর্জন করে উঠল ওটা আমাকে দেখে। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু আলফারা যে ওকে পেছন থেকে ঘিরে ফেলেছে সেটা কেয়াল করেনি বেচারি।

প্রথম নেকড়েটা ওর ডান পা বরাবর লাফিয়ে এসে কামড়ে ধরল। বিস্ময়ে সেদিকে তাকাল ঘুলটা। ঝাড়া দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিল পরমুহূর্তে। রক্ত চুইয়ে পড়ছে সেখান থেকে। প্রথম নেকড়েটার দিকে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওটা এমন সময় আরেকটা নেকেড় ওর অন্য পায়ে কামড়ে ধরল। প্রবল বিস্ময়ে সেদিকে তাকানো মাত্র আরেকটা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

BanglaBook.org

চিৎকার করে পালানোর চেষ্টা করল এবারে ঘুলটা কিন্তু নেকড়েগুলো সেই সুযোগ দিল না ওকে। ইতিমধ্যে আরেকটা নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর। মোটামুটি শুইয়ে ফেলেছে ওরা ঘুলটাকে। আরেকটা নেকড়ে ওটার গলায় কামড়ে ধরেছে। মৃত্যুর আগে শেষ একটা চিৎকার করল ঘুলটা।

এরপর মোটামুটি আধ মিনিটের মধ্যে ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল নেকড়েগুলো। বীভৎস লাশটাকে এখন আর কোন ক্রমে চেনা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে শরীর গুলিয়ে উঠল আমার। ঘুলটার থেকে নজর ফিরিয়ে মেরিলকে কোলে নিয়ে পাশের ওয়্যারহাউজের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম।

"ঈশ্বর!" পেছন থেকে ফিক্স আর্তনাদ করে উঠল। "ঈশ্বর, মেরিল!"

"তেমন কিছু হয়নি," মেরিল জবাব দিল। ইতিমধ্যে ওকে বিল্ডিংয়ের একটা কোনায় হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। "তেমন কিছু হয়নি, ফিক্স।"

আমি ওভারকোটের ভেতর থেকে প্লাস্টিকের টিউবটা বের করে আনলাম আলোর জন্য। মেয়েটার জ্যাকেটটা রক্তে ভেসে গিয়েছে একদম। একটু হাতড়ে একটা ছেঁড়া বের করলাম জ্যাকেটটায়। ওখান থেকেই রক্ত বের হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত যতোটুকু রক্ত বের হওয়ার কথা তারচেয়ে কম মনে হলো আমার কাছে। শিস দিয়ে উঠলাম। "ভাগ্য ভালো," আমি বললাম। "খুব বেশি রক্ত বের হয়নি।" ওর পায়ে আস্তে করে চাপ দিলাম। "কিছু টের পাচ্ছো?"

ব্যথায় মুখ কুঁচকে গেল ওর।

"ঠিক আছে তাহলে, কোন সমস্যা নেই," আমি বললাম। "এখানে অপেক্ষা করো। ফিক্স, তুমি থাকো ওর সাথে।"

আমার ব্যগটা নামিয়ে রেখে পিস্তল বের করলাম এবারে। প্রতিরক্ষা বন্ধনীতে শক্তি জমা করলাম যেন রাইফেলের গুলি থেকে বাঁচা যায়। পিস্তলটা নামিয়ে রেখেছি নিচের দিকে। দুর্ঘটনাবশত কোন গুলি করে ফেললে দেখা যাবে প্রতিরক্ষার জন্য যে বর্ম করেছি সেটাতে ধাক্কা খেয়ে আমার শরীরেই গুলি লেগেছে।

আস্তে করে কোণার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম এবারে। ওদিকে থেকে ঘেউঘেউ শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা নেকড়ে ফিক্সের টর্চটা মুখে নিয়ে এগিয়ে আসল আমার দিকে।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে সব?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

নেকড়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে টর্চটা আমার পায়ের কাছে ফেলল। আমি সেটা তুলে নিতে নেকড়েটা ছোট করে ডেকে উঠে একদিকে ইঙ্গিত করল মুখ দিয়ে। আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম ওটার দিকে। "তোমার পেছন পেছন আসব?"

নেকড়েটা মাথা ঝাঁকাল আবার। আমি ওর পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করলাম। "গিয়ে যদি দেখি কেউ খাদে পড়ে আছে, তুলতে পারছো না বলে আমাকে ডেকেছো তো সবকটাকে বাড়ি ফেরত পাঠাব এখুনি।"

পাথরটা যে ঘাটটার দিকে ইঙ্গিত করছিল নেকড়েটা আমাকে সেদিকেই নিয়ে গেল। ঘাটের পাশে এক তরুণকে পড়ে থাকতে দেখলাম। নেকড়েরা ঘিরে রেখেছে ওকে গোল করে। পরনে সাদা জ্যাকেট আর কালো প্যান্ট। পেটের কাছ থেকে রক্ত ঝড়ছে, সেখানে এক হাত ধরে রেখেছে। পাশে একটা রাইফেল আর একটা দু'টুকরো হয়ে যাওয়া ভাঙা সানগ্লাস।

"এইস," আমি মাথা নেড়ে বললাম। "তুমি ঘুলটাকে ভাড়া করেছিলে!"

"কীসের কথা বলছেন আপনি? আমি কিছু জানি না," এইস জবাব দিল। "এদের সরান আমার থেকে, ড্রেসডেন। যেতে দিন আমাকে।"

"আমার হাতে সময় নেই, এইস। নয়তো কিছুক্ষণ কথা বলা যেতো।" একটা নেকড়ের দিকে তাকালাম। "ওর নাকটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলো তো।"

এইস চিৎকার করে পেছাতে লাগল। দু'হাতে মুখ চেপে ধরেছে। আমি ওর দিকে এক কদম এগিয়ে গেলাম। "চাইলে কানও ছিঁড়ে নিতে পারো," একটা নেকড়েকে বললাম। "তুমি কী বলো, এইস? কোনটা করলে ভালো হয়? নাকি নাক আর কান একসাথে ছিঁড়ে নেবে?"

"জাহান্নামে যান!" এইস চিৎকার করে উঠল। "যা খুশি করেন। আমি কিচ্ছু বলব না।"

পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম এমন সময়। মেরিল আর ফিক্স চলে এসেছে। প্রায় মিনিটখানেক এইসের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

"এইস," ফিক্স মুখ খুলল অবশেষে। "তুমি? তুমি মেরিলকে গুলি করেছো?"

এইস শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। "আমি দুঃখিত, মেরিল। ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল। আমি তোমার দিকে তাক করে ছিলাম না।"

BanglaBook.org

মেরিল এক কদম আগে বাড়ল ওর দিকে। "তুমি ড্রেসডেনকে খুন করতে চেয়েছিলে। রন বাদে একমাত্র ড্রেসডেনই আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছিল, আর তুমি ওকে খুন করতে চেয়েছিলে। একমাত্র ব্যক্তি যে লিলিকে সাহায্য করতে পারে তাকে খুন করতে চেয়েছিলে তুমি।"

"আমি চাইনি। কিন্তু ওরা মূল্য হিসেবে এটাই চেয়েছিল।"

"কীসের মূল্য?" মেরিল চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

"আমি বলতে পারব না," এইস মাথা নিচু করে জবাব দিল। "ওরা আমাকে মেরে ফেলবে তাহলে।"

মেরিল এগিয়ে গিয়ে ওর পেটে জোরে লাথি মারল। এইস গড়িয়ে গেল কিছুদূর। রীতিমতো হাঁপাচ্ছে, ব্যথায় মুখ নীল হয়ে গেছে একদম।

"কীসের মূল্য?" মেরিল আবার জিজ্ঞেস করল। এইস কোন উত্তর দিল না এবারও। মেরিল এগিয়ে গিয়ে একের পর এক লাথি মারতে লাগল ওর পেটে।

"দাঁড়াও," আর্তনাদ করে উঠল সে। "দাঁড়াও।"

"অনেক হয়েছে, আর না," মেরিল বলল।

"ঈশ্বর! আমি বলছি। আমি বলছি, মেরিল। ভ্যাম্পায়াররা ওকে খুন করতে বলেছিল। রেড কোর্টের ওরা। স্ল্যাট আর মেইভের থেকে বাঁচার জন্য ওদের সাহায্য নিতে গিয়েছিলাম আমি। ওরা বলেছিল জাদুকরটাকে খুন করতে পারলে ওরা সাহায্য করবে আমাদের।"

"বেজন্মার দল," বিড়বিড় করলাম আমি। "আর এইজন্য টাইগ্রেসকে ভাড়া করেছিলে?"

"আমার হাতে আর কোন পথ খোলা ছিল না," এইস বলল। "নয়তো ওরা আমাকেও ভ্যাম্পায়ার বানিয়ে ফেলতো।"

"তুমি চাইলেই এড়িয়ে যেতে পারতে, এইস," ফিক্স আস্তে করে বলল।

আমি মাথা নাড়লাম। "আমরা এখানে আসব কীভাবে জানলে?"

"রেডরা বলেছে," এইস বলল। "ওরা বলেছে আপনি আসবেন এখানে। কিন্তু আপনার সাথে আরও লোকজন থাকবে জানতাম না। মেরিল, আমাকে মাফ করে দাও প্লিজ, আমি দুঃখিত।"

মেরিলের রাগ যেন আরও বেড়ে গেল। "চুপ কর, এইস।"

BanglaBook.org

"চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই," এইস বলে যেতে লাগল। "আর কোন ঝামেলা হওয়ার আগেই বের হয়ে যাই এখান থেকে। আরও বড় কোন ঝামেলা হওয়ার আগেই মিটিয়ে ফেলি সব।"

"তুমি কী বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," মেরিল বলল।

"বুঝতে পারছো তুমি," এইস মেরিলের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বলল। "টের পাচ্ছো না তুমি? সে ডাকছে আমাদের। রাণী আমাদের ডাকছে। সব উইন্টারকে নিজের কাছে ডাকছে সে।"

"ডাকুক," মেরিল বলল। "কিন্তু আমি সাড়া দিচ্ছি না।"

"এভাবে আর কত পালিয়ে থাকা? যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর মেইভ আর স্ল্যাট আবার আমাদের খুঁজতে শুরু করে দিবে। কিন্তু আমরা যদি এখনি আত্মসমর্পণ করে ফেলি, এখনই যদি আমরা উইন্টারের–"

মেরিল আবার এইসের পেটে লাথি মারল। "নর্দমার কীটের চেয়েও জঘন্য তুই। সবসময় শুধু নিজেকে নিয়ে ভেবেছিস তুই। চলে যা এখান থেকে নয়তো খুন করে ফেলব।"

এইস গুঙিয়ে উঠল। "কিন্তু–"

"এক্ষুণি চলে যা এখান থেকে!" মেরিল গর্জে উঠল।

এইস আর দেরি করল না। উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দৌড়াতে শুরু করল। নেকড়েরা আমার দিকে তাকাল এবারে। আমি মাথা নাড়লাম। "যেতে দাও।"

মেরিল হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বৃষ্টির দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল।

"ঠিক আছো তুমি?" ফিক্স জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক থাকতে হবে," সে জবাব দিল। কেন জানি না, আমার মনে হলো প্রচণ্ড ক্ষোভ আর কষ্ট নিয়ে কথাটা বলল মেয়েটা। "যাওয়া যাক, জাদুকর।"

"হু," আমি বললাম। "হ্যাঁ, যাওয়া যাক।" গেটকিপারের দেয়া পাথরটা বের করে ঘাটের শেষ মাথায় চলে আসলাম। সামনে কোন জাহাজ বা নৌকা বাঁধা নেই। লেক মিশিগানের ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপন ধরে গেল আমার শরীরে। আমার পেছনে এক ডজন মায়া নেকড়ে আর দুজন চোরা দাঁড়িয়ে আছে।

সামনে একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। ছুটে চলা শক্তির প্রবাহ টের পাচ্ছি সেখানে। নিজের ইচ্ছা আর অনুভূতি মিশিয়ে দিলাম সেখানে। একটা

BanglaBook.org

আলোর সিঁড়ি তৈরি হয়ে গেল আমার সামনে। ঘাট থেকে সোজা উপরে উঠে গিয়েছে।

এক পা বাড়িয়ে দিলাম সিঁড়িটায়। ভেবেছিলাম আলো ভেদ করে হয়তো নিচে পড়ে যাব। কিন্তু তেমন হলো না। আরেকটা পা বাড়িয়ে দিলাম এবারে। আকাশে সামান্য চাঁদের দেখা পাওয়া গেল। সেই চাঁদ বরাবর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করে দিলাম এবার, লেক মিশিগানকে নিচে ফেলে।

"ওয়াও!" ফিক্স বিস্ময়ে বলে উঠল।

"চলে এসো," আমি পেছন ফিরে ডাকলাম।

"হুউফ!" একটা নেকড়ে সাড়া দিল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল সবাই আমার পিছু পিছু।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

কখনো কখনো অনেক সাধারণ বিষয়গুলোও অনেক অসাধারণ হয়ে ওঠে। যেমন ধরা যাক, উড়োজাহাজে চড়ার কথা। উড়োজাহাজে চড়ে বসলাম, তারপর সেটা অভিকর্ষ ত্বরণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশে উঠে গেল, প্রচণ্ড বেগে গিয়ে হাজির হলো এমন কোন গন্তব্যে যেখানে একটা সময় পৌঁছাতে হয়তো মাস পেরিয়ে বছর লেগে যেতো। আকাশে যখন উড়োজাহাজটা ছিল তখন বায়ুস্বল্পতা, তাপমাত্রা, চাপসহ আরও নানা কারণে আরোহী মারা যাওয়ার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে তা হচ্ছে না।

অথচ তারপরও, এখন আপনি একটা বিমানে চড়ে বসুন কোথাও যাওয়ার জন্য। অন্তত একজন যাত্রি পাবেনই যে কী না বলবে বিমানের খাবারের সাথে দেয়া পানীয়টা ভাল হয়নি।

হ্যাঁ, পানীয় ভালো হয়নি।

এই মুহূর্তে সেই ব্যক্তিটা হলাম আমি যে কি না শিকাগো থেকে শিকাগোর ওপরের শিকাগোতে যাবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, আমি এখন এক আলোর সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো। লেক মিশিগানের ওপর দিয়ে বয়ে চলা একটা ঝড়ের মধ্যে দিয়ে ওপরের দিকে উঠে চলেছি আমি। প্রচণ্ড বাতাসে মনে হচ্ছে এই নিচের পানিতে পড়ে গেলাম। যদিও পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা জাদুর তৈরি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমি, এমন একটা সিঁড়ি যা কি না আমাকে এক পৃথিবী থেকে অন্য এক পৃথিবীতে নিয়ে যাচ্ছে।

অথচ এরপরও আমি হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবছি, "এখানে সিঁড়ি না দিয়ে একটা এস্কেলেটর দিলে কী ক্ষতি হতো?"

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, আমদের প্রায় এক মাইলের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়েছে। অবশেষে পডমাদার আগে শিকাগোর ওপরের শিকাগোর যে জায়গাটায় নিয়ে এসেছিল সেখানে এসে হাজির হয়েছি।

BanglaBook.org

কিন্তু জায়গাটাকে এখন আর আগের মতো লাগছে না।

জায়গাটা আগে ছিল সুন্দর, মনোরম, মেঘে ঢাকা আর সাথে বাতাসের হু হু শব্দ। কিন্তু এখন বাতাসে বারুদের গন্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তাক্ত মাঠ দেখা যাচ্ছে সামনে।

আমরা চারপাশে ভালোমতো নজর বুলানোর আশায় একটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেলাম। সামনে এখন কেবল হানাহানি, রক্তারক্তি–যুদ্ধ। ড্রামসের বিটের তালে তালে সৈন্যদল এগিয়ে যাচ্ছে। একদল সাদারঙা ফেইরি যুদ্ধসাজে সেজে একটা ট্রলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফুট বিশেক দূরে আরেকদল খাটোমতো ফেইরি যোদ্ধাদের দেখা যাচ্ছে। পাঁজড়ের হাড় দিয়ে তৈরি করা অস্ত্র ওদের হাতে। খুব সম্ভবত এরা উইন্টারের যোদ্ধা, সামারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার সাথে ওদের চোখাচোখি হলো একবার। মায়া নেকড়েরা, ফিক্স আর মেরিল আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। যে কোন অনাহুত আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

পাহাড়ের অন্যপাশে প্রায় আট ফুট উঁচু একটা ট্রল দেখতে পেলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে দৌঁড়ে এলো সোজা। কিন্তু কাছে ঘেঁষার আগেই মায়া নেকড়েগুলো ট্রলটাকে ঘিরে ফেলল। নেকড়েগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ট্রলটা। তারপর মাথা নেড়ে যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেদিকে ছুট লাগাল।

ফেইরি নাইটদের দেখতে পেলাম একপাশে। কয়েকজন ডানাওয়ালা পরীমতোন মেয়ে আহতদের সেবা করছে একপাশে। পুরো যুদ্ধক্ষেত্র ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না এখান থেকে। মনে হচ্ছে একটা কুয়াশার আবরণে ঢেকে দেয়া হয়েছে পুরো এলাকা।

সবচেয়ে বড় কথা হলো স্টোন টেবিলটা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ স্টোন টেবিলের কাছে যে করে হোক পৌঁছাতে হবে। গেট কিপারের দেয়া পাথরটা একদিকে ইঙ্গিত করছে বটে কিন্তু সেদিকে এগিয়ে গেলে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে গিয়ে পড়ব।

"এখন কী করব?" মেরিল চেঁচালো আমার দিকে তাকিয়ে। মেরিল আমার থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যুদ্ধ আর বজ্রপাতের গর্জনে চেঁচিয়ে বলার পরও কথাগুলো ঠিক স্পষ্ট শোনা গেল না।

BanglaBook.org

আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ফিক্স আমার হাত ধরে ডেকে যুদ্ধক্ষেত্রের একদিকে ইঙ্গিত করল। আমি ওর দেখানো দিকে তাকালাম। একজন সিধে নাইট আমাদের দিকে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে।

কাছে এগিয়ে এসে মাথা থেকে বর্ম খুলল সে। ধবধবে সাদা চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল বর্মের আড়াল থেকে। এরপর একটা হাত তুলল সে। মনে হলো যুদ্ধক্ষেত্রের সব আওয়াজ যেন মিলিয়ে গেল। চারদিকে নিস্তব্ধতা। যেন কেউ একটা রেডিও বন্ধ করে দিল মাত্র।

"প্রতিনিধি," মুখ খুলল সে। "আমি আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদের স্বাগত জানাচ্ছি।"

"ধন্যবাদ, যোদ্ধা," আমি বললাম। "আমার রাণী ম্যাবের সাথে কথা হওয়া দরকার এই মুহূর্তে।"

মাথা ঝাঁকাল সে। "আমি আপনাদের নিয়ে যাব তার কাছে। আমার সাথে আসুন। মহামান্য রাণীর সাথে দেখা করার সময় আপনাদের সবার অস্ত্র নামিয়ে রাখবেন।"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে আমার সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। "অস্ত্র নামিয়ে রাখো। দাঁত বন্ধ করো। কিছুক্ষণ একটু ভদ্র সেজে থাকো।"

নাইটের পেছন পেছন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম আমরা। এখানে বাতাস প্রচণ্ডতা অনেক বেশি। হিম শীতল বাতাস, মনে হচ্ছে যেন একদম জমে যাব। আমি আমার ওভারকোটটা শরীরের সাথে আরেকটু চেপে নিলাম। মনে মনে দোয়া করছি যেন আমার মাথার চুলগুলো যেন জমে না যায়, মাথায় কোন টুপি পরিনি।

ম্যাব একটা সাদা ঘোড়ার ওপর বসে আছে। পরনে সাদা রঙের সিল্কের গাউন। ঠোঁটে নীল লিপস্টিক, চোখে নীল আইল্যাশ। প্রচণ্ড সুন্দরি লাগছে ওকে। গেটকিপারের দেয়া জেলটা লাগানোর পরও মনে হচ্ছে যেন মোহে পড়ে যাচ্ছি।

"ঈশ্বর!" ফিক্স বিস্ময়ে ফিসফিস করে উঠল।

আমি পেছনে তাকালাম। মায়া নেকড়েরাসহ ফিক্স, মেরিল সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাবের দিকে। জেল লাগানোর পরও যদি এই অবস্থা হয় তাহলে জেলটা লাগানো না থাকলে না জানি কী হতো! মৃদু ধমক লাগালাম আমি ওদের। তারপর সামনে এগিয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

উইন্টার কুইন আমার দিকে ফিরল। "প্রতিনিধি, চোর খুঁজে পেয়েছো তুমি?"

আমি আস্তে করে মাথা নোয়ালাম। "খুঁজে পেয়েছি, কুইন ম্যাব। সামার লেডি, অরোরার কাজ এটা।"

ম্যাবের চোখ বড়বড় হয়ে গেল। পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে সে। "তাই বটে। প্রমাণ দিতে পারবে সেটার?"

"যদি একটু দ্রুত করতে পারি," আমি বললাম। "আজ মাঝরাতের আগে স্টোনটেবিল পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে আমাকে। তবেই প্রমাণ দিতে পারব।"

ম্যাব ওপরের তারাদের দিকে একবার তাকাল। ওর চোখে বোধহয় সামান্য দুশ্চিন্তার আভাস দেখতে পেলাম আমি। "ওরা আজ খুব দ্রুত ছুটে চলেছে, জাদুকর।" এক মুহূর্ত থেমে বড় করে একটা শ্বাস নিল ম্যাব। "সময় তোমার বিপক্ষে।"

"ওখানে পৌঁছানোর জন্য কী করা যেতে পারে?"

ম্যাব আমাদের সামনের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল। শক্তির একটা বিচ্ছুরণ সেখানে খেলা করছে। হাত নামিয়ে নিয়ে আমার দিকে ফিরল আবার সে। আমার হাতে ধরে রাখা পাথরটার দিকে নজর গেল ওর। "রশিদ! রশিদ কী চায়?"

"আহ," আমি বললাম। "রশিদ আসলে...রশিদ আসলে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব করছে না এখানে।"

ম্যাব যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নজর ফিরিয়ে নিয়েছে আবার। তারপর যেন আমি একটা গাধা এমন ভঙ্গিতে বলল, "আমি সেটা জানি। তোমার ওই ওয়েন্টমেন্ট, এটা ওর বানানো। গন্ধ শুঁকেই টের পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ, উনি আমাকে এখানে আসতে সাহায্য করেছেন।"

ম্যাব ঠোঁট চেপে ধরল কিছুক্ষণের জন্য। "তো এখন আবার ওই বুড়ো শেয়ালটা কী চায়?" পরমুহূর্তেই মাথা নাড়ল সে। "তাতে যায় আসে না কিছু। ওই পাথরের সাহায্যে টেবিল পর্যন্ত যেতে পারবে না। পাথরটা সোজা পথ দেখাবে। আর সোজাপথ মানে যুদ্ধক্ষেত্র পার করে যেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকলে কোন মানুষ আর বেঁচে ফিরতে পারবে না। অন্য কোন পথে যেতে হবে তোমাদের।"

BanglaBook.org

"কোন পথে?"

ওপরের দিকে তাকাল সে। "আমি বাতাসের রাণী হতে পারি কিন্তু এখন আকাশও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত। টাইটানিয়া ওর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে এই মুহূর্তে। এদিক দিয়েও যেতে পারবে না।" কুয়াশায় ঢেকে থাকা সামনের প্রান্তরে ইঙ্গিত করল সে। "আর প্রান্তরগুলোর দখলও সামারের হাতে। আমাদের নাইট এখনো ওসবের দখল নেয়নি। নাইট আমাদের হয়ে আর কাজ করছে না খুব সম্ভবত।"

"আপনার ধারণা ঠিক," আমি বললাম। "অরোরার সাথে হাত মিলিয়েছে সে।"

ম্যাব বিড়বিড় করে উঠল, "এই শেষবার আমি মেইভকে সাহায্য করছি। ওকে খুব বেশি আস্কারা দেয়া হয়ে যাচ্ছে।" সামনের প্রান্তরের দিকে আবার ইঙ্গিত করল সে। প্রান্তরের কুয়াশা মুছে গিয়ে সেখানে একটা নদী দেখা যাচ্ছে। "নদীর দখল এখনো আমাদের হাতে, জাদুকর। আমার মেয়ে আর তোমার গডমাদার সেখানে আছে। যদিও নদীর দু'ধারের প্রান্তর আমাদের দখলে নেই। নদী পর্যন্ত যদি পৌঁছাতে পারো তো স্টোন টেবিল পর্যন্ত নদী ধরে পৌঁছে যেতে পারবে। তবে নদী পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে আগে প্রান্তরের যুদ্ধক্ষেত্র পার করতে হবে।"

"পারব আমি," আত্মবিশ্বাসের সুরে বললাম আমি।

"জাদুকর, যারা আমার হয়ে লড়াই করছে," ম্যাব বলল। "ওদের যদি কিছু না করো তো তারাও তোমাদের কিছু করবে না।" কথাটা বলে আমার থেকে সরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মনযোগ দিল ম্যাব।

আমি পেছন ফিরে মায়া নেকড়ে আর চোরাদের দিকে তাকালাম। "নদী পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে আমাদের," চিৎকার করে বললাম ওদেরকে। "নীল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আর কোনক্রমেই কারও সাথে লড়াইয়ে জড়াবে না।"

পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে দিলাম আমি। আমার পেছন পেছন বাকিরা। শখানেক যোদ্ধাদের পাশ কাটালাম আমরা এর মাঝে। এদের বেশিরভাগ যুদ্ধের একদম অগ্রভাগে ছিল। রাক্ষস বা অন্য কোন ফেইরি জীব। বেশিরভাগ আহত, রক্তে রাঙা হয়ে আছে। একদল বামনদের পেছনে ফেললাম। এরা নিজেদের শরীরে ব্যান্ডেজ লাগাতে ব্যস্ত। একদল সিল্ফ

BanglaBook.org

একটা একটা ক্যারিয়নের সাথে লড়ে যাচ্ছে। সবার মুখ রক্ত জমে লাল হয়ে আছে। আরেকদল ক্যারিয়ন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

যুদ্ধের বীভৎসতায় আমার পেট গুলিয়ে উঠল। তবে এখন ভয় পাওয়া যাবে না।

এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি। আশেপাশে যা দেখছি দেখছিই, কোন পাত্তা দিচ্ছি না। এরমাঝে একটা চিন্তা এলো মাথায়। আমি নিজে যা দেখছি তার সব সহ্য করছি পারছি না তাহলে বিলি, জর্জিয়া বা অন্য মায়া নেকড়েগুলোর কী অবস্থা? ওরা তো এখনো বাচ্চা। তার উপর ওদের দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ সব ক্ষমতাই আমার চেয়ে বেশি।

আমাদের সামনের নীলচে কুয়াশাটা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ছুটে চলেছি এখনো আমরা। নদীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাছে চলে এসেছি। সেই সাথে বেড়েছে যুদ্ধের আর্তনাদ, চিৎকার আর গর্জনও।

"নদীর কাছে চলে এসেছি!" চেঁচিয়ে বললাম আমি। "পানিতে না নামা পর্যন্ত যাই হোক না কেন কোনমতে থামবে না এখন আর। দৌঁড়ে যাবে।"

তবে যদি কোন ফেইরি যোদ্ধা পা কেটে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তো ভিন্ন কথা, মনে মনে ভাবলাম আমি।

পরমুহূর্তে পানির গর্জন যেদিক থেকে আসছে সেদিকে দৌড়াতে শুরু করে দিলাম।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

যতো এগিয়ে যাচ্ছি যুদ্ধক্ষেত্রের আওয়াজ ততো তীব্রতর হচ্ছে। একদল গবলিনকে দেখতে পেলাম নদীর ধারে। লড়াই করে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের সাথে। পাশেই বার-তেরজন গবলিন লাশ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

গবলিনদের থেকে নজর ফিরিয়ে নিতেই দেখতে পেলাম বিশাল সাইজের ডজনখানেক মৌমাছি আমাদের দিকে ধেয়ে আসল আমাদের দিকে।

"ঈশ্বর!" ফিক্স চেঁচিয়ে উঠল।

বিলি আতঙ্কিত চিৎকার ছাড়ল একটা। "হুউফ!"

"আমার পেছন পেছন আসো!" চেঁচিয়ে বললাম আমি। উইজার্ড স্টাফ আর ব্লাস্টিং রডটা বাদে সব নামিয়ে রেখেছি। মৌমাছিগুলো আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডানা মেলে। এতো জোরে ডানা নাড়ছে ওগুলো আমার মনে হচ্ছে যেন কোন হেলিকপ্টারের রোটরের বাতাসের ধাক্কা খাচ্ছি।

উইজার্ড স্টাফটা সামনে বাড়িয়ে ধরলাম। মনযোগ ইচ্ছা আর শক্তি মিশিয়ে নিয়েছি সেটার সাথে। একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয়ে গেল আমার সামনে। উইজার্ড স্টাফ দিয়ে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম মৌমাছিগুলোর কাছে আসার জন্য। ওরা কাছে আসার সাথে সাথে গর্জে উঠলাম, "ফোর্জারে!"

অদৃশ্য দেয়ালটা লাল রঙা হয়ে গাড়ির উইন্ডশিল্ডের মতো একটা বর্মে পরিণত হল প্রথমে। পরমুহূর্তে ওদের দিকে ধেয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। ধাক্কার চোটে কয়েকটা মৌমাছি মাটিতে পড়ে গেল তক্ষুণি। দু'তিনটে অবশ্য একদম শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে গেল ধাক্কাটা। আবার আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এখন এরা।

সবচেয়ে কাছের মৌমাছিটার দিকে ব্লাস্টিং রড তাক করে সেখানে শক্তি আর ইচ্ছা মিশিয়ে দিলাম। তারপর গর্জন করে উঠলাম, *"ফুয়েগো!"*

সাদা শক্তির একটা ছটা ছুটে গেল ওটার দিকে। মাঝপথে আগুনের

BanglaBook.org

হলকায় পরিণত হলো শক্তিটা। মৌমাছিটাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল হলকাটা। মুহূর্তের মধ্যে ডানাগুলো ঝলসে গেল ওটার। বাকি দুটো মৌমাছি উল্টো ঘুরে পালাতে ব্যস্ত হয়ে গেল এবারে। নদীর পাড় থেকে গবলিনদের জয়ধ্বনি শুনতে পেলাম এমন সময়।

ফিক্স আর মেরিল বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকানো মাত্র ফিক্সের মুখ থেকে একটা শব্দ বের হয়ে এলো, "ওয়াও!"

"দৌঁড়াও," আমি চিৎকার করে আবার নদীর দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। "তাড়াতাড়ি।"

নদীর পাড় থেকে তখন আর মাত্র দশ ফুটের মতো দূরে আছি এমন সময় ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি কুয়াশার মাঝ থেকে কয়েকটা অবয়ব এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

একদম সামনের ঘোড়াটায় উইন্টার নাইট, লয়েড স্ল্যাট বসা। ওর পুরো শরীর রক্তে রাঙা হয়ে আছে। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত এটা ওর রক্ত নয়। এক হাতে একটা তরবারি ধরা ওর, মুখে হাসি। স্ল্যাট কাছে আসা মাত্র গবলিনগুলো ওর দিকে তীব্র বেগে ছুটে গেল আক্রমণ করতে।

সবার সামনে থাকা গবলিনটা স্ল্যাটের তরবারির আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে দু'টুকরো হয়ে গেল। একই পরিণতি হলো দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম গবলিনেরও। রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। স্রেফ কচুকাটা হলো গবলিনগুলো। বাকি গবলিনগুলো ভয় পেয়ে ছুট লাগাল উল্টো দিকে, পরাজয় মেনে নিয়েছে।

"জাদুকর!" হাসিমুখে ডাক দিল স্ল্যাট। "এখনো বেঁচে আছো!"

স্ল্যাটের পেছনে সামারের দলের ফেইরি যোদ্ধাদের দেখতে পেলাম। তালোস একটা কালো ঘোড়ার ওপর বসে আছে, ওর শরীরেও রক্ত মাখা! তালোসের নিজের রক্ত নয় অবশ্যই। অরোরাওকেও দেখতে পেলাম। যুদ্ধপোশাক পরে আছে। আকাশে বজ্রপাতের মতো একটা শব্দ করে শূন্য থেকে কোরিক এসে হাজির হলো কোথা থেকে।

সেনট্যরটার কাঁধে পাথরের মূর্তি দেখতে পেলাম একটা। লিলি, বর্তমান সামার নাইটের মূর্তি ওটা। যার খোঁজে এতোদূর এসেছি আমি।

আমাকে দেখে আরোরার চোখ বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। ওর ঘোড়াটাও বোধহয় বিপদ টের পেয়েছে। অশান্ত আচরণ করতে শুরু করে

BanglaBook.org

দিয়েছে ওটা। একটু সময় নিয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করল আগে অরোরা। তারপর আমার দিকে ফিরল। "তুমি?"

"কাপড়টা দিয়ে দাও আমাকে। আর মেয়েটাকেও ছেড়ে দাও, অরোরা। হেরে গেছো তুমি।"

আকাশের তারাদের দিকে তাকাল অরোরা। তারপর আবার আমার দিকে ফিরল। অদ্ভুত চাহনি। কেমন যেন ভয় ধরিয়ে দিল আমার শরীরে। কী যেন একটা আছে ওই চোখ জোড়ায়।

"সময় হয়ে গিয়েছে, জাদুকর," হিসিয়ে উঠল সে। "শীতের পুনর্জন্ম আর অর্থহীন এক চক্রের সমাপ্তি। সব শেষ হয়ে যাবে এখন।"

"ম্যাব জেনে গিয়েছে, অরোরা," আমি বললাম। "টাইটানিয়াও খুব দ্রুত জেনে যাবে। এখন আর কিছু করতে পারবে না তুমি। ওরা তোমাকে ছাড়বে না।"

অরোরা জোরে হেসে উঠল। আমি আক্রমণ করে বসব কি না বুঝে উঠতে পারছি না। মায়া নেকড়ে আর চোরাদের মধ্যেও একটা দ্বিধা খেয়াল করলাম।

"ওরা আমাকে থামাতে পারবে না, জাদুকর," অরোরা বলল। "তুমিও পারবে না।" আমার দিকে আঙুল তাক করল সে। "কোরিক, আমার সাথে আসো। বাকিরা, শেষ করে দাও ওদের। ধূলোয় মিশিয়ে দাও হ্যারি ড্রেসডেনকে, ওদের সবাইকে।"

উল্টো ঘুরে নদীর পাড় ধরে আগাতে শুরু করে দিল অরোরা। ওর পেছন পেছন কোরিক। একটু পর কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল ওরা দু'জন। থেকে যাওয়া সিধে যোদ্ধারার নিজেদের অস্ত্র উঁচিয়ে তুলল আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। স্ল্যাট হো হো করে হাসতে হাসতে ওর তরবারি ঘুরাতে লাগল।

আমরা পেছনে মায়া নেকড়েরা গোল হয়ে আক্রমণ ঠেকানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। মেরিল এক হাতে ওর কুঠারটা তুলে নিল, আরেক হাতে মাচেটে। ফিক্স ওর টুলবক্সটা থেকে একটা বড় র‍্যাঞ্চ বের করে আনল।

আমি আমার ব্লাস্টিং রড আর উইজার্ড স্টাফ আরও জোরে চেপে ধরলাম। তারপর নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করতে লাগলাম। বাতাসের

BanglaBook.org

প্রচণ্ডতায় মনে হচ্ছে যেন উড়ে যাব এখনি। আর তার সাথে যোগ হয়েছে প্রচণ্ড বজ্রপাত।

স্ল্যাট ওর তরবারি হাতে আমার দিকে ছুটে এলো। পেছন পেছন সামার কোর্টের বাকিরাও। চাঁদের আলোয় ওদের তরবারিগুলো যেন ঝলসে উঠল।

আমি আমার জায়গা থেকে নড়লাম না। এগিয়ে না গিয়ে নিজের জায়গা থেকেই প্রতিহত করব ওদের। উইজার্ড স্টাফ সামনে ধরে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম ওদের কাছে আসার জন্য। আমার পেছনে মায়া নেকড়েগুলোও গর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। মেরিল আর ফিক্সও চিৎকার করে উঠল। একেই বুঝি বলে রণহুঙ্কার।

আমিও রণহুঙ্কার দিয়ে উঠলাম। অবশ্য ততোক্ষণে যুদ্ধ বোধহয় শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ শুনতে পেল কি না!

"আমি ফেইরিতে বিশ্বাস করি না!"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

ক্যাভলারি আক্রমণের ফলাফল মোটামুটি একটা ভরবেগের ওপর নির্ভর করে। একদল অশ্বারোহী অস্ত্র নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে, পথে যা থাকবে ওই ভরবেগের ধাক্কায় মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সিধের ক্যাভলারি দল যখন নদীর পাড় ধরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল আমার আত্মা শুকিয়ে গেল একদম প্রথমে। পরের কয়েক সেকেন্ড বেঁচে থাকার জন্য এখন আমার হাতে একটাই উপায় আছে, ক্যাভলারির সেই ভরবেগটা চুরি করে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা।

ব্লাস্টিং রডটা মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'হাতে উইজার্ড স্টাফটা চেপে সামনে মেলে ধরলাম। সিধের অশ্বারোহী যোদ্ধারা আমার দিকে অস্ত্র তুলে এগিয়ে আসছে। জাদুর ঝলকানি দেখা যাচ্ছে সেখানে।

আমি সামনে একটা প্রতিরক্ষার দেয়াল গড়ে তুললাম। অনেকটা শিল্ডের মতো। তবে ঠিক স্বাভাবিক শিল্ড বলা যাবে না এটাকে। কারণ সাধারণ কোন শিল্ড গড়ে তুললে সেখানে যখন ওরা ক্যাভলারি চার্জ করবে তখন সেটার ধাক্কা পুরোপুরি আমার ওপর পড়বে। আর কোন জাদুকরের সাধ্য নেই একদল সিধে লর্ডের ক্যাভলারির ধাক্কা সামলাবে।

বরং আমি আমার থেকে বেশ খানিকটা সামনে একটা ছোট অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করলাম যেন ওদের ঘোড়াগুলো সেখানে হোঁচট খায়। হলোও তাই।

সবার আগে ছিল স্ল্যাট। ওর ঘোড়াটা যখন হোঁচট খেলো একদম মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল বেচারা। স্ল্যাটের ঠিক ডানপাশে ছিল তালোস। স্ল্যাটকে পড়তে দেখার পর নিজের ঘোড়া সামলে নিতে না পারলেও লাফ দিয়ে ঘোড়া ছেড়ে লাফ দিয়ে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারল ও। তবে পেছনের বাকি অশ্বারোহীরা তেমন সুবিধে করতে পারল না তালোসের মতো।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে তালোস আর স্ল্যাট উঠে দাঁড়িয়ে তরবারি বের করে এনেছে। আমার আর ওদের মাঝখানে এবার মেরিল বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। এক হাতে মাচেটে আরেক হাতে উদ্যত কুড়াল। মেয়েটার শরীরের পেশীগুলো কিলবিলি করছে যেন। একজন চোরার শরীরে কী পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

তবে যতো শক্তিই থাকুক কাজ হলো না, ওর উদ্যত কুড়ালটা তরবারি দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তালোস ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। "বাচ্চা মেয়ে! কোন মানে হয় এসব করার?" তালোস বলতে লাগল। "উইন্টারের বিরুদ্ধে না এতো কষ্ট করে লড়ে গেলে এতোদিন? এখন এসব করার কী দরকার? সরে দাঁড়াও, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।"

"যেমন লিলির কোন ক্ষতি করোনি তেমন?" মেরিল চেঁচিয়ে উঠল।

"আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না অমন করার। কিন্তু কিছু করারও ছিল না," তালোস জবাব দিল। "অরোরার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার রাণী সে।"

"আমার রাণী নয়," মেরিল গর্জে উঠল। পরক্ষণে ফেইরি লর্ডের মুখে জোরে একটা বেমক্কা ঘুষি বসিয়ে দিল। ঘুষি খেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল তালোস।

এদিকে স্ল্যাট ওর দিকে এগিয়ে এসেছে, সেদিকে খেয়াল করেনি মেয়েটা।

"মেরিল!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু আমার ডাক শুনতে পেল না মেয়েটা। সোজা মেরিলের পিঠে তরবারি ঢুকিয়ে দিল স্ল্যাট। চিৎকার করার জন্য মুখ হা করল মেয়েটা কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। দু'হাত থেকে কুড়াল আর মাচেটেটা খসে পড়ল।

"মেরিল!" ফিক্স কাছেই কোথাও থেকে চিৎকার করে উঠল।

স্ল্যাট হেসে কিছু একটা বলল তবে আমার কানে পৌঁছাল না সেটা। তরবারিটা এখনো মেরিলের শরীরে ঢোকানো আছে, সেখানে জোরে মোচড় দিল স্ল্যাট। তারপর বের করে আনল রক্তমাখা তরবারিটা। মেরিল ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

"স্ল্যাট!" আমি গর্জে উঠলাম। "হারামজাদা!"

উইন্টার নাইট হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল।

চারপাশ থেকে শক্তি জমা করতে শুরু করে দিলাম। সত্যি বলতে শক্তির

BanglaBook.org

এক প্রবাহের মাঝে দাঁড়িয়ে আছি এখন। খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। শক্তির একটা বলয় তৈরি করে ডানহাত সামনে স্ল্যাটের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। "ভেন্টাস!" গর্জে উঠলাম এবার। "*ভেন্টাস ফুলমিনো!*"

বজ্রপাতের মতো এক বিদ্যুতের হলকা বিশাল ব্যপ্তি নিয়ে গর্জন তুলে স্ল্যাটের দিকে ছুটে গেল। সোজা স্ল্যাটের তরবারিতে গিয়ে আঘাত করল আমার ছুঁড়ে দেয়া স্পেলটা। স্ল্যাটের শরীরটা একমুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। তারপর স্ল্যাটসহ আশেপাশে যারা ছিল সবাই সোজা উড়ে গেল যেন বাতাসে।

শুধু তালোস বাদে।

লর্ড মার্শাল তালোস নিজেকে একটা স্পেল দিয়ে আড়াল করে নিল শেষ মুহূর্তে। বিস্ফোরণের গর্জনের পরের থমথমে নীরবতা যখন নেমে এলো তখন মাথা তুলে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তে আমার দিকে তরবারি হাতে ছুটে আসতে শুরু করল।

আমি মাটি থেকে আমার ব্লাস্টিং রডটা তুলে নিয়ে তালোসের দিকে একটা আগুনের হলকা ছুঁড়ে দিলাম। তালোস হলকাটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টাও করল না। সোজা ওর শরীরে গিয়ে আঘাত করল ওটা। কিন্তু আগুনের হলকাটার আঘাতে ওর কিছুই হলো না। আগের মতো একই গতিতে ছুটে আসতে লাগল সে আমার দিকে।

আমি দ্রুত একটা শিল্ড তৈরি করে ফেললাম। ইতিমধ্যে তালোস তরবারি তুলে ফেলেছে। বেশ জোরে শিল্ডটায় আঘাত করল ও, ধরে রাখতে বেশ কষ্ট হলো আমার। আবার তরবারি তুলল তালোস। মুখে একটা অদ্ভূত হাসি ফুঁটে ওঠেছে। "তাহলে শেষ করা যাক ব্যাপারটা।"

"ঠিক বলেছো," আমি ফিসফিস করলাম। "শেষ করা যাক। নিচে দেখো একটু।"

আড়চোখে নিচের দিকে তাকাল সে।

আমি আমার পয়েন্ট ৩৫৭ রিভলভারটা ডান হাতে বের করে এনেছি। তালোস বেচারা আমার বাম হাতের স্টাফের দিকে নজর রাখায় ডান হাতে কী করছি দেখার সুযোগ পায়নি।

এক মুহূর্ত দেরি না করে ট্রিগার চেপে ধরলাম।

বিকট শব্দে গর্জন করে গুলি ছুটে গেল তালোসের দিকে। তবে গুলিটা যেভাবে ওকে আঘাত করার কথা ঠিক সেভাবে আঘাত করল না। কোন

BanglaBook.org

মানুষকে গুলি করা হলে গুলি মানুষটাকে ভেদ করে বেরিয়ে যায় সোজা কিন্তু তালোসের সাথে তেমন হলো না। গুলিটা ওর শরীরে ঢুকল না। বরং হাতুড়ির মতো আঘাত করল ওকে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে বেশ কিছুটা দূরে উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সিধে লর্ড।

এমন মুখোমুখি যুদ্ধে গুলি করে কাউকে মারার মাঝে কোন রকম বীরত্ব নেই এ কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু এটাও সত্য যে এই মুহূর্তে আমি একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেম আর যুদ্ধে করা যায় না এহেন কিছু নেই।

একটু দূরে স্ল্যাট মাটিতে পড়ে আছে। ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর মুখে আমার বুট দিয়ে জোরে কষে লাথি লাগালাম একটা। তারপর ঝুঁকে রিভলভারের ব্যারেলটা দিয়ে আঘাত করতে শুরু করলাম। প্রথমদিকে কিছুক্ষণ বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলেও এক সময় আর পারল না, স্থির হয়ে গেল ওর শরীরটা।

আমি থেমে দাঁড়িয়ে স্ল্যাটের দিকে তাকালাম। নিথর হয়ে গেছে লোকটা। উল্টো ঘুরে চলে আসব এমন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে আমার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে পেটে লাথি বসাল ও। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু করার আগেই মাটিতে পড়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আমার দিকে পিস্তল তাক করল এবার স্ল্যাট। একটু একটু করে রিভলভারটার নল আমার কপাল বরাবর চলে আসছে। কিছুই করার নেই আমার আর এখন।

পিস্তলটা গর্জে উঠল। গুলির ধাক্কা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম আমি কিন্তু কিচ্ছু হলো না।

স্ল্যাট মিস করেছে। আরেকটা গর্জন শুনতে পেলাম একই সময়ে। এই গর্জনটা ফিক্সের। চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পেলাম ওর র‍্যাঞ্চটা নিয়ে সোজা এগিয়ে এসে স্ল্যাটের পিস্তল ধরা কবজিতে আঘাত করল ছেলেটা।

হাড় ভাঙার শব্দ পেলাম, পিস্তলটা উড়ে গিয়ে নদীর পানিতে পড়ল। স্ল্যাট অন্য হাতটা দিয়ে ফিক্সকে আঘাত করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু ফিক্স স্ল্যাটের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষিপ্র। চিৎকার একটা শোনা গেল বটে, তবে সেটা স্ল্যাটের চিৎকার। অন্য হাতটাতেও র‍্যাঞ্চ দিয়ে আঘাত করেছে ফিক্স।

ইতিমধ্যে স্ল্যাটের হাঁটুতে আঘাত করে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে আবার ফিক্স।

BanglaBook.org

স্ল্যাট একবার চেষ্টা করল গড়িয়ে সরে যাবার। কিন্তু পারল না। রেঞ্চ দিয়ে ওর পিঠে আঘাত করল ফিক্স। ক্রোধে পাগল হয়ে গেছে প্রায় ছেলেটা। একের পর এক আঘাত করে যেতে লাগল সে উইন্টার নাইটের শরীরে। একসময় স্থির হয়ে গেল স্ল্যাটের শরীর।

ওকে ছেড়ে এবার আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ফিক্স। ইতিমধ্যে মায়া নেকড়েগুলো আমাদের ঘিরে ফেলল পাহারা দেয়ার জন্য। কয়েকজনের শরীরে রক্ত আর আঘাতের দাগ দেখতে পেলাম। অন্যান্য সিধে যোদ্ধারাও উঠে দাঁড়িয়েছে এর মাঝে। আবার আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত একদম।

"আমাকে সাহায্য করুন তো একটু," ফিক্স মেরিলের কাছ থেকে ডাকল। কখন ওখানে গিয়েছে খেয়াল করিনি। আমি টলমলে পায়ে ওদিকে এগিয়ে যাবার আগেই মাটিতে পড়ে গেলাম আবার। বিলি মানুষে রূপান্তর হয়ে গেল এবারে। মেরিলকে কাঁধে করে নিয়ে মায়া নেকড়েদের পেছনে এনে আমার পাশে শুইয়ে দিল।

"এবারে বিপদে পড়ব মনে হচ্ছে," বিলি বলল। "ওদের ঘোড়াগুলো আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু এখন তো ওরা খালি পায়ে এগিয়ে আসছে। তার উপর আমাদের অনেকে আহত। কতটা কী করতে পারব কে জানে!"

"আমাকে ছাড়ো!" মেরিল প্রায় গর্জে উঠল। "আমার কিছুই হয়নি। জাদুকরের কী অবস্থা দেখো আগে। ওর কিছু হলে আমাদের কাউকেই আজ আর বাড়ি ফিরতে হবে না।"

"মেরিল!" ফিক্স ফিসফিস করে বলল। "আমি ভেবেছিলাম তুমি প্রচণ্ড আহত হয়েছো।"

চোরা মেয়েটা উঠে বসল। ওর পোশাক প্রায় পুরোটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। "বেশিরভাগ রক্তই আমার না, চিন্তার কোন কারণ নেই।" পরিস্কার বুঝতে পারলাম মেয়েটা মিথ্যা বলছে। "হ্যারির কী অবস্থা?"

বিলি আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। আবছা চোখে দেখতে পেলাম আমার মাথা হাতাচ্ছে। "মাথায় আঘাত পেয়েছে একটা। হাড় ভাঙেনি, তবে পুরোপুরি চেতনে নাই বোধহয় এখন বেচারা।"

BanglaBook.org

আমি মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথায় কখন আঘাত পেয়েছি মনে করতে পারলাম না। সে যাকগে! নিজের জিনিসপত্র তুলে নিতে শুরু করলাম। "এক মিনিট সময় দাও। ঠিক হয়ে যাব।"

বিলি আমার কাঁধে হাত রাখল। "সামনে আরেকটা লড়াই ধেয়ে আসছে, হ্যারি।"

কুয়াশার আড়ালে কোথাও আরও ঘোড়ার খুড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। গবলিনদের বুটের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। মার্চ করে এগিয়ে আসছে।

"পালানোর সুযোগ নেই," মেরিল বলল। "লিলি এখনো অরোরার হাতে বন্দি।"

"কথা পরে। ওরা চলে এসেছে!" বিলি বলল। পরমুহূর্তে আবার নেকড়েতে রূপান্তর হয়ে গেল ছেলেটা। সামনে তাকাতে এবারে সিধে যোদ্ধাদের আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।

ওদের পেছনে নদীর পানি যেন টগবগ করে ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। আর সেই স্রোতের ভেতর থেকে একের পর এক বেড়িয়ে আসছে ওরা দলে দলে। সামারের পক্ষে আর বারজনের মতো যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, পরাজয় নিশ্চিত। কিন্তু পিছে হটল না ওরা। রীতিমতো কচুকাটা করা হলো ওদের।

উইন্টার যোদ্ধাদের নেতা প্রথম সামারের যোদ্ধাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলল সবার আগে। হাতে তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতেই দ্বিতীয় যোদ্ধার দিকে ফিরল সে। চারপাশের পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে শীতল হয়ে চলেছে। বাতাসে গুমোট বাঁধা রক্তের গন্ধ। দ্বিতীয় সামার যোদ্ধা ঠান্ডায় জমে গেল সোজা, পরমুহূর্তে বরফের মধ্যে হাতুড়ির দিয়ে আঘাত করা হলে যেমন গুড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে তরবারির আঘাতে ঠিক সেভাবে ভেঙে পড়ল সে।

সামারের বাকি যোদ্ধাদের দফা রফা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে বাকিদের হাতে। উইন্টারের দলনেতা এবার মাথা থেকে বর্ম খুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। মেইভ, উইন্টার লেডি। একটা লাশের পোশাকের সাথে ঘষে তরবারি থেকে রক্ত মুছল মেয়েটা।

"তোমার গডমাদার শুভেচ্ছা জানিয়েছে," মেইভ আমাকে বলল। "আমি আরও আগে আসতে পারতাম চাইলে কিন্তু তখন যুদ্ধটা বরাবর হয়ে যেতো দু'পক্ষের জন্য। অমন যুদ্ধে কোন মজা নেই।"

"আমাকে স্টোন টেবিলের কাছে যেতে হবে," আমি বললাম।

"আমাকেও তেমনটাই বলা হয়েছে," মেইভ জবাব দিল। লয়েড স্ল্যাটের

BanglaBook.org

নিথর দেহটার কাছে ঘোড়া নিয়ে থামাল মেইভ, ওর মুখে একটা প্রশান্তির হাসি ফুঁটে ওঠেছে। "আমার অশ্বারোহীরা নদীর পাড় থেকে সামারের যোদ্ধাদের খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা যেতে পারবে ওদিক দিয়ে। সমস্যা হওয়ার কথা না।" নিচের দিকে ঝুঁকে এলো উইন্টার লেডি। "কী খবর, লয়েড? তোমার সাথে তো অনেক কথা বাকি।"

"যাওয়া যাক, তাহলে," মেরিল চেঁচাল। "জাদুকর, হাঁটতে পারবে তো?"

জবাবে আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেরিলও উঠে দাঁড়াল। তবে মেয়েটার মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুঁটে উঠেছে। স্টাফটা তুলে নিলাম, কিন্তু ব্লাস্টিং রডটা কোথাও দেখতে পেলাম না। কালো ফার্স্ট-এইডের বাক্সটাও কাছেই পড়ে আছে। ওটা তুলে ভেতরের জিনিসগুলো চেক করে নিলাম একবার। "ঠিক আছে। চলো, যাওয়া যাক।"

নদীর পাড় ধরে আমরা ছুটতে শুরু করলাম। সামনে কুয়াশার কারণে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কতদূর যেতে হবে তাও জানি না। চারপাশে যুদ্ধের চিৎকার আর গর্জন। আমরা কেবল জানি আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। দুটো পাহাড় পার করে ফেললাম একসময়। কয়েকটা তীর শিস কেটে আমাদের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মৃত ফেইরিদের লাশ পার হচ্ছি একের পর এক।

একসময় মনে হলো আবার পাহাড় বেয়ে উঠছি। ওপরে তাকাতে স্টোন টেবিল দেখতে পেলাম এবারে। এমনকি স্টোন টেবিলের পাশে কোরিক, লিলির মূর্তি আর অরোরাকেও দেখতে পাচ্ছি। অরোরা ভয়াবহ রাগি চেহারা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"লিলি!" মেরিল চিৎকার করে উঠল। চিৎকারটা বেশ দুর্বল শোনাল। ফিক্স থেমে ওর দিকে তাকাল। মেরিল এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, ব্যথা আর যন্ত্রণায় ওর চোখমুখ কুঁচকে যাচ্ছে। "ওকে বাঁচাও, ফিক্স। ওকে বাঁচিয়ে বাড়িতে ফেরত নিয়ে যাও।" আমার দিকে মুখ ফেরাল মেয়েটা। "আপনি সাহায্য করবেন ওকে?"

"তুমি আমাকে সেজন্য পারিশ্রমিক দিয়েছো," আমি বললাম। "এখানে চুপ করে বসে থাকো এখন। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। ইতিমধ্যে অনেক করেছো।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। "এতোটুকু যখন করেছি বাকিটুকুও সাহায্য করতে

BanglaBook.org

পারব।" কথাটা বলল বটে মেয়েটা তবে ওর শরীর সায় দিল না। মাটিতে ধপ করে বসে পড়ল ও, ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

অরোরা কোরিককে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলল। সেনট্যরটা সোজা আমাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল সাথে সাথে।

"সর্বনাশ!" আমি বিড়বিড় করলাম। "বিলি, ওর থেকে সাবধান। বেশি কাছে যেয়ো না ওর। দূর থেকে দেখো মনযোগ অন্যদিকে সরাতে পারো কি না।"

জবাবে মায়া নেকড়েটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল একবার। পরমুহূর্তে মায়া নেকড়ের দল কোরিকের দিকে ছুটতে শুরু করে দিল।

"মেরিলের সাথে থাকো," আমি ফিক্সকে উদ্দেশ্য করে বললাম। তারপর মায়া নেকড়ের দলের পিছু নিয়ে স্টোন টেবিলের দিকে আগাতে শুরু করলাম।

অরোরা লিলির মূর্তিটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, হাতে মাদার উইন্টারের দেয়া আনরিভিলিং কাপড়। কাপড়টা নিয়ে মূর্তিটার মাথা ঢেকে দিল অরোরা। অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে মূর্তিটাকে। অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম এরপর। ধীরে ধীরে অরোরার হাতের নিচে মূর্তিটা মানুষে পরিণত হতে শুরু করে দিল।

আর দেরি করা চলে না। হাত বাড়িয়ে দিলাম সামনে। রক্তে এড্রেনিলের প্রবাহ আর শরীরে তীব্র ব্যথা–এ দুটোর কারণে জাদুতে শক্তি জমা করতে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না। "ভেন্টাস সার্ভিটাস!" তীব্র বাতাস ছুটে গেল আমার হাত থেকে। বাতাসের তোড়ে কাপড়টা ধরে রাখতে পারল না অরোরা। আকাশে উড়ে গেল ওটা, লুফে নিতে এক মুহূর্ত দেরি করলাম না আমি। পরমুহূর্তে ছুটতে শুরু করে দিলাম আবার।

"জাদুকর!" অরোরা গর্জে উঠল, মনে হলো যেন একটা বজ্রপাত পড়ল আমার খুব কাছে কোথাও। হাত বাড়িয়ে দিয়ে অদ্ভুত ভাষায় মন্ত্র পড়তে শুরু করল এবার অরোরা। সাথে সাথে মাটি যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠতে শুরু করল। তাল সামলে রাখতে না পেড়ে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। তবে হাল ছাড়লাম না, গড়াতে শুরু করলাম এবারে। গড়াতে গড়াতে সোজা পাহাড়ের নিচে এসে থামলাম। দম ফিরে পেতে এক মুহূর্ত সময় লাগল।

দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে দিল এবার। অরোরার মতো আমিও

BanglaBook.org

আনরিভিলিংটা ধরে রাখতে পারলাম না। উড়ে গিয়ে অরোরার হাতে পড়ল ওটা। উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করলাম অরোরার দিকে। কিন্তু পারলাম না, তীব্র হাওয়া গতি রোধ করে দিচ্ছে আমার। ওটাকে এড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারছি না কোনমতে।

"আমার কাজে আর কোন বাঁধা চলবে না," অরোরা হাত নেড়ে বলল।

মাটি থেকে প্রচণ্ড গর্জন করে মোচড়াতে মোচড়াতে অসংখ্যা কাঁটা বেরিয়ে আসল এবার। উচ্চতা আমার কাঁধ পর্যন্ত হবে প্রায়। কাঁটাগুলো একটা দেয়ালের মতো করে পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলল এক মুহূর্ত পর। এতো ঘন করে যে অরোরাকে আর দেখতে পাচ্ছি না এপাশ থেকে।

অরোরার স্পেল থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যেতে লাগলাম কিন্তু পারলাম না। আমার শক্তিতে কুলোবে না। তারচেয়ে জাদু ব্যবহার করে যদি কিছু করতে পারি। অগত্যা চোখ বন্ধ করে একটা স্পেল করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। কিন্তু চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে ফিক্স চিৎকার করে ডাকতে শুরু করে দিল। "হ্যারি? হ্যারি! এদিকে! সাহায্য লাগবে।"

একটা মায়া নেকড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল এসময়। ঠিক পরমুহূর্তে আরও একটা মায়া নেকড়ে। মনযোগ যা একীভূত করেছিলাম সব যেন উবে গেল সাথে সাথে। ওরা এখানে এই যুদ্ধের ময়দানে এসেছে স্রেফ আমার জন্য। ওদের যদি কিছু হয় তো আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। চোখ বন্ধ করে আবার মনযোগ দেয়ার চেষ্টা করলাম। সবার আগে অরোরার স্পেল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু ভয়, রাগ আর তারসাথে এখন যোগ হওয়া এই দুশ্চিন্তা মনযোগ একীভূত করতে প্রায় অসম্ভব করে তুলতে লাগল।

ঘোড়ার খুড়ের শব্দ শুনতে পেলাম এসময়। আমার খুব কাছে কোথাও। চোখ মেলে এক সিধে ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলাম। আমার ঠিক সামনে সবুজ রঙের বর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে উদ্যত অস্ত্র।

"না!" আমি চিৎকার করে উঠলাম। "দাঁড়াও!"

আমার কথা কানে তুলল না সে। উদ্যত বর্শাটায় সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে উঠল এক মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তে আমার গলা বরাবর ছুটে আসতে লাগল ফলাটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

বর্ষাটা আমার গলার পাশের মাটিতে গেঁথে গেল। অশ্বারোহী হিসিয়ে উঠল, "একদম নড়বে না।"

মুখ থেকে বর্ম খুলে ফেলল এবার সে। এলাইনের বাদামি চুলগুলো বেড়িয়ে পড়ল হেলমেটের আড়াল থেকে। "নড়ো না, বের করে আনছি তোমাকে।"

"এলাইন," আমি বললাম। অদ্ভুত কিছু অনুভূতি হচ্ছে এখন আমার। তবে এখন এদিকে মনযোগ দেবার সময় নেই। "অন্য সময় হলে বলতাম তোমাকে দেখে ভাল লাগছে। এখন কী বলব বুঝতে পারছি না।"

"কারণ তুমি একটা গাধা, হ্যারি," এলাইন তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল। তারপর আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে আমার বুকে হাত বুলিয়ে আনল একবার। তারপর বলল, *"সামানিয়ানা।*

যে বাতাসের তোড়ে মাটির সাথে আটকে ছিলাম এতোক্ষন, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেটা। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম।

"ঠিক আছে," এলাইন বলল। "চলো এখান থেকে পালাই এখন।"

"না," আমি বললাম। "আমার কাজ শেষ হয়নি।" ফার্স্ট-এইডের বাক্স আর স্টাফটা কুড়িয়ে নিলাম। "আমাকে ওই কাঁটাগুলো পার হতে হবে।"

"পারবে না," এলাইন বলল। "হ্যারি, আমি এই স্পেলটা আগেও দেখেছি। এই কাঁটাগুলো শুধু চোখা হলে একটা কথা ছিল, এরা বিষাক্ত একটা আঁচড় লাগলে সাথে সাথে জ্ঞান হারাবে। আর দু'তিনটা আঁচড় লাগলে মৃত্যু একদম নিশ্চিত।"

আমি আমার স্টাফ চেপে ধরে কাঁটার দেয়ালটার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম।

"আর এদের আগুন দিয়েও পোড়ান যায় না," এলাইন যোগ করল।

"ওহ্!" আমি দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম। "তাহলে পাশে সরিয়ে ফেলব।"

BanglaBook.org

"এরা স্প্রিংয়ের মতো, হ্যারি। সরিয়ে ফেলার পর যদি এক মুহূর্তের জন্যও মনযোগ অন্যদিকে সরে তো সাথে সাথে আবার আগের জায়গায় ছুটে আসবে।"

"তাহলে মনযোগ সরবে না অন্যদিকে।"

"তুমি পারবে না, হ্যারি," এলাইন বলল। "তুমি ওদের সরিয়ে রাখা শুরু করলে অরোরা সাথে সাথে টের পেয়ে যাবে। তখন যদি তোমাকে আক্রমণ করে তো তোমার কাছে নিজের আত্মরক্ষা করার কোন উপায়ও থাকবে না।"

আমি স্টাফ নামিয়ে নিয়ে দেয়ালটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে এলাইনের দিকে ফিরলাম। "ঠিক আছে," মুখ খুললাম অবশেষে। "তাহলে তুমি আমার হয়ে কাঁটাগুলো সরিয়ে রাখবে।"

এলাইনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "কী?"

"তুমি কাঁটাগুলো সরিয়ে রাখবে কিছুক্ষণের জন্য যেন আমি দেয়ালটা দৌড়ে পার করার একটা সুযোগ পাই।"

"তুমি অরোরার বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছো? একা?"

"আর তুমি আমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছো," আমি যোগ করলাম।

এলাইন ঠোঁট কামড়ে ধরে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

"এলাইন," আমি বললাম। "তুমি ইতিমধ্যে ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেছো। আর তুমি সাহায্য করো বা না করো আমি ওই দেয়াল পার করবোই।"

"আমি জানি না।"

"উহু! তুমি জানো," আমি বললাম। "তুমি যদি আমাকে খুন করতে চাইতে তো ইতিমধ্যে অনেক সুযোগ পেয়েছিলে। আর অরোরা যা করতে চাইছে তাতে যদি সফল হয় তাহলে আমি এমনিতেও মারা যাব।"

"তুমি বুঝতে পারছো না–"

"হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি না," আমি ওর কথা থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম। "আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন ওকে সাহায্য করছো। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কীভাবে আমার বিরুদ্ধে যেতে চাইছো। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এখানো দাঁড়িয়ে আছো যেখানে স্টোন টেবিলে অরোরা একটা বাচ্চা মেয়েকে খুন করতে যাচ্ছে।" এক মুহূর্ত থেমে শ্বাস নিয়ে

BanglaBook.org

আরেকটা কথা যোগ করলাম, "আর আমি বুঝতে পারছি না তুমি কীভাবে আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করলে...আবারও।"

"এখন যে আমি আবার বিশ্বাস ঘাতকতা করব না," এলাইন বলতে লাগল। "সে নিশ্চয়তা কোথায় পেলে তুমি? এমনও তো হতে পারে তুমি ওই কাঁটাগুলোর মাঝখানে যাওয়ার সাথে সাথে আমি স্পেল বন্ধ করে তোমাকে মেরে ফেললাম।"

"হতে পারে," আমি বললাম। "কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, এলাইন। এক সময় আমরা প্রেম করতাম, এলাইন। একজন আরেকজনকে ভালোবাসতাম। আমি জানি তুমি কাপুরুষ না, খুনি তো নও-ই। আমি বিশ্বাস করি আমি তোমাকে এখনো আমার জীবন দিয়ে হলেও বিশ্বাস করতে পারি আর তুমিও আমাকে তোমার জীবন দিয়ে বিশ্বাস করতে পারো।"

এলাইনের মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুঁটে উঠল। "আমি কী হয়ে গেছি সে ব্যাপারে তোমার কোন ধারণা নেই, হ্যারি।" আমার দিকে তাকাল এবার ও। "কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি আমার সাথে কোন খারাপ কিছু হতে দেবে না।"

"তাহলে আমাকে সাহায্য করো।"

মেয়েটা আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "তোমাকে দৌড়াতে হবে। তোমার মতো শক্তিশালী না আমি। বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না কাঁটাগুলো।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে এখন। মেয়েটা যদি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে? ওর পুরো ঘটনা আমাকে এখন পর্যন্ত খুলে বলেনি ও। প্রাচীণ মিশরিয় ভাষায় বিড়বিড় করে মন্ত্র পড় শক্তির সঞ্চার শুরু করে দিয়েছে মেয়েটা।

মরতে চাইলে এই মুহূর্তে আমার সামনে হাজারটা রাস্তা খোলা আছে। এখানে বসে থাকলেও নিশ্চিত মারা যাব। তারচে বরং একটা সুযোগ নিয়েই দেখি না! হারাবার মতো কিছু তো আর নেই এখন আমার কাছে। হাতের ব্যাগ আর স্টাফটা চেপে ধরলাম। যা হয় হবে।

প্রচণ্ড গর্জন করে এলাইনের স্পেলটা কাঁটাগুলোর দিকে ছুটে গেল। সাথে সাথে ওখানে একটা রাস্তা তৈরি হয়ে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য। অবশ্য কাঁটাগুলো বারবার চেপে আসতে চাইছে, কিন্তু এলাইনের স্পেলটার জন্য পারছে না।

BanglaBook.org

"যাও!" এলাইন চিৎকার করে বলল। "ছুট লাগাও, হ্যারি!"

সাথে সাথে ছুটতে শুরু করে দিলাম।

দমকা হাওয়া ভেদ করে দৌড়াতে হচ্ছে। বাতাসের প্রচণ্ড বেগের কারণে চোখ খোলা রাখতে পারছি না ভালোভাবে। একরকম অন্ধের মতো এগিয়ে যাচ্ছি বলতে গেলে। তবে এলাইন আর বিশ্বাসঘাতকতা করেনি আমার সাথে। কয়েক সেকেন্ড পর কাঁটার দেয়ালটা পার করে স্টোন টেবিলের একদম সামনে এসে হাজির হলাম।

টেবিলটা ঠিক আগের জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। কিন্তু টেবিলটার তল থেকে অদ্ভুত এক সোনালী আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। অরোরা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, হাতে আনরিভিলিং কাপড়টা।

লিলির পুরো শরীরের ওপর কাঁপড়টা ছুঁইয়ে আনল সামার লেডি। অস্ফুট একটা শব্দ করে লিলির জ্ঞান ফিরে আসল এক মুহূর্ত পর। মূর্তি থেকে আবার নিজের আসল রূপে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

অরোরা এক মুহূর্ত দেরি না করে মেয়েটার গলা চেপে ধরল এক হাতে। অন্য হাতে ধরা ধারালো ছুরিটা নামিয়ে আনতে লাগল এরপর।

স্পেল করার মতো সময় হাতে নেই আর। উইজার্ড স্টাফটা দু'হাতে চেপে ধরে অরোরার পিঠে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলাম। পেছন থেকে আঘাত করার জন্য একবার নিজেকে কাপুরুষ মনে হলো বটে কিন্তু আর কোন উপায়ও তো ছিল না আমার হাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের তারাগুলো একদম ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে গেল, মাঝরাত হয়ে গিয়েছে। সামারের ক্ষমতার সর্বশেষ বিন্দু পার হয়ে গিয়েছে, টেবিলটার সোনালি আভা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে নীল আভা ফুঁটে উঠতে লাগল।

পিঠে আঘাত পেয়ে হাতে ছুরিটা ধরে রাখতে পারল না অরোরা। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল ওটা, লিলিকেও ধরে রাখতে পারেনি। চিৎকার করে অরোরার থেকে দূরে সরে গিয়েছে মেয়েটা।

অরোরা আমার দিকে ফিরল। এক মুহূর্ত দেরি না করে আমার বুকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল ও। কয়েক ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়লাম আমি। তবে মাটিতে একবার গড়িয়েই আবার উঠে দাঁড়ালাম। স্টাফ হাতে তুলে নিয়ে সেখানে শক্তি সঞ্চার করতে শুরু করে দিয়েছি সাথে সাথে।

BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে তালোসের আগমণ ঘটল। পাহাড়টাকে ঢেকে রাখা কাঁটার দেয়ালের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে স্টোন টেবিলের দিকে এগিয়ে এসেছে লর্ড মার্শাল।

অরোরা গর্জে উঠল, "লর্ড মার্শাল! খুন করে ফেলো ওকে।"

তালোস তরবারি বের করে ছুটে আসতে লাগল আমার দিকে। এতো দ্রুত আক্রমণ করল লোকটা যে আমি কোন স্পেলই ছুঁড়ে দিতে পারলাম না ওর দিকে। আমার পেট বরাবর তরবারি চালাল তালোস। তবে সৌভাগ্যবশত আঘাতটা শরীরে লাগল না আমার, স্টাফের ওপর তরবারির আঘাত পড়ল। স্টাফটা ধরে রাখতে পারলাম না উড়ে গিয়ে কাঁটার দেয়ালের মাঝে পড়ল ওটা। ঘুরে আবার আমার দিকে ফিরল তালোস। আমি কোন একটা অস্ত্র খোঁজার জন্য হন্যে হয়ে পড়লাম। এমন কিছু একটা দরকার যেন কয়েকটা সেকেন্ড সময় পাওয়া যায়।

ঠিক তখন তীব্র একটা গর্জন শুনতে পেলাম। কাঁটার দেয়াল ভেঙে থপ থপ শব্দ করে এগিয়ে আসতে লাগল কিছু একটা। তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা বিশালাকার ট্রল এগিয়ে আসছে। হাতে উদ্যত কুঠার। তবে কুঠারটা ট্রলটার হাতে একটা প্লাস্টিকের খেলনার মতো লাগছে। ট্রলটার শরীর জুড়ে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন।

মেরিল! চমকে উঠলাম আমি। মেরিল তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে!

ট্রলটাকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই ও আসলে মেরিল। কিন্তু ওর চোখের ভেতর যে রাগের স্ফূরণ আর শরীর জুড়ে আঘাতের চিহ্নগুলো স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ওটা মেরিল। তালোসের দিকে এগিয়ে গেল ও। এক হাতে তালোসের তরবারিটার ফলা ধরে কেড়ে নিয়ে একদিকে ছুঁড়ে দিল ওটা। পরমুহূর্তে তালোসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা।

আমি ওদিক থেকে নজর ফিরিয়ে অরোরার দিকে তাকালাম। লিলির সবুজ চুলের মুঠি ধরে স্টোনটেবিলের দিকে একরকম ছেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। স্টোন টেবিলটার কাছে অরোরার ছুরিটা পড়ে আছে। আমি ছুটে গিয়ে ছুরিটা তুলে নিলাম।

"ড্রেসডেন!" অরোরা হিসিয়ে উঠল। "আমি মেয়েটার গলা হাত দিয়েই ছিঁড়ে ফেলব একদম।"

আমি ছুরিটা দূরে পাহাড়ের নিচের উপত্যকার দিকে ছুঁড়ে ফেললাম। তারপর জবাব দিলাম, "উহু! তা তুমি করবে না।"

BanglaBook.org

অরোরা হেসে উঠল, ওর চোখজোড়া বদ্ধ উন্মাদের মতো লাগছে। "কেন নয়?"

আমি ফার্স্ট-এইডের বাক্সটার লক খুললাম। "কারণ আমি এমন কিছু জানি যেটা তুমি জানো না।"

"কী সেটা?" অরোরা হেসে উঠল। "এমন কী জানো তুমি যে কারণে আমি ওকে এই চূড়ান্ত সময়ে এসেও খুন করব না।"

আমি ঠান্ডা হাসি হাসলাম একটা। "পিজ্জার দোকানের ফোন নাম্বার।" এবার বাক্সটার ডালা খুলে গর্জে উঠলাম, "যাও, টুট! শেষ করে দাও ওকে।"

টুট বেরিয়ে আসল ব্যাগটা থেকে। পরনে ছোট ছোট বর্ম আর হাতে ওয়ালমার্ট থেকে আনা বিলির সেই ছোট্ট ছুরিগুলোর একটা।

অরোরার হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। "এই পুঁচকেটা আমার কী করতে পারবে?"

টুট গর্জে উঠল এবার। "জয় পিজ্জা দেবতা! আক্রমণ!"

সাথে সাথে একদল লিলিপুট সাইজের ফেইরি বেরিয়ে আসল বাক্সটা থেকে। সবার হাতে একটা করে ওয়াল মার্টের ছুরি। কোন কথা না বাড়িয়ে অরোরা দিকে ছুটে গেল ওরা।

অরোরার চোখে এবার ভয় ফুঁটে উঠতে দেখতে পেলাম। দ্রুত একটা চক্র তৈরি করে ফেলল ও ওদের থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ফেইরি পৌঁছে গিয়েছে ভেতরে। অরোরার হাতে ছুরি নিয়ে উঁড়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে খোঁচা দিল সে। ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠল অরোরার। সাথে সাথে চক্রটা মুছে গেল। পরমুহূর্তে বাকি ছোট্ট ফেইরিরাও আক্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"না!" অরোরা চিৎকার করে উঠল। "না! না!"

ফেইরিগুলো থামল না। একের পর এক আঘাত করে যেতে লাগল ওরা অরোরার শরীরে। প্রথমদিকে অরোরা কিছুটা কাবু হয়ে পড়লেও শেষটায় লিলিকে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে যেতে লাগল আবার। ছোট্ট ফেইরিরা আঘাত থামায়নি। ক্ষণে ক্ষণে থেমে যাচ্ছে অরোরা কিন্তু তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

লিলি মেয়েটা মরে গেছে নাকি বেঁচে আছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি মরে গিয়ে থাকে আর অরোরা ওকে স্টোন টেবিল পর্যন্ত কোনভাবে নিয়ে যেতে পারে তো এতো চেষ্টা, এতো সাধনার পরও কোন লাভ হবে না। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ওর দিকে ছুটে গেলাম আমি। স্টোন টেবিলের একদম কাছে পৌঁছে গিয়েছে অরোরা। একদম শেষ মুহূর্তে ওকে জাপটে ধরলাম আমি।

দ্রুত দৌঁড়ে গিয়ে জাপটে ধরায় তাল সামলে রাখতে পারলাম না কেউই। একদম শেষ মুহূর্তে কেবল দেখতে পেলাম অরোরার চোখে এক অদ্ভুত বিষন্নতা ভর করে আছে। তারপর পাহাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম আমরা।

গড়াতে গড়াতে তলায় এসে থেমে গেলাম আমরা একসময়। অরোরাকে এখনো ছেড়ে দেইনি আমি, ছাড়লামও না। ক্লান্তি, ব্যথা আর অসহ্য যন্ত্রণায় মনে হচ্ছে যেন এখুনি মরে যাব কিন্তু অরোরাকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। অরোরা আমার দিকে তাকাল। ওকে এখন আর কোন ফেইরি লেডি বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এক ভীতসন্ত্রস্ত অষ্টাদশী মেয়ে। "আমাকে তুমি বুঝতে পারোনি। আমি শুধু সব থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পৃথিবী থেকে সব যন্ত্রণা সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।"

আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম। কোন সোলগেজ হলো না। হওয়ার কথাও না। সে অবস্থায় নেই আমরা কেউ। দূর্বল গলায় বললাম, "কোনদিন কোন যন্ত্রণা বোধ করেনি কেবল মৃতরা।"

আস্তে করে চোখ বন্ধ করল অরোরা। নিশ্বাস দুর্বল হয়ে আসছে। প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় ফিসফিস করে বলল, "আমি বুঝলাম না

"আমিও না," আমি উত্তর দিলাম।

অরোরার চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু নেমে ওর চিবুকের ক্ষত থেকে বেয়ে আসা রক্তের ধারার সাথে মিশে গেল।

তারপর মারা গেল ও।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

সব ঠিক করে ফেলেছি আমি। মেয়েটাকে বাঁচিয়েছি, চোরকে থামিয়েছি, ম্যাবকে নির্দোষ প্রমাণ করেছি, হোয়াইট কাউন্সিলের জন্য ম্যাব তার দেয়া কথা রাখবে এবারে। সর্বপরি আমি জানে বেঁচে গিয়েছি।

অরোরার মৃতদেহের সাথে আমিও পড়ে আছি। ফেইরি রাণীরা আমাকে আরও প্রায় মিনিট বিশেক পর খুঁজে পেল। ওরা কখন এসেছে প্রায় কিছুই টের পেলাম না আমি। শরীর এতোটা দুর্বল হয়ে আছে যে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। আবার চোখ বুজতেও কষ্ট হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর টের পেলাম ম্যাব আলতো করে আমার মাথায় হাত রেখেছে। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে আসল ও। "জাদুকর, আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।"

"চলে যাও, ম্যাব," দুর্বল, ক্লান্ত গলায় আমি বললাম।

সে হেসে উঠল। "না, জাদুকর। আমাকে নয়, তোমাকে এখন চলে যেতে হবে। তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে।"

"টুটটুটের কী হবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কোন মানুষের ফেইরিদের ডাকা উচিত না। হোক সেটা ক্ষুদ্রতম ফেইরিদের কেউ একজন। কিন্তু তারপরও এর আগে অনেকবার ফেইরিদের ডাকা হয়েছে। যাই হোক, তোমার ছোট্ট যোদ্ধাদেরকে নিয়ে ভয়ের কোন কারণ নেই। ওরা তোমার অস্ত্র ছিল, ওদের কৃতকর্মের দায়ভার ওদের নয়, তোমার। শুধু যাবার সময় তোমার অস্ত্র আর ছুরিগুলো নিয়ে যেও, তাহলেই হবে।"

আমি ওর দিকে তাকালাম। "তোমার চুক্তি রাখবে তো তুমি?"

"অবশ্যই। জাদুকররা নিরাপত্তা পাবে, ফেইরির ভেতর দিয়ে নিরাপদ পথও পাবে।"

"এই চুক্তির কথা বলিনি। আমাদের চুক্তির কথা বলেছি।"

ম্যাবের সুন্দর মুখটায় একটা ভয়ঙ্কর হাসি ফুঁটে উঠল এবারে। "তার আগে তোমাকে আরেকটা প্রস্তাব দেয়া যাক।"

BanglaBook.org

ম্যাব উঠে দাঁড়াল, ওর পেছনে মেইভ আর মাদার উইন্টারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আর ওদের দু'জনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লয়েড স্ল্যাট। রীতিমতো রক্তাক্ত আর বিধ্বস্ত অবস্থায়। ব্যথায় মুখ কুঁচকে আছে লোকটার। লয়েডের হাত ওর কাঁধের কাছে বরফ সদৃশ কিছু একটা দিয়ে জমিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

"আমাদের মাঝে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে," ম্যাব বলল। "তাকে তার যোগ্য প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু তারপর আমাদের আরেকজন নাইট প্রয়োজন হবে।" আমার দিকে তাকাল এবারে ম্যাব। "আমি চাই তুমি সেই স্থানটা নাও। সেক্ষেত্রে আমার কাছে তোমার আর কোন ঋণ থাকবে না।"

"না," আমি বিড়বিড় করে বললাম। "কোনদিনও না।"

ম্যাবের হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। "ঠিক আছে তাহলে। আমি নিশ্চিত আমি তোমার জন্য আরও ভালো কোন কাজ নিয়ে ফিরে আসতে পারব পরবর্তীতে।"

স্ল্যাট মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল, "না, ড্রেসডেন। না! ড্রেসডেন, এ সুযোগ ওদের দিও না। আমাকে এখনি মুক্তি দাও, ওদের সাথে আর থাকতে দিও না। নাইট হয়ে যাও তুমি।"

ম্যাব ঝুঁকে এসে আবার আমার মাথায় হাত রাখল। "আর মাত্র দুটো কাজ করে দিতে হবে তোমাকে। তারপরই তোমাকে আমার থেকে মুক্ত করে দেব আমি।"

এরপর ওরা চলে গেল।

খানিক পর অনেক দূর থেকে লয়েড স্ল্যাটের আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম আমি।

আমি ওখানেই পড়ে রইলাম। আলো মিলিয়ে যেতে লাগল একসময়। কতোক্ষণ পর জানি না, এক সময় মনে হলো এবেনেজার আমাকে মাটি থেকে ওর কাঁধে তুলে নিল। পাশে গেটকিপারের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। বিলি বিড়বিড় করে ওর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। তারপর আবার অন্ধকার সবকিছু।

যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি আমার বাসায়, আমার ঘরে, আমার বিছানায় শুয়ে আছি।

BanglaBook.org

বিলি আমার বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে ছিল। "জ্ঞান ফিরেছে তাহলে?" আমাকে দেখে বলল ও। "পানি খাবে?"

আমি আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম। গলা প্রচণ্ড শুকিয়ে আছে। বিলি আমার দিকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি বাড়িয়ে দিল।

"কী হয়েছিল?" আমি একটু পর ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

বিলি আস্তে করে মাথা নাড়ল। "মেরিল মারা গিয়েছে। মারা যাওয়ার আগে তোমাকে জানাতে বলেছে যে সে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এজন্য ওর কোন আফসোস নেই। মেয়েটা ওর সিদ্ধান্ত নেবার সাথে ফেইরিতে বদলে যায়। তোমার ঠিক পাশে ওর মৃতদেহটা পড়ে ছিল।"

আমি চোখ বন্ধ করে আস্তে করে মাথা ঝাঁকালাম।

"এবেনেজার বলেছে, তোমার কারণে অনেক মানুষ রেডদের হাতে মারা গিয়েছে কিন্তু তোমাকে ওসব নিয়ে আপাতত না ভাবলেও চলবে।"

"হ্যাহ্!" আমি হেসে ফেললাম। "আর আলফারা?"

"আর কী বলব?" বিলি গর্বের সুরে বলল। "সব মিলিয়ে একশো পঞ্চান্নটা সেলাই পড়েছে আমাদের সবার শরীরে। তবে সবাই কমবেশী এক পিসেই বেরিয়ে এসেছি। আজ রাতে পিজ্জা পার্টি দিয়েছি আমার বাসায়।"

'পিজ্জা' শব্দটা শুনে আমার পেট গুড়গুড় করে উঠল।

উঠে গোসল করলাম তারপর এক সেট পরিস্কার কাপড় পরলাম। গোসল করার সময় খেয়াল করলাম বাথরুমটা বেশ পরিচ্ছন্ন, আমার পোশাকগুলোও। বিলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "বিলি? তুমি পরিস্কার করেছো? আমার কাপড়চোপড়?"

বিলি মাথা নাড়ল। "আমি না।" দরজায় কেউ নক করল এমন সময়। "এক মিনিট দাঁড়াও।" দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসল ও। "তোমাকে দেখতে এসেছে।"

আমি মোজা আর জুতো পরে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

"নতুন সামার লেডি আর সামার নাইট," বিলি বলল।

"আবার কোন ঝামেলা পাকাতে এসেছে?"

"আরে গিয়ে কথা তো বলো আগে," বিলি তাগাদা দিল।

বেডরুম থেকে বের হয়ে বিলির পিছু পিছু লিভিং রুমে এসে হাজির হলাম। আমার বেশিরভাগ আসবাবপত্র পুরাতন, সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিলাম।

BanglaBook.org

আর আমার বাসা সবসময় প্রচণ্ড অগোছালো হয়ে থাকে। যে কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ আমার বাসায় আসলে বাসাটাকে ডাস্টবিন মনে করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু এখন দেখছি সব একদম পরিপাটি করে গুছানো। বইগুলো গুছিয়ে দেয়ালের একপাশে রেখে দেয়া, পাশে আমার ব্লাস্টিং রড আর উইজার্ড স্টাফ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলোকেও মনে হচ্ছে পলিশ করা হয়েছে। মেঝে পুরোটা ঝাড়পোছ করা হয়েছে ভালোভাবে।

স্টোভ, আইসবক্স সবকিছু একদম সুন্দর করে পরিস্কার করা। শুকনো খাবারের কৌটাগুলোও গুছিয়ে তাকে তুলে রাখা হয়েছে। মিস্টারের শোয়ার বিছানাটাও পরিস্কার করা। সব যেন চক চক করছে একদম।

"আমি বোধহয় মরে গেছি," বিড়বিড় করে বললাম আমি। "এখন স্বর্গে আছি, স্বর্গের কেউ স্বর্গটাকে আমার বাসার মতো করে বানিয়েছে।"

বিলিকে দেখলাম বোকার তো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি যে আমার বাসায় আছি সেটা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। বিলি দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। "দেখা করবে না?"

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম।

ফিক্স দাঁড়িয়ে আছে। পরনে মেকানিকদের ওভারওল, মুখে হাসি। পাশেই মাটিতে ওর পুরনো টুলবক্সটা রাখা। টুলবক্সের পাশে লিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কালো প্যান্ট আর সবুজ ব্লাউজ পরনে। চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা।

"হ্যারি," ফিক্স বলল। "কী অবস্থা?"

আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। "তুমি? তুমি নতুন সামার লেডি?"

লিলি হেসে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল। "আমি চাইনি কিন্তু যখন...যখন অরোরা মারা গেল তখন ওর ক্ষমতা সবচেয়ে কাছের সামারের কাছে চলে এসেছে। এমনিতে অন্য কোন রাণীর কাছে ক্ষমতা যাওয়ার কথা। কিন্তু সামার নাইটের ক্ষমতা আমার কাছে থাকার কারণে অরোরার ক্ষমতাও আমার কাছে চলে এসেছে কোনভাবে।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "ঠিক আছো তো তুমি?"

লিলির হাসিটা মুছে গেল। "আমি আসলে এখনো সেভাবে ভেবে দেখতে পারিনি। এর আগে কোন মানুষের কাছে এমন কোন ক্ষমতা আসেনি।"

"তার মানে তুমি এখনো..."

BanglaBook.org

"সিদ্ধান্ত নেইনি?" লিলি জিজ্ঞেস করল। "না, এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি আমি ফেইরি হব না কি মানুষ হব। আমি জানি না আমি ঠিক কী করব। তবে টাইটানিয়া বলেছে সে আমাকে সব শিখিয়ে দেবে।"

ফিক্সের দিকে তাকালাম এবারে। "আর তুমি ফিক্সকে তোমার নাইট বানিয়েছো, তাই তো?"

লিলি ফিক্সের দিকে তাকিয়ে হাসল। "ওকে বিশ্বাস করি আমি।"

"ভাল মানিয়েছে," আমি বললাম। "ফিক্স তো ইতিমধ্যে একবার উইন্টার নাইটের সাথে টেক্কা দিয়েছে।"

লিলি অবাক হয়ে ফিক্সের দিকে তাকাল। ফিক্সের বুক গর্বে যেন এক হাত উঁচু হয়ে গেল। এবারে হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। "আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাইছিলাম আসলে। আপনাকে ধন্যবাদ জানানো বাকি, মিস্টার ড্রেসডেন। আপনার কাছে আমি পুরো জীবন ঋণী হয়ে থাকব।"

আমি ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে আলতো করে ঝাঁকালাম। "আমার কাছে কোন ঋণ নেই তোমার। আমি যা করেছি সেটা যে কেউ করতো আমার জায়গায় থাকলে।" আমার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল এবার। "তাছাড়া আমাকে সাহায্য করার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল। ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য হয়ে থাকে তো সেটা মেরিলের।"

লিলি মাথা নিচু করল। "যা হয়েছে তার জন্য নিজেকে দোষ দেবেন না আপনি। আপনি যা করেছেন তার জন্য একটা ভালো মন থাকা লাগে, মিস্টার ড্রেসডেন। মেরিলের যেমন ছিল। আপনারা যা করেছেন তার ঋণ আমি সত্যি কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমার হয়তো অনেক বছর লেগে যাবে আমার..." একটা শব্দ খুঁজতে লাগল সে।

"শক্তি?"

"হ্যাঁ, শক্তি। নিজের শক্তি ব্যবহার করা শিখতে অনেক বছর লেগে যাবে আমার। কিন্তু আপনার যদি কখনো কোন সাহায্য দরকার হয় কিংবা একটা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, যে কোন সময় চলে আসবেন আমার কাছে। আমার পক্ষে যা করা সম্ভব আমি তার সব করব।"

"তোমার বাসা পরিস্কার করে দেবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিল ও, হ্যারি," ফিক্স বলল। "আর আমি তোমার গাড়িটা ঠিক করে দিয়েছি। কিছু মনে করবে না আশা করি।"

BanglaBook.org

এবারে বুঝতে পারলাম আমার বাসাটা কেন এমন নতুনের মতো লাগছিল। হাসলাম আমি। "আমি কিছু মনে করিনি। ভেতরে আসো। খেয়ে যাও কিছু।"

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হলো এরপর ভেতরে।

সবাই চলে যাবার পর যখন সন্ধ্যা নেমে এলো তখন আরেকবার টোকা পড়ল আমার দরজায়। গিয়ে দরজা খুললাম আমি। এলাইন দাঁড়িয়ে আছে। পরনে টিশার্ট আর জিন্সের শর্টস। মাথায় একটা বেজবল ব্যাট পরা। "চলে যাবার আগে ভাবলাম তোমার সাথে একবার দেখা করে যাই।"

"ভালোমতোই ওখান থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছো দেখা যায়," আমি বললাম।

"তুমিও ভালোভাবেই বের হয়ে এসেছো। ম্যাব কথা রেখেছে ওর?"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "হ্যাঁ। আর তোমার কী অবস্থা? এখনো সামারের হাতে বন্দি?"

এলাইন কাঁধ ঝাঁকাল। "আমার ঋণ অরোরার কাছে ছিল। এখন অরোরা নেই তো সামারের সাথে আমার আর কোন সম্পর্কও নেই।"

"তো কী করবে এখন?"

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ও। "জানি না। মানুষের ভিড়ে মিশে যাব হয়তো।" বড় করে একটা শ্বাস নিল মেয়েটা। "হ্যারি, আমি চাইনি ঘটনাটা এরকম হোক। তোমাকে অরোরার ব্যাপারে বলতে ভয় পাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু তোমাকে সুস্থভাবে ফিরে আসতে দেখে আমি কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারব না।"

এই প্রশ্নটার অনেকগুলো উত্তর আছে আমার কাছে। কিন্তু আমি যেটা বেছে নিলাম সেটা হলো, "অরোরা ভাবছিল সে অনেক ভাল কিছু করতে যাচ্ছে। তুমি কী ভাবছিলে সেটাও হয়তো বুঝতে পেরেছি...যাই হোক, এখন তো সব শেষ। এসব ভেবে আর কাজ নেই।"

এলাইন মাথা ঝাঁকাল। তারপর বলল, "আমি তোমার ড্রয়ারে রাখা ছবিগুলো দেখেছি। সুজানের। চিঠিগুলো আর এনগেজমেন্ট রিংটাও।"

আমি মাথা নিচু করলাম। "আচ্ছা।"

"তুমি ওকে ভালোবাসো," এলাইন বলল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

BanglaBook.org

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করল ও যেন আমি ওর চোখজোড়া দেখতে না পারি। "তাহলে কিছু উপদেশ দেই তোমাকে?"

"দাও।"

মাথা তুলল এবারে ও। "নিজেকে দোষারোপ করা বন্ধ করো, হ্যারি।"

আমি ভ্রু কুঁচকালাম। "কী?"

আমার অ্যাপার্টমেন্টটায় একবার নজর বুলাল ও। "তুমি এতোদিন ধরে একটা ভাগাড়ের মধ্যে থাকছিলে, হ্যারি। আর তোমার পোশাকআশাক, চেহারার যা অবস্থা হয়ে ছিল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তুমি নিজেকে দোষ দিচ্ছিলে কোন কারণে। এই কাজটা আর করতে যেয়ো না। নিজেকে দোষ দিয়ে সুজানের কোন সাহায্য তুমি করতে পারবে না। ও যদি তোমার ব্যাপারে সত্যি পরোয়া করে থাকে তো তোমাকে আমি যে অবস্থায় দেখেছি সে অবস্থায় যদি ও দেখতে পায় তো ওর মন ভেঙে যাবে।"

আমি ওর দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম। "তোমার থেকে রোমান্টিক উপদেশ!"

হেসে ফেলল এবারে মেয়েটা। "কী আর করা যাবে? ভাগ্যের ফের। কখনো সুযোগ হলে দেখা হবে আবার।"

আমি মাথা ঝাঁকালাম। "ভালো থেকো, এলাইন।"

ঝুঁকে আমার গালে চুমু খেল মেয়েটা। তারপর উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। মেয়েটা দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকলাম আমি। কেন জানি না, কাউন্সিলের কাছে ওর ব্যাপারে কিচ্ছু বললাম না আমি।

রাত আরেকটু বাড়লে বিলির বাসায় গেলাম। দরজা থেকেই হাসাহাসি আর গানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পিজ্জার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। নক করার পর বিলি এসে দরজা খুলল।

ভেতরে এক ডজন আহত মায়া নেকড়ে হাসিমুখে নাচানাচি করছে। আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসল সবাই।

"বিলি," আমি বললাম। "আর বাকি যারা আছো। তোমরা নিজেদের খুব ভালোভাবে সামলেছো ওখানে। আমি এতোটা আশা করিনি। তোমাদের ধন্যবাদ দিলেও কম হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

বিলি মাথা ঝাঁকাল। সবার মুখে গর্বের হাসি ফুঁটে ওঠেছে। ঘরের ভেতর একটা ফিসফিসানি খেলে গেল ওদের মাঝে। আমি আবার মুখ খুললাম "এখন তাহলে আমাকে একটা পিজ্জা আর কোক দাও। ক্ষুধায় পেট তো একদম জ্বলে গেল।"

হো হো করে এসে উঠল সবাই। জর্জিয়া আমাকে কোন আর পিজ্জা এনে দিল।

আমি খাবার নিয়ে একটা টেবিলের ওপর বসে পড়লাম। সবাই আবার নিজেদের মাঝে আড্ডায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেজমেন্টের ল্যাবে রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটানোর চেয়ে এভাবে আড্ডা দেয়া যে অনেক ভাল এই প্রথম বুঝতে পারলাম সেটা।

"আমার সবচেয়ে বিরক্তি লাগে কী জানো?" বিলি একটু পর জিজ্ঞেস করল।

"না, কী?"

"এই যে এতো এতো ফেইরি, কুইন আর ওদের মধ্যে যুদ্ধ অথচ এরমাঝে কেউ একবারও বিলিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কোন সংলাপ ব্যবহার করল না।"

আমি বিলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হো হো করে হাসতে শুরু করে দিলাম। যুদ্ধে কাটা ছেঁড়া হওয়া আঁচড়গুলোয় ব্যথা করছে। তা করুক, সামান্য ব্যথার জন্য তো আর হাসি থামানো যায় না।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org